REGISTERED No. C 192.

২৮ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল [১ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প, ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা



OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত হরিরঞ্জন জুমদ্দার।

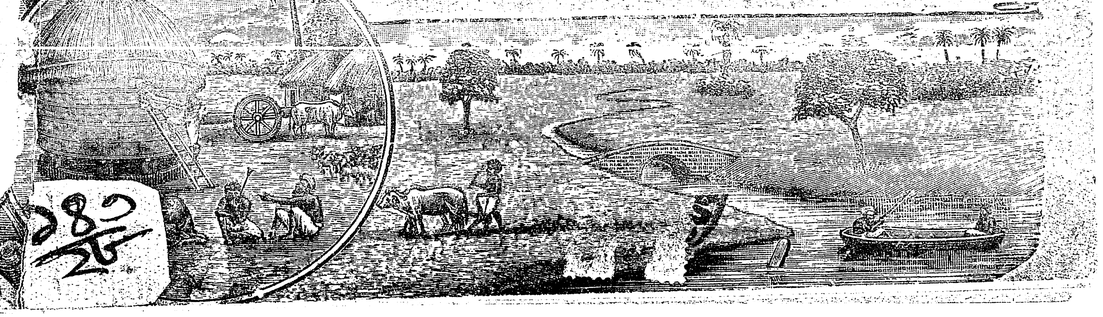

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুস্‌গুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাতী' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভ প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Work
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত কৃষি সহায় বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন, তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকত সম্বন্ধে আর সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৵০ মাত্র।

বৈশাখের সূচীপত্র।

বিষয়	লোকক	পত্রাঙ্ক।
১। নববর্ষ	সম্পাদক	১
২। আঠাশ বছর	শ্রীজহর লাল বিশ্বাস	৩
৩। বর্ত্তমান ভারত	শ্রীঅক্ষয় কুমার চট্টরাজ	৫
৪। আমার চাষ	শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী	৮
৫। কৃষি কথা—		
জপানের কৃষি	সম্পাদক	১৯
৬। মৎস্য বৃদ্ধির উপায়	শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক	২৪
৭। বঙ্গে নব বর্ষ	শ্রীতপেন্দ্র নাথ মিত্র	৩১
৮। এলাই		৩৩
৯। পত্রাদি		৩৬
১০। সংগ্রহ		৩৭
১১। আধুনিক শিক্ষা (রচিত)	শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল	৪১
১২। বাংলার ফসল		
আনারস	সম্পাদক	৪২
১৩। জলচাষ		৪৪
১৪। বাগানের মাসিক কার্য্য		৪৮

বেঙ্গল পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ও ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ১টিউব ৸৹ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

প্রাপ্তিস্থান— বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সমবায় সমিতি সমূহের মুখপত্র।

ভাণ্ডার।

অভিনব ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।

'ভাণ্ডারে' সমবায় সংক্রান্ত অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ নিত্য নূতন প্রকাশিত হইতেছে। দেশের সমবায় কর্ম্মিগণ নিয়মিতরূপে ভাণ্ডারে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন পল্লী স্বাস্থ্য, শ্রমশিল্প, কৃষি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধেও অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ 'ভাণ্ডারে' নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বার্ষিক মূল্য রেজষ্ট্রীকৃত সমবায় সমিতি সমূহের জন্য ১৲ টাকা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রাহকগণের জন্য বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রতি সংখ্যা নগদ ৵০ দুই আনা মাত্র।

ম্যানেজার ভাণ্ডার-পত্রিকা,
৬নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

আলুর চাষ মূল্য	৵০
তুলার চাষ ,,	৵০
বেনেতি বাগ (আদা, হরিদ্রা, পিপুল)	৵০
বাঙ্গালার মাটী	।০
ইক্ষু চাষ	৵০
কৃষি কথা	৵০
পাট চাষ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আ দর্শ নারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।
মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী
বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্রিকা

কৃষক

OR

The Agriculturist

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের

মুখপত্র।

২৮ খণ্ড—১৩৩৩ সাল।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

বর্ণানুক্রমিক।

বিষয়			পৃষ্ঠা
	অ		
১।	অত্যাচার—(গল্প)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	১৪৮
২।	অহমিকা—(পূজার গল্প) ঐ	...	১৭১
	আ		
৩।	আমার চাষ—(পত্র)—শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী ...	...	২৯৯
৪।	আলু—শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	...	১৮৩
৫।	আলুর পোকা নিবারণ কল্পে এরোপ্লেনের সাহায্য গ্রহণ	...	২১৭
৬।	আলুর রোগ নিবারণ ...	...	৩৬৪
৭।	আসাম প্রদেশের কৃষি সংবাদ ...	...	২০০
	এ		
৮।	একখানি চিঠি—শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ...	...	১৯৬
	ও		
৯।	ওলকপি	...	১৩৫
	ক		
১০।	কমলা লেবুর চাষ ...	...	১০৭
১১।	কাটোয়ার সাদা নটে খাড়া ...	...	১০০
১২।	কুমড়া—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	...	৩১৫
১৩।	কৃষক—(কবিতা)—শ্রীসরলাবালা পাল ...	...	৭৭
১৪।	কৃষক—(কবিতা)—শ্রীকিশোরীমোহন সরখেল	...	৩৯২
১৫।	কৃষাণ—(গল্প)—শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল ...		১৬৬,২৬১,৩৯৫
১৬।	কৃষি বিভাগের উত্তম কাজ ...	...	১৯
১৭।	কৃষি কমিশন ...	...	৪০
১৮।	কৃষি কমিশন ও আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক	...	৭৮
১৯।	কৃষি কনফারেন্স ...	...	৯১
২০।	কৃষি কার্য্য সংবাদ ...	...	১৬০
২১।	কৃষির কয়েকটী অন্তরায়—শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টরাজ	...	১৬২

Blood Through

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
২২।	কৃষি সংবাদ	... ...	২০৩,৩৫৪
২৩।	কৃষি কথা—শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৪৯,২৮১
২৪।	কৃষিতে ভদ্র সম্প্রদায়	... ...	২৮৭
২৫।	কৃষিই মধ্যবিত্তের উপজীবিকা	... ...	৩৬৫
	খ		
২৬।	খাদি কোমল কেন	... ...	২৪
	গ		
২৭।	গমের সংবাদ	... ...	৩৯৩
২৮।	গরুর কথা—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	৩৭,৭৪,৩৮৯
২৯।	গো-রক্ষা—(বক্তৃতা)	... ...	৪০১
৩০।	গোলাপের সার	... ...	৪২৪
	চ		
৩১।	চব্বিশ পরগণা ভদ্র কৃষক সমবায়—শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী	...	৩৬৬
৩২।	চা-বাগান	... ...	১৮৬, ২০৯, ২৬৩, ৩০৬
৩৩।	চাষার আক্ষেপ—(গান)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	১৬১
৩৪।	চাষার কথা—শ্রীবলরাম ভট্টাচার্য্য	... ...	৪০৭
৩৫।	চাষার ছেলে—(গল্প)—শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল	...	১১৬
৩৬।	চাষার প্রার্থনা—(কবিতা)—শ্রীসরলাবালা পাল	...	১৫৫
৩৭।	চিনির সংবাদ	... ...	২০৪
	ছ		
৩৮।	ছাগল—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার	... ...	৪২০
	জ		
৩৯।	জমীর মূল্য—(কবিতা)—শ্রীসরলাবালা পাল	...	১১৫
	ট		
৪০।	ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ—শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক		৩০২
	ত		
৪১।	তুলা ও অনিষ্টকারী পোকা	... ...	১২
	দ		
৪২।	দেশের কৃষি সমস্যা সমাধানের উপায়—(পত্র)—মিঃ এ, সি, বেরা		৩০১
	ধ		
৪৩।	ধানের চাষ	... ...	১৪০
৪৪।	ধানের পূর্ব্বাভাষ	... ...	২০৫
	ন		
৪৫।	নগরের আবর্জ্জনার সার—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	...	১৯৪
৪৬।	নব বর্ষ—সম্পাদক	... ...	১
	প		
৪৭।	পটল	... ...	৪৮
৪৮।	পতঙ্গ-ভুক উদ্ভিদ—উদ্বোধন	... ...	২১৪
৪৯।	পুনর্ণবা—কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী	... ..	১৬৪
৫০।	পল্লীর অবস্থা—(প্রবন্ধ)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	৯৭
৫১।	পল্লীগঠনের মূল সূত্র	... ...	৫৬
৫২।	পল্লীমাতা—(কবিতা)—শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল	...	২৯৪
৫৩।	পাট	... ...	১৯৮
৫৪।	পাটক্ষেত্র ও বীজ বাছাই	... ...	৪
৫৫।	পাটনাই ফুলকপি	... ...	৮৬
৫৬।	পেঁয়াজ	... ...	২১৮
৫৭।	প্রাপ্ত পত্রাদি	... ...	১৮২
	ফ		
৫৮।	ফলের চাষ	... ...	১৯০২
৫৯।	ফলের বীচি সংরক্ষণ—শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক	...	১১৪
	ব		
৬০।	বঙ্গের গো-জাতি—শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক	...	১৪১
৬১।	বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চাষের ভিত্তি স্থাপন—শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক		১৪৩
৬২।	বাগানের মাসিক কার্য্য—		
	২৯, ৬২, ৯৩, ১২৭, ১৫৯, ১৯১, ২২৩, ২৭১, ৩১৯, ৩৬০, ৪০০, ৪৩৯		
৬৩।	বাঙ্গলার কৃষক	... ...	৩৩
৬৪।	বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্প বিভাগের সরকারী রিপোর্ট ১৯২৪-২৫		২১
৬৫।	বাঙ্গলার নদী নালা	... ...	৮৪
৬৬।	বাঙ্গলার কয়েকটী প্রধান ধান	...	১২০, ১৪৫, ৩৪৭
৬৭।	বাঙ্গলার কৃষির উন্নতি—ভারতবর্ষ	... ...	১০৮
৬৮।	বাঙ্গলার মৎস্য শিল্প—শ্রীশ্রীশ চন্দ্র গোস্বামী	... ...	২৯৫
৬৯।	বাঙ্গলার ফসল—সম্পাদক		
	ইক্ষু	... ...	৩৭১, ৪১৭

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	কলা	৩৩৯
৭০।	বাঁধাকপি	১২৯
৭১।	বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য কিসে ভাল হইতে পারে—আর্থিক উন্নতি	৪২২
৭২।	বিলাতী বেগুন—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	২৪৬
৭৩।	বিবিধ ১৮৫, ২২২, ২৬৮, ৩১৮, ৩৬০, ৩৯৯	
৭৪।	বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের হৈমন্তিক ধানের পূর্ব্বাভাষ (১৯২৬)	৩০৪
৭৫।	বিজ্ঞান এবং ভারতীয় কৃষি	৩৬১
৭৬।	বিজ্ঞানের সাহায্য—(প্রবন্ধ)—শ্রীজহর লাল বিশ্বাস ...	৩৬৮
৭৭।	বীজ রোপণ	১৩৯
	ভ	
৭৮।	ভারতবর্ষের গো-মেষ ও লাঙ্গল	২৪১
৭৯।	ভারতে রাজকীয় কৃষি কমিশন ...	২২৫, ২৭৩, ৩২১
৮০।	ভারতীয় কৃষি সমিতির কার্য্য বিবরণী (১৯২৪-২৫)	৩
৮১।	ভারতীয় তুলার চাষ এবং তৎসংক্রান্ত আইন ...	৮১
৮২।	ভুলের পথে—(উপন্যাস)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	২০৭, ২৫৭, ৩১৩, ৩৫৫, ৪২৭
	ম	
৮৩।	মনের কথা—(গান)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	১৯৩
৮৪।	মরণের পথে বাঙ্গালী—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় ...	১১১
৮৫।	মার্কিন বা বিলাতী ফুলকপি	১২৬
৮৬।	মার্চ্চ মাসের খাদি বিক্রয় (১৯২৬)	৪১
৮৭।	মুরগী	৫৪
৮৮।	মূলা—শ্রীজহর লাল বিশ্বাস	৪৩৭
৮৯।	মেষ—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার	৪১১
	শ	
৯০।	শশাকী জাতীয় শাক	৪৪
৯১।	শশাকী জাতীয় চাষ	৬৫
৯২।	শস্যের শত্রু—ভাণ্ডার	১৩৬
৯৩।	শোক সংবাদ	২৭২
	স	
৯৪।	সংগ্রহ ৫৮, ৯১, ১২০, ১৫৬, ১৭৩, ২২০, ২৬৯, ৩১৬, ৩৫৮, ৩৯৭, ৪৩৪	
৯৫।	সন্তোষ ও পরিশ্রম—(কবিতা)—শ্রীসরলা বালা পাল ...	১৯৭
৯৬।	সম্পাদকের দপ্তর ও পত্রাদি	৬১
৯৭।	স্বভাব চিকিৎসা	৮৮

বিলাতে বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদে দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

গিনি সোনায় তৈরী হাল ফ্যাসানের অলঙ্কার

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। নিচের ইয়োলো-ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরে গিনি সোনা এবং নীচের ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। এককথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা



এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

এক্‌জিবিশন-চুড়ী



প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়গাছার একসেট চুড়ী ৪৯৷৷০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বিশেষ বড় বা বিশেষ ছোট হাত হইলে আবশ্যক শাখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া দিবেন। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃপিতে পাঠান হয়।

সত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
তৃ-মন্দির সম্পাদক

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস
৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

অন্যান্য অলঙ্কারের মূল্য তালিকা চাহিলেই পাইবেন।



প্রদর ও বাধক

বিজন্স ওলা"

হতাশ ও বাধক রোগিণীর একমাত্র আশা। শ্বেত, পীত, হরিৎ ও লোহিৎ সকলপ্রকার স্রাবই তিন দিনে বন্ধ হইবে। কোমরে, পিঠে ও পেটের বেদনা দূর হইবে এবং নিয়মিত ঋতু হইয়া শীঘ্রই সন্তান উৎপাদিকা শক্তি জন্মিবে প্রদরের স্রাবের চিহ্নমাত্র থাকে না। মূল্য ১ সপ্তাহের ১৷৷০, দুই সপ্তাহের ২৷৷০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—বিজন্স কেমিক্যাক ওয়ার্কস।

৬০।১।এ কালিঘাট রোড, কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্পাস প্রসঙ্গ—(সচিত্র) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত M. R. A. S. প্রণীত। ভারতবর্ষে কার্পাস চাষ সম্বন্ধে জানিবার ও শিখিবার যাবতীয় বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে। মূল্য ।৵০।

গোপালবান্ধব—ভারতীয় গোজাতীর উন্নতি বিষয়ে ও বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য প্রণালীতে গো-উৎপাদন, গোপালন, গো রক্ষণ, গো-চিকিৎসা গো-সেবা ইত্যাদি বিষয়ে "গোপাল-বান্ধব" নাম পুস্তক ভারতীয় কৃষিজীবি ও গো-পালক সম্প্রদায়ের হিতার্থে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে থাকা গৃহপঞ্জিকা, রামায়ণ, মহাভারত বা কোরাণ শরীফের মত থাকা কর্ত্তব্য। দাম ১৲ টাকা, এইরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সত্বর না লইলে এইরূপ পুস্তক সংগ্রহে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

☞ গোলাপের কলম বসাইবার এই উপযুক্ত সময়।

মনে রাখিবেন।

উৎকৃষ্ট বাছাই গোলাপের কলম—
১ নং প্রতি ডজন ৬৲; প্রতি শত ৪৫৲
২ নং প্রতি ডজন ৫৲; প্রতি শত ৩৫৲
৩ নং প্রতি ডজন ৪৲, প্রতি শত ২৫৲

৫০টার কম লইলে শতকরা দরে দেওয়া হয় না। অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। প্যাকিং রেল মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

গোলাপ গাছের উৎকৃষ্ট সার—১ পাউণ্ড ॥৵০ আনা ২ পাউণ্ড ১৲ টাকা।

আমাদের গোলাপের কলম নামে ও কাজে সঠিক। তাহা যে দামে সস্তা, তাহার পরীক্ষা বাজারে টাট্‌কা জোড় শতকরা ১০টা বাঁচিবে, আমাদের পুরাতন শতকরা ২টা কিম্বা একটাও মরিবে না।

ম্যানেজিং এজেণ্ট—
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বাংলার শত্রু

বাংলার ও বাঙালীর সর্ব্বপ্রধান শত্রুর সর্ব্বাগ্রে বিনাশ-সাধন আবশ্যক। সাধারণকর্ত্তব্য জ্ঞানে সকল সম্প্রদায়ের সকল বিরোধ ভুলিয়া সবাই মিলিয়া সমবেত চেষ্টায় ইহার প্রতিকারে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ জীবন আহুতি দিয়াও কেবলমাত্র অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ইহার কবলে পতিত হওয়ার চেয়ে মূর্খতার বিষয় আর কি হইতে পারে। এ শত্রুকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? **ম্যালেরিয়া** অভিযানের সময় উপস্থিত---এই ভীষণ শত্রুর কবলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী দরিদ্র, সবল দুর্ব্বল কাহারও নিস্তার নাই। সাবধান! সময় থাকিতে সাবধান। এ শত্রু অরক্ষিত অবস্থায় সুযোগ পাইলে আক্রমণ করিবেই---সর্ব্বপ্রথম নিজকে ও নিজের পরিবারবর্গকে সুরক্ষিত করুন, ম্যালেরিয়া। প্রতিকারক ও প্রতিষেধক অব্যর্থ মহৌষর কল্পতরু **অমৃতারিষ্টের** সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিরাপদ হউন। স্বল্পব্যয়ে ইহাই এ বিপদে বিশ্বস্ত বন্ধুর কার্য্য করিবে। অমৃতারিষ্ট নিজগুণে এদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। আপনার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করলে সবিশেষ অবগত হইবেন। সত্বর হউন। মূল্য প্রতি শিশি ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ---
শ্রীগননাথ সেন এম, এ; এল, এম, এস
—মহোদয় প্রতিষ্ঠিত—
কল্পতরু আয়ূর্ব্বেদ ভবন
৯৪নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
30, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.

১৪৩/২৮

কৃষক

২৮শ খণ্ড } বৈশাখ, ১৩৩৪ সাল। { ১ম সংখ্যা।

নব বর্ষ।

আজ ভগবৎ কৃপায় "কৃষক" অষ্টবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ হইলেও এখানে শিক্ষিত মধ্যবিৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষি চর্চ্চা অপেক্ষাকৃত অল্প। বাংলা দেশের আয়তন ৮২২৭৯৭ বর্গ মাইল। ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার লোকের বাস। শতকরা ৯২টী লোক কৃষিজীবি। চাষের উপযুক্ত জমি গড়ে প্রতি লোকের ১৸ বিঘা পড়ে। গত বর্ষে ৩১॥ কোটী মণ চাউল, ৩ কোটী ৬০ মণ পাট, ৩৩ লক্ষ মণ তামাক, ২ কোটী মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। বাংলা সরকার ১০ কোটী টাকা রাজস্ব আদায় করেন, তাহা হইতে মাত্র টাকা প্রতি ১ পাই কৃষি জন্য খরচ করেন. এমত অবস্থায়ও একখানি বিশুদ্ধ কৃষি সম্বন্ধীয় পত্রিকা যে আমাদের দেশে ২৭ সাতাইশ বৎসর কাটাইতে পারিয়াছে তাহাই দেশীয় ব্যক্তি-বর্গের কৃষি অনুরাগের পরিচায়ক। আমরা তজ্জন্য লেখক, গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গকে আন্তরীক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কৃষক ভারতীয় কৃষি সমিতির মুখ পত্র। উক্ত সমিতির কার্য্য কলাপের সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তজ্জন্য আমরা সমিতির

সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। সমিতির বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টা ও যত্নে সমিতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; যথা অনেকগুলি নূতন কৃষি পুস্তিকা প্রকাশ নূতন নূতন শাক সবজীর বীজ আনয়ন ও পরীক্ষা এবং ভারতীয় জলবায়ু সহিষ্ণু করিয়া জন সাধারণ মধ্যে তাহার বর্ত্তমান প্রচার। তাই এবৎসর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলাতী বীজ বিক্রয় হইয়াছে। বাগান প্রস্তুত করণ কার্য্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—রাজা হৃষিকেশ লাহা বাহাদুরের নরায়নগড়ে বাগান ও কৃষ্ণনগরের পাল চৌধুরী বাবুদের বাগান।

বিগত বর্ষের কৃষকে প্রধানতঃ যৌথ ঋণদান সমিতি, গরুর কথা, পাট, পান, চা, মৃত্তিকাতত্ত্ব, বাংলার ফসল ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অধিকতর সুখের বিষয় আমাদের কৃষকের গ্রাহকদিগের ভিতর হইতে অনেক ভদ্র বংশীয় যুবক স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও তাহাদের ফার্ম্মের বিবরণী কৃষকে প্রেরণ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে 'চাষার কথা' লেখক বাবু বলরাম ভট্টাচার্য্য বি এ, আমার কৃষি এস গাঙ্গুলী ও ইন্দ্রনারায়ণ নন্দী ও বাবু মণিমোহন ভট্টাচার্য্য বি এ প্রভৃতি নব জাগরণের কৃষক।

বিগত বর্ষে বাংলাদেশের অনেক জেলা হইতে আমাদের সমিতি বীজ, সার, বৃক্ষলতা ও পুস্তকাদি দেখান ও বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রদর্শিত বীজ ইত্যাদির জন্য বিশেষ বিশেষ প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন এবং সম্পাদক মহাশয় প্রায় সর্ব্বত্রই আলোক চিত্র সাহায্যে কৃষি বিষয় বক্তৃতা দান করিয়াছেন তাঁহার বক্তৃতায় অনুষ্ঠ হইয়া অনেক ডিঃ বোর্ড আমাদের অনেকগুলি কৃষকের গ্রাহক হইয়াছেন ও আমাদের প্রকাশিত কৃষি গ্রন্থাবলী গ্রহণ করিয়া বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। মালদা ও খুলনা ডিঃ বোর্ড বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আমরা আনন্দের সহিত আমাদের গ্রাহকবর্গকে জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান বর্ষ হইতে কৃষকের কলেবর পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইল। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বৎসর হইতে প্রত্যেক সংখ্যার কৃষকেই তদানীন্তন সময়ে উৎপাদন উপযোগী একটী ফসল কিম্বা একটী শ্রেণীর ফসল সম্বন্ধে একটী সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। কৃষকে প্রকাশিত বিষয় সমূহও এবার হইতে নূতন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইবে। আমাদের বহুসংখ্যক গ্রাহকের অনুরোধে আমরা এই সমুদয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। আশাকরি এই সবভাবে প্রকাশিত ও পরিবর্দ্ধিত কৃষক সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

কৃষিকার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন গবর্ণমেণ্টকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিনা। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে আমরা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকাদি পাইয়া থাকি এবং আমরা আশা করি বর্ত্তমান সুযোগ্য কৃষি মন্ত্রী ও কৃষি সেক্রেটরীর সহানুভূতিতে কৃষকের আরো উন্নতি সাধিত হইবে।

সর্ব্বশেষে আমরা কৃষকের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গকে আন্তরীক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহাদের সহানুভূতিতে ও সাহায্যেই "কৃষক" এতদিন পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আশাকরি তাঁহাদের অনুগ্রহেই "কৃষক" আরো উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আমাদের লেখকবর্গকেও আমরা এই অবসরে আন্তরীক ধন্যবাদ দান করিতেছি।

আঠাশ বছর।

সে আজ অনেক দিনের কথা, একদিন ঠিক এমনি দিনের প্রাভাতিক সূর্য্যের কিরণে, অদম্য আকাঙ্ক্ষা পরিপুরিত হৃদয়ে "কৃষক" তার ক্ষুদ্র প্রাণের কথা শোনাবার জন্য, তার কার্য্য-কলাপ দেখাবার জন্য, লাঙ্গল কাঁধে ক'রে, মাথায় টোকা দিয়ে, হাতে একটা থেলো হুঁকো নিয়ে পল্লীর দিগন্ত-প্রসারিত উন্মুক্ত-প্রাঙ্গনে গিয়ে হাজির হ'য়েছিল। সেখান থেকে ফেরবার সময় সে আজও পেলে না;—একদিন, দু'দিন নয়; একমাস-দু'মাস নয়, একাদিক্রমে সাতাশ বছর ধ'রে সে সেই প্রাঙ্গনে শত শত ঝঞ্ঝা, বজ্রাঘাত মাথায় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

তার ফেরবার সময় অনেক এসেছিল, অনেক বাধা বিপত্তি এসে তাকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে ফেরেনি। কারণ সে যে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে,—তার কথা তোমাকে শোনাবেই, তার কার্য্য তোমাকে দেখাবেই। তুমি তাকে চাষা ব'লে উপহাস ক'চ্ছো,—সে তা' শুনে হাসছে। তুমি তার কাজকে ঘৃণা ক'চ্ছো,—সে তা, দেখে আনন্দে নৃত্য ক'চ্ছে। তুমি তাকে ফেরাবার চেষ্টা ক'চ্ছো—সে দ্বিগুণ উৎসাহে তোমাক টানছে, আর কখনো প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হ'য়ে, কখনো প্রাবৃটের অবিশ্রান্ত বারিধারায় স্নাত হ'য়ে, কখনো বা শীতে কম্পিত হ'য়ে এক মনে অবিচলিত চিত্তে লাঙ্গলের বৃন্ত ধ'রে আছে।

এই যে শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা সমস্তই সে অম্লান বদনে সহ্য ক'রে তার কৃচ্ছ্র সাধনা ক'রে যাচ্ছে, এর মানে কি?—কারণ, সে বুঝেছে এ সাধনা ছাড়া, আর অন্য সাধনা তার নেই। অনেক সাধনার পথে সে গিয়েছিল, আপনাকে বড় কর্ব্বার জন্য অনেক

চেষ্টা সে ক'রেছিল,—কিন্তু কোন পথেই সে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ ক'র্ত্তে পার্ল্লে না,—তাই সে আজ মরণ পণ ক'রে ঐ পথে ছুটে গেছে।

এই সাতাশ বছরের ভেতর, অনেকেই তার মত ঐ পথে গিয়েছিল, কিন্তু দু'এক বছরের মধ্যেই তারা সে পথ থেকে ফিরে এসেছে। অত কষ্ট সহ্য ক'রে, অত উপহাস সহ্য ক'রে কি আর তারা সেই সাধনা ক'র্ত্তে পারে? তাই যেমন এসেছিল, তেমনি ফিরেও গেছে। তাদের এই কাণ্ড দেখে কৃষক একটু মুচ্‌কে হেসে, আড় নয়নে একবার দেখে নিয়ে, তার নিজের কাজই ক'র্চ্ছে। পাছে তার লাঙ্গলের ফাল একটু আল্গা হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে তার অভিষ্ট সিদ্ধির পথে অন্তরায় ঘটায়, এই ভয়ে কোন দিকেই সে সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিতে পাচ্চে না। একমনে লাঙ্গল ধরেই রয়েছে।

এই যে সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ধ'রে সে লাঙ্গল আর বলদ নিয়ে, নীরস প্রেমে মেতে রইলো, তা'তে ফল কি হল?—ফল যে কিছু হয়নি,—এমন কথা বলা যায় না। তুমি সহরে বসে ঐ যে সরু চালের ভাত খেয়ে জুড়ি-গাড়ি হাঁকাচ্ছ—সে, ঐ কৃষকের লাঙ্গল ঠেলার ফল। তুমি তোমার দেশ ছেড়ে, বিদেশে গিয়ে ঐ যে বড় বড় বাড়ী ক'রে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে, নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদিতে মসগুল হ'য়ে আছ,—সে ঐ কৃষকেরই লাঙ্গল ঠেলার ফল। এই রকম আরও কত আছে। তুমি ম্যালেরিয়ার অত্যাচার, মশার কামড়, বর্ষাকালে পচা জলের গন্ধ এসব সহ্য ক'র্ত্তে পারোনা ব'লে দেশ ছেড়ে বিদেশে চ'লে গেছ, কিন্তু সে ঐ সমস্ত অম্লান বদনে সহ্য ক'রে দেশে থেকে জানিয়ে দিচ্ছে যে,—দেশ এখনও শ্মশান হয়নি। তুমি দেশকে ছাড়তে পার; কিন্তু কৃষক পারে না। কারণ,—সেটা যে তার সাধনার স্থান।

যাই হোক যাদের অনুকম্পায়, যাদের সহায়তায় সে এই সাতাশ বছর অতিক্রম ক'রে আজ আঠাশ বছরে এসে হাজির হ'য়েছে, তাদেরকে সে তার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সঞ্চিত নমস্কার, আশীর্ব্বাদ, অভিবাদন জানিয়ে পুনরায় তার সাধনায় নিযুক্ত হ'চ্ছে। এই একটী বছরের পর সে বেশ ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখলে যে, কেউ তার সাহায্যের জন্য এসেছে কি না। তার সেই নৈরাশ্য-মলিন-চিত্তের চাহনি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে,—সে তোমাদের আরও সাহায্য চায়।

তার এই সাহায্যের কথা শুনে মনে ক'রো না যে, সে তোমাকে লাঙ্গল ধরার জন্য বা মই দিবার জন্য ডাকছে। তার জন্য সে ডাকেনি। সে চাচ্ছে;—তুমি বিদেশে গিয়ে যেমন বড় বড় দালান ইমারত ক'রে হাজার হাজার টাকা খরচ ক'চ্ছো, সেই রকম দেশে ফিরে এসে, তার জন্য সামান্য কিছু খরচ ক'রে একটা খ'ড়ো ঘর বেঁধে দাও,—রোগে ভুগে ভুগে অস্থি চর্ম্মসার হ'য়ে মরণের পথে চ'লে যাচ্ছে, সেখান থেকে ফেরাবার জন্য একটু আধটু ওষুধের বন্দোবস্ত কর। এ ছাড়া আর কিছুই সে চায় না। তাই সে আজ অনেক আশা ক'রে তোমায় ডাকছে, তোমার সাহায্য

চাইছে। তুমি কি এমনি পাষাণ হ'তে পার্ব্বে,—যে,—তার এই কাতর আহ্বান শুনবে না, তুমি কি এতই মনুষ্যত্বহীন হবে,—যে,—তার এই সামান্য আশা পূরণ ক'র্ব্বে না। তুমি কি এতই অধার্ম্মিক হবে,—যে,—তার এই সাধনার পথে একটুও সাহায্য ক'র্ব্বে না?— কর্ব্বে নিশ্চয়ই,—কারণ তুমি কি আর এত দিনেও বোঝনি,—যে,—কৃষককে সাহায্য না ক'র্ল্লে, তোমারও অস্থিত্ব লোপ হবে,আর তারও অস্থিত্ব লোপ হবে। তাই আজ তোমাকে মনে প্রাণে কৃষক সাজতে হবে, কৃষকের কাজে সাহায্য ক'র্ত্তে হবে, কৃষকের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ক'র্ত্তে হবে, কৃষককে বাঁচবার জন্য তোমায় মরণ পণ প্রতিজ্ঞা ক'র্ত্তে হবে।

আর দীন, দরিদ্র, পরিপাটী-পরিচ্ছদ হীন নিরাশ্রয় কৃষক,—আজ পর্য্যন্ত তুমি যে সাধনায় নিযুক্ত আছ,—যদি কোনও সাহায্য না পাও, যদি কারও সহানুভূতি না পাও, তা'হলে সে সাধনা হ'তে বিরত হ'য়ো না। সাতাশ বছর ধ'রে তুমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছ, তাই আজ এই আঠাশ বছরের পুণ্য দিবসে পুণ্যময় শ্রীভগবানকে স্মরণ ক'রে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার তোমার সাধনায় নিযুক্ত হও। হয়ত' অনেক ঘাত প্রতিঘাত এসে আবার তোমাকে ঐ সাধনার স্থান হ'তে সরাবার চেষ্টা ক'র্ব্বে;—কিন্তু মনে রেখ,—বহুজন-পুণ্য-পদধূলি-পূত তোমার ঐ সাধনার স্থান। ঐ স্থানে তোমার সাধনা নিশ্চয় সিদ্ধ হবে।

শ্রীজহরলাল বিশ্বাস।

বর্ত্তমান ভারত।

ভারতের সে সুদিন কোথায় কেন ও কিরূপ ভাবে অন্তর্হিত হইল কেহ বলিতে পারেন কি না জানি না; তবে ইহা কঠোর সত্য যে "যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা ফিরিবার নয়।" তাপস কণ্ঠনিঃসৃত সেই সামগানের মধুর ঝঙ্কার আকাশ বিদীর্ণ করিয়া অমরাবতীর পানে ধাইবে না; বা ব্রজ বালকের সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে যে হিল্লোল—যে স্পন্দন—তাহা আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিবে বলিয়া মনে হয় না। নৈয়ায়িক ও তার্কিক রথিগণের কূট প্রশ্নের মীমাংসায় ষড় দর্শন ষোড়শ দর্শনে পরিণত হইবে না বা বল্লালের বিরাট বাহিনী তাঁহাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আর বেশী দিন আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না। নানা জাতীয় সংঘর্ষে, সৌহার্দ্দে ও সহায়তায় অবশেষে স্বেচ্ছায় আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে এক অভিনব সভ্যতা বরণ করিয়া লইয়াছি

—স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছি, ফিরিবার উপায় নাই; ফিরিলে চলিবে না। তাই চারিদিকে উজ্জ্বলে মধুরে রব উঠিয়াছে।

"হতো বা প্রাপ্স্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" বর্ত্তমান সভ্যতায় আমরা—অতি নবীন। ইহা কিছু দিন থাকিবে এবং ভগবৎ কৃপায় শিশুত্ব নাম ঘুচাইবার সুযোগ পাইব। এক্ষণে চিন্তার বিষয়—এই যে ভারতবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেই গর্ব্বের সহিত প্রাচীন প্রথাগুলি আঁকড়াইয়া আছি অথচ বর্ত্তমান সভ্যতার উপযোগী ফল লাভের আশা ছাড়িতে পারিতেছি না বা ছাড়িলেও চলিবে না। মনে রাখা উচিৎ—এখন আর আমরা তাপস নহি সে তপোবনও নাই—সুপক্ক ফল আহরণ করিয়া আর জীবন যাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না। সেই জন্য দেশকাল পাত্র ভেদে প্রাচীনের সংস্কার ও বর্ত্তমানের যাহা কিছু ভাল তাহা লইয়াই কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তখন আমরা আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হইব, নিরাশ হইতে হইবে না।

চিন্তাশীল মাত্রেই বলিয়া থাকেন—"জগত উন্নতির পথে"—জগতের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ থাকিলে—আমরা কি "মরণের পথে" যাইতে পারি?

ভারতীয় সাহিত্যে কাব্যে, ব্যাকরণে, ন্যায়ে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, অর্থশাস্ত্রে, রীতি নীতি জ্ঞানে—অধুলুপ্ত কীর্ত্তিকলাপে ও শিল্প নৈপুণ্যে প্রমাণিত হয়—ধর্ম্মভীরু আমরা—আমাদের বুদ্ধি লোপ পায় নাই—কিন্তু আমাদের বিষয় বুদ্ধি খুব কম। ধর্ম্মের নামে উঠি বসি—ধর্ম্ম আমাদের আছে কিন্তু সংস্কার আমাদের একমন একপ্রাণ করিতে সক্ষম হয় না। আর্থিক উন্নতিকল্পে যে সমুদয় উপকরণের আবশ্যক তাহা আমাদের আছে কিন্তু কার্য্যকরী দক্ষতা অভাবেই হউক আর ভগবানের অভিসম্পাতেই হউক আমরা ভোগ সুখে বঞ্চিত। বিদেশী কয়েকটী ভাষায় লিখিত আছে এমন কোন ধাতবীয় পদার্থের অবিষ্কার হয় নাই যাহা ভারতবর্ষে নাই—সরকার এ বিষয়ে আমাদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন—ভৌগলিক জরিপের সময় খনি সম্বন্ধীয় কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের যে বিবরণ ও কয়েকটী খনিতে বিদেশী ধনীগণের অজস্র মূলধনের যে বর্ষন—তাহা না দেখিলে আমরা যে 'তিমিরে সেই তিমিরেই' রহিতাম। কারণ এ বিষয় আমাদের নিজস্ব ভাষাগুলি নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ। অথচ ধাতবীয় পদার্থগুলি পাইবার জন্য জার্ম্মানি, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি মহাদেশগুলি উদগ্রীব হইয়া থাকেন।

আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে চরম সুনীতি, অমার্জ্জনীয় দুর্নীতি, সীমাহীন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচিত্র কাব্য, সচিত্র উপন্যাস, আর্ট (কলা) নগ্ন ও সুরুচি সম্পন্ন, কৌতূহলোদ্দীপক রঙ্গরহস্য স্বরাজের বাজে ধুয়া ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের অনুশীলনী যখন তখন যেখানে সেখানে—দৃষ্টিপথে পতিত হয়—কিন্তু পরিতাপ এই বর্ত্তমান সভ্যতার উপযোগী দক্ষতা আনয়নে কেহ বদ্ধ পরিকর নহেন। বুঝি সেই জন্যই আমরা এত নির্জ্জীব ও নগণ্য

এত ভীরু ও পরমুখাপেক্ষী; সেই জন্যই আমরা বলিতে লজ্জা করে সচ্ছল সোনার ভারতে বুভুক্ষু সারমেয়ের ন্যায়—হা অন্ন হা অন্ন করিয়া পরপদলেহনে ব্যস্ত।

বাঙ্গালার—না—সমগ্র ভারতের এই দুর্দ্দিনে এই জড়তার মাঝখানে কেহ কি উপদেশছলে বলিয়া দিতে পারেন না—প্রকৃতির অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী আমরা—আমাদের সবই আছে। জীবিকায় শ্রেষ্ঠ সংস্থান যব, গম, পটল, এত প্রচুর পরিমাণে কোথাও জন্মে না---বস্ত্রাদি পোষাক পরিচ্ছদের জন্য তুলা, পাট, রেশম ও পশমের এত বহুলতা কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না—অন্যান্য পণ্য দ্রব্যাদি তিল, তিসি, গুঁজা রেড়ী—গুড় তামাক মসলা বা কফি, নীল, লঙ্কা, আফিম—আমরা ব্যতীত কেহ পায় নাই। কাঠের জন্য আমাদের অনেক জঙ্গল এখনও রহিয়াছে। এরোপ্লেন মটর প্রভৃতি যান বাহনাদি চালাইবার জন্য পেট্রোল প্রভৃতি তৈলের খনিগুলিও আমাদের যথেষ্ট রহিয়াছে। কারিকর আমরা—শিল্পী আমরা। যাবতীয় ঔষধের গাছ গাছড়াগুলি আমাদেরই। অভাব আমাদের কার্য্যকরী ক্ষমতার অভাব দক্ষতার—সেই জন্যই পৃথিবীর বাণিজ্য প্রতিযোগীতায় আমাদের স্থান নাই বলিলেই হয়। আমাদের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আমাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেন না—পরন্তু ওকালতি পাশ করিয়া জগতের হাস্যরসের মাত্রা বাড়াইয়া তুলেন। আবার যাহারা বাস্তবিকই কাজের লোক—যাঁহারা জগতে নাম লইয়াছেন তাঁহারা অর্থের জন্য বিদেশের মুক্তবাতাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরাশ হ'ন—আলুমিনিয়াম্ আবিষ্কারকের মত ধৈর্য্য তাঁহাদের নাই। থাকিলে দেশে থাকিয়াই দেশের অপ্রিয় ভাজন হইলেও দশের সহানুভূতি পাইতেন।

নাই আমাদের নিজের কল কব্জা, থাকিলে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না—; গতায়াতের সুবিধার জন্য নাই—ভারবহনোপযোগী পূর্ব্বের মত পুষ্পক প্রভৃতি রথ; থাকিলে অনেক সুবিধা হইত। নাই শিক্ষিত ও দক্ষ লোক যাঁহাদের দীক্ষা পাইয়া আমরা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াই। সব চেয়ে বেশী অভাব আমাদের স্বাবলম্বনের—থাকিলে আমাদের অভাব পূরণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতাম না। খদ্দর পরিবার ঈপ্সা আছে কিন্তু ম্যানচেষ্টার, লিবারপুল ও জাপানী খদ্দরের প্রতিযোগীতায় দেশী খদ্দর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সব সময় দেশের দোহাই দিলে চলে না কিরূপভাবে সকলের পক্ষে দাম সস্তা হয় তাহা দেখাও দরকার। এইরূপ সব বিষয়েই পুরাকালের ছিল—তাই গ্রহণ করিতেছি। এই চিন্তাতেই হউক বা বিদেশীয় এই প্রথা ভাল—তাহা অনুকরণ করিয়াই হউক—ভারতের অভাব মোচন কল্পে অনেকগুলি অনুষ্ঠানের দরকার এবং অনুষ্ঠানগুলি একেবারে আমাদের নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। তখন আমরা—আমাদের কার্য্যকরী বল, বুদ্ধি, ভরসা ফিরিয়া পাইব। তাহার পূর্ব্বে নহে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার চট্টরাজ।

আমার চাষ।

কৃষক পত্রিকায় আমার পত্র পাঠ করিয়া অনেকেই পত্র লিখিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমি আমার ব্যবসায় বসন্তচিকিৎসা ব্যাপারে এতই ব্যস্ততা যে, সকল পত্রের যথাযথ উত্তর দেওয়া এ সময়ে আমার পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব। এই জন্য এক পত্র দ্বারা সকলের পত্রের উত্তর দেওয়া এবং চাষ প্রয়াসীগণের কতগুলা প্রয়োজনীয় বিষয়, যাহা না জানিলে পরবর্ত্তী কালে অনেক অসুবিধা অথবা ক্ষতির কারণ হইতে পারে তাহাও বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম।

চাষের সাফল্য জমি নির্ব্বাচনের উপরই পূর্ণতঃ নির্ভর করে। হাতের কাছে যাহা পাওয়া গেল অথবা সস্তায় বিশাল ভূখণ্ড পাইয়া রাজা হইবার আশায় আমার মত যেখানে সেখানে জমি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে এবং উপযুক্ত অর্থের সংস্থান না থাকিলে অনেক সময়ই উহা দুর্গতির কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্য জমি নির্ব্বাচন সময়েই ভাবি ফলাফল, কর্ম্মশক্তি এবং অর্থবলের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া বলিতে হইবে। আমি হাতে কলমে কাজ করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল।

বর্ত্তমান সময়ে একদল লোক চাষের আশায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। তন্মধ্যে বার আনা বোকই বাবু অথবা বাক্‌চাষী। দেশী বিলাতী ২০।২৫ টাকার পুস্তক কিনিয়া আলমারী সাজাইয়া রাখিয়াছেন। কখনও দৈবাৎ দু এক পাতা উল্টাইয়া তাহাই বন্ধু-মহলে গমন করিয়া কান ঝালাপালা করেন। এবং বড়ই দুঃখের সহিত সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আপশোষ করেন যে এদেশের লোক যদি চাষ জানিত, তবে এই সোনার ভারত এতদিনে জহরতে পরিণত হইত। তাহারা বাঁচিয়া থাকুন, যে হেতু ভবিষ্যতে তাহাদের উন্মাদনা আরও বৃদ্ধি পাইলে, চাষী কিম্বা বাগানের মালীগণ ঐ নির্জ্জন স্থানেও কথা বলিবার মানুষ পাইয়া ধন্য হইবে।

১। জন মজুরের (Labour) অভাব না হয়।

২। নিজ সম্পর্কীয় অথবা দায়ীত্বশীল ও লভ্যাংশগ্রাহী লোক সর্ব্বদাই জমিতে থাকিয়া কাজ দেখিবেন এবং মজুরগণের হাতে ও গায়ে মাটি লাগাইয়া কাজ করিবেন। সার ব্যবহারের সময় এক আধটুকু কাদা গোবর হাতে পায়ে লাগিলে যেন বমি করিয়া

শয্যা গ্রহণ না করেন। সাবান মাখিয়া দুর্গন্ধ দূর করিতে পারেন, কিন্তু উহা রোগের মধ্যে গম্য হইলে তাহার দ্বারা চাষ চলিবে না।

৩। চাষী অথবা মালী পরিদর্শক অপেক্ষা বুদ্ধিশীল, পরিশ্রমী, চাষ কুশলী ও বলবান হইলে সে চাষী সর্ব্বদাই মনিবকে ঠকাইয়া কাজ করিবে, যথাসাধ্য গা বাঁচাইয়া চলিবে এবং আগ্রহও করিবে।

৪। যে ভাবেই হউক মনিব সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট দিবসে চাকর কিম্বা চাষীর বেতন প্রদান করিবেন। বেতনের টাকা বাকী পড়িলে চাকরকে শাসন করিবার পূর্ব্বে মনিবই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন এবং চাকরগণ ক্রমশঃ অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে।

৫। মনিব সর্ব্বদাই উপস্থিত না থাকিলে অথবা জমি দূরে হইলে ভৃত্যগণ বসিয়া থাকিবে এবং চুরী করিবে এবং শষ্য ক্ষেত্র রক্ষার প্রতি যত্নশীল হইবে না। এই জন্যই চির প্রচলিত প্রবাদ রহিয়াছে যে "দূর কৃষী আর চোর পরশী" (প্রতিবেশী) দুই সমান। আমার চাষেই আমি উহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নিম্নে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল।

"আমার বাঁকুড়ার জমিতে এবৎসর প্রায় ১৫/০ বিঘায় শাক শব্জীর চাষ দিয়াছিলাম সমস্ত শীতকাল ভরিয়া মাঠ হইতে প্রায় ৩০০ মণ গোবর সার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলাম এবং কলিকাতা হইতেও বৈজ্ঞানিক সার প্রায় ৩০।৩৫ টাকার সংগ্রহ করিয়া বড়ই গর্ব্বে চাষে নামিলাম। কারণ বিগত বৎসরে সার ও পরিচর্য্যার অভাবে ফসল আশাপ্রদ হয় নাই। এবার অনুষ্ঠানের অভাব নাই। প্রথম ক্ষতি করিল অনাবৃষ্টি দ্বিতীয় অন্তরায় হইল অতিবৃষ্টি। এত সহিয়াও ফসল ভালই হইল। তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ২১টি লাউ, শতাধিক কুমড়া এবং ১৷৷০ × ২৩ হাত স্থান হইতে ৮ মন পরিমাণ পুঁই বিক্রয় করিলাম, আশায় বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। ২।৪ জন বন্ধুকে আমার চাষ কুশলতার ইতিহাস লিখিয়া পূর্ব্ব প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু অদৃষ্টগুণে লাভের বেলায় হইল "পশ্চাৎ ঝঞ্ঝনায়তে"। কার্য্য গতিকে আমাকে কলিকাতা আসিতে হইল। প্রায় একমাস পরে যাইয়া দেখি যে, আমার অমন সাধের পুঁই ও বরবটির চিহ্নও নাই। যে লাউয়ের মাচায় ৩৭টী ছোঠ বড় লাউ ঝুলিতে দেখিয়াছিলাম, তাহার অতবড় মাচাটির একখানা বাঁশ কিম্বা কাঠও দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম পরে নাকি লাউ একটিও বিক্রয় হয় নাই। আমার অদর্শনে লাউগুলা গাছশুদ্ধ শুকাইয়া যাওয়াতে ঐ মাচাদারা চাকর বাবুদের বাড়ীতে রন্ধনের ইন্ধন যোগান হইয়াছে এবং শুষ্ক লতাগুলা ভাগ্যবান গোয়ালের গরু মহিষে আহার করিয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমারও স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ পুঁই ও বরবটির জন্য। এমন সুন্দর ও সুপুষ্ট লতাগুলির একটিও

কাঁচা পাতা দেখিতে পাইলাম না। সারপুষ্ট লতাগুল্মের মোটা মোটা গোড়াগুলি যেন তাহাদের দুর্ভাগ্য মনিবের চক্ষে একটুকু অস্তিত্ব চিহ্ন জানাইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখ হইল। সুযোগ্য ও বিশ্বাসী (Dangerously faithful) চাকরটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। বাবাজী আনত মস্তকে এবং শিষ্টমধুর ভাষায় উত্তর দিল যে, "বাবু গরুলোক খা লিয়া।" বাস্ এই কথায়ই প্রাণ জুড়াইল। মনের দুঃখে সুরের মাত্রা একটুকু চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোম্ শূয়ারলোক কাঁহা থা?" ভৃত্য বাবাজীও কথায় ঠকিবার নহেন। তিনিও তখনই জবাব দিলেন—"হাম টাট্টিমে গিয়া থা।" যাহা হউক দূর কৃষীর প্রভাবে, এক টাট্টির অনুষ্ঠানেই আমার সমুদায় ফসল উঠিয়া গেল। লাভ যে কত হইল পাঠকগণই তাহার হিসাব করুন।

দূর কৃষীর ইহাই বৈশিষ্ট। যদি ধানের চাষ করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ধান্য চুরীর ভার চড়াই পাখীর স্কন্ধে চাপাইয়া বাবাজী খালাস পাইতেন। চোর গয়নীর প্রভাবও বড় কম সহ্য করি নাই। তাহা আরও দুঃখ ও হাস্য জনক। এইরূপ উপদ্রব যে কেবল আমিই সহ্য করিয়াছি তাহা নহে। ইহা বোধ হয় পৃথিবীর সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে। তবে আশা করি যে, ইহা বাঙ্গলার বিশেষতঃ বাঁকুড়ার মাটিতে কিছু বেশী সুলভ।

৬। যে জমিতে বার মাস চাষ করা চলেনা এমন জমি কোনও ভদ্রলোকেরই গ্রহণ করা উচিৎ নহে। একজন নিম্নশ্রেণীর চাষী তাহার বৃষ্টি সাপেক্ষ বর্ষাতী অথবা বৈতালী ফলটি ঘরে তুলিয়াই, মজুর খাটিয়া, মোট বহিয়া, মাটি কাটিয়া, গরুরগাড়ী চালাইয়া কিম্বা নৌকার মাঝিগিরি করিয়া বৎসরের ৮।৯ মাস সময় নির্ব্বিবাদে উপার্জ্জন করিয়া কাটাইয়া দিবে। কিন্তু একজন ভদ্র শিক্ষিত লোক, যিনি চাষের অধিকাংশ কাজই নিজ হাতে করিতে অক্ষম বলিয়া ২।৪টি চাষী লইয়া কাজ করিবেন, তাহার পক্ষে একফালী জমিতে সহস্র বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রথম অসুবিধা চাষীর। যে চাষীকে লইয়া তিনি এ বৎসর কাজ করিবেন এবং আপনার কার্য্যোপযোগী করিয়া গঠন করিয়া লইলেন, আগামী বৎসরে যে তাহাদেরই পাইবেন তাহার কোনই স্থিরতা নাই। কারণ তাহার এক ফসলী তিন মেসে জমি চাষের পর কোনই কাজ থাকিবে না বলিয়াই চাকর বিদায় করিতে হইবে। সুতরাং বৎসর ভরিয়া চাকরের কিম্বা চাষীর বেতন বহিতে হইলে মজুরী চতুর্গুণ পড়িয়া যাইবে। তখন লাভের গুড় ঘরে না যাইয়া পিপিলীকা মুখেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

যাহার জমি একমাত্র চৈতালী কিম্বা বর্ষাতি ফসলেরই উপযোগী, তাহার চাষ ৩।৪ মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে। যাহার ফসলের পরিমাণ অধিক এবং একান্ত কুড়ের মত ঘরে বসিয়া দিন যাপনের ধৈর্য্য ও সামর্থ আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু

যাহার তাহা নাই, তিনি বৎসরের বক্রী সময়টুকু, যাহা একান্তই সুদীর্ঘ, তাহা কি করিয়া কাটাইবেন? এমন সকল সুযোগপূর্ণ চাকুরী কিম্বা অর্থাগমের পথ ক'জনের সম্ভব হইতে পারে যে, যাহার পক্ষে ঐ তিন মেসে চাষকে হাওয়া পরিবর্ত্তন (Change) মনে করিয়া সানন্দে চাষ করিয়া, ফিরিয়া আসিবেন।

চাষের আয় বড় না হইয়াও যদি নিত্য আয়শীল এবং চাষীও অক্লান্ত পরিশ্রমী হয়, তাহা হইলে জমির পরিমাণ ৫।৭ বিঘা হইলেও একটা ছোটখাট ৫।৭ জনের সংসার চালাইবার জন্য দিন রাত্রি চ'খের কাছে শরষে ফুল উড়িতে দেখা যায় না। কিন্তু এইরূপ জমি বারমেষে এবং কোনও বড় সহরের নিকটে হওয়া চাই। এবং শাক সব্জী ব্যতীত অন্য কোনও ফসলের দ্বারাই ঐরূপ আয় হইতে পারে না!

আমাদের দেশে চাষ বলিতেই প্রথম প্রশ্ন এই হয় যে ধান জমি কত বিঘা। এ দেশের ধারণা এই যে, ধানের চাষ না করিলে কোনও প্রকারেই বাচিয়া থাকিবার পথ নাই অথবা লাভের আশা নাই। কিন্তু ধানের চাষ যে ব্যবসার হিসাবে কতদূর নিকৃষ্ট চাষ তাহা এ দেশের লোকের ধারণাই নাই। ইতর ভদ্র সকলেই ধান ধান করিয়া পাগল। যাহারা চাকর ও মজুর খাটাইয়া চাষ করিতেন, তাহারা যতই হিসাব করিয়া কাজ করুন না কেন, বিঘা প্রতি ১৫ হইতে ২০ টাকার অধিক ধান্য ঘরে তুলিতে পারিবেন না। আর যদি ঐ জমি এক মাত্র ধান্য চাষেরই উপযোগী হয়। এবং জমির পরিমাণও অল্পই হয় তবে তাহাকে বৎসরের অনেকগুলা মাসের ঘর খরচের জন্যই ভাবিতে হইবে। যাহার জমির পরিমাণ অধিক এবং অধিক পরিমাণ জমিই ধান চাষের উপযোগী, তাহাকে বাধ্য হইয়াই ধানের চাষ করিতে হইবে। যাহার ২৪ শত বিঘা জমি আছে এবং অর্থাভাব নাই তাহার পক্ষে সকল চাষই লাভ জনক। তাহার জমির পরিমাণ যত বড়ই হউক, আমার মত ৮০০ বিঘা জমি লইয়া টাকা টাকা করিয়া পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে না অথবা ধার করিয়া উত্তমর্ণের রক্ত চক্ষু দেখিয়া অনিদ্রা দূর করিবার জন্য মাথায় মধ্যম-নারায়ণ মাখিতে হইবে না। তবে উত্তম চাষী হওয়া চাই।

৭। যিনি যত বড়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকিট কিনিয়া আসুন না কেন, তাহার ঐ বিদ্যা ধামাচাপা দিয়া রাখিয়া আবার নূতন কলমে হাতে খড়ি দিতে হইবে। কতক চাষার কাছে, কতক বাড়ীর বুড়ি ঠাকুরমার কিম্বা দিদিমার কাছে, কতক নানাদেশীয় পুস্তক পাঠে এবং ভাগ্যগুণে যদি কোনও চাষী গৃহস্থের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার সুযোগ জুটিয়া থাকে, তবে তাহার কাছেও কিছু কিছু জানিয়া লইতে হইবে। পার—হাতে কড়া ফেলিয়া, গায়ে মাটি মাখিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি সহিয়া হাতে কলমে কাজ করিয়া ঐ বাক্ শিক্ষাটিকে অর্থকরী কিম্বা লাভকরী বিদ্যায় পরিণত করিতে হইবে। ঠিক ঠিক চাষা না হইলে চাষে লাভ হয় না। বাবু সাজিয়া, ধনগর্ব্ব বুকে করিয়া, কাজ

করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমারম্ভেই হাতের টাকা কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহা অনুভবও করিতে পারিব না এবং লাভের মধ্যে এই হইবে যে, চাষের প্রতি নিজের ও অপরের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। যাহারা চাষে অজ্ঞ তাহাদের অধিকাংশ খরচই পরিমাণে অপব্যয় মধ্যে পরিণত হইয়া থাকে।

আমার মাতাঠাকুরাণী আমাদের দেশের বাড়ীতে লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গে, করলা প্রভৃতির চাষ করিতেন। বেশ বড় বড় ও যথেষ্ট ফলও হইত। অপর্য্যাপ্ত আহার এবং দান দাতব্য করিয়া ফতই না শান্তি উপভোগ করিতেন। মায়ের ঐ চাষ দেখিয়াই মনে করিতাম যে চাষের মাষ্টার হইয়াছি; কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলাম যে কিছুই হয় নাই। বাড়ীর চাষ অল্পস্থান লইয়া হইত এবং তাহার তদ্বির বাড়ীশুদ্ধ লোক করিত সুতরাং চাষের মজুরী নির্দ্দেশ করা যাইত না। কিন্তু অর্থকরী চাষে নামিয়া দেখিলাম ব্যাপার অন্যরূপ, এবং চাষকে লাভজনক করিতে আমার প্রায় দুই বৎসর-কাল বৃথাই খরচ করিতে হইল। কিন্তু চাষ শিখিয়াও লাভ হইল না, কারণ সেইরূপ উপযুক্ত অর্থ আমার নাই।

যথেষ্ট পরিমাণ গোবর সার সংগ্রহ হইবে কিনা। বর্ত্তমান যুগের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সার সমূহের দ্বারা উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহার ব্যবহার শিক্ষা করিতেই যথেষ্ট সময় নষ্ট হইয়া যায় এবং সকল স্থানে উহা সহজ লভ্যও নহে।

যে সার যতই ফলপ্রদ হউক না কেন কিন্তু গোবর সারের মত কোন নির্দ্দিষ্ট নহে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মত উপকার না করিলেও অপকার করে না। কিন্তু বিলাতী সার সমূহ ব্যবহারের তারতম্যে সময়ে অপকারও করিয়া থাকে এবং অধিক মাত্রায় জল সেচনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গোবর সারের যে তিনটি বিশেষ গুণ রহিয়াছে উহা অন্য কোন সারেই নাই (ক) মৃত্তিকার তাপ গ্রহণ শক্তি কমাইয়া দেয় (খ) কঠিন মৃত্তিকাকেও নরম করিয়া দেয়; (গ) মৃত্তিকার কৈষিক আকর্ষণ বাড়াইয়া দিয়া জল ধরিয়া রাখে। এই জন্য বালুকাপূর্ণ ভূমিতেও চাষ করিলে পুনঃ পুনঃ জল সেচন করিতে হয় না। এই তিনটি বিশেষ গুণ ব্যতীত দেশী বিলাতী সার সমূহের সকল গুণই অল্পাধিক বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্যবহারকালে একটুকু মাত্রা বাড়াইয়া দিলেই বিশেষ ভাবনার কারণ থাকে না। তবে অত্যাধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে, ফসলে একটুকু দুর্গন্ধ হয়।

৯। বাঁশ পাওয়া যায় কিনা? বাঁশ চাষের এবং চাষীর উভয় কুলেরই প্রয়োজনীয় বস্তু। তবে যিনি পাকা বাড়ীতে থাকিয়া কচু, কলার অথবা একমাত্র ক্ষেত্রজ শষ্যেরই চাষ করিবেন তাহার বাঁশের প্রয়োজন অল্পই হইয়া থাকে কিন্তু যিনি শশা, ঝিঙ্গা, করলা, লাউ প্রভৃতি লতানীয়া শষ্যের চাষ করিবেন তাহাকে বাঁশের সন্ধান রাখিতেই হইবে।

১০। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও চিন্তনীয় বিষয় জল। ইহার অভাব, অল্পতা

ও আধিক্য এই তিনই বিপদ জনক। যেখানে এই তিনের সামঞ্জস্য নাই, সেখানে বিশেষ সতর্কতার সহিত চাষে নামিতে হইবে। পানীয় জলের অভাব হইলে তাহা অল্পায়াসেই পূরণ হইতে পারে; কিন্তু চাষের জলের অভাব হইলে তাহা প্রাকৃতিক আনুকূল্য ব্যতীত পূরণ করিবার ক্ষমতা সাধারণের পক্ষে সুলভ নহে।

কলিকাতা সহরের ১৩ লক্ষ লোকের পানীয় জলের অভাব ১২ মাইল দূরবর্ত্তী পলতার কল হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কিন্তু এই দেড় লক্ষ বিঘা পরিমিত স্থানে চাষের জল প্রাকৃতিক আনুকূল্য ব্যতীত একমাত্র কলকব্জার সাহায্যে সরবরাহ করিতে হইলে যে খরচের প্রয়োজন, ঐরূপ একটা বৃহৎ ব্যয় করিয়া ফসল ঘরে আসিত কি? এবং ঐরূপ জলের ব্যবস্থা করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা অনেকের পক্ষেই অচিন্তনীয় সমস্যা।

আমার বাঁকুড়ার জমি দর্শন হিসাবে একটা বৃহৎ জিনিষ সন্দেহ নাই এবং উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া জলের অভাব মিটাইতে পারিলে আয়ের দিক্ দিয়াও বৃহত্তর সম্পত্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমার সে অর্থ কোথায়। তাই একজন ধনীর আশ্রয় পাইবার জন্যই এই প্রবন্ধ লেখা হইল। দুই সহস্র টাকা খরচ করিয়া একটা বাঁধ দিতে পারিলে ঐ সঞ্চিত জলের দ্বারা ২০০ বিঘা ধান জমি রক্ষিত হইবে এবং অন্যান্য স্থানেও মৃত্তিকার রসাভাব কমিয়া যাইবে।

ঐ সমুদয় জলের জলের অভাবে একমাত্র বর্ষাতী ফসল ব্যতিত কোনও ফসলই জন্মান যায় না কিন্তু উক্ত বাঁধ প্রস্তুত করিতে পারিলে বার মাসই চাষ চলিতে পারে। ভদ্র গৃহস্থের জন্য বারমেসে জমি না হইলে চলিতে পারে না। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া এবং বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশের জমি এতই বন্ধুর ও জলহীন যে, চাষের অন্যান্য উপকরণের এবং মজুরের অভাব না হইলেও একমাত্র জলাভাবই ঐ সমুদায় দেশ-সমূহকে চিরদিনের জন্য দারিদ্র পীড়িত করিয়া রাখিয়াছে। তদুপরি একতার অভাব। দশঘর গৃহস্থ একযোগে কাজ করিলে অনেক স্থানেই জলের অভাব দূর করিতে পারেন; কিন্তু সে ভাব তাহাদের আদৌ নাই। বরং কে কাহার সর্ব্বনাশ করিবে তাহারই পন্থা খুজিয়া বেড়ায়।

মুসলমান, সাঁওতাল, বাউরী এবং আরও কয়েকটা নিম্ন জাতিয় লোক ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ হিন্দুই ধান্য ব্যতীত অন্যান্য চাষ করিবেনা; এবং বছর ভরিয়াই কোনও তরিতরকারীর প্রয়োজন হইলে বাড়ী বাড়ী ঘুড়িয়া বেড়াইবে। আমার ঐ জমি বন্দোবস্ত লইবার পূর্ব্বে ৫।৭ বার বাঁকুড়া ও মানভুমের নানা স্থানে যাইয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি জমি লইয়াই সাঁওতালদের ডাকিয়া ঐরূপ তরিতরকারী দেওয়া পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়াতে ঐ স্থানের গোপসন্তানগণ আমার এবং ততোধিক

সাঁওতালগণের উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে! না খাইয়া থাকিবে এবং একমাত্র দুগ্ধ-নূনের অন্ন গ্রহণ করিবে তথাপি কেহও শাক সব্জীর চাষ করিবে না। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বাঁকুড়ার চাষের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল। যাহা হউক, এইরূপ অবহেলার একমাত্র কারণ জলাভাব।

আমার জমির সংলগ্ন গ্রামে একটিও জলপ্রদ কূয়া নাই। পানীয় জলের (গরু, মহিষ, ছাগল এবং মনুষ্যের) জন্য গ্রাম হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে, যাইয়া জল আনিতে হয়। সকল গৃহস্থই প্রত্যহ ৩০।৪০ কলসী জলের জন্য কুড়ি বাঁইশ বাইল হাটিতে প্রস্তুত; কিন্তু, গ্রামের মধ্যে একটি কুয়া খুড়িতে প্রস্তুত নহে। আমি একটি কূয়া খুড়িয়া দিব বলিয়া প্রত্যহ গ্রাম হইতে একটি করিয়া মজুর চাহিতেই উহাদের পিপাসা মিটিয়া গেল। কিন্তু বিগত তিন বৎসরেও তাহারা পানীয় জলের কোনই ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কবে কি হইবে মালিকই জানেন। যাহা হউক ভগবান উহাদের শুষ্ক কণ্ঠের কাতর ধ্বনি শুনিয়া দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই প্রার্থনা।

উক্ত দুইশত বিঘা জমিতে ধান জন্মাইতে যে বাঁধের প্রয়োজন তজ্জন্য যেমন ২০০০৲ টাকা প্রয়োজন, তেমনই ঐ দুইশত বিঘা জমির জঙ্গল কাটিয়া, সমতল করিয়া এবং অল্প বাঁধিয়া চাষের উপযোগী করিতেও প্রায় ৩০০৲ টাকার আবশ্যক। কিন্তু এই দুইটি ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন হইলে, সব্জী চাষ কিম্বা ফলের চাষের জন্য অধিক টাকা খরচ করিতে হইবে না। হাজার দুই টাকা হাতে লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট। সব্জী গাছের জন্য আমিই অনেক কাজ করিয়া রাখিয়াছি। প্রথমতঃ ভাল একটা কূয়া কাটিয়া কিম্বা ৩।৪ শত টাকার মধ্যে একটা নলকূপের (Tube well) ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ সব্জীর চাষের দ্বারা নিত্য আয়ের ব্যবস্থা না করিলে দুদিনেই চাষের সখ মিটিয়া যাইবে। ২০।২৫ বিঘা জমিতে তারের বেড়া দিয়া উহারই একপার্শ্বে ৮।১০ বিঘা জমিতে বাবুই ঘাসের চাষ করিতে পারিলে এক বৎসর অন্তে উহাই ১৪।১৫ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইবে।

জমিতে ৫।৭ হাজার কুল গাছ রহিয়াছে। উহাদিগকে অন্যান্য আগাছা হইতে মুক্ত করিয়া, ছাঁটিয়া দিলেই পরবর্ত্তী বৎসর উহাতে গালার চাষ চলিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে গালার (Shell lac) চাষ খুবই লাভজনক। ঐ দেশের আবহাওয়া গালার পক্ষে খুবই উপযোগী। আজকাল অনেকেই উক্ত চাষ করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। আমি নিজেও ২।৪টি গাছে গালার পোকা বসাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

যাহা হউক, যিনি ৮।১০ হাজার টাকা ঘর হইতে বাহির করিতে চক্ষে সরিসা পুষ্প দর্শন করিবেন না, যাহারা অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্ম্মী, জমিতে থাকিয়া সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট সহিয়া কাজ করিতে পারিবেন এবং রাত্রি প্রভাতেই যিনি পরিবারবর্গের

অদর্শনে অশ্রু সম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন, আমি তেমন শক্ত মানুষকেই আহ্বান করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশ চন্দ্র গঙ্গুলী।
বসন্ত চিকিৎসক।
১৩ নং শুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষি কথা।

জাপানের কৃষি

জাপান প্রতি বর্গফুট জমি কাজে আনিতে জানে এবং সেইটুকু অতি সাবধানের সহিত, অতি যত্নসহকারে এবং সম্পূর্ণরূপে কর্ষণ করে। যতটুকু জমি পাওয়া যাইতে পারে ততটুকুই উৎকৃষ্টরূপে, এবং দেহ মনের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া চাষ করে। অনুচ্চ পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে সর্পাকারে চারিদিকের মাটি কাটিয়া সমতল করিয়া তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এমন কি যথায় আরোহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সে সকল স্থানও আবাদ করে। গৃহস্থ স্বীয় অট্টালিকার আশে পাশে এমন কি গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যতটুকু জমি আদায় করিতে পারে তাহাতেই বীজ বুনিয়া থাকে, গাছপালা রোপণ করে। ফল কথা একটু কোণ পর্য্যন্ত বাতিল যায় না। পাছে বেড়া দিলে অল্প অল্প করিয়া ক্ষেত্রে কিয়দংশ ভূমি বৃথা আটক পড়ে সে জন্য বেড়ার পরিবর্ত্তে তাহারা ক্ষেত্রের ধারে ধারে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপন্ন করে। গবাদি পশু বা শস্য ধ্বংশকারী পক্ষীর অভাবে বেড়া না দিলেও ক্ষতি হয় না। চাষ করিলে চাষ হইতে পারে এমন জমি এবং পতিত জমি থাকিতে পারে ইহা জাপানে অজ্ঞাত। জমির সদ্ব্যবহার জাপানি কৃষির অন্যতম বিশেষত্ব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে তাহাদের চাষে অপরিচ্ছন্নতা বা অসাবধানতা ঘটিবার যো নাই। প্রত্যেক ফুট অতি সুন্দররূপে আবাদ করিয়া সমগ্র ক্ষেত্র যখন সুপ্রসস্ত সুসজ্জিত উদ্যানের মত দেখাইবে, একটী তিল পরিমাণ ভূমি ব্যর্থ যাইবে না, প্রত্যেক বীজটী একটী ফলবান বৃক্ষে বিকশিত হইয়া উঠিবে তবে জাপানী কৃষক নিরস্ত এবং সন্তুষ্ট

হইবে। তাহাদের মতে সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে কর্ষিত একটুকু জমিও ভাল তথাপি যেমন-তেমন চষা ময়দানও ভাল নয়। তাই জাপানের মাটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা। কোন ঋতুতেই ফসলের ভিতর একটাও আগাছা দেখা যায় না। এই জন্য জাপানের কৃষি বলিতেই উদ্যানকৃষি বুঝায়।

বৈজ্ঞানিক কলের অভাবে জাপানে সামান্য কতিপয় হাতের যন্ত্র লইয়া চাষ করা হয়। সাধারণতঃ জাপানের মাটি কৃষ্ণবর্ণ পাঁক ও বালি মিশ্রিত। প্রথমে শাবল বা কোদাল দিয়া মাটি খোঁড়া হয়। হাতে করিয়া খোঁড়া হয় বলিয়া অনেক ভিতর পর্য্যন্ত মাটি আল্‌গা হয়। চাষী তখন সেই মাটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সূক্ষ্ম গুঁড়া করিয়া ফেলে এবং মাটি পরে পরে আলি ও নালীকাটা করিয়া একলইন উচ্চ মাটি মধ্যে নালীকাটা, তাহার দুই এক হাত অন্তর পুনরায় আলি তুলিয়া দেয়। ফসল এমন ভাবে বুনা হয় যে আলির উপরকার ফসল (শীতের গম, যব ইত্যাদি) যখন কাটিবার সময় আসে তখন নালীকাটার মধ্যস্থ ফসল গজাইতে থাকে সুতরাং সমগ্র ক্ষেত্র এককালে খালি পড়ে না। একবার যাহা খালি থাকে ফসল কাটা হইবার পর চষিয়া তাহা নালীকাটায় পরিণত করা হয় এবং ইতিপূর্ব্বে যাহা নালীকাটা ছিল তাহা আলিতে পরিণত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জাপানী পাঞ্জে ভূমি (Dry upland) সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষভাবে রক্ষিত হয়। কোদাল দিয়া ভিতরকার মাটি উপরে তুলিয়া এবং ক্রমাগত উল্টাইয়া জমির ভিতর বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দেওয়ায় গাছ গুলি সুপুষ্ট, ফলবান হয় ও শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। ফসলের সময়েই বেশি চষা হয়; মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি পিন্ন করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক গাছটির উপর দৃষ্টি রাখা হয়, এবং অল্প অল্প করিয়া তরল 'সার' * ঘন ঘন গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। আগাছার নামমাত্র গজাইতে দেওয়া হয় না।' পাথর, কাঁটা, আগাছা এ সকল কি উচ্চ শুষ্কক্ষেত্র কি ধান্যক্ষেত্র (Wet land) সর্ব্বত্রই অজ্ঞাত। জাপানিরা অতি সুন্দরভাবে জমির পাট করিতে জানে। জাপানে প্রায়ই প্রবলবেগে বারিপাত হয় কিন্তু তাহাদের নালীকাটা ও আলিবন্ধের পদ্ধতির জন্য এবং নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রকর্ষণ জন্য মাটি ও সার ধুইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বরং মাটি সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করায় জল অনেকটা বসিয়া যায়। যে ক্ষেত্রের মাটি আটাল তথায় বালি ও পাঁক মাটি মিশান হয় এবং বেলে মাটির সঙ্গে উদ্ভিজ্জসার ও নরম মাটি মিশাইয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তির অভাব পূর্ণ করা হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জাপানে ক্ষেত্রকর্ষণোপযোগী এবং ভারবাহী পশু নাই বলিলেও চলে। সুতরাং পশু অভাবে কৃষকগণকে যেমন অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয় অপর দিকে তেমনি অতি সামান্য যন্ত্রাদির দ্বারা ক্ষেত্রকার্য্য নির্ব্বাহ

* যে যে স্থানে "সার" এই শব্দ ব্যবহৃত হইবে, তথায় মানুষের মলমূত্রের সার বুঝাইবে। অন্যান্য সারের পূর্ব্বে বিশেষণ প্রযুক্ত হইবে, যথা—মিশ্রসার (Compost) মৎস্যসার Fishfertiliser) ইত্যাদি।

কোদাল, একখানি শস্যচ্ছেদনের কাস্তিয়া, সার বহনের জন্য একটী কেঠো ও তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য একটী হাতা বা উখড়ী ব্যতীত জাপকৃষকের অন্য যন্ত্রের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য এই সকল দ্রব্যের প্রতি সরকারী হিসাবে খরচ পড়ে গড়ে চারি টাকা মাত্র। এই সামান্য যন্ত্র লইয়া ইহারা অসামান্য ফল উৎপাদন করে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতি সুন্দর ও নিখুঁৎভাবে বপন, রোপণ প্রভৃতি সকল কাজ করিয়া থাকে। জাপানি কৃষকের মত পরিশ্রম করিতে জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

সার দিবার গুণেই জাপানে পর্য্যায় বুননের কোন পদ্ধতি নাই এবং তাহার আবশ্যকও বড় হয় না। তথাপি 'নাইট্রোজেন' উৎপাদক শীম্বিজাতীয় ফসলের দ্বারা মৃত্তিকার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গম ও যবের ক্ষেত্রে পাশাপাশি শীম, মটর প্রভৃতি যে ভাবে বুনা হয় তাহা কতকটা পর্য্যায় বুননেরই অনুরূপ। ভারতবর্ষে মাটিকেই লোকে ফসলোৎপাদনের মূল মনে করে এবং উৎপাদিকা শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার ভাবে, জাপানে তাহারা ভাবে মাটি অবলম্বন বা আশ্রয়স্বরূপ। প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌জীবন মাটিকে মধ্যস্থ (Medium) মাত্র রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে খাদ্য ও খাদককে পোষণ করে। তাহারা প্রকৃতি হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং জাপানিরা ক্রমাগত মাটি খুঁড়ে আর সার দেয়। তাহারা সার না দিয়া কোন ফসলই বুনে না এবং যতটুকু সার শস্যে পরিণত হইতে পারে তাহার কণামাত্র নষ্ট করে না। তাহারা বলে ক্রমাগত মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়া যা, সার না দিয়া ক্রমাগত জমিতে ফসল উৎপন্ন করাও তা; উভয় ভ্রমই এক প্রকার। সার দিবার প্রথা তথায় এমনই প্রবল যে পূর্ব্ব ফসলের সার দেওয়া জমির যদি কিছু বাঁচিয়া যায়, তাহাতে জাপানিরা পুনরায় সার না দিয়া নূতন ফসল বুনে না। তাহারা মনে করে মাটি সারকে শস্যে পরিণত করিবার যন্ত্র মাত্র। ইহাই তাহাদের জমির ফসলোৎপাদিকা শক্তির এবং উষর ভূমিকে উর্ব্বর করিবার গুপ্তমন্ত্র। তাহারা বন জঙ্গল হইতে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ্; নগরের আবর্জ্জনা, সমুদ্রের ঝাঁজি শৈবালাদি, নিম্নভূমির পাঁক, নর্দ্দমা, খানা, ডোবার আবর্জ্জনা প্রভৃতি শুষ্ক ও আর্দ্র ভূমির জন্য ব্যবহার করে, এবং প্রত্যেক খামারে রাশীকৃত মিশ্রসার জমা করিয়া রাখে। তা ছাড়া মৎস্য সার, খইল, সকল, জন্তুর বিষ্ঠা বিশেষতঃ মানুষের মল মূত্রই জাপানে সারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

সার প্রস্তুত করণ ও প্রয়োগের প্রথা জাপানি কৃষির আর একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক জৈব পদার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার পরিত্যক্ত বস্তুই সারের কাজ করে। "সার" তরল অথবা সূক্ষ্ম চূর্ণের আকারে প্রযুক্ত হয়। ঋতু এবং ফসলের প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক মত তরল করিয়া ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মৎস্য, খইল, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য,

চূণ, ঝিনুকাদির খোলা, ছাই, মাটি, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি একত্রে পচিতে দেওয়া হয়। পচিয়া অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হইলে সার মাটির মত ব্যবহৃত হয়। বীজ বা চারা বুনিবার সময় নালীকাটার দাগে দাগে তরল "সার" ঢালিয়া মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। বপনের পূর্ব্বে, এক স্তর মিশ্রসার পাতলা করিয়া বপন পংক্তির মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপর অল্প মাটি মিশ্রিত সার দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গাছ যখন গজাইতে থাকে, বিশেষতঃ উচ্চ শুষ্ক ক্ষেত্রে গাছগুলির মধ্যবর্ত্তী জমি পুনঃ পুনঃ খনন করিয়া প্রত্যেক বারই অল্প মাত্রায় তরল সার গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। অল্প মাত্রায় অথচ ঘন ঘন সার প্রদান জাপানিদের পদ্ধতি। প্রথম সার প্রদানকে তাহারা বলে "অঙ্কুরোৎপাদক সার।" গাছগুলি যখন গজাইতে থাকে তখন তাহাদের আহার স্বরূপ আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে "সার" দেওয়া হয়। একটা ফসলের মধ্যে তিন হইতে সাতবার করিয়া কোদাল ও 'সার' দেওয়া হয়। শীষ বা ভুঁটি ধরিবার সময় শেষ 'সার' দেওয়া হয়। বেশী পরিমাণ 'সার' কখনই দেওয়া হয় না। প্রকৃত পক্ষে এতদ্বারা মাটি অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে গাছের আহার যোগান হয়। ডাক্তার নাগাই বলেন এই পদ্ধতির জন্যই জাপান আবহমান কাল হইতে একই ফসল একই জমি হইতে প্রতি বৎসর একই পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণ জাপানিদিগকে বিলক্ষণ পরিমিতব্যয়ী, হিসাবী ও বিবেচক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বীজবপনের পূর্ব্বে যে রাশি রাশি সার খরচ হয় সেরূপ অযথা অপব্যয় করিতে জাপানেরা জানেই না। 'সারের' উপর তাহাদের এতদূর লক্ষ্য যে যাহারা সমগ্র দেশের জন-সংখ্যার হিসাবে কত সার পাইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছে। শতকরা ২৫ ভাগ নানা কারণে নষ্ট হইলেও তিন কোটী ষাটলক্ষ লোকের 'সার' এক কোটী বিষলক্ষ একর ভূমির সার যোগাইয়া থাকে। ইহাতে সকল বয়সের তিনজন ব্যক্তির 'সার' কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা ভূমি প্রতি পড়ে। যাহা নষ্ট হইয়া যায় তাহাও নানা কৌশলে ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা হইতেছে। কারণ এই 'সার' অধিক প্রাপ্তব্য, গুণে উৎকৃষ্ট এবং মূল্যে সকল রকম সার অপেক্ষা সস্তা। জাপানের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সার' ভারতে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয় ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না। অধিকন্তু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে না। তাহারা বলে ভারতের এই উপেক্ষা, অন্যায় অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাপানে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষেত্র হইতে পাঁচশত মণ শস্য উৎপন্ন করে এবং সপরিবারে ২॥০ শত মণ আহার করে ও ২॥ শতমণ বিক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহারা সপরিবারে যে অংশ ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা "সারের" আকারে ক্ষেত্রে প্রত্যার্পণ করিবে এবং যাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগের নিকট বক্রী অংশ "সারের" আকারে ক্রয় করিয়া আদায় করিবে।

সার মানে—মল মূত্র অন্য সার বুঝাইলে তাহার পূর্ব্বে বিশ্লেষন দেওয়া থাকে যথা মিশ্রসার, মৎস্য সার ইত্যাদি।

এই "সার" এদেশে "ঘরের কড়ি" দিয়া বিদায় করে কিন্তু জাপানে ইহার সংরক্ষণ, ইহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের সার প্রস্তুত করণ ও ইহার ব্যবসায়ের প্রতি গভর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইহা দেশের কৃষি পরীক্ষা সভা সমিতিতে পরীক্ষিত হয়। সারে কেহ ভেজাল দিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। এই-চি-কেন (Ai-chi-ken) কৃষি পরীক্ষাসভার রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রকাশ 'সার' হইতে নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়ার আকারে শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাহাতেই চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ বিকীরণ করে, কিন্তু নাইট্রোজেন মাটির উৎপাদিকা শক্তির প্রধান উপকরণ। সুতরাং যাহাতে এ্যামোনিয়া নষ্ট হইতে না পায় তাহা করা আবশ্যক। সার কোন অভেদ্য পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে (চালার নীচে) ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে শতকরা দুই ভাগ চুণ দিলে আরও ভাল হয় কিন্তু খড় দিলে অনিষ্ট করে। চুণের পরিবর্ত্তে (১) খড়িমাটি (Gypsum), (২) উদ্ভিদের পচা শিকড়বিশিষ্ট জলা-ভূমির মাটির শুষ্ক গুঁড়া, (৩) গুঁড়া করা শুষ্ক আঁটাল মাটি, (৪) কয়লার গুঁড়া ও (৫) করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। জাপানের কোন পরীক্ষালয় (Experimental Station) একমাসের পরীক্ষায় দেখিয়াছেন কি উপায়ে রক্ষা করিলে সার হইতে কত পরিমাণ নাইট্রোজেন বাঁচাইতে পারা যায়।

মোটের উপর নাইট্রোজেন রক্ষার উৎকৃষ্ট ও সহজসাধ্য উপায় এই যে চালার নীচে পাত্র পুঁতিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে শতকরা তিন অংশ Superphosphate মিশাইলে ভাল হয় কিন্তু খড় বা শ্বেতসারযুক্ত অর্থাৎ মণ্ডবৎ দ্রব্য কোন মতেই মিশান উচিত নহে। ভারতের এত নদনদীতে সমুদ্রজলে ও উপত্যকা ভূমিতে ও অন্যত্র "সার" ফেলিয়া দেওয়া হয় যে তাহাতে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি ত হয়ই অধিকন্তু জল দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যহানিও হইয়া থাকে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের দিনে জাপানের কৃষি-পদ্ধতি ও ভারতের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

মৎস্যসারও খুব নাইট্রোজেনবহুল, কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ ভাগ Phosphoric acid আছে ইহা দ্বারাও উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। মাছের মুড়া, ছাল, কাঁটা প্রভৃতি প্রকাণ্ড হৌজে স্নান করা গরম জলে ফেলিয়া খুব ঘুটিয়া খড়ের চাটাই ঢাকা দিয়া (জাপানিরা খুব গরম জলে স্নান করে) পচান হয়। কয়েক সপ্তাহে জলে পচিয়া অসহনীয় দুর্গন্ধময় ও সবুজবর্ণ হইলে তুলিয়া লওয়া হয় এবং নূতন ভাটির জন্য পুনরায় তাহাতে পূর্ব্ববৎ মাছ ও গরমজল ছাড়া হয়। এই সারের গুণে গাছপালা অতি শীঘ্র গজাইয়া উঠে এবং পরিপুষ্ট হয়। ভারতে জলাশয়ের অভাব নাই, মৎস্যও প্রচুর। এখানে এই সার প্রস্তুত করণের বিস্তৃত আয়োজন করা উচিত। খৈলের সারও এক্ষণে জাপানে বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইতেছে।

গত দশ বৎসরে খৈলের আমদানী ১৪ গুণ এবং তাহার মূল্য ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপাসের বীজও সার স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। খৈল গুঁড়া করিয়া কাষ্ঠের ছাই, দগ্ধ-মৃত্তিকা, আস্তাবলের ময়লা জল বা মূত্র মিশাইয়া স্তূপাকারে খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ নিবারণের জন্য স্তূপটী মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়; তৎপরে শুদ্ধ এই সার অথবা মিশ্র সারের (Compost) সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করা হয়। মিশ্র সার জাপানি কৃষকের "কোন কিছুরই অপচয় করিও না" (Waste nothing) নীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "সার" ব্যতীত যাহা কিছু লোকে ফেলিয়া দেয়—সকল জীব জন্তুর মল মূত্র, আগাছা, পাতা লতা, খড়কুটা, ব্যঞ্জনের খোসা, মাছের আঁইস,, কাঁটা প্রভৃতির, শম্বুকাদির খোলা, হাড়ের গুঁড়া, ছাই, পাঁক, সকল স্থানের আবর্জ্জনা একস্থানে একটী চালার নীচে রাশীকৃত করা হয় এবং আস্তাবলের বা মনুষ্য মূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে কিছুদিন পরে যখন সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত হয় তখন উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। জাপানে আস্তাবলের সার, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়ার সার, চাউলের তুঁষ প্রভৃতির সার প্রস্তুত করণ প্রথাও প্রচলিত আছে।

জাপানের প্রজা শিক্ষাগ্রহণে আইনবলে বাধ্য হইবার পর হইতে বিস্ময়কর দ্রুত-গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এখানে ১৮৭২ অব্দে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, পরবৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ২৮জন ছাত্র হয়। দশ বৎসরে (১৮৮৩) ৫১ জন, পরবর্ত্তী দশ বৎসরে (১৮৯৩) ৫৯ জন এবং ১৯০৪ অব্দে অর্থাৎ আর দশ বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ৯৩২৭ জনে পরিণত হয়। লোক-সংখ্যার অনুপাতে বালকের সংখ্যা শত-করা ৯৮'৫৭ এবং বালিকার সংখ্যা ৮৯'৫৪। জাপানে ৬১টী নর্ম্যাল স্কুল আছে, তথায় ২০৬৯ জন শিক্ষক, ১৯৪৬৬ জন শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ৪,০৪১ জন ছাত্রী ছিলেন। এখানে পুরুষদিগকে ৪ বৎসর ও স্ত্রীদিগকে ৩ বৎসর শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রদিগের নিয়মিত সরল বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা এই সময় হইতে গাছপালা, জীবজন্তু, খনিজ দ্রব্য, কৃষি, জলজদ্রব্য, স্থানীয় শিল্প, দেশের মাটী, সার, জলসেচন, বপন ও রোপণ বিষয়ে শিক্ষা পায়, এখানে অন্যূন ১৫৩৩টী বিদ্যালয়ে কৃষি নিয়মিত পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং ২৮টী বিদ্যালয়ে অতিরিক্তরূপে অধীত হয়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কৃষি-স্কুলে ও কৃষি কলেজ যথা Supplementary Schools, Regular Agricultural Schools, College of Agriculture, Farm Schools, Prlvate Agricultural Schools, প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। অধিকাংশ স্কুলে কৃষক-পরিবারের সন্তানগণ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। গ্রাম্য স্কুলগুলিতে প্রত্যেক তিনটি ছাত্রের মধ্যে দুইটী অথবা তিনটিই কৃষকসন্তান। এ সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্য করিতে যায় এবং এই জন্য বিদ্যালয়ের সহিত স্থানীয়

কৃষি সম্প্রদায়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকে। আইনানুসারে স্থানীয় কৃষকগণ সকলেই গ্রাম্য কৃষিসভার সভ্য। এই সকল কৃষিসভায় শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক (শীতকালে যখন ক্ষেত্রকর্ম্ম বন্ধ থাকে), অধিবেশন ও বক্তৃতা হয়। কৃষকগণও স্ব স্ব সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ও দুরূহ বিষয় সকলের মীমাংসার জন্য প্রায়ই বিদ্যালয়ে গমন করে। নিকলসন সাহেব এই শ্রেণীর একটী স্কুল স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, এই স্কুলের ছাত্রগণ মাসিক ৷৷৵০ আনা মাত্র বেতন দেয়। তাহাদের অনেক দূর হইতে পড়িতে আইসে, কেহ কেহ ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া আহসে। এই বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত কৃষিবিষয়ক বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম পাঠ্য পুস্তক আছে। বালকগণ তাহা হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন প্রণালী, জলের ব্যবহার, সার প্রস্তুতকরণ, তত্ত্বাবধান ও তাহার মূল্য এবং উপকারিতা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। রেশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া রেশমবিজ্ঞানও শিখান হয়। সম্প্রতি মধুমক্ষিকার পালন এবং কৃষির শাখা স্বরূপ বলিয়া বনরক্ষণ বিদ্যাও শিখান হইতেছে।

জাপানে প্রাথমিক কৃষিবিদ্যার ন্যায় উচ্চকৃষিবিজ্ঞান অনুশীলনের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। নিকলসন সাহেব তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে শিক্ষার প্রতি জাপানিরা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকে এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পশ্চাৎপদ হয় না। বালক ও যুবকদিগকেই শিক্ষা দিয়া জাপান নিরস্ত হয় নাই তাহাদিগের জন্য বহু সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজাদি ব্যতীত বয়স্ক লোকদিগের শিক্ষার অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কৃষিবিভাগের অধীন প্রায় ৩০০ বা তাহার অধিক বক্তা ও উপদেষ্টা আছেন তাঁহারা অসংখ্য পরীক্ষা ষ্টেশনের (Experimental Stations) সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে জাপানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সাময়িক স্কুল খুলিয়া কৃষি ও বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। এই ষ্টেশন বা থানা গুলি কৃষকদিগের সাহায্যের অন্যতম উপায়। জাপানিদের ধারণা বালক ও যুবকদিগের মন ও চরিত্র গঠন করিবার জন্য স্কুল ও কলেজের যেমন প্রয়োজন, বয়স্কদিগের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সাহায্য-দানের বিভিন্ন উপায় ও শিক্ষার তেমনি প্রয়োজন। থানাগুলি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রধান থানায় ৪০ জন বিশেষজ্ঞ (Experts) এবং ৪৭ জন জন সহকারী বিশেষজ্ঞ (Assistant Experts) ও কতকগুলি কেরাণী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কর্ম্মচারী শাখা থানায় নিযুক্ত আছেন। থানার কার্য্য স্থানীয় চাষ আমাদের লক্ষণ অনুসন্ধান, দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নূতন প্রণালী ও নূতন উপকরণাদির পরীক্ষা দ্বারা ফল নির্ণয় করা এবং তাহা স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার ও সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করা। কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ ও রাসয়নিক পরীক্ষালয় (Experimental Station) ব্যতীত জাপানে

অনেকগুলি কৃষি সমাজ (Agricultural Association) সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে।

কৃষিসমাজগুলি ১৯০৫ অব্দের নূতন আইনে বদ্ধ হয়। তাহাতে কোন সভা পৃথক্‌ভাবে না থাকিয়া পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও একযোগে কার্য্য করিতে থাকে। কতকগুলি গ্রামের কৃষকগণ মিলিত হইয়া একটী গ্রাম্য কৃষি সমাজ (Village Association) গঠন করেন। কতিপয় গ্রাম্য সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটী জেলা সমিতি (Taluk Association) গঠিত হয়। কতিপয় জেলা সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটী প্রাদেশিক সমিতি (Prefectural Association) গঠিত হয়। এই প্রাদেশিক সমিতিগুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা জাপানের কেন্দ্র কৃষিসভা (Central Agricultural Council) গঠিত হইয়াছে।

গ্রাম্যসমিতির কার্য্য প্রধানতঃ এই—

(১) চাষ (Cultivation) (২) প্রতিযোগী প্রদর্শনী (Competitive Exhibitions) (৩) রেশম চাষ (Sericulture) (৪) শিক্ষা (Education) যথা সাময়িক স্কুল প্রতিষ্ঠা, "স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য বক্তৃতা দান, নৈশবিদ্যালয় ও লাইব্রেরী স্থাপন, কৃষি-বিররণী প্রকাশ ইত্যাদি।

(৫) কৃষির অন্তর্ভুক্ত গৌণবৃত্তি অবলম্বন। (Secondary occupations) যথা মাদুর চ্যাটাই প্রভৃতির জন্য ঘাসের চাষ, চ্যাটাই বুনা, খড়ের বুনট, ফল, চা, গৃহপালিত পশুপক্ষীর চাষ ও তাহার চাষের জন্য ডিম্বের নীড় বিতরণ।

(৬) বিবিধ (Miscellaneous)—ইহার অন্তর্গত বহু বিষয়ের মধ্যে সভাসমিতির অধিবেশন, প্রধান প্রধান কৃষকদিগকে বিশেষ সম্মান ও পারিতোষিক দান, হাতের যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কল ভাড়া দেওয়া অন্যতম।

গ্রাম্য সমিতিগুলিই দেশের কৃষি শিল্পের সমুন্নতির মূল ও প্রধান পরিচালক সুতরাং এগুলির ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য জাপানিরা অতীব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করে। যাহাতে এগুলি দুর্ব্বল অচল এবং হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য ইহার যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিতে তাহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট। এজন্য তাহারা বহু অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বহু বাধাবিঘ্ন আবিষ্কার করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছে নিকলসন সাহেব নিম্ন উদ্ধৃত ১৪টীর মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) কৃষিবিষয়ে শিক্ষার অভাব এবং দেশাচার বা প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব।

(২) অধিকাংশ জমিদারের উপেক্ষা।

(৩) সভাপতির অযোগ্যতা।

(৪) গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ যাহারা অন্য কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত সেই সকল সভাপতির প্রাদুর্ভাব।

(৫) অর্থের অভাব।

(৬) শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কৃষিতত্ত্বে অজ্ঞানতা।

(৭) ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে স্বার্থ লইয়া বিবাদ।

(৮) অন্যান্য অধিক লাভজনক ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক।

(৯) সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পরযোগে কর্ম্ম করিবার অপ্রবৃত্তি।

(১০) যুবকদিগের উচ্চাভিলাষ ও কর্ম্মান্তর গ্রহণের চেষ্টা।

(১১) সভ্যগণের রাজনৈতিক মতান্তর।

(১২) সভাসমিতি পরিচালনে আইনকানুনে গলদ বা ত্রুটি।

(১৩) কর্ত্তৃপক্ষীয়ের উৎসাহদান বিষয়ে অবিবেচনামূলক পদ্ধতি।

(১৪) যাহা স্থানীয় অবস্থার অনুকূল নহে এরূপ উন্নতি বিধানের চেষ্টা।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য যে দেশে অনন্যসাধারণ বন্দোবস্ত আছে, তথায় যে নির্ধন কৃষকদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে বহুসংখ্যক যৌথ ঋণদান সভা—কৃষিব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সকল সভা ও ব্যাঙ্ক অতি অল্প সুদে এবং নিতান্ত সহজ নিয়মে টাকা ধার দেয়। মহাজন যথায় শতকরা ২০৲ হইতে ৪০৲ সুদ গ্রহণ করে, কৃষকগণ তথায় এই সকল সভা ও ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ১০৲ টাকা সুদে পায়। মোট কথা জাপানের কি রাজা কি প্রজা দেশের জন্য চিন্তা করেন, যাহা হিতকর তাহা গ্রহণ করিতে এবং করাইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও গভর্ণমেণ্টের মস্তকে যে ভাবের, যে বুদ্ধির এবং উদ্দেশ্যের উদয় হয় তাহা প্রত্যেক কৃষকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং দেশশুদ্ধ প্রজা তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয়। জাপানের সতর্কতা আজি কলি প্রবাদবাক্য স্বরূপ হইয়াছে। গত রুষজাপ যুদ্ধে জাপান যে সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইতিহাসে বিরল বা নাই বলিলেও চলে। প্রত্যেক ইঞ্চি জমির আটঘাট বন্ধ করিয়া, কড়া ক্রান্তিতে আয় ব্যয়ের লাভ লোকসানের হিসাব করিয়া ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে তৎ-প্রতি লক্ষ রাখিয়া রাজা হইতে দরিদ্রতম প্রজার সহিত সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত হইয়া কিরূপে কাজ করিতে হয় জাপান এবং জাপানি তাহা জানে। এখানে জাপানি সতর্কতার একটী দৃষ্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাছে সকল স্কুল, কলেজ, সভাসমিতি, বিধিবন্দোবস্ত সত্ত্বেও, ভেজাল দেওয়া সার ব্যবহারে কৃষিক্ষেত্রগুলির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বা কোন অনিষ্ট হয় তজ্জন্য এরূপ আইন করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক সার প্রস্তুতকারী ও ব্যবসাদারকে লাইসেন্স লইতে হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যে কোন সময়ে ইন্‌স্‌পেক্টর পাঠাইয়া মাল পরীক্ষা করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি সারে ভেজাল দিবে অথবা জ্ঞাতসারে ভেজাল দেওয়া সার বিক্রয় করিবে তাহার ১৫ দিন হইতে এক বৎসরের কারাদণ্ড বা ৪৫০৲ টাকা জরিমানা হইবে।

তাহার সমস্ত মাল সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। উক্ত আইন প্রতিপালিত হইতেছে কি না দেখিবার জন্য একশত জন পরিদর্শক ভিন্ন ভিন্ন জেলায় নিযুক্ত আছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরীক্ষাখানায় রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের বেতন বাবদ ১৯০৩ অব্দে ২২২৯০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জাপানের বিস্ময়কর সতর্কতার ইহা অন্যতম দৃষ্টান্ত।

সুখাদ্য মৎস্য বৃদ্ধির উপায়।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও, সুখাদ্য মৎস্য সকলের প্রাচুর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তখন প্রত্যেক গ্রামবাসীগণের নিকটবর্ত্তী, খাল, বিল নদী পুকুর ডোবা গুলা পর্য্যন্ত, ছোট বড় অসংখ্য জাতীয় সুস্বাদু মৎস্যের উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধির সহায় ছিল। তখনকার লোকেরা শুধু মৎস্য ভোজনের জন্য লালায়িত ছিল এমন নয়, যাহাতে এই সমস্ত জলাশয়ে মৎস্যবংশবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ সহজ স্বাভাবিক উপায় সকল অবলম্বন করিতেন। তাহার ফল স্বরূপ, প্রচুর মৎস্য উপকরণ সকল, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই দেখা যাইত। মাছ ভাজা, মাছের ঝোল, অম্বল, চর্চ্চরী প্রভৃতি, প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। দুই পয়সার মাছ কিনিলে, একটি পরিবারের দুই বেলা আহার চলিত। তখন পয়সারও আবশ্যক ছিল না—খাল বিলগুলা, এমন কি ডোবা ও বাজে পতিত জলাভূমি গুলা, নিষ্কর সাধারণ সম্পত্তিরূপে, ব্যবহৃত হইত যে কেহ ইচ্ছামত মাছ ধরিয়া নিজের উপযোগী দৈনিক মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লইত। গৃহস্থ মেয়েরা ধানের বদলে, ধীবরগণের বধূদিগের নিকট হইতে প্রচুর মৎস্য পাইতেন। ধান এত প্রচুর উৎপন্ন হইত যে—প্রত্যেক পরিবারের বাৎসরিক খাদ্য রাখিয়া, কতকাংশ প্রয়োজনীয় মৎস্য ও অপর জিনিস ক্রয়ের জন্য বিনিময় যোগে ব্যবহৃত হইত। এমন কি ধীবর মেয়েরা সুপারি, নারিকেলাদি জিনিসের বদলে, প্রচুর মৎস্য বাড়ী বাড়ী যোগাইত। তখন জলকর প্রথা আদৌ ছিল না, মৎস্য এত প্রচুর ছিল যে জেলেরা সকালবেলা বাহির হইয়া চারিটার মধ্যে প্রচুর মৎস্য লইয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি

করিত অথবা তাহাদের বাড়ীর মেয়েদিগকে বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত করিত। কি কি কারণে সেই স্বর্গ বঙ্গভূমি এখন মৎস্য উৎকরণ সম্বন্ধে, মরুভূমিরূপে পরিণত হইল, ইহা চিন্তার বিষয়।

গ্রামগুলিতে যেমন মাছের অভাব দেখা যাইতেছে বড় বড় সহরেও ততোধিক পরিমাণে মাছের আমদানীর দর ক্রমেই বাড়িতেছে এমন কি এখন মৎস্য ভোজনোপকরণে বহু পরিবারেই নামমাত্র ব্যবহৃত হইতেছে। মৎস্যের সের একদা চারি আনা, তিন আনা কিম্বা উর্দ্ধে ছয় আনা মাত্র ছিল, এখন ১।০ ১৷৷০ টাকা ভিন্ন টাট্‌কা ভাল মৎস্য পাইবার উপায় নাই।

সুতরাং—এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে মৎস্যের উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সেইগুলি নিবারিত হইলে ও মৎস্যের বংশবৃদ্ধি ও উৎপাদন বিষয়ে, দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলে বঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় পুনরায় প্রচুর মৎস্যের উৎপাদন ও সংগ্রহ সম্ভবপর হইতে পারে। কাজটী সহজ স্বাভাবিক উপায় অবলম্বিত হইলে, মৎস্যের প্রাচুর্য্যে আবার সমস্ত দেশবাসীগণ, পরিতৃপ্ত হইতে পারে।

যে সময়ে এবং যে যে জলখণ্ডে মৎস্যগণ শান্তিতে বিচরণ করিয়া, ডিম্ব প্রসব করে ও মাছের ছানা উৎপাদন ও পোষন করে, সেইগুলি ধীবরের মাছ ধরিবার প্রবৃত্তি বশতঃ, যাহাতে উপদ্রবযুক্ত না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া। অর্থাৎ—সেই সব স্থানে কিছুদিনের জন্য মাছ ধরিবার চেষ্টা বন্ধ করা। ধীবরগণ মধ্যে এমন একটী ভাব আনয়ন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা স্বপ্রবৃত্ত হইয়া মৎস্যগণের বংশবৃদ্ধির অন্তরায় না হইতে পারে। বিবিধ মৎস্যগণের বংশবৃদ্ধির উৎপাদন স্থান, স্বভাবতঃ শান্তিপূর্ণ, উৎপাৎ শূন্য আড়ালে জলখণ্ডের এককোণে মনোনীত হয়। সেই সব স্থানগুলি ধীবরেরা নিশ্চয় জানে, ও বুঝিতে পারে। সেইখানে জাল ফেলিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধির বিঘ্ন উপস্থিত না করা। এই সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্র অবলম্বিত লইলে অচিরে মৎস্যের দুর্ভিক্ষ বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে।

এমন কি প্রত্যেকটী পুকুরে, ডোবায়, খাল, বিল, জলাভূমি ও ছোট ছোট গাঙ্গে বা নদীতে, ইতিপূর্ব্বে মৎস্য বংশবৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায় সকল, সাধারণ লোক ও ধীবরগণ দ্বারা অবলম্বিত হইত।

যথা—পুকুর ও জলাশয় সকলের, কোন কোন অংশে, জলজাত গুল্ম ও দাম সকল সুরক্ষিত হইত, এমন কি নদী ডোবা ও বিলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে, লোকেরা মৎস্যের উৎপাদন জন্য, এইসব জলজলতা গুল্ম জন্মাইয়া, আড়াল করিয়া রাখিত। তাহাতে কই, মাগুর, সিঙ্গি, খলিসা, বৈচা, সোল, গজার প্রভৃতি অতি অপর্য্যাপ্তরূপে উৎপন্ন হইত। নদীগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন নিরাবিল অংশে এইরূপ দাম জন্মাইয়া, তাহা ঘেরাও করিয়া

দেওয়া হইত, সেখানে রুই কাৎলা প্রভৃতি বড় বড় মাছগুলি, তাহাদের সন্ততি বৃদ্ধি করিত। শুধু তাই নয়—ঐ সব অংশের নিকটবর্ত্তী স্থানে পর্য্যপ্ত, বংশ বৃদ্ধি সময়ে জালে মাছরধা নিবারিত ছিল সে সব মৎস্য উৎপাদন ভূমি ছাড়িয়া দূরে বিচরণ করিত, তাহাই জালে ধরা পড়িত। যেহেতু, একটী মৎস্য, লক্ষ লক্ষ মৎস্য ডিম্ব ও ছানা উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা বিনষ্ট না হইলে, অল্প কয়েক মাস মধ্যেই জলাশয়গুলি মাছে পূর্ণ হইয়া যায় এবং পূর্ব্বে তাহাই হইত।

বড় বড় বিলগুলি, জলজগুল্মের আধার ছিল, পদ্মপুষ্প শোভিত বা কুমুদ শোভিত জলাশয়ের অভাব ছিল না, সেইগুলি একদিকে যেমন নয়নরঞ্জন মনোরঞ্জন ছিল, অপর পক্ষে তাহাদের গোড়াগুলি, শিকর গুলির আবরণে ও আড়ালে, মৎস্য বংশ বৃদ্ধি হইত, এবং মৎস্যগণের আহার্য্য জুটিত। যত রকমের জলজ লতার কচি শিকড়গুলি, এবং তলার কর্দ্দমাক্ত শিকড়গুলি, মৎস্যের পরিপোষণ ও বর্দ্ধন সম্পাদন করিত। সেই সব স্বাভাবিক উপায় পুনরায় অবলম্বন আবশ্যক—তাহা হইলে গ্রাম্যজাত মৎস্যগুলির বংশ সবিশেষ বৃদ্ধি হইতে পারে।

পাটের অতিরিক্ত চাষ ও পাট পচাইবার জন্যও ডোবা নালা ও বিলগুলি আবশ্যক পরিমাণে মৎস্য শূন্য হইয়া যাইতেছে। এ বিষয়, আইন দ্বারা কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছে।

অর্থাৎ যে যে অংশে মৎস্য বংশ বিশেষ বর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হইতে পারে, তাহাতে পাট পচান নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। পাট পচাইবার জন্য ও ধুইবার জন্য বিশেষ ডোবা ও খাল উৎখাত করা প্রয়োজন যে পাট হইতে প্রতিবৎসর ৬০কোটী হইতে ৮০ কোটি টাকা আমদানী হয়, তাহার কিয়দংশ খাল ও জলাশয় উৎখাত করার জন্য কতক ব্যয়ের ব্যবস্থা আইনতঃ করা আবশ্যক এবং যেখানে নৈসর্গিক জলাশয়ে মৎস্য বংশ বৃদ্ধি ও পোষণ হইতে পারে, তাহা আইন দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া ততোধিক প্রয়োজন। মৎস্যের উৎপাদন জলাশয় নদনদী খালগুলি, জাতীয় সাধারণ সম্পত্তি করিয়া লইতে হইবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত কর প্রথা জমিদারী সত্ব খর্ব্ব করিয়া, ধীবরেরা যাহাতে মৎস্য বংশ বর্দ্ধন ও পোষণ করিতে পারে, তাহার বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পাট্টার পর পাট্টা দিয়া, ৪ হাত ঘুরাইয়া মাছকে দুর্মূল্য করা, একটা মহা মুর্খামি। অতিপর ব্যক্তির পেট মোটা করাইতে দেওয়াই বর্ত্তমান আইনের প্রধান কর্ত্তব্য দাঁড়াইয়াছে—ভবিষ্যতে, মৎস্য কর ও পাট্টা বিষয় নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া, ঐ সব জলাশয়গুলি মৎস্য উৎপাদন ও সংগ্রহাদি বিষয়ে সাধারণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—অর্থাৎ—যাহাতে প্রতি গৃহস্থ স্বল্পব্যয়ে প্রচুর মৎস্য উপকরণ ভোজ্যরূপে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। গ্রামে গ্রামে ঐরূপ ব্যবস্থা খুব সহজ সাধ্য—সহরগুলির জন্য সমিতি যোগে করা যাইতে পারে। কিন্তু মূল কথা

এই—মৎস্য উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধি বিষয়ে প্রাজ্ঞ ধীবরদিগকে নিযুক্ত করিয়া, সবিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে এবিষয়ে আমাদের Industry department এর অর্থ ব্যয় করা সমীচিন। সেই অর্থব্যয়ে অচিরে মৎস্য দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারে।

ইলিস মৎস্যের উৎপাদন জন্য কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায় চেষ্টা ও স্বাভাবিক উপায়।

সাধারণ ভাবে মৎস্য বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল; তাহা আমাদের দেশীয় প্রচলিত খাদ্য অধিকাংশ মৎস্য সম্বন্ধেই খাটিবে। কিন্তু সেই জাতীয় উপায়, কই, মাগুর, রুই, কাৎলা, প্রভৃতি বহুবিধ সম্বন্ধে খুব প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও, তাহাতে সামুদ্রিক জাতীয় ভেটকী ও ইলিস প্রভৃতি বংশের বৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরীক্ষা সাপেক্ষ। এই জাতীয় পরীক্ষা করিতে যাইয়া, ১৯১১, ১৯১২, ও ১৯১৩ সালে, বঙ্গীয় ও বিহার ফিসারী বা মৎস্যীয় গবর্ণমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট হইতে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নব্য উপায় অবলম্বন চেষ্টা করা হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ও বিশেষ কারণে, সেই সব কৃত্রিম উপায় সফল হয় নাই।

আমেরিকায় বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকায়, ইলিস জাতীয় এক প্রকার মৎস্য আছে, আহার নাম স্যাড্ মৎস্য। আমেরিকায় সেই স্যাড্ মৎস্যের বীর্য্য সংযোগে, কৃত্রিম উপায়ে কোটী কোটী মৎস্য ছানা উৎপন্ন করিয়া বিশেষ বিশেষ নদনদীতে তাহা ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে, যেখানে পূর্ব্বে স্যাড্ মৎস্য উৎপন্ন হইত না, এখন তথায় কোটী কোটী মৎস্য উৎপাদিত হইতেছে।

কতকগুলি হাড়ীতে ডিমগুলি ও পুংবীর্য্য মিশ্রণ করিয়া, তাহার উপর ক্রমাগত জলধারা বর্ষণ করা হইতে থাকে, ঐরূপ জলধারা ক্রমে বর্ষিত হওয়ায়, পুংবীর্য্যযোগে ডিমগুলি হইতে, ক্রমে মৎস্য ছানাগুলি উৎপন্ন হইয়া দেখা দেয়, সেইগুলি কয়েকদিন রাখিয়া বড় করিয়া নদী সকলের বিশেষ উপযোগী নিরাবিল খণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহা হইতে ক্রমে বড় বড় মৎস্যগুলি বহুল উৎপন্ন হইতেছে এমনকি—বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক মৎস্যের ডিমের সহিত অপর সন্নিকট জাতীয় মৎস্যের পুংবীর্য্য যোগে, বিভিন্ন জাতীয় নূতন মৎস্যের সৃষ্টি করা হইতেছে। আমেরিকায় উদ্ভিজ্জ জগতে যেমন নূতন নূতন ফল, ফুল ও গাছের উৎপন্ন করা হইতেছে, বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, বিচিত্র নূতন জাতীয় কৃত্রিম মৎস্যও, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে, সৃষ্টি ও উৎপন্ন করা হইতেছে। বীজগুলি আদৎ জিনিষ—পুং ও স্ত্রীবীর্য্য সহযোগে বা সংস্কার সহযোগে, সংঘটিত মৎস্যজাতিসকল উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহা বিস্ময়কর কিন্তু ইহাও বর্ত্তমান যুগের নূতন ব্যাপার ও মানববুদ্ধির সৃষ্টিকরণী শক্তির নিদর্শন।

আমেরিকায় যে যে প্রথায় মৎস্য উৎপাদন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপায় সকল গৃহীত হইতেছে, তাহা শিখিবার জন্য, ভারতবর্ষ হইতে, দুই একটী ছাত্রকে ঐ জাতীয় মৎস্য উৎপাদন বিজ্ঞান অধ্যয়ন জন্য প্রেরণ করা উচিত। তাহাতে ভারতবর্ষেও, মৎস্য বংশ বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

না শিখিয়া কোন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে শুধু গ্রন্থ অধ্যয়নে, ততদূর কৃতকার্য্য হওয়া দুর্ঘট। অনেক সময়ে নিষ্ফল হইতে হয়। তাহার প্রমাণ স্বরূপ—বিহার প্রদেশের মুঙ্গের সন্নিকটে, গঙ্গায় ইলিস মৎস্য ধরিয়া তাহার ডিম্ব হইতে পুংমৎস্যবীর্য্য যোগে, ছানা উৎপাদন চেষ্টার নিষ্ফলতা। সে ১৯১১ ও ১২ সালের কথা। তৎকালীন ডিপুটী ডাইরেক্টার সাউৎওয়েল নামক সাহেব বলেন যে—তাহাদের ঐ চেষ্টা, আমেরিকান্ উপায় অবলম্বনে কেন নিষ্ফল হইল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

তিনি বলেন—ইলিস মৎস্যের আদৎ উৎপাদন স্থান খুব সম্ভবতঃ গঙ্গার সামুদ্রিক সংযোগস্থানগুলির সন্নিকট। ইলিসমৎস্য গভীর ও স্রোত জলের মৎস্য---তথায় তাহারা অবাধে বিচরণ করিয়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মৎস্য ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্র দিক হইতে নদীর স্রোতের প্রতিকূলে, জোয়ার সংযোগে উপরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পদ্মানদী বহু বিস্তৃত ও প্রশস্ত, ইহার নিভৃত স্থানগুলিতে, হাজার হাজার ইলিসমাছ। এক মাইল দেড় মাইল লম্বা বেড়াজালে এক এক-সময়ে ধীবরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ইলিসমাছ গভীর জলস্রোত ভালবাসে বটে, কিন্তু অতি স্বল্পপ্রাণ। জল হইতে উঠাইবার কয়েক মিনিট মধ্যেই ইলিসমৎস্য নির্জ্জীব হইয়া পড়ে ও মরিয়া যায়। এমনকি—নৌকায় জলসংযোগে রাখিলেও, সেগুলিকে অধিকক্ষণ বাঁচাইতে পারা যায় না। এই হেতু, সাউৎওয়েল সাহেব বলেন যে—ইলিসের ডিম্বগুলি ও পুংবীর্য্যও, অতি অল্প সময় মধ্যেই, উৎপাদন শক্তি রহিত হয় অথবা—প্রাণ শূন্য হইয়া যায়।

ডিম্বগুলিকে আমেরিকান প্রণালীতে ফুটাইয়া ছানা করিবার পূর্ব্বেই, ডিম ও পুংবীর্য্য মিশ্রণ পদার্থ, নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য ছানা উৎপাদন চেষ্টা, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে নিষ্ফল অন্ততঃ সেই সময় ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এই চেষ্টা যে ভবিষ্যতে সফল হইবেনা, তাহা মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই। ডিম্ব ও পুংবীর্য্য মিশ্রণকার্য্য হয়ত অজ্ঞ লোকের হাতে, সমুচিত রূপে সম্পাদিত হয় নাই—এমন কি এই মিশ্রণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, সতেজ রাখিবার জন্য আরো বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায় ও সতর্কতা অবলম্বিত হইতে পারে, যাহা তখন করা হয় নাই।

এই পন্থায় ধৈর্য্যসহকারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও চেষ্টা চালাইলে, আমেরিকার মত কৃতকার্য্য না হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয়

মৎস্য বিভাগীয় এই সব চেষ্টা এখনকার সদস্যগণের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও ব্যয় সংক্ষেপ নীতিতে বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা পরিতাপের বিষয়। এইসব বৈজ্ঞানিক চেষ্টায়, একটী মস্তবড় ভুল এই করা হইয়াছে যে—মৎস্যের ডিম ও পুংমৎস্য নির্ব্বাচন বিষয়ে অভিজ্ঞ চিরন্তন জেলে প্রাজ্ঞ দিগের সাহায্য লওয়া হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস—এইসব জেলে প্রাজ্ঞেরা, মোটা বেতনভোগী আরামভোগী সুশিক্ষিত মৎস্য বৈজ্ঞানিক-দিগকে, মৎস্যবংশ উৎপাদন বিষয়ে বিশেষ বিশেষ উপায় ও প্রথা শিখাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক চেষ্টাগুলি, বিশেষজ্ঞ ধীবরগণের যোগে সম্পাদিত হইলে, ভারতীয় মৎস্য-বংশবৃদ্ধি বিজ্ঞান বিশেষ সফলতা লাভে সক্ষম হইতে পারিবে।

উক্ত সাউৎওয়েল সাহেবের আমলে ইহাদিগের অভিজ্ঞতার সাহায্য আদৌ গ্রহণ করা হয় নাই। তাহাও নিষ্ফলতার একটী গুরতর কারণ। এই সমালোচনা যে অমূলক নয়, তাহা সাউৎওয়েল সাহেবের রিপোর্টেও প্রকাশ পাইতেছে। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে—মুঙ্গের কেন্দ্র, ঐরূপ বৈজ্ঞানিক চেষ্টার অনুকূল হয় নাই এবং হইতে পারে না। বড় বড় পুরুষ্ট জননোক্ষম মৎস্যী ও মৎস্যের খাদ্যস্থান বা প্রদেশ সারাঘাট, ও কুষ্টিয়ার সন্নিকট পদ্মার বিশেষ বিশেষ স্থান, চাঁদপুর, ঢাকা জেলা, ও নারায়ণগঞ্জ ভৈরব প্রভৃতি ঐসব স্থানের সুগভীর ভাগে বড় বড় ইলিস ধরা প'ড়ে, কলিকাতার সন্নিকটেও অনেক সময় বড় ইলিস দেখা যায়। কিন্তু ১৯১১।১২ সালে, ঐসব স্থান মনোনয়ন না করিয়া, মুঙ্গেরের মত উচ্চপ্রদেশে ইলিসমাছ [illegible], ডিম্বযোগে ছানা উৎপাদন চেষ্টা করা হয়। সাউৎওয়েল বলেন মৎস্যের ডিম্বগুলি ও পুংবীর্য্য, মুঙ্গেরে উৎপাদন উপযোগী পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ ঐ কারণে ঐ চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ তিনি বলেন যে—ইলিসের পুংবীর্য্য কি কারণে বলা যায় না—ডিমের সঙ্গে ঠিক সংযোগ বদ্ধ না হইয়া জমিয়া যাইতেছিল, সুতরাং—অনুমানকরা যায়—হয় ঐ পুংবীর্য্যের উৎপাদন শক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল বা অপরিপক্ক মৎস্যের বীর্য্য বলিয়া ডিমের সহিত সংযোগ সাধিত হয় নাই। তৃতীয় কারণ দেখা গেল এক প্রকার সেওলা ও পোকা ঐ ডিম্বগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল ও উৎপাদিকা শক্তিশূন্য করিয়া দিতেছিল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে এইসব পরীক্ষাও দেখা হইয়াছিল। যাহা হউক ভবিষ্যতে, এই-জাতীয় চেষ্টা করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমিরিকায় শিক্ষিত মৎস্যজ্ঞ যুবকদিগকে পাঠাইয়া বিশেষজ্ঞ করিয়া লইতে হইবে।

যে প্রণালীতে আমেরিকার সফলতা হইয়াছে, তাহা হাতে কলমে ও বিদ্যাদ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। এইসব বিশেষজ্ঞপ্রার্থী দলের সঙ্গে দুইটী অভিজ্ঞ ধীবরকে মৎস্য ছানা উৎপাদন ও পোষণ, বর্দ্ধন প্রণালী শিখাইলে, বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট স্কুলে একযোগে

এই চেষ্টা করিলে, অর্থের ও বিশেষজ্ঞের অভাব মোচিত হইতে পারে। তৎপরে—বিশেষ বিশেষ অনুকুল কেন্দ্রে মৎস্যবংশ বৃদ্ধির লেবারেটরী বা বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বিশেষ [illegible]জ্ঞানিক চেষ্টা চলিতে পারে। এই চেষ্টা বহুল ব্যয়সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ—ত[illegible]রণীয় বটে। কিন্তু ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র স্বাভাবিক নৈশর্গিক চেষ্টা, আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে অবলম্বিত হইতে পারে ও তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বিশেষ বহুল সফলতা লাভ সম্ভব।

এই চেষ্টা প্রাজ্ঞ ধীবরদিগের সংযোগে, উপযোগী জলাশয়ে নদীতে বিলে বহুল পরিমাণে এখনই করা সম্ভবপর। বঙ্গীয় ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট এই উৎযোগে ব্রতী হউন—কতিপয় উদ্‌যোগী ইনিসপেষ্টার, এই ধীবরগণ সংযোগে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র মৎস্য বংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা যাইতে পারে—অচিরে প্রভূত ফললাভ হইবে। এই চেষ্টায় যে সব লোককে নিযুক্ত করা আবশ্যক তাহার নির্ব্বাচন সময়ে দেখিতে হইবে—সেই সব ইনিসপেক্টারগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ও আকাঙ্ক্ষা, ঐদিকে আছে কিনা ও ইহাদের উপরে যাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে, তাহারাও ঐ কার্য্যে যেমন বিশেষজ্ঞ হইবেন তেমনি কার্য্যতৎপর হইবেন। ধীবরগণ মনোনয়নেও সেইরূপ বিশেষ নির্ব্বাচন ও সদ্‌বিবেচনা আবশ্যক হইবে। ইহা যে খুব বহুব্যয়সাধ্য হইবে, তাহা মনে হয় না। ১০০।১৫০ টাকার উর্দ্ধ বেতনে ইনিসেপেক্টার নিয়োগে প্রথমতঃ আবশ্যক হইবে না, যে সমস্ত ফিসারী স্থাপিত হইবে, তাহার আয় হইতে ইহাদের ব্যয় বহন খুব সহজ হইবে।

দেশবাসীগণের প্রতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের প্রতি নিবেদন—তাঁহারা এই বিষয়ে আয় ব্যয় ব্যবস্থা করিয়া, বঙ্গের মৎস্য উৎপাদনে সহায় হউন।

বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের ভিন্ন ভিন্ন প্রভূত মৎস্য এখন প্রতি বৎসর নষ্ট হইয়া যায়, বা সুট্‌কীমাছে পরিণত হয়, সেইসব সংগ্রহ বিষয়ে সবিশেষ উপায় করিলে মৎস্য দুর্ভিক্ষ এখনই নিবারিত হইতে পারে। এক সুন্দরবনই ৮০০০ স্কোয়ার মাইল ও অপর্য্যাপ্ত মৎস্যের আধারভূমি ও পোষণভূমি—সুন্দরবনের মৎস্য সংগৃহীত হইলে, কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের মৎস্যাভাব দূরীকৃত হইতে পারে।

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
30, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta.

বঙ্গে নব বর্ষ।

আজ নব বর্ষ সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে আবার বাঙ্গালা মায়ের এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। মায়ের সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ ঢল ঢল মুখ-শশী ক্রমশঃই যেন ঘোর বিষাদ কালিমায় আবরিত হইয়া যাইতেছে। তাই কে যেন অন্তরাল হইতে ভীম ভৈরব বাণীতে আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া বলিতেছে—

"ঘুমায়োনা আর উঠ একবার
দেখরে নয়ন মেলিয়া;
কত অকাল-মৃত্যু হ'তেছে আবার
সমগ্র ভারত জুড়িয়া।"

মায়ের প্রাণে আর কত সইবে। একদিন যাঁর সপ্তকোটী সন্তান বীর-দর্পে তাঁহারই অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ কিন্তু সেই সন্তানগণ অকালে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে। তাই আজ নূতন বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদিগকে নূতন প্রেরণা লইয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মায়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। পল্লীর প্রতি অঙ্গিনায় অঙ্গিনায় সেই মন্ত্র বিতরণ করিতে হইবে। কৃষকদিগের প্রাণে নূতন করিয়া উৎসাহ জাগাইয়া দিতে হইবে। এমন কি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই একই প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পুনরায় মায়ের সেই পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইব। আবার দেশের ছোট বড় সকলের মনে আনন্দ-মথিত হইয়া, উচ্চতম আদর্শের শিক্ষায়, অশেষ সৌন্দর্য্যে সুগঠিত হইয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে অমৃতের ধারা প্রবাহিত হইয়া যাইবে। সেই দিন আবার বঙ্গ-পল্লীর প্রতি গৃহে গৃহে পবিত্র মন্ত্র, ললিত মধুরতানে ঝঙ্কৃত হইয়া প্রাণের সমস্ত সরলতা ও সরসতা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, শৈশবের সেই ধূলি মাখা সোনার দিন গুলি মাতৃব্রতের উৎসবময় যজ্ঞে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিবে।

তখন বাঙ্গলার জীবন, বাঙ্গালীর দিন কতই না মধুর হইয়া মায়ের বস্ত্রাঞ্চলে যাইয়া উপস্থিত হইবে। তখন পল্লীর উন্মুক্ত মাঠে, নদীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, জলা ভূমির অনাবৃত

এই চেষ্টা করিলে, অর্থের ও বিশেষজ্ঞের অভাব মোচিত হইতে পারে। তৎপরে —বিশেষ বিশেষ অনুকুল কেন্দ্রে মৎস্যবংশ বৃদ্ধির লেবারেটরী বা বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বিশেষ বৈজ্ঞানিক চেষ্টা চলিতে পারে। এই চেষ্টা বহুল ব্যয়সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ—তাহাও করণীয় বটে। কিন্তু ইতিমধ্যে সর্ব্বত্র স্বাভাবিক নৈসর্গিক চেষ্টা, আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে অবলম্বিত হইতে পারে ও তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে বিশেষ বহুল সফলতা লাভ সম্ভব।

এই চেষ্টা প্রাজ্ঞ ধীবরদিগের সংযোগে, উপযোগী জলাশয়ে নদীতে বিলে বহুল পরিমাণে এখনই করা সম্ভবপর। বঙ্গীয় ফিসারী ডিপার্টমেণ্ট এই উৎযোগে ব্রতী হউন —কতিপয় উদ্‌যোগী ইনিসপেক্টার, এই ধীবরগণ সংযোগে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র মৎস্য বংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা যাইতে পারে—অচিরে প্রভূত ফললাভ হইবে। এই চেষ্টায় যে সব লোককে নিযুক্ত করা আবশ্যক তাহার নির্ব্বাচন সময়ে দেখিতে হইবে—সেই সব ইনিসপেক্টারগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রতিভা ও আকাঙ্ক্ষা, ঐদিকে আছে কিনা ও ইহাদের উপরে যাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে, তাহারাও ঐ কার্য্যে যেমন বিশেষজ্ঞ হইবেন তেমনি কার্য্যতৎপর হইবেন। ধীবরগণ মনোনয়নেও সেইরূপ বিশেষ নির্ব্বাচন ও সদ্‌বিবেচনা আবশ্যক হইবে। ইহা যে খুব বহুব্যয়সাধ্য হইবে, তাহা মনে হয় না। ১০০।১৫০ টাকার উর্দ্ধ বেতনে ইনিসেপেক্টার নিয়োগে প্রথমতঃ আবশ্যক হইবে না, যে সমস্ত ফিসারী স্থাপিত হইবে, তাহার আয় হইতে ইহাদের ব্যয় বহন খুব সহজ হইবে।

দেশবাসীগণের প্রতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের প্রতি নিবেদন— তাঁহারা এই বিষয়ে আয় ব্যয় ব্যবস্থা করিয়া, বঙ্গের মৎস্য উৎপাদনে সহায় হউন।

বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের ভিন্ন ভিন্ন প্রভূত মৎস্য এখন প্রতি বৎসর নষ্ট হইয়া যায়, বা সুট্‌কীমাছে পরিণত হয়, সেইসব সংগ্রহ বিষয়ে সবিশেষ উপায় করিলে মৎস্য দুর্ভিক্ষ এখনই নিবারিত হইতে পারে। এক সুন্দরবনই ৮০০০ স্কোয়ার মাইল ও অপর্য্যাপ্ত মৎস্যের আধারভূমি ও পোষণভূমি—সুন্দর-বনের মৎস্য সংগৃহীত হইলে, কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের মৎস্যাভাব দূরীকৃত হইতে পারে।

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
88, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

বঙ্গে নব বর্ষ।

আজ নব বর্ষ সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে আবার বাঙ্গালা মায়ের এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। মায়ের সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ ঢল ঢল মুখ-শশী ক্রমশঃই যেন ঘোর বিষাদ কালিমায় আবরিত হইয়া যাইতেছে। তাই কে যেন অন্তরাল হইতে ভীম ভৈরব বাণীতে আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া বলিতেছে—

"ঘুমায়োনা আর উঠ একবার
দেখরে নয়ন মেলিয়া;
কত অকাল-মৃত্যু হ'তেছে আবার
সমগ্র ভারত জুড়িয়া।"

মায়ের প্রাণে আর কত সইবে। একদিন যাঁর সপ্তকোটী সন্তান বীর-দর্পে তাঁহারই অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইত, আজ কিন্তু সেই সন্তানগণ অকালে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে। তাই আজ নূতন বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার আমাদিগকে নূতন প্রেরণা লইয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মায়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। পল্লীর প্রতি অঙ্গিনায় অঙ্গিনায় সেই মন্ত্র বিতরণ করিতে হইবে। কৃষকদিগের প্রাণে নূতন করিয়া উৎসাহ জাগাইয়া দিতে হইবে। এমন কি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই একই প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা পুনরায় মায়ের সেই পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইব। আবার দেশের ছোট বড় সকলের মনে আনন্দ-মথিত হইয়া, উচ্চতম আদর্শের শিক্ষায়, অশেষ সৌন্দর্য্যে সুগঠিত হইয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে অমৃতের ধারা প্রবাহিত হইয়া যাইবে। সেই দিন আবার বঙ্গ-পল্লীর প্রতি গৃহে গৃহে পবিত্র মন্ত্র, ললিত মধুরতানে ঝঙ্কৃত হইয়া প্রাণের সমস্ত সরলতা ও সরসতা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, শৈশবের সেই ধূলি মাখা সোনার দিন গুলি মাতৃব্রতের উৎসবময় যজ্ঞে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিবে।

তখন বাঙ্গলার জীবন, বাঙ্গালীর দিন কতই না মধুর হইয়া মায়ের বস্ত্রাঞ্চলে যাইয়া উপস্থিত হইবে। তখন পল্লীর উন্মুক্ত মাঠে, নদীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, জলা ভূমির অনাবৃত

ক্ষেত্রে, প্রত্যহই এই মন্ত্র ও প্রাণের আবেগ রাশি মথিত করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। তখন পল্লীর সেই শিশু হইতে বৃদ্ধের অন্তঃকরণ পর্য্যন্ত, কি এক অব্যক্ত মোহন ভাবের অমৃত ঝঙ্কার প্রতি তারে তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। তখন আবার সকলকে কৃষক ভাইদের সেই প্রাণের গান তাহাদেরই সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে হইবে,—

"সুখে থাক কাস্তে মই,
থাকুক লাঙ্গল।
কারে ডরি দেহে আছে
যতদিন বল॥

সেই গান শ্রবণ করিয়া মনে হইবে যেন, গাছ পাথরও তাহাদের প্রাণের আবেগে ঢেউ তুলিয়া ঐ সুরে সুর দিতেছে। সেই গান শ্রবণ করিয়া মনে হইবে যেন সেই সুমধুর সুললিত সুর শস্যশীর্ষে নৃত্য জাগাইয়া, বিটপী পত্রে দোলনী দিয়া আকাশের বিহঙ্গকুলকেও মুগ্ধ করিয়া জ্যোৎস্না মণ্ডিত মুক্ত গগনতলে ঐ একই গান গাহিতেছে।

ঐ গানের শব্দ-সম্ভারে অভিধান নাই, সুরে মদিরা নাই; আছে কেবল প্রাণ মাতান ত্রিদিবের অমিয় ভরা আনন্দের মোহ,—আর আছে,—বঙ্গমাতার হৃদয়ের আশীষ।

শ্রীতপেন্দ্র নাথ মিত্র।

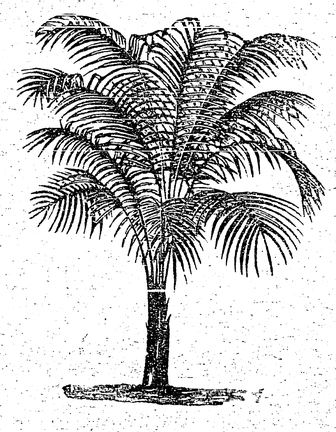

এলাইচ
Cardamoms.

এলাইচ দুই প্রকার—ছোট, বড়। পৃথিবীর অনেকানেক স্থানে এলাইচ জন্মিয়া থাকে, যথা জাভা, সুমাত্রা, সিংহল, মাদাগাস্কর এবং পশ্চিম অফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারত মহাসাগরের দ্বীপ পুঞ্জ সমূহে এলাইচ জন্মিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে দক্ষিণাত্য অঞ্চলে বন বিভাগে এলাইচ প্রচুর জন্মিয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐ সব জঙ্গল এলাইচের জন্য বৎসর বৎসর বিলি হয়। ভারতবাসীগণ পুরাকাল হইতে ইহা তাহাদের খাদ্য, তৈল প্রভৃতিতে মশলারূপে, ও দেবার্চ্চনার্থ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ মদ্য সুঘ্রাণের জন্য ও ঔষধার্থে ইহারা ব্যবহার বাড়িতে লাগিল। ওলন্দাজগণ যখন সিংহল দখল করিয়াছিল, তখন তাহারা ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে নানা স্থানে এলাইচ রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধুনা পৃথিবীময় এলাইচের ব্যবহার হইতেছে। ছোট এলাইচ বড় এলাইচ অপেক্ষা অধিক দামী। পশ্চিম দক্ষিণ ভারতে ইহা প্রধাণতঃ উৎপন্ন হয়। মহীশুর, কাসাড়া, ত্রিবাঙ্কুর, মাদুরা প্রদেশের উর্ব্বর আর্দ্র বন ভূমিতে ও পর্ব্বত গাত্রে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে, বনে জঙ্গলে স্বভাবতঃ জন্মায় ও ইহার আবাদও যথেষ্ট আছে। বড় এলাইচও সম ধর্ম্মালম্বী মৃত্তিকায় ও আর্দ্র জলহাওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বড় এলাইচ ভারতে এবং জাভা, মরিসস্ প্রভৃতি দ্বীপে জন্মিতেছে। হিমালয়ের যে ভাগ খুব আর্দ্র তথায় বড় এলাইচের অনেক আবাদ আছে দার্জ্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি ও আসাম প্রদেশে বড় এলাইচের অনেক ক্ষেত্র আছে। সমতল-ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বত ভূমিতে পর্য্যন্ত উভয় প্রকার এলাইচের গাছই জন্মিতে দেখা যায়। তেজস্কর কাদা দোঁয়াস মাটিই স্বভাবতঃ এলাচ চাষের উপযোগী। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান, ছায়া যুক্তস্থানে, আর্দ্র জল হাওয়াতে ইহারা সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বনভূমির জঙ্গল ইতস্ততঃ পরিষ্কার করিয়া, ঘন ছায়া নিবারণের জন্য কতিপয় বড় বৃক্ষ কাটিয়া দিয়া এলাইচের চাষ করা চলিতে পারে। এলাইচ হরিদ্রার মত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, এবং হরিদ্রার মত ইহা কন্দজ। কন্দদেশ হইতে চারা বহির্গত হইয়া ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহাদের গাছগুলি ৪ হইতে ৮ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। কাণ্ড হইতে পত্রবেষ্টনি ভেদ করিয়া যে সকল শাখা নির্গত হয় তাহাতে পুষ্প গুচ্ছ থাকে এবং ঐ গুলি ফল প্রসব করে।

ভূমিকর্ষণ করিয়া ৮ হইতে ১০ ফিট অন্তর অন্তর কন্দনমেত এক একটি চারা রোপণ করিলে ২।৩ বৎসরে তাহা হইতে তেউড় (চারা) বাহির হইয়া সমুদয় ক্ষেতটি ব্যাপিয়া ফেলে। তিন বৎসরে সাধারণতঃ এলাইচ গাছ সম্পূর্ণ ফলবান হয়। চারা রোপণের পর হইতে এতাবতকাল ক্ষেতের আগাছা কুগাছা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং গাছ ঘন হইলে পাতলা করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়।

বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করা যায়। হাপরে (বীজতালায়) বীজ অঙ্কুরিত করিয়া লইয়া চারা গুলি ৮ ইঞ্চ কিম্বা ১০ ইঞ্চ বড় হইলে ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। বীজ হইতে চারা করা অপেক্ষা তেউড় তুলিয়া লইয়া স্থানান্তরে বসান অপেক্ষাকৃত সহজ।

চৈত্র মাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত গাছে ফুল ধরে। পুষ্প সম্বলিত শাখাগুলি পত্র আবরণ দ্বারা বাঁধিয়া দিলে ফুল অধিক ফুটে এবং ফলগুলি বেশ সুপুষ্ট হয়, অধিক রৌদ্র বাতাস লাগিয়া খারাপ হইয়া যাইতে পায় না। ফলগুলি সুপক্ক হইয়া হরিদ্রাভ হইলেই তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। অধিক পাকিলে ফল ফাটিয়া যায়। ফলগুলি সাধারণতঃ ঝুড়িতে পাতা বিছাইয়া তদুপরি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। সমশীতল জায়গায় অল্প অল্প রৌদ্রে ফল শুকাইয়া লইলেই ভাল। অধিক রৌদ্র লাগিলে কিম্বা শিশির বা বৃষ্টি পাইলে ফলের রঙ খারাপ হইয়া যায়। সূর্য্যশুষ্ক এলাইচই উৎকৃষ্ট। ইহারা বাজারে গ্রীন কার্ডমম্ বলিয়া আদরে বিক্রীত হয়। ইহার রঙ সবুজাভ হরিদ্রা। বৃষ্ঠি বাদলের দিন আগুনের উত্তাপে শুকাইতে হয়। ইহাতে রঙ কাল হয়। তখন আবার তাহাদিগকে রিটার জলে ধৌত করিবার আবশ্যক হয়।

ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ উভয়ের পাইট এক। বড় এলাইচের গাছ অপেক্ষাকৃত বড়, পাতাগুলিও দীর্ঘায়তন ও স্থূল। ফলগুলিও অধিক মাংশল। ফলগুলি ছোট এলাইচ অপেক্ষা ভালমত ঘষিয়া মাজিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে হয়।

এলাইচের গাছ ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত সজীব ও সতেজ থাকে এবং ফলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতে থাকে। প্রতি বৎসর কিন্তু শুষ্ক গাছ তুলিয়া শুষ্ক পাতা খসাইয়া এবং গোড়ায় গোড়ায় শুষ্ক পাঁকমাটি চুর্ণ দিতে পারিলে ফসল সমভাবে পাওয়া যায়।

শুষ্ক বায়ুমণ্ডলে ইহার গাছ হয় বটে কিন্তু ফল হয় না, যদিও বা কখন হয় তাহা পুষ্ট হয় না। কিন্তু যেখানে পানের চাষ আছে তথায় ইহা উৎপাদন করা যাইতে পারে। পানের বরজের ভিতর পানের ক্ষেতের চারিদিকে অথবা বরজ বাঁধিয়া লইয়া পানের পরিবর্ত্তে এলাইচের চাষ করিলে এলাইচ জন্মান যায়। সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ্ মলিসন সাহেব এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন।

মহিশুরের এলাচ অপেক্ষা মালাবারের এলাইচ বড়। কিন্তু মহীশুরের এলাইচ অধিকতর সুঘ্রাণ এবং দরে বিক্রয় হয়।

মহিশুরে এক একরে ১৪ সের ছোট এলাইচ উৎপন্ন হয়। এক সের ছোট

এলাইচের মূল্য পাইকারী ১৲ টাকার কম নহে। বড় এলাইচের ফলন ইহা অপেক্ষা প্রায় চারিগুণ অধিক কিন্তু তেমন আবার দামেও তদপেক্ষা অনেক কম।

এলাইচ যে কেবল সুগন্ধি মশলা তাহা নহে। ইহাতে শরীরে পুষ্টি সাধনও হওয়া সম্ভব। ইহাতে শতকরা ৩ ভাগ শ্বেতসার ও ৩ ভাগ নাইট্রোজন ঘটিত পদার্থ আছে। বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে পটাস ক্ষার ও মাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। অতএব ইহাতে অনুমান হয় এই যে, পটাস প্রধান সার ইহার বড় ফলপ্রদ এবং মাঙ্গানিজযুক্ত মাটি ইহার উপযুক্ত। পাহাড়ীয় সারবান মৃত্তিকায় ইহার বৃদ্ধি সমধিক।

ছোট এলাইচের শাস্ত্রীয় নাম Elettaria Cardamomum, বড় এলাইচের নাম Amomum Sabulatum.

আয়ুর্ব্বেদে বলে যে মূত্রকৃচ্ছ রোগে এলাইচ পরম উপকারী। দ্রাক্ষারস বা আমলারস বা কোন প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় আসবের সহিত ছোট এলাইচ চূর্ণ সেবনে রোগের উপশম হয়। ছোট এলাইচ চূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমপরিমাণ ঘৃতের সহিত সেবনের বিধিও দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ও বড় উভয় এলাইচই অম্লহারক, পাচক, উষ্ণতা বর্দ্ধক ও দুর্গন্ধাপহারক। এলাইচের আরক মিশ্রিত করিয়া বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে কখন পেট ফাঁপা কিম্বা পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

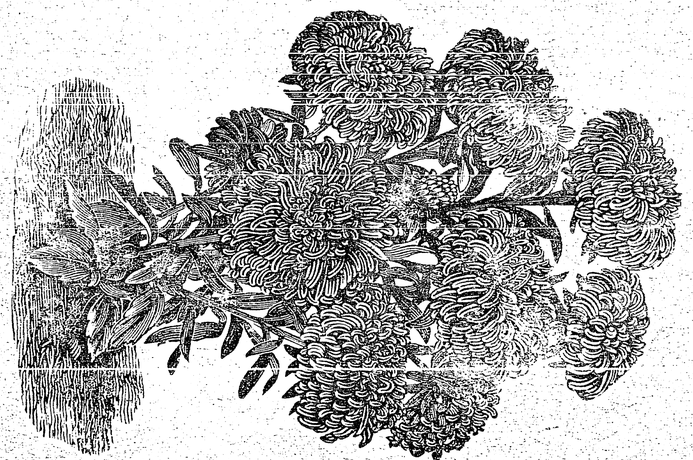

পত্রাদি।

গ্রাহক নং ৭৭২

শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ বসু

পটুয়াটোলা, কলিকাতা।

আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ আপনি চাষ করিবার জন্য উত্তর পাড়ায় যে বাগান লইয়াছেন সে জমি ভাল হইলেও গাছে ফল না ধরার বিশেষ কারণ রহিয়াছে।

আপনার জমির উত্তর প্রান্তে যখন এতগুলি ইট পুড়াইবার জন্য ভাটি (Brick klin) রহিয়াছে তখন ধোঁয়া লাগিয়া গাছ খারাপ নিশ্চয়ই হইবে।

প্রথম ধোঁয়ায় গাছের কি অপকার হয় তাহা জানা আবশ্যক। ধোঁয়া লাগিলে ঝুল পড়ে। ঝুলে প্রকৃত পক্ষে অঙ্গার অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে এবং তৈলের ভাগ ও কিঞ্চিত থাকে যেখানে হাওয়া ধোঁয়া পরিপূর্ণ সেখানে প্রায়ই দেখা যায় বৃক্ষ পত্রাদির উপর ঝুলের পাতলা লেপ পড়িয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জগতে সকলেই অবগত আছেন যে গাছের পাতায় গাছের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় থাকে। পাতার উপর ঐরূপ লেপ পড়িলে বৃক্ষগণের বায়ু ভক্ষণ ও আলোক প্রাপ্তির বিঘ্ন হয়। এই জন্য বৃক্ষ গাত্রে অধিক ধোঁয়া লাগান ভাল নয়। নতুবা ধোঁয়ায় যে কার্ব্বলিক অম্ল আছে তাহা বৃক্ষগণের আহার্য্য। বড়সহরে বা কল কারখানা বহুল স্থানে বৃক্ষগণের আর একটি অশান্তি হয়। তাহারা তথায় ফস্ফারাস্ গ্যাস (Sulphurous acid gas) দ্বারা উৎপীড়িত হইতে পারে।

পাথুরে কয়লায় গন্ধক আছে, কয়লা পুড়াইবার সময় ঐ গ্যাস উৎপন্ন হয় ইহার গ্যাস বৃক্ষ শরীরে বিষ ক্রিয়া উৎপাদন করে। সহর ছাড়িয়া পল্লীতে গেলে ধোঁয়ার কথা ভাবিবার আবশ্যক হয় না, এবং ইট পোড়ান কার্য্য যদি পাথুরে কয়লা দিয়া না হয় তাহা হইলে ইটখোলার পার্শ্বের জমির পাছপালা নষ্ট হয় না। কারণ পাতায় বা কাঠের ধোঁয়া অবাধে বায়ু প্রবাহের সহিত মিশাইয়া পাতলা হইয়া পড়ে এবং বৃক্ষশরীরে ঝুলের লেপ দিতে পারে না।

ফলের বাগানে অন্তত ১০০০ ফুট দূরে ইট পোড়াইবার ভাটি থাকিলে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভব কম। আপনার জমিতে তরিতরকারি ও আনাজ ইত্যাদি দিলে বেশ আয় হইবার সম্ভাবনা।

সংগ্রহ।

বিদ্যুতে সারের কার্য্য।

বজ্রপাতের অব্যবহিত পরেই দেখা যায় ঘাস ও বৃক্ষাদিতে বেশ হরিতাভা হয়। তাহার কারণ এই যে, বিদ্যুত বায়ু মণ্ডলের অকসিজেন (Oxygen) এবং নাইট্রোজেন (Nitrogen) উভয়কে মিশ্রিত করিয়া নাইট্রেট প্রস্তুত করে। ইহা খুব উপকারী সার এবং ইহা উদ্ভিদের বৃদ্ধির খুব সহায়তা করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রতি বৎসর বিদ্যুত ও বজ্রপাতের দ্বারা প্রতি একরে এগার পাউণ্ড নাইট্রেট প্রস্তুত করে।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা সেতু।

পৃথিবীর মধ্যে চায়নার (yellow Sea) ইওলো সমুদ্রের উপরের সেতু সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। ইহা লম্বায় তিন মাইল এবং তিনশত স্তম্ভের উপর স্থিত।

ভারতবর্ষে চীনির আমদানী

জবদ্বীপ হইতে গত ডিসেম্বর মাসে ৫৭, ৮৬৩ টন চিনি ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছিল। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে ৭৩,০৩০ টন চিনি আনিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ২৬ সালে ১৫১৬৭ টন চিনি ২৫ সাল অপেক্ষা কম আমদানী হইয়াছে।

পচা ডিম ভাসে কেন।

ডিম পচিয়া গেলে জলে ভাসে কেন তাহা আমাদের পাঠকের মধ্যে কেহ কেহ জানেন বোধ হয়। ডিমের ভিতরের কুসুম যখন পচিয়া যায়, তখন গ্যাসে পরিণত হয় এবং গ্যাস জল অপেক্ষা হালকা বলিয়াই পচা ডিম জলে ভাসে।

গাছের উষ্ণতা, আলোক এবং গতি।

উদ্ভিদ্ জগতে সকলেই জানেন যে প্রস্ফুটিত পুষ্প হইতে, এবং বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময়ে উষ্ণতোৎপত্তি হয়, এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদের অন্যান্য অংশেরও উষ্ণতা উৎপাদন শক্তি আছে। প্রত্যুষে কিম্বা শীতকালে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে লক্ষিত হইবে যে, চতুঃপার্শ্বস্থিত বায়ু অপেক্ষা উদ্ভিদগণের উষ্ণতা অধিক। দিবসে অথবা গ্রীষ্মকালে এই উষ্ণতার হ্রাস হয়। শীতকালে বটবৃক্ষ মূলে যিনি একবার বসিয়াছেন, উদ্ভিদের উষ্ণতোৎপাদিকা শক্তি তিনি বেশ উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। গ্রীষ্মকালে কিন্তু অন্যরকম। ঠিক বিপরীত

ভাবে বটগাছের ছায়া সুশীতল এবং স্নিগ্ধকারক হয়। আতপতাপিত পান্থই ইহার সাক্ষী। শীতকালে উষ্ণতায় বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মকালে উহার হ্রাস হইবার কারণ এই যে গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্য্যকিরণ দ্বারা উদ্ভিদ্‌রসের বাষ্পীকরণ-ক্রিয়া তেজস্বিনী হয়। সেই জন্য উদ্ভিদিক উষ্ণতা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। শীতকালে উক্ত ক্রিয়া কম তেজস্বিনী থাকে সুতরাং উষ্ণতা বিলক্ষণ অনুভূত হয়। প্রত্যুষ অপেক্ষা দিবসে ঐ উষ্ণতার ক্ষমতাও উক্ত ক্রিয়ার তারতম্য হেতুক ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

পৌষ্পিক আলোকের বিষয় যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, বাস্তবিক তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রমমাত্র। এই আলেক পুষ্পের অত্যুজ্জ্বল লোহিত অথবা পীতবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কতকগুলি ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদ্ বাস্তবিক আলোকোৎপাদন করে। এরণ্ডক-জাতীয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট উদ্ভিদের রস উত্তপ্ত করিলে আলোক বহির্গত হয়। ছত্তাধরা কাষ্ঠ খণ্ড হইতে যে কখন কখন অন্ধকারে আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায়, উক্ত আলোক বা দীপ্তি ছত্রক বিনির্গত জ্যোতিঃ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ঔদ্ভিদিক গতি অর্থাৎ স্পন্দন কোন কোন স্থলে এরূপ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় যে, উহা প্রাণীদিগের গতির সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বজন পরিচিত লজ্জাবতীর গাছ স্পন্দনশীল উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কাউন্নের গুড়া হইতে চিনি।

কৃষকের পাঠক অবগত আছেন যে করাতের গুড়া গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু করাত গুড়া হইতে চিনি প্রস্তুতের এক প্রকার কল আবিষ্কার করা হইয়াছে। আবিষ্কার কর্ত্তা ডাক্তার ওরমানডি (Dr. W. R. Ormandy) বলেন যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (Hydrochloric acid) সংমিশ্রনে যে গুড়া তৈয়ারী হয় তাহা মনুষ্যের ব্যবহারের বেশ উপযোগী। উপরোক্ত বিষয় বলিতে গিয়া ডাক্তার ফ্রি, (Dr. E. E- Free) আরও বলিয়াছেন যে চিনি পাওয়ার পরে যে গাদ থাকে সেইটিকে চোয়াইয়া মদ প্রস্তুত করা যায়। উহা দ্বারা মটর গাড়ী চালান পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আসামে ধানের আবাদ।

আসামে ধামের আবাদের সংবাদ বেশ ভাল। সিলেট ডিষ্ট্রীক্টের আবাদী জমির পরিমাণ ১,৯১,৬০০ একর। বিগত বর্ষে ১,৯১,৩০০ একর মাত্র জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছিল।

আসামে চাষ ও জল হাওয়া।

মার্চ্চ মাসের সংবাদ যে প্রায় সকল ডিষ্ট্রীক্টের জল হাওয়া অনুকুল ও সময়োপযোগী। চা, গাছের গোড়া খোঁড়া ও পরিষ্কার করা, আখের রস বাহির করা এবং তিলের আবাদ করা এই প্রত্যেকটির কার্য্য বেশ চলিতেছে। কাছারীতে পাট বোনা আরম্ভ হইয়াছে এবং আলু তোলা শেষ হইল। এই সকল আবাদের খবর বেশ আশাপ্রদ। গরুর খাদ্যের অভাব বেশ একটু অনুভব করা যাইতেছে।

নাগা হিলে আবহাওয়া একটু গোলমেলে। গরম একটু অধিক। কহিমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে গরুর মুখে এবং পায়ে ঘা হইতেছে।

গোয়ালপাড়া, কামরূপ, ডারাং, শিবসাগর, লক্ষীপুর, প্রত্যেক জেলাতেই ধান আবাদের চাষ ও আখ মাড়ার সংবাদ ভাল।

নকল মুক্তা নির্ম্মাণ।

"হারইং নামে সামুদ্রিক মৎস্যের আঁইস হইতে এক প্রকার মুক্তা নির্ম্মাণ হইতেছে। ইহা যে নকল মুক্তা বিশেষজ্ঞরা ব্যতীত সাধারণের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। ঐরূপ প্রতি মুক্তা ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত শত টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

পল্লীগঠন পদ্ধতি।

বেঙ্গল কাউন্সিলের এক সভায় মিঃ ডোনাল্ড বাঙ্গালা দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য সংগঠনের সম্বন্ধে দেশবন্ধু সি, আর, দাশ যে কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন তাহা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিয়া, বলিয়াছেন যে, তিন লক্ষ টাকা লইয়া আগামী বর্ষে তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। মিঃ ডোনাল্ড বলেন, ডাঃ বেন্টালির অনুপস্থিত বশতঃ উক্ত কার্য্য পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই; যাই হউক, তিনি উহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করিলেন বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথমে অতি বৃহৎ ভাবে আয়োজন করা যাইতে পারেনা। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর উপর তাহার ভার দিয়াছেন, এবং যখন তাহা সুফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইবে তৎক্ষণাৎই তাহা পূর্ণোদ্যমে চালিত করা যাইবে। ডাঃ বিধান রায় জিজ্ঞাসা করেন সম্পূর্ণ পদ্ধতিটী কার্য্যে পরিণত করিতে কতকাল লাগিবে, মিঃ ডোনাল্ড বলেন তিন বৎসর। এই বিশেষ কাজের জন্য প্রায় ছয় শত শিক্ষিত ডাক্তারের প্রয়োজন। প্রথম অবস্থায় যদি সুফলপ্রদ বলিয়া মনে হয় তবে অতি সত্বরেই পূর্ণভাবে কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। বঙ্গদেশে প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ডাক্তার নিয়োগের বন্দোবস্ত হইবে।

নকল দুগ্ধ।

ডেনমার্কের একটী ফ্যাক্টরীতে নকল দুগ্ধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা চলিতেছে। উদ্ভিজ্জাত তৈলাক্ত পদার্থের সহিত ভিটামিন মিশাইয়া কৃত্রিম উপায়ে এই দুগ্ধ প্রস্তুত হইবে, এইরূপ

শুনা যাইতেছে। বাজারে অনেক জিনিষেরই নকল চলিতেছে, দুগ্ধের নকল চলিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! নকলের যেরূপ প্রাবল্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে কিছুকাল পরে আসলের অস্তিত্ব থাকিবে কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়।

কুষ্ঠরোগের প্রতিকার।

কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডাঃ ই, মুর সম্প্রতি একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্নতা হইতেই কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া থাকে। তিনি বলেন যে, যদি শরীর এবং আবাসস্থান পরিষ্কার রাখা যায় তাহা হইলে কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে না। সাধারণতঃ ছেলেপিলেদের মধ্যেই এই ব্যাধি অধিক সংক্রামিত হয়। কুষ্ঠরোগগ্রস্তা মাতার সন্তানকে জন্মের পর হইতে স্থানান্তরিত করা উচিত। যাহাতে পিতামাতা কখনও আর তাহাকে দেখিতে না পারে। যে ঘরে কুষ্ঠরোগী থাকে তাহাতে কোন ছেলে মেয়ের প্রবেশ করা বা রোগীর ব্যবহৃত জিনিষ স্পর্শ করা উচিত নহে। ডাঃ মুরের মতে রাস্তা ঘাটে যে সমস্ত কুষ্ঠরোগী দেখা যায় তাহাদের দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয় না। কারণ, উহাদের শরীরস্থ জীবাণুগুলি মৃত অবস্থায় থাকে। যাহারা চটপটে এবং রীতিমত পরিশ্রম করে তাহাদের কুষ্ঠরোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

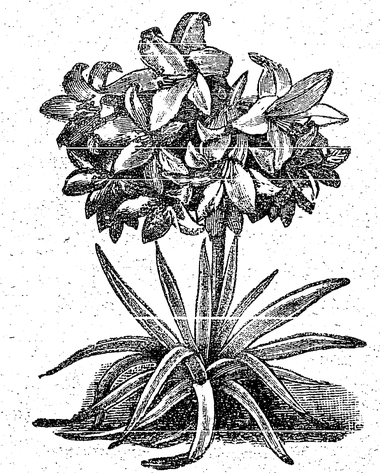

আধুনিক-শিক্ষা।

আজি ডুবে গেছে হায়, সুখ-ইতিহাস!
বঙ্গ আজি ভাগ্যহীন,—প্রশান্ত আকাশ
কালিমায় ভরা;—একি কম পরিতাপ
উচ্চ শিক্ষা কেড়ে নেছে মনের প্রতাপ!
বিকসিতা টুটায়েছে ঋষির সংযম
সত্য-ধর্ম্ম আর নিষ্কলঙ্ক-প্রেম
ভুলে গেছে নর। আজি দীন-হাহাকার
বাঙলার ঘরে ঘরে হ'তেছে বিস্তার!
ঘৃণিত—সভ্যতা লয়ে' ব্যস্ত অহর্নিশি,
আলোক খুঁজিতে গিয়ে অন্ধকার-রাশি
করে আহরণ! একি শিক্ষা-দীক্ষা আজ
লভিয়াছে হায় মূঢ় বাঙালী-সমাজ?
আর নয়—আর নয় অবোধ-বাঙালী!
আর তব পুণ্য-কুলে লেপিও না কালি।
ওঠো—জেগে ওঠো যত শক্তিহীন প্রাণ।
এ ঘোর দারিদ্র্য আজি হোক্ অবসান।
জ্ঞানে আর কাজ নাই—মোহ টুটে যাক্
প্রাচীন-মূর্খতা লয়ে' জাতি বেঁচে থাক্।

* * *

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের অপূর্ব্ব-মিলনে
জাগুক হৃদয়-তন্ত্রী নব-উদ্দীপনে,
মুক্ত-নীলাম্বর তলে শ্যামল-প্রান্তরে
কৃষক সাজিব আজি আনন্দ-অন্তরে
জাগাবো 'কুটির-শিল্প' নূতন করিয়া
সুখের জীবন পুনঃ আসিবে ফিরিয়া।

শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল।

বাংলার ফসল

আনারস।

১। **সংক্ষিপ্ত দ্রব্যগুণ**—আনারস সারক রেচক ও শ্লেষ্মা নামক কৃমি নাশক। ইহার কচি পত্রের রস মুখব্রণ নাশক।

২। **ইতিবৃত্ত**—আনারস দক্ষিণ আমেরিকার ফল। পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে আনীত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ আনারসকে "আনানস্" বলে; আমরা আনারস নাম দিয়াছি। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে মাদ্রাজে আনারসের চাষ আরম্ভ হয়। তাহা হইতে চট্টগ্রাম শিলেট ও আসাম প্রদেশে চাষ হয়। সিঙ্গাপুরের কুইন্ নামক আনারস বঙ্গদেশে ভাল জন্মে।

৩। **জমি নির্ব্বাচন**—উচু দোঁয়াশ জমি যথায় জল না উঠে ও জল না দাঁড়ায়। অনেকে আম কাঠাল শুপারী নারিকেল বাগানে ছায়ায় আনারস রোপন করিয়া থাকে। ঐরূপ ছায়াযুক্ত স্থানে আনারস উৎকৃষ্ট নহে অধিকন্তু ছোট হয়, মুখ কুট কুট করে মিষ্টত্ব কম থাকে। মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যের কিরণে উৎকৃষ্ট আনারস হয়।

৪। **রোপণপ্রণালী ও সময়**—চৈত্র ও বৈশাখে জমি উত্তমরূপে চাষ দিয়া প্রত্যেক ২ হাত অন্তর একটি করিয়া গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তের ভিতর হাড়ের গুড়া চুণ এবং সোরা ও পচা-পাঁকমাটি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গর্ত্তটী প্রায় বুজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে আষাঢ় মাসে ঐ গর্ত্তে একটী করিয়া চারা একটু বাকা করিয়া পুতিবে এক বিঘা জমিতে ১৬০০ শত চারা রোপণ করিবে। চারাগুলি বেশ লাগিয়া গেলে প্রতি ২ মাস অন্তর গোড়া পরিষ্কার করতঃ মাটি দিবে। আনারসের গোড়ায় চারা রোপণ করা উচিৎ থাকায় চারা ভাল হয় না।

৫। **সার**—চুণ সার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, চুণ দিলে মিষ্ট হয়, হাঁড়ের গুঁড়া দিলে আনারস বড় হয়, বোঁদমাটি দিলে পাতা বড় হয়। আমি এই কারণে মিশ্রসার ব্যবহারের পক্ষপাতী চতুর্থ বৎসরে ক্ষেতে বিঘাপ্রতি ৩০ মণ গোবর দিতে হইবে।

৬। **বুনো আনারসকে মিষ্ট করা**—ভারতে আনারস অনেক স্থানে জন্মে। কিন্তু অনেক আনারসই বুনো, খাইলে মুখ কুট কুট করে এবং খাইতে সুমিষ্টও নহে। ভাল আনারসের চাষ করিবার চেষ্টা এদেশে নাই। এই বুনো জাতীয় আনারসগুলির চারা উঁচুজমি যেখানে জল না উঠে ও জল না দাঁড়ায় এবং কোনরূপ ছায়া না থাকে মুক্ত বায়ু ও রৌদ্রযুক্ত স্থানে উত্তমরূপ চাষ করিয়া ২ হাত অন্তর এক একটী একবিঘত গভীর গর্ত্ত করিয়া প্রতি গর্ত্তে একমুট হাড়ের গুঁড়া, একমুট চুণ, একমুট সোরা বোদমাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া চারা বসাইলে এই গাছের ফল ওজনে ভারী মিষ্ট আস্বাদ বিশিষ্ট হইবে। আমেরিকাতে বুনো আনারস মোথা ফেলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া, সেগুলি কিয়ৎপরিমাণে শুকাইয়া লইতে হয়, পরে চিনি মাখাইয়া আবার শুকাইয়া লয় প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ চিনি আনারস খণ্ড গুলির গায় লাগিয়া যায়, আনারসের টুকরাগুলি অল্প অল্প সরস থাকিবে অথচ এমন শুকনা হইবে যে টুকরাগুলি কেহ কাহারো গায়ে না লাগে। এইরূপ প্রস্তুত টুকরাগুলি বায়ুশূন্য কাচের বা টিনের জারে বদ্ধ করিয়া রাখিলে সহজে খারাপ হয় না। এইরূপ আনারস স্বাদ ও গন্ধে ভাল টাট্‌কা আনারসেরই মত, ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও অধিকতর মুখরোচক। এমেরিকানগণ আনারস খোলা বাতাসে রৌদ্রে শুকান ভাল বিবেচনা করেন। তাহারা ষ্টিম সাহায্যে শুকাইয়া লয়। যখন টুকরাগুলি শতকরা অবস্থানুযায়ী ৬৫—৭৫ ভাগ শুকাইয়া ওজন কম হইলে তখন ঠিক তৈয়ারী হইল বলিয়া মনে করে তৎপর তাহাতে চিনি মাখায়। চিনি মাখিবার কালে যে তরল রস বাহির হয় তাহা অতি উপাদেয় ঐ রস বাজারে বিক্রয় হয়; অনেকে আনারসের রসই ব্যবহারে ইচ্ছুক।

৭। **আনারস রক্ষার উপায়**—আনারস শীঘ্র পচিয়া যায় না। এজন্য দূর পশ্চিম দেশে এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত ইহার রপ্তানী করিতে পারা যায়। ফিলিপাইন, জামেকা, কিউনা, হিব্রাইডিস প্রভৃতি সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার আনারস প্রকৃষ্ট উপায়ে রক্ষিত হইয়া বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। শতভাগ শীতল জলে তিনভাগ কমার্সিয়াল ফরম্যানীন্ Commercial Formalion মিশ্রিত করতঃ তন্মধ্যে কোন পরিপক্ক ফল ১০ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে ফলবিশিষ্ট এক হইতে ৩ মাস পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আম্র, কদলী, লেবু, আনারস প্রভৃতি ফল এই উপায়ে বহুদূরে প্রেরিত হইতে পারে।

৮। **সূত্র**—উদ্ভিজ্জাত সূত্রের মধ্যে আনারসের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দৃঢ়তম সূত্র অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহা বেনসের ন্যায় কোমল শুভ্র ও সুচিক্কণ এবং ক্ষৌম সূতার (Flex) উৎকৃষ্ট অনুকল্প। ফিলিপাইন দ্বীপের প্রসিদ্ধ আনারসী বস্ত্র (Pineapple cloth) ও পিনা নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র। ইহার রেশমবৎ সূক্ষ্ম তন্তু হইতে প্রচুর হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত টোয়াইন ডোর, সূতা ও নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পের জন্যও ইহার প্রচুর ব্যবহার হয়। জাপান জার্ম্মানীতে ইহার পত্র হইতে পার্চ্চমেন্ট ন্যায় উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। আনারসের সূতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জল সহনশীল

অর্থাৎ সহজে জলে পচিয়া নষ্ট হয় না। কাঁচা পত্রের উপরকার মাংসল অংশ ভোতা অস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিলে সূত্র বাহির হয়। অথবা আক ভাঙ্গা কলের সাহায্যে পিসিয়া বা পাতাগুলি থেতো করিয়া গোবরজলে ৪।৫ দিন পচাইয়া রাখিলে সুন্দর সূত্র বাহির হয়। কিন্তু সুতাগুলি ছায়ায় শুকনা করা উচিত ও রাত্রে শিশিরে রাখিলে খুব মজবুত হয়। এই সূত্রের ব্যবহার করিলে আমরা আনারস চাষে প্রভূত লাভ করিতে পারি।

(ক্রমশঃ)

জল চাষ

ভূমিকা

কৃষিকার্য্য বলিলে ভারতীয় জনগণ একাল পর্য্যন্ত ভূমিকর্ষণ করতঃ ফলমূল শস্যাদি উৎপাদন বুঝিতেন, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ছাগল, মেষ আদি পশু পালন হইতে মুরগী, হংস, বক প্রভৃতি পক্ষীর বংশবৃদ্ধি করণ সম্বুক, ঝিনুক মৎস্যাহারী জলজন্তু প্রাণীর পাণীফল পদ্ম (হিঞ্চে) কলমি প্রভৃতি জলজ লতা আদি পর্য্যন্ত কৃষিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কি উপায়ে সুজলা সুফ.. বঙ্গের গৃহ পার্শ্বস্থ নালা ডোবা ভরাট পুষ্করিণী প্রভৃতি নিম্নতম স্থানে আনায়াসে জল চাষ করিয়া আমাদের আর্থিক উন্নতি করিতে পারি তাহাই এখানে বিবৃত হইল।

পানীকচু বা শোলাকচু—কচু শীতল, মধুপাক, রক্তপিত্ত নাশক, শোথ নিবারক। ইহার গাছের চারার চেহারা অনেকটা মুখী কচুর ন্যায়। অন্যান্য কচুর ন্যায় মূল হইতে শীকড় (বই) বাহির হইয়া চারা উৎপাদন করে। এই চারাগুলি শীতের প্রারম্ভে নীচু জমীতে অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে যেখানে জল দাঁড়াইতে পারে এরূপ স্থানে বসাইতে হয়। উত্তমরূপ কর্ষণ করিয়া ১॥০ দেড় হাত অন্তর চারা পুতিয়া দিতে হয় শীতাকালে ইহার আর কোন পাইট করিতে হয় না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে

বৃষ্টি হইলে কোদালীর দ্বারা গোড়া কোপাইয়া তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় পরে যেমন বর্ষা হইতে থাকিবে অমনি কচু বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ঐ স্থানে ২ হাত পরিমাণ জল বাধিলেও কচু নষ্ট হইবার বা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। উহারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া ডগা পাতা কচু সমেত গাছটী ঊর্দ্ধে তিন হস্ত পরিমিত হইতে পারে। পাতা ডগা কচু ও এই প্রত্যেক জিনিষই তরকারি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি খরচ বাদে ১০০৲ একশত টাকা আয় হইলেও হইতে পারে। ইহাতে খরচা বিশেষ কিছুই নাই। ২৲ টাকার চারা হইলে ১৶ এক বিঘা জমীতে চাষ চলিতে পারে। প্রথম বারের কর্ষণে ২ দুই দিনের হাল গরুর খরচা ৩৲ তিন টাকা ও ২ দুই বার জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়া কোপাইবার খরচা ২৲ দুই টাকা, কচু তুলিবার ইত্যাদি অন্যান্য বাজে খরচ ৩৲ তিন টাকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিঘার মাপ ১৪৪০০ বর্গ ফিটে এক বিঘা এখানকার বিঘার মাত্রা কিছু অধিক প্রায় ২০,০০০ বর্গ ফিট। এই মাপ ধরিয়া লইয়া লাভের মাত্রা বুঝিতে হইবে। যাহা হউক একুনে বিঘা প্রতি ১০৲ দশ টাকা খরচ করিয়া বাটীর পার্শ্বস্থ ডোবা জমিতে কচু চাষ করিয়া ১০০৲ একশত টাকা লাভের চেষ্টা ২০।২৫৲ টাকার গোলামী করা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মনুষ্যত্ব ধ্বংশ হয় আর এইরূপ কৃষিকার্য্যে আত্মনির্ভরতা, স্বাবলম্বন, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবোচিৎ গুণ আনয়ন করে ও দেশের দারিদ্রতা দূর করিয়া সুখ সম্পদ ও স্বাস্থ্য দান করে।

কলমী—মধুর কষায় রস, গুরুপাক এবং শুক্র, দুগ্ধ শুক্র ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধক। কলমি শাকের ঝোল রাঁধিয়া খাইলে উহা গুরুপাক হয় না উহা Cruping Plants এর অন্তর্গত। ছায়াযুক্ত নরম জমিতেও হয় এবং অত্যধিক ভাষমান জলেতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। ইহা বিশেষ লাভ জনক যে জলাশয়ে মৎস্যের চাষ হইবে তাহার উপরিভাগে আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হইয়া মৎস্যগণের আহার ও জীবন ধারণের সহায়তা করতঃ সামান্য আয় হইয়া থাকে। সহরেতে নিতান্ত কম মূল্যেও বিক্রয় হয় না।

শুশনিশাক—ইহা স্নিগ্ধ গুণসম্পন্ন ও নিদ্রাকারক অনেকেই ইহা আদর করিয়া ব্যবহার করেন—শুশনি লতা জলাশয় কিম্বা পুষ্করিণীর ধারে জন্মিয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে জলাশয়ের ধারে ইহার লতা বসাইয়া দিলে সহজেই হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাইট নাই। ইহা হইতেও সামান্য আয় হইতে পারে, হাটে বাজারে আদরের সহিত বিক্রয় হইতে দেখা যায়। হিঞ্চা এই জাতীয় শাক অত্যন্ত উপকারী, আয়ুর্ব্বেদে ইহার অনেক গুণ বর্ণনা আছে, ইহার মত

স্নিগ্ধ গুণ সম্পন্ন ও উপকারী শাক আর নাই বলিলেও চলে, হিঞ্চা শাকের লতা ফাল্গুন, চৈত্র মাসে জলাশয়ের ধারে বসাইয়া দিলেই হইবে।

পাণিফল—যে সকল জলাশয়ে কিম্বা পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ হয় না তাহাতে পাণিফলের চাষ করিলে বেশ লাভ হইতে পারে।

পাণিফল বেশ লাভ জনক চাষ ইহা অনেকেই জানেন, পাণিফল কাঁচা বিক্রয় হয়, অথবা ইহার পালো করিয়া বিক্রয় করিলে আরও অধিক লাভের সম্ভাবনা, পাণিফলের পালো হইতে অনেক রকম খাদ্য প্রস্তুত হয়। শিশুকে কিম্বা রোগীকে খাওয়াইবার জন্য সাগু, বার্লি, এরারুটের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শরীর পোষণ কি কোন কোন ব্যাধি নিবারণের উপাদানগুলি এই ফলে এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে এতদ্দেশবাসী জনসাধারণ ইহার উপকারিতার বিষয় অবগত হইতে পারিলে অনেকে পাণিফলের চাষে এবং ব্যবসায়ে লাভবান হইতে পারেন আয়ুর্ব্বেদে পাণিফলের উপকারিতার বিষয় অনেক লিখিত আছে ভাবপ্রকাশে শৃঙ্গাটকের বিষয় এরূপ লিখিত আছে—

শৃঙ্গাটকং জলফং ত্রিকোনফল মিত্যাদি।
শৃঙ্গাটকং হিমং সাদুগুরু বৃষ্যং কষায়কম্॥
গ্রাহি শুক্রানিল শ্লেষ্ম প্রদং পিত্তাস্র দাহনুৎ।

শৃঙ্গাটক, জলফল, ত্রিকোনফল এই কয়টি উহার নাম। পাণিফল শীতবীর্য্য কষায় মধুর রস, গুরু ও শরীরের উপচয় কারক, ধারক শুক্র জনক বায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্ত রক্ত দোষ ও দাহ নাশক। কবিরাজেরা অতিসার আমাশয় রোগের জন্য পাণিফলের পালো ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জল চাষের মধ্যে পাণিফলই অধিক লাভজনক, পুরাতন পুষ্করিণীতে কিম্বা যে বিল ভরাট হইয়া গিয়াছে এইরূপ জলাশয়ে ইহার চাষ ভাল রূপ হয়। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে ইহার চারা লাগাইতে হয়, যেখানে পাণিফলের চাষ করিতে হইবে পানা ঝাঁজি ইত্যাদি অগ্রে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিৎ নতুবা গাছের তেজ হয় না। বৈশাখ মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। স্রোতের জলে ইহা কখন হয় না বাঁধা জলে হয়! ইহা ভিন্ন পদ্ম শালুক ইত্যাদি নানাপ্রকার জলজ লতাও জল চাষ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ইহার মৃণাল লোকে তরকারি করিয়া খায় শালুক ফুলের বীজ হইতে খৈ তৈয়ারী হইয়া থাকে এই খৈ দেখিতে শাগুদানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইহাকে ভেঁটের খৈ বলে।

পদ্ম—পাঁক পড়া জলা ভূমিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পঙ্কজ। চার হইতে ৬ ফুট জলের নিচে মূল প্রথিত হইলেও তাহা হইতে গাছ বাহির হইয়া পদ্মের মৃণালগুলি

জলে ভাসিতে থাকে পাতাগুলি যেন একখানা থালার মত জলে ভাসমান দৃষ্ট হয় এবং প্রতি গ্রন্থিতে পুষ্প উদ্গত হইয়া জলাশয়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। পদ্মের পাতায় আহার করা চলে পদ্মের বীজ হইতে চারা তৈয়ার করিতে হইলে বীজগুলি পৌষ, মাঘ মাসে একটি গামলায় বা টবে বপন করিতে হয়, চারা ফুটিলে এক একটি গামলা হইতে গামলান্তরে চালিয়া নাড়িয়া একটু বাড়াইয়া লইয়া গ্রীষ্মের সময় জলাশয়ে গামলাসমেত বসাইয়া দিতে হয় দোয়াঁস মাটি ও গোবর ইহার সার রূপে ব্যবহার করা হয়।

শোলা—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও লাভজনক বস্তু, ২ ইঞ্চ ডায়মেটার ছাল পাতলা অল্প শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, শোলা পতিত জলা জমিতে হয়, চাষ করিতে হইলে ইহার বীজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল নিম্ন জমিতে বারো মাস জল থাকে তথায় ছড়াইয়া দিলেই গাছ হয়, ইহার কোন তদ্বির করিবার আবশ্যক নাই বর্ষার জল পড়িলেই গাছ বেশ সতেজ হইতে থাকে আমাদের দেশের জেলেরা মৎস্য ধরিবার সময় জাল ভাসাইবার জন্য সোলার আঁটি করিয়া ব্যবহার করে এবং ভেলা বাঁধিয়া তাহাতে চড়িয়া মাছ তাড়া দেয়, শোলা বঙ্গদেশ, আসাম, সিলেট ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে জন্মায় ব্রহ্মদেশে ইহার ছাল হইতে আঁশ বাহির হয়।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জীবাগ—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালা, ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মুলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলাদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারী করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন। আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভলে। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরাস্থস কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট পাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥৶০ এক টাকা নয় আনা

পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশো ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্ব এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রা তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্ত বর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরো সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবি এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরা প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহে জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৹ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥৶০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই **লোমসংহার** চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশে উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রক পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অ অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায় গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে, বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনি ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ে কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৹ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।



যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, বেরিটী বাজার কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য-জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ ণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্কে আবেদন করিলে নিয়মাবলী যায়।

আপনার প্রয়োজনীয়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি

নিম্ন স্থান হইতে ক্রয় করিলে, বিশুদ্ধতার জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবেন। ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।

একত্রে ৫৲ টাকার ঔষধে শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

স্নানের জন্য ব্যবহার করিলে, সন্তুষ্ট হইবেন। ইহার মনোহর গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী ও তৃপ্তিজনক।

* শীতকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ফাটিবার আশঙ্কা থাকে না।

মূল্যও সুলভ। বড় শিশি ।৵০ ছোট শিশি ।০ আনা। ছোট এক শিশিতে প্রায় ২ সপ্তাহ চলে।

একত্রে তিন শিশি লইলে ডাঃ মাঃ লাগিবে না।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ডায়মণ্ড টুথ পাউডার

ব্যবহার করিলে, দন্ত সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া দন্তের উৎকর্ষ সাধন করে।

মূল্য ১ প্যাকেট /০ ডজন ॥০ আনা। এক প্যাকেট মাজনে প্রায় দুই সপ্তাহ চলে।

দুই আনার টিকিট পাঠাইলে এক প্যাকেট পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

দি ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম

২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা—ঈশ্বর ভবন) বহুবাজার কলিকাতা।

দি নিউ বেঙ্গল আইস কোম্পানী লিমিটেড।

১২৭ এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ও মফঃস্বলে মৎস্য ও বরফ ব্যবসার জন্য ডিপো খুলিবার জন্য সুদক্ষ এজেণ্ট আবশ্যক। যাহারা এজেণ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আবেদন করুন।

বরফের কল—সারা,—ই, বি, রেলওয়ে।

সুবিমল ও পবিত্র বরফ সর্ব্বত্র সরবরাহ করা হয়।

দি বঙ্গলক্ষ্মী রাইস মিলস্ মিটেড।

১২৭ এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাহারা বৎসরের খোরাকি চাউল সুলভে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আবেদন করুন।

চাউলের কল—গালাচিপা, বরিশাল।

Back to Villages.

পল্লী সংগঠন

ও

দেশ পরিচয়

হিতসাধন মণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী ও প্রবীণ সমাজসেবক

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ কৃত।

মূল্য একত্রে ।৵০

কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুস্তকাবলী।

জ্বর	মূল্য	১৲
স্বাস্থ্য	”	৸০
খাদ্য ও স্বাস্থ্য	”	৸০
সংক্রামক রোগ	”	৸০

প্রাপ্তিস্থান;—কৃষক অফিস

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

TO LET.

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বহুল প্রশংসিত।

মেদিনীপুর-হিতৈষী সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ **শ্রীকৃষ্ণ** (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২॥০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জল্য—সহজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইতেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না। যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ॥৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিনী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ০ আনা।

আত্মিকজগৎ—মেস্‌মেরিজম ও হিপনোটিজম শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি ফল, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা ফাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ॥০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে! মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১।০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী অফিস, মেদিনীপুর।

“মুক্তি”

ছোট নাগপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত।

“মুক্তি”——বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মুক্তির বাণীই বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

“মুক্তি”——প্রতি হৃদয়ে স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্খা জাগাইবার চেষ্টা করিবে

“মুক্তি”——প্রতিদিন আপনাকে আশার বাণীই শুনাইবে।

আজই গ্রাহক হউন—

বার্ষিক মূল্য—ভারতে সর্ব্বত্র সডাক—২॥০ টাকা

ম্যানেজার—মুক্তি

পুরুলিয়া।

স্থাপিত ১৯২২ সাল

রবার ষ্ট্যাম্প চাপরাশ
সীলমোহর উড ও
ইলেকট্রো ব্লক
ইত্যাদি।

স্বরাজ পেন্টিং হাউস

সিন
ও
সাইনবোর্ড
পেন্টিং

১২৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু গণ্যমান্য লোক ও জমীদার ইহার পৃষ্ঠপোষক।
মফঃস্বলের সকল প্রকার অর্ডার সরবরাহ করি।
অদ্যই পত্র লিখুন এবং
আমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হউন।

খাঁটি আপেলের রস

পান করিয়া পরিতৃপ্তি বা রোগমুক্ত হউন।

Whiteway's Pure Cider

Guaranteed made of pure British apple juice without
the addition of any preservatives or chemicals.
Gout Rheumatism, Indigestion and kindred disorders
fly before this Cider.

বড় বোতল—১৷৷০ ছোট বোতল—৸৵০

SEN LAW & CO.,

52/1 & 53-A, Wellesly Street, Calcutta.

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার!

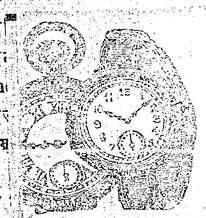

১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ।৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৸৵০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স
৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

The Expert Tube Well Co.

162 Bowbazar Street, Calcutta.

দূষিত জল পান ক'রে আর স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিবেন না

বাড়ীতে



গভীর

নলকূপ

নলকূপ

বসান।

আমাদের বিশেষত্ব

এক্সপার্ট টিউব ওয়েল কোং
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলার ধান ও চাল।

যদি বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের ধান ও চাল সম্বন্ধে ব্যবসার কথা ও আমাদের কথা বিষদ ভাবে জানিতে চান তবে "বঙ্গে চাল তত্ত্ব" নামে বৃহৎ পুস্তক খানি গ্রহণ করুন। ভাল কাগজে প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ মূল্য ৩৲।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

সম্বন্ধে যদি বিষদভাবে জানিতে, শিক্ষা করিতে ও হাতে কলমে করিতে চান তবে এই বইগুলি গ্রহণ করুন।

১। প্রাথমিক ব্যবসা শিক্ষা মূল্য—২৷৷০
২। অর্থোপার্জ্জনের সহজ উপায়—১৷৷০
৩। বিজ্ঞানতত্ত্ব ও ক্যানভাসিং—১৷০
৪। মোকামের বাণিজ্য তত্ত্ব—২৷৷০
৫। ঐ ২য় ভাগ—২৲
৬। বুককিপিং বাংলায়—১৷৷০
৭। মহাজন সখা—১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান সাধনা লাইব্রেরী
২৩ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রীষ্মকালের সব্জী ও ফুলবীজ—

দেশী সব্জী বেগুন, ঢেঁড়স, লঙ্কা, মূলা, শশা, ঝিঙ্গে, টমাটো বরবটি, পালমশাক, ডেঙ্গো প্রভৃতি ১০ রকমে ১ প্যাক ১৵ ফুলবীজ আমারান্থস, বালসাম, গ্লোব আমরান্থ, সনফ্লাউয়ার গাঁদা, জিনিয়া, সেলোসিয়া, আইপোমিয়া, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি ১০ রকম ফুলবীজ ১৵০

বাবা নূতন আমদানী—ফুলকপি পাটনাই

তোলা ৷৷০ আট আনা, মালগম তোলা ।০ চারি আনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড,
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শক্তি-শিকড়।

সহস্র পূর্ণ হইতে তিন শত বাকি।

শিক্ষার্থী অদ্যই রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

পূর্ব্ব অবশিষ্ট লেখকগণ সত্বর হউন, বেশী দিন আর এ নিয়ম চলিবে না। সিদ্ধ ওস্তাদের নিকট প্রাপ্ত "শক্তি-শক্তি" পুং স্ত্রীং সর্ব্ব ধাতু-পীড়া ও স্থায়িত্বে অব্যর্থ সদ্য ফল, পরীক্ষার্থ দ্রব্যসহ সবিস্তর শিখাই। এ যাবৎ বহু লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইল, আপনিও সুফল পাইবেন। যতশীঘ্র লিখুন, বিলম্বে পাইবেন না।

জি, রক্ষিত, কুশীদা, তুলসীহাটা
পোঃ মালদহ।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মেম্বর।

নূতন বর্ষারম্ভ হইতে মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত সময়। যাঁহারা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মেম্বরশ্রেণীভুক্ত হইবেন বা আছেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বীজগুলি পাইবেন।

সভারেণ মেম্বর হইলে—গ্রীষ্মকালে বপনোপযোগী

দেশী সব্জীবীজ	২৪ রকম	২।০
„ ফুলেরবীজ	২০ „	২ ০
শীতের বিলাতী সব্জীবীজ আমেরিকার টিনে মোড়াই করা ২৪ রকম ১ বাক্স		৫॥০
শীতের বিলাতী সটন কিম্বা লাণ্ড্রেথের ফুলের বীজ ১ বাক্স		৪॥০
শীতের দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম ডাকমাশুল ইত্যাদি		২।০
		১৬৸০

সাধারণ মেম্বর হইলে—

গ্রীষ্ম বর্ষাকালের বপনোপযোগী দেশী সব্জীবীজ ২৪ রকম	২।০
দেশী ফুলের বীজ ১০ রকম ...	১৸০
শীতকালের বপনোপযোগী আমেরিকার মোড়াই টিনে করা এক বাক্স ২৪ রকম বিলাতী সব্জীবীজ	৫॥০
বিলাতী ফুল বীজ ৮ প্যাকেট	১॥০
দেশী সব্জীবীজ ১৮ রকম	১৸০
ডাকমাশুলাদি	॥০
	—১২৲

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক মেম্বর আমাদিগের দ্বারা পরিচালিত বাঙ্গালা মাসিক পত্র "কৃষক" প্রতি মাসে এক কপি করিয়া পাইবেন এবং এসোসিয়েসন হইতে স্বতন্ত্র বীজ গাছাদি খরিদ করিলে ও মূল্য ৫৲ টাকার অধিক হইলে টাকায় ৴০ আনা হিঃ কমিশন পাইবেন।

স্পেশ্যাল ঃ—কৃষকের গ্রাহকগণ এসোসিয়েসনের স্পেশ্যাল মেম্বর। তাঁহারাও বীজ গাছাদি খরিদ করিলে কমিশন পাইবেন।

সভারেণ মেম্বরকে বার্ষিক এক সভারেণ বা ১৫৲ টাকা,

ফসলের পোকা।

পূষা তত্ত্বানুসন্ধান আগারের সহকারী কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ফসল নষ্টকারী যাবতীয় কীট পতঙ্গের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, নিবারণের উপায় ও প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পোকার চিত্র ইহাতে আছে কীটাক্রান্ত ফসলের ২০ খানি চিত্রিত হাপটোন চিত্র আছে। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

Sowing Calendar বা বীজ বপনে সময় নিরুপণ পঞ্জিকা—বীজ বপনের সময় ক্ষেত্র নির্ণয়, বীজ বপন প্রণালী, সার প্রয়োগ ক্ষেত্রে জল সেচন বিধি জানা যায়। মূল্য ।০ আনা। সাড়ে চার আনা পয়সার টিকিট পাঠাইলে একখানি পঞ্জিকা পাইবেন।

সরল কৃষি বিজ্ঞান—শ্রীযুক্ত এন, জি, মুখার্জ্জী প্রণীত। ইংরাজিতে লিখিত Hand-Book of India agriculture নামক পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সার, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য ১৲ টাকা।

রেশম বিজ্ঞান—(৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) এন, জি, মুখার্জ্জী প্রণীত।

রেশমের পোকার চাষের পক্ষে এই পুস্তকখানি একান্ত প্রয়োজনীয়; ইহা সচিত্র। মূল্য ১॥০ টাকা।

কৃষি-সহায় বা Cultivators' Guide—শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী দত্ত M. R. A. S. প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিঃ, হইতে প্রকাশিত। যদি কেহ জমিতে কি চাষ করিবেন, কি সার দিবেন, কত জমিতে কত বীজ আবশ্যক, কোন্ সময় কি চাষ করিতে হইবে, কতদূর অন্তর চারা রোপণ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় জানিতে চান, তবে এই পুস্তক কাছে রাখা একান্ত

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

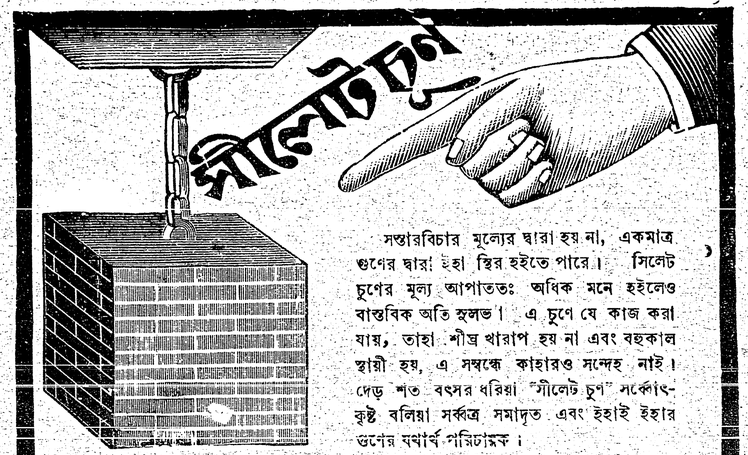

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ফল ও ফুলের আসল চারা।

ফলের বাগান প্রস্তুত করিবার এইই উপযুক্ত সময়। উৎকৃষ্ট জাতীয় আম, লিচু, নারিকেল, গুপারী প্রভৃতি গাছের আবশ্যক হইলে অদ্যই মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ— নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED No. C 192.

২৮ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল [২য় সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

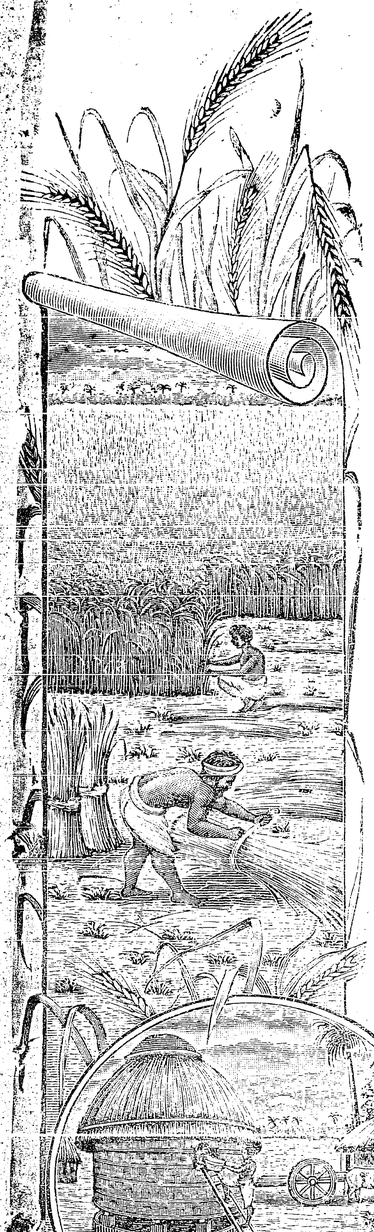

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৲০

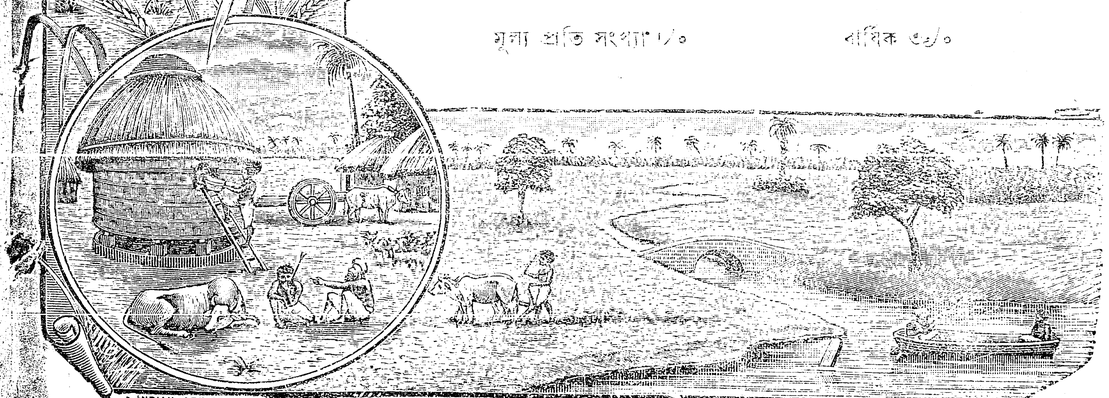

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লোহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাতী' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন, তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আষাঢ়—সূচীপত্র।

বর্ণানুক্রমিক।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
১।	উল্ট হাওয়া-(কবিতা)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	১০২
২।	কিউ উদ্যান	৯৩
৩।	কৃষাণ—(গল্প)—শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল	১১১
৪।	কৃষিকার্য্যে বড়লাট বাহাদুর—সম্পাদক	৮৯
৫।	কৃষিবিদ্যালয়	১১৩
৬।	কৃষি সম্পদ বর্দ্ধনের ব্যবস্থা—(প্রবন্ধ)—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	১১৫
৭।	কৃষিকথা—বৈদ্যুতিক চাষ—সম্পাদক	১০৭
৮।	চা বাগান	১০৩
৯।	চাষার খেদ—(কবিতা)—শ্রীকিশোরীমোহন সরখেল	৯৫
১০।	পাটচাষের আনুমানিক হিসাব	১২৪
১১।	পেঁপে—(প্রবন্ধ)—এফ্, এ, ষ্টকডেল	৯৭
১২।	বাগানের মাসিক কার্য্য	১২৬
১৩।	বাঁচিবার—চেষ্টা (প্রবন্ধ)—শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী	১০৫
১৪।	মেয়েদের আয়ের পথ	১১০
১৫।	সংগ্রহ	১১৮

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ও ট্যাবলেট

ট্রেডমার্ক

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ১৩ টিউব গুঃ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

সাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রতিষ্ঠান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিঃ এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

বঙ্গের সমবায় সমিতি সমূহের মুখপাত্র।

ভাণ্ডার।

অভিনব ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।

'ভাণ্ডারে' সমবায় সংক্রান্ত অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ নিত্য নূতন প্রকাশিত হইতেছে। দেশের সমবায় কর্ম্মিগণ নিয়মিতরূপে ভাণ্ডারে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন পল্লী স্বাস্থ্য, শ্রমশিল্প, কৃষি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধেও অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ 'ভাণ্ডারে' নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বার্ষিক মূল্য রেজষ্ট্রীকৃত সমবায় সমিতি সমূহের জন্য ১৲ টাকা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রাহকগণের জন্য বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রতি সংখ্যা নমুনা ৵০ দুই আনা মাত্র।

ম্যানেজার ভাণ্ডার পত্রিকা,
৬নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত
শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।
সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

আলুর চাষ	মূল্য	৵০
তুলার চাষ	,,	৵০
বেনেতি বাগ (আদা, হরিদ্রা, পিপুল)		৵০
বাঙ্গালার মাটী		।০
ইক্ষু চাষ		৵০
কৃষি কথা		৵০
পাট চাষ		৵০

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ
সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।
মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী
বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চট্‌চটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা! ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৵০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৷০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি ১৷০ এক টাকা পাঁচ আনা।	

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রক্তঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্ভাবনে করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৷/০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহ ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চুণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চুণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৷০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৵০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য-জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীটল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

মেদিনীপুর-হিতৈষী সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ **শ্রীকৃষ্ণ** (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জল্য—সহজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইতেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না। যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৷৷৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিনী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ।০ আনা।

আত্মিকজগৎ—মেস্‌মেরিজম ও হিপনোটিজম শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি ফল, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা ফাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী অফিস, মেদিনীপুর।

"মুক্তি"

ছোট নাগপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত।

"মুক্তি"——বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মুক্তির বাণীই বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

"মুক্তি"——প্রতি হৃদয়ে স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্খা জাগাইবার চেষ্টা করিবে

"মুক্তি"——প্রতিদিন আপনাকে আশার বাণীই শুনাইবে।

আজই গ্রাহক হউন—

বার্ষিক মূল্য—ভারতে সর্ব্বত্র সডাক—২৷৷০ টাকা

ম্যানেজার—মুক্তি

পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন।

শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ

রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের ভূমিকা সহ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহঃ সম্পাদক ও প্রবীণ কর্ম্মী ডাঃ নিশিকান্ত বসু প্রণীত বহু সংবাদপত্রে প্রশংশিত। সন্তান পালন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য ॥০ আনা উপহারের জন্য বাঁধাই ॥৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান,
৭০নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

খাঁটি আপেলের রস

পান করিয়া পরিতৃপ্তি বা রোগমুক্ত হউন।

Whiteway's Pure Cider.

Guaranteed made of pure British apple juice without the addition of any preservatives or chemicals. Gout Rheumatism, Indigestion and kindred disorders fly before this Cider.

বড় বোতল—১॥০ ছোট বোতল—৸০

SEN LAW & CO.,

52/1 & 53-A, Wellesly Street, Calcutta.

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার।



১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ।৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৸০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স
৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Back to Villages.

পল্লী সংগঠন

ও

দেশ পরিচয়

হিতসাধন মণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী ও প্রবীণ সমাজসেবক
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ কৃত।

মূল্য একত্রে ।৵০

কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুস্তকাবলী।

জ্বর	মূল্য	১৲
স্বাস্থ্য	„	৸০
খাদ্য ও স্বাস্থ্য	„	৸০
সংক্রামক রোগ	„	৸০

প্রাপ্তিস্থান;—কৃষক অফিস
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশবাসীর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনর্গঠন মন্ত্র লইয়া আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক সচিত্র মাসিক **"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান"** গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম, এ, এল, এম, এস, রায়বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু সি, সি, আই, ই প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার নিয়মিত লেখক এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ **শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন** ইহার সম্পাদক। প্রতিমাসে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন গাছ গাছড়ার গুণাগুণ পরীক্ষিত ঔষধ ও টোটকা মুষ্টিযোগ সমূহ বাহির হইয়া থাকে; এবং ইহার সম্পাদক **কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রীর "খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ"** নামক একখানি গ্রন্থ শ্রাবণ মাস হইতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ মাত্র! নমুনা সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ কলেজের সহঃ অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পত্রিকাদ্বয়ের সহযোগী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী প্রণীত নূতন পুস্তক **"পারিবারিক চিকিৎসা"** প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য পাঠ্য প্রত্যেক নরনারীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইবে না। সুবৃহৎ ও সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ম্যানেজার "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।
১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

সম্পাদিকা শ্রীমতি লতিকা বসু বি, লিট (অক্সন)

নারী জাতি কল্যাণমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার পাঠ্য।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। কন্যা, বধূ, গৃহিনী সকলের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সকলপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষালয়ের জন্য অনুমোদিত এবং সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ভিঃ পিতে ২৵০ টাকা। গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার বঙ্গলক্ষ্মী

আপনার প্রয়োজনীয়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি

নিম্ন স্থান হইতে ক্রয় করিলে, বিশুদ্ধতার জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবেন। ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা।
একত্রে ৫৲ টাকার ঔষধে শতকরা ১০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

স্নানের জন্য ব্যবহার করিলে, সন্তুষ্ট হইবেন। ইহার মনোহর গন্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী ও তৃপ্তিজনক।
শীতকালে ব্যবহার করিলে গাত্র ফাটিবার আশঙ্কা থাকে না।
মূল্যও সুলভ। বড় শিশি ।৶০ ছোট শিশি ।০ আনা। ছোট এক শিশিতে প্রায় ২ সপ্তাহ চলে।
একত্রে তিন শিশি লইলে ডাঃ মাঃ লাগিবে না।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ডায়মণ্ড টুথ পাউডার

ব্যবহার করিলে, দন্ত সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া দন্তের উৎকর্ষ সাধন করে।
মূল্য ১ প্যাকেট /০ ডজন ॥০ আনা। এক প্যাকেট মাজনে প্রায় দুই সপ্তাহ চলে।
দুই আনার টিকিট পাঠাইলে এক প্যাকেট পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
দি ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম
২নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট (নেবুতলা—ঈশ্বর ভবন) বহুবাজার কলিকাতা।

FOR
LEUCORRHŒA
BEJON'S
OLLA.

প্রদর ও রাধক

বিজন্স ওলা"

হতাশ ও বাধক রোগিণীর একমাত্র আশা। শ্বেত, পীত, হরিৎ ও লোহিৎ সকলপ্রকার স্রাবই তিন দিনে বন্ধ হইবে। কোমরে, পিঠে ও পেটের বেদনা দূর হইবে এবং নিয়মিত ঋতু হইয়া শীঘ্রই সন্তান উৎপাদিকা শক্তি জন্মিবে প্রদরের স্রাবের চিহ্নমাত্র থাকে না। মূল্য ১ সপ্তাহের ১॥০, দুই সপ্তাহের ২॥০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—বিজন্স কেমিক্যাক ওয়ার্কস।
৬০।১।এ কালিঘাট রোড, কলিকাতা।

২৮ খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৩৪ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

কৃষিকার্য্যে বড়লাট বাহাদুর।

ভারতের কৃষিবিভাগ সম্প্রতি পশুপালনাদি বিষয়ে একখানি পত্র প্রচার করিয়াছেন। বড়লাট লর্ড আরউইন তাহার প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন; লর্ড আরউইনের পূর্ব্বে লর্ড মেয়ো ভারতে কৃষিবিষয়ে যেরূপ মনোযোগ দিয়াছিলেন, তত আর কোন বড়লাট দেন নাই। লর্ড আরউইনেরই মত লর্ড মেয়ো স্বয়ং কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যখন সদস্য হইয়া পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাকে ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থ দিবার মত ব্যবস্থা তাঁহার পিতার ছিলনা। তাই তিনি পুত্রকে কয় বিঘা জমী দিয়াছিলেন। পুত্র সেই জমীতে বীট প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করিয়া যে লাভ পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। এই কৃষিপ্রধান কৃষিপ্রাণ দেশের বড়লাট হইয়া আসিয়া তিনি এ দেশে সরকারের কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বড়লাটদিগের মধ্যে কেবল লর্ড কার্জ্জন কৃষিবিভাগের কিছু ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। লর্ড আরউইন এ দেশে আসিয়া কৃষির উন্নতিকল্পে মন দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি

পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, আশা করি তাহা অনেকের—বিশেষ দেশের শিক্ষিত জমীদারদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। তিনি বলিয়াছেন, গত ২ শত বৎসর কাল ইংলণ্ডের ভদ্রসম্প্রদায়ের কৃষকরা উৎকৃষ্ট গবাদি পশু উৎপাদনে অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, সেই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা কৃষক-সম্প্রদায়ের ও সরকারের সম্বন্ধে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে উৎকৃষ্ট পশু উৎপাদন, বিলাতের কৃষির প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি এ দেশের জমীদারদিগকে সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

লর্ড আরউইন বলেন—বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনীতিতে বা আইনব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ই প্রয়োজনীয় এবং দেশের নিয়মানুগ শাসনকার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু যাহার উপর ভারতের জনগণের প্রাণধারণ নির্ভর করে, রাজনীতি বা আইন তাহার সংস্থান করিয়া দিতে পারে না। গাড়ীর ঘোড়া চালাইবার জন্য দৃঢ় বল্গা এবং গাড়ীখানি আরামদায়ক করিবার জন্য রবার পরান চাকা লইয়া লোক ব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু ঘোড়াটি যদি দৌর্ব্বল্যহেতু গাড়ী টানিতে না পারে, অথবা গাড়ী যদি আরোহী বসিলেই ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে দৃঢ় বল্গা বা রবার লাগান চাকা লইয়া কি ফল ফলিবে?

আমরা লর্ড আরউইনের এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ভারতবর্ষে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার যত চেষ্টাই কেন হউক না, এখনও দীর্ঘকাল এ দেশ কৃষিপ্রধানই থাকিয়া যাইবে। যদি আমাদিগকে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদেশী পণ্যের প্রবল প্রতিযোগিতা প্রহত করিতে হয়, তবে কৃষিকার্য্যের দ্বারায় আমাদিগকে সেজন্য আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। আমেরিকা তাহাই করিয়াছে। কৃষিজ পণ্যবিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে আমেরিকা কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে শিল্পপ্রধান দেশ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। সে জন্য সর্ব্বপ্রথম কৃষির উন্নতিসাধন প্রয়োজন। দেশের শিক্ষিত লোকরা এ বিষয়ে অবহিত না হইলে উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই।

এ দেশে কৃষির উন্নতিসাধন নানারূপে জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এ দেশে জমীর উর্ব্বরতা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। এই নদীমাতৃক বঙ্গদেশে পূর্ব্বে বৎসর বৎসর বন্যা আসিত। বন্যায় জমীর উপর পলি পড়িয়া জমীর ব্যয়িত উর্ব্বরতা পূরণ করিয়া দিত। আর ধানগাছের মূল দিয়া জল প্রবাহিত হইয়া যাওয়ায় গাছ উদযান অধিক পরিমাণে সম্ভোগ করিতে পাইয়া যে শস্য উৎপন্ন করিত, তাহা অধিক পুষ্টিকর হইত। বর্ত্তমানে বন্যা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জমীতে আর পলি পড়ে না। আবার দারিদ্র্য হেতু কৃষক অন্যরূপ সারও আবশ্যক পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে না। ফলে জমীতে ফসলের ফলন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। গোচরের অভাবে গবাদি পশু পুষ্টিলাভ

করিতে পারেনা এবং যে গোময় সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা জ্বালানী কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এক দিকে গোচরের অভাব, অন্যদিকে পশুখাদ্য উৎপন্ন করিবার কোন উপায় অবলম্বিত হয় না—কাজেই গবাদি পশুর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। এই সঙ্গে একটী নূতন বিপদ যুক্ত হইয়াছে—দেশে উপযুক্ত ষণ্ডের অভাব। পূর্ব্বে শ্রাদ্ধ কার্য্যে হিন্দু বৃষ উৎসর্গ করিত। নীরোগ, বলিষ্ঠ ষণ্ডকে ধর্ম্মের নামে উৎসর্গ করা হইত। সেই ষণ্ড গোচরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। কোন গোচরে একাধিক ষণ্ড হইলে ষণ্ডগুলি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, সেই অবস্থান করিত, পরাভূত হইয়া অন্য ষণ্ডগুলি পলায়ন করিত। এখন অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও বৃষ উৎসর্গ করে না। তাহার কারণ, হাইকোর্টের রায়ে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উৎকৃষ্ট বৃষ কাহারও সম্পত্তি নহে, সুতরাং কেহ তাহাকে মারিলে সে আইনে অপরাধী হয় না। বাস্তবিক পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে বৃষের অভাবে গবী গর্ভবতী হয় না; এই কারণে অনেক মহিষী বন্ধ্যা হইয়া থাকে। ইহাতে কত ক্ষতি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এ দেশে কৃষির উন্নতিসাধনের পথে কত অন্তরায় এবং কৃষি-সমস্যা কিরূপ জটিল হইয়া উঠিয়াছে, আমরা তাহার আভাষ মাত্র দিলাম। এই অবস্থায় শিক্ষিত বা জমীদার সম্প্রদায়ের উপর কৃষির উন্নতিসাধন ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সরকারের পক্ষে কখনই সমিচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সরকারের অগ্রণী হইতেই হইবে। এ দেশে গোজাতি কৃষির সর্ব্বপ্রধান সম্বল। যাহাতে গোজাতির উন্নতি সাধিত হয়, যাহাতে পশু-খাদ্য উৎপন্ন করিবার নূতন নূতন উপায় অবলম্বিত হয়, যাহাতে উৎকৃষ্ট ষণ্ডের সাহায্যে উৎকৃষ্ট গোবংশ উৎপন্ন হয়, এ সকল বিষয়ে অবহিত হইতে হইলে জমীদারদিগের দ্বারাই সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না; বিশেষ এই সকল কার্য্যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দায়িত্ব যে সরকারের, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সত্য বটে, এ দেশের জমীদাররা প্রজার কল্যাণকর কার্য্যে আবশ্যক উপায় অবলম্বন করেন না, সে জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন না। অনেকে জমীদারীতে বাস করা ত দূরের কথা, জীবনে কখনও পদার্পণ করেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দ্বারা আবশ্যক উন্নতিসাধন অসম্ভব, তাহা কি দেশের অবস্থা দেখিয়া লর্ড আরউইন এখনও বুঝিতে পারেন না? তিনি সরকারের কৃষিক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে গোজাতির যেরূপ অবনতি হইয়াছে, সেরূপ আর কোন প্রদেশে হয় নাই। বিশেষ এই বাঙ্গালার রাজধানী সমগ্র ভারতের গোজাতির যে অপকার করিতেছে, তাহার তুলনা নাই। কলিকাতায় দুগ্ধের মূল্য অত্যধিক; সহরে দুধ যোগাইবার জন্য হান্সী, হিসার, মণ্টেগমারী, পাটনা, নেলোর প্রভৃতি নানা স্থান হইতে উৎকৃষ্ট গবী আমদানী করা হয়। যে কয়মাস গবী দুগ্ধ দেয়, সেই কয়মাস তাহাকে একই স্থানে বাঁধিয়া খাওয়ান হয়। তাহার পর দুগ্ধ

শেষ হইলেই সেই গবী কসাইএর নিকট বিক্রীত হয়। এই বঙ্গদেশে গোজাতির উন্নতি-সাধনকল্পে সরকার কি চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন? বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ রঙ্গপুরে একটি পশুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফলে বাঙ্গালার কৃষক ও বাঙ্গালার গৃহস্থ এখনও কোনরূপই উপকৃত হয় নাই। আমাদের যে দোষ নাই, এমন কথা আমরা কখনই বলিব না। গৃহস্থের গৃহে গোপালন এখন সে কালের কথায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু গোজাতির অবনতিতে গবীর দুগ্ধের পরিমাণ এত অল্প হইয়াছে যে, অনেক স্থলে গোপালন লাভজনক না হইয়া ক্ষতির কারণই হইয়া দাঁড়ায়।

রঙ্গপুরের পশুক্ষেত্রের দ্বারা যেমন বঙ্গদেশ কোনরূপই উপকৃত হয় নাই, তেমনই নানাস্থানে কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে বাঙ্গালার কৃষির উল্লেখযোগ্য কোন উপকার বা উন্নতি হয় নাই। কৃষিবিভাগ ইন্দ্রশাইল ধান ও কাটিয়া-বোম্বাই পাট আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাদের একটিও সরকারের কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল নহে, বিজ্ঞানবলে সৃষ্ট হয় নাই। আবার ইন্দ্রশাইল ধান যেমন সকল ক্ষেত্রের উপযোগী নহে, তেমনই কাটিয়া-বোম্বাই পাট বাঙ্গালার সকল স্থানে ভাল হয় না। কৃষিবিভাগের চেষ্টায় এ দেশে "টেনা" নামক যে ইক্ষুর চাষ হইতেছে, তাহাতে গুড়ের স্বাদ ও পরিমাণ উভয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। টেনার একমাত্র গুণ এই যে, শৃগাল তাহা নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু দেশপ্রচলিত "সামসাড়া" বা কইম্বাটোর হইতে আমদানী ইক্ষু যে বহু পরিমানে উৎকৃষ্ট, কৃষিবিভাগ কৃষককে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন না। অড়হর, মুগ প্রভৃতি যে সকল ডাইল আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য, বীজ বাছাইএর ফলে সে সকলের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য হইলেও সরকারের কৃষিবিভাগ সে দিকে মন দেন না। তবে এই কৃষিবিভাগের দ্বারা এ দেশের লোক কিরূপে উপকৃত হইবে। আর যদি তাহারাই উপকৃত না হয়, তবে এক পাল লোক পোষণ করিবার জন্য এই বিভাগ রাখিয়া লাভ কি? লাভ আর যাহারই হউক, বাঙ্গালার কৃষকের যে নহে, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব। আমরা এ বিষয়ের আলোচনা বহুবার করিয়াছিলাম, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আবার করিব।

কৃষির সঙ্গে সঙ্গে সবজী প্রভৃতির চাষ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সে বিষয়েও সরকারের কৃষিবিভাগ যে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিয়াছেন, এমন নহে। অথচ তাহার প্রয়োজন এ দেশে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লর্ড আরউইন স্বয়ং কৃষিবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং কৃষিকার্য্য তৎপর। তিনি যদি স্বয়ং এ দেশের কৃষির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কৃষির উন্নতিসাধনে উদ্যোগী হয়েন এবং সে জন্য সরকারের সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি এ দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিবেন নহিলে, কেবল কমিশন বসাইয়া, রিপোর্ট লিখাইয়া বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ রচনা করিয়া কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে না।

কিউ উদ্যান (Kew Garden.)

কিউ উদ্যানের খবর অনেকেই জানেন যে ইংরাজ রাজের সর্ব্বাপেক্ষা বড় উদ্ভিদ গবেষণার প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পৃথিবীর নূতন নূতন কৃষি এবং ফসলের প্রভাব সমগ্র ইংরাজ অধিকৃত উপনিবেশে চলন করিবার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান তাহা বহুলোকে অবগত নন। কয়েকটি কার্য্য দেখিলেই বেশ বোঝা যাইবে যে, কিউ উদ্যান ভূমণ্ডলের কত শত স্থানে নূতন, বৃক্ষ, লতা ও চাষ স্থাপন করিয়া কত উপকার করিতেছে।

কুনহা দ্বীপে প্রথমে কিউ উদ্যান হইতে বহু বৃক্ষ পাঠান হয়, এবং এক্ষণে এই বৃক্ষসকল সেখানের সকল প্রকার কাষ্ঠের সহায়তা করিতেছে।

চালমুগরার বীজ কিউ উদ্যান সংগ্রহ করিয়া অনেক দেশে পাঠাইয়া চালমুগরা চাষের সহায়তা করিয়াছেন। সকলেই জানেন চালমুগরা তৈল কুষ্ঠ ব্যাধির একমাত্র ঔষধ।

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সিংহল, ভারতবর্ষ এবং আমাদের নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপের যে রবারের চাষ এত অর্থ আনায়ন করিতেছে তাহার মূলেও এই কিউ উদ্যানের চেষ্টা ও কার্য্য নিহিত। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্যারা রবারের বীজ আনিয়া উত্তম চারা প্রস্তুত করিয়া সহস্র সহস্র চারা সিংহল ও সিঙ্গাপুরে পাঠান হইয়াছিল।

এই উদ্যানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বহুদূর দেশদেশান্তর হইতে প্রত্যহ বহুলোক ও বহুভাষের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন আসে এবং তাহার যথাযথ সদুত্তর প্রদান করিতে হয়।

উদ্ভিদ বীজের পরিচয় এবং নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সময় সময় ডাক্তারখানা হইতে সাহায্যের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে কিউ উদ্যান

খাজানা আদায়ে পোক্ত তোমরা
চিরকাল সুখে রবে!
আমরা গরীব এক পাশে থাকি
মুখ চাষার দল,
তোমরা উচ্চ, থাকগো উচ্চে,—
ল'য়ে অসুরের বল!
জীর্ণ এ তনু ম্যালেরিয়া ভুগে
প্রতি পলে আয়ু ক্ষীণ,
তবুও খাটিয়া মরিব আমরা
গুনিয়া মরণ দিন!
বিলাস ব্যসনে মত্ত তোমরা
চাহিবে না দেখি মোদের পরে,
কাঁদিবে না প্রাণ কোন কালে ওগো
পড়িবে না বারি দু'চোখ ঝরে?

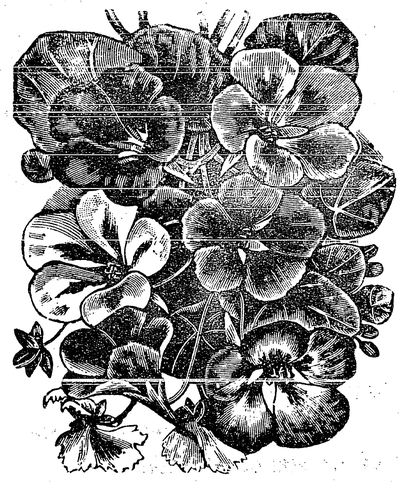

পেঁপে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[F. A. Stockdale].
Director of Agriculture Govt. of Ceylon. and Editor "Tropical Agriculturist"—

পেঁপে রোপন প্রণালী—আমাদের বঙ্গদেশে অথবা ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভাবে প্রশস্ত ক্ষেত্রে পেঁপে চাষের ব্যবস্থা চলিত নাই। সাধারণতঃ প্রত্যেক কৃষক বা গৃহস্থ আট দশটি গাছ উচ্চভূমিতে রোপণ করিয়া থাকেন। তাহা নিজ নিজ পরিবারের আহারের নিমিত্ত, ব্যবসা হিসাবে নয়। উদ্বৃত্ত যাহা হয় তাহাই বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ বাগানগুলিতে এই প্রণালীতে চাষ হইয়া থাকে। রাঁচি, হাজারীবাগ প্রভৃতি ছোটনাগপুর জিলাতে অনেক প্রকার সুস্বাদু ভাল বড় পেঁপের চাষ হয়। সেখানেও প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর উদ্বৃত্ত পেঁপে বাজারে বিক্রয়ার্থ আসে। সিংহলদ্বীপে যে প্রণালীতে বিস্তৃত ভূভাগে পেঁপের চাষ হইয়া থাকে, এ পর্য্যন্ত ভারতের কোন স্থানেই পেঁপের সেরূপ বিস্তৃত চাষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে পেঁপের চাষ বহুল পরিমাণে হইতে পারে; এবং তাহা লাভজনক কৃষিব্যবসা রূপে প্রচলিত হইতে পারে। শুধু তাহা নহে বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে অনেকেই পেঁপের চাষে মনোযোগী হইলে জীবিকা উপার্জ্জনে সমর্থ হইতে পারেন। এ বিষয়ে আমাদের ভাবিবার সময় আসিয়াছে। পেঁপে চাষের দুইদিক আছে। প্রথমতঃ উৎপন্ন ফল বারোমাসে কলিকাতা ও বড় বড় সহরে প্রেরণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা যথোচিত মূল্যে হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—যেদিক হইতে সিংহলে পেঁপের চাষ বহুল পরিমাণে হইতেছে তাহা হইতে পেঁপের ফলের আটাগুলী ঘনীভূত করিয়া পেপিন নামক ঔষধ প্রস্তুত করা। উহা উদরাময় রোগের বিশেষ উপকারী; এবং উক্ত পেপিন লজেঞ্জস জাতীয় মিষ্ট পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত হইয়া বহুল পরিমাণে আমেরিকায় বালক বালিকাদিগের চোষনীয় পদার্থরূপে ব্যবহৃত হয়, ইহাতে ঔষধ ও আহার দুই কার্য্যই সম্পন্ন হয়। এদেশেও উক্ত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতে পারে। এক আউন্স পেপিনের মূল্য প্রায় নয় টাকা। সুতরাং পেঁপের চাষ দুইভাবে লাভজনক হইবে। পেঁপের ফল বিক্রয়ের প্রথা এ দেশে প্রচলিত আছেই, এবং ফল বিক্রয়

ভিন্ন পেপিন প্রস্তুত করিয়া মোটা লাভও পাইতে পারা যায়। বিস্তৃত পরিমাণে পেঁপে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা না করিলে পেপিন বিক্রয়ে লাভের আশা নাই। সে দিকে নজর রাখিয়া প্রচুর পরিমাণে যাহাতে উৎপন্ন হয় তাহার জন্য প্রণালী ভাবিতে হইবে; এবং সিংহলদ্বীপের ক্ষেত্রে যে প্রণালীতে বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে, তাহা আমরা পাঠকবর্গের গোচরার্থে বর্ণনা করিতেছি। উহা ভারতবর্ষে এমন কি বাঙ্গালার অনেক স্থানেই অবলম্বন করা যাইতে পারে। পেঁপের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহা যেমন পার্ব্বত্য ভূভাগে, তেমনই সমভূমিতে ও সমভাবেই উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বঙ্গদেশের পতিত উচ্চ ভূখণ্ড, যাহা বৃথা চাষ অভাবে পতিত জমীতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে; তাহাতে পেঁপের চাষ দিলে অচিরেই লাভজনক জমী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্যবসা-হিসাবে ইহার প্রবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে অদ্য আমরা পেঁপের রোপণ প্রণালী বিশদরূপে বলিতেছি। পেঁপের বপন প্রণালী দুই ভাগে হইতে পারে। যথা:—কোন ক্ষুদ্র জমীতে বা মৃত্তিকা পাত্রে পেঁপের বীজ পুতিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হইবে। উহা ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলে তাহাকে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। সিংহলদ্বীপে ঝুড়ীতে মাটী পুরিয়া তাহাতে আটটি দশটি চারা উৎপন্ন করা হয়। সেগুলি চার ইঞ্চি হইতে ছয় ইঞ্চি বড় হইলে তাহাদিগকে যথাবিধি দশফুট অন্তর অন্তর এক একটী গাছ রোপণ করা হয়। বারোফুট অন্তর হইলে বড় বড় ফল লাভের সম্ভাবনা। যাহা হউক, কতদূর গাছগুলি রোপিত হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ক্রমশঃ চাষবাস করিয়া স্থানীয় অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে

চারাগাছগুলি অগ্রে পৃথক ভূখণ্ডে টবে বা ঝুড়িতে জন্মাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ-প্রণালী, যেরূপ ফলপ্রদ, সেইরূপ অন্য প্রণালীও অবলম্বন করা যাইতে পারে—অর্থাৎ প্রতি ৮।১০ ফুট অন্তর, ৪।৫টী ভাল বীজ পুতিয়া তাহাতে কর্ষণ ও জলসেচন ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক, চারাগাছগুলি জন্মাইবে। তৎপরে, ভাল চারা একটী বা দুইটী প্রত্যেক ৮ ফুট অন্তর রাখিয়া বাকীগুলি স্থানান্তরে রোপণ করিবে। এই উভয় প্রণালীও সমান ফলপ্রদ ও কার্য্যকর; তবে চারাগাছগুলি যে ক্ষেত্রে রোপণ করিবে, সেই ক্ষেত্রের মাটী বা রোপণ স্থানগুলি উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া লইবে, এবং তাহাতে পেঁপের উপযোগী সারাদি সংযোগ করিবে। তদ্বারা গাছগুলি ত্বরিত সতেজ ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবে।

সিংহলের পেঁপে চাষে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তির অভিমত এই যে—ক্ষেত্রে চাষ দিয়া ধান বপনের মত বীজ ছড়াইয়াও পেঁপের গাছ উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। তাহার পর বাছিয়া ফেলিয়া কতগুলি চারা রাখিলে পেঁপের উৎপাদন সম্ভবপর, কিন্তু তাহাতে অনেক গাছ ও বীজাঙ্কুর আর্থিক বিশিষ্ট করিতে হইবে; এজন্য চারাগাছগুলি টবে বা ঝুড়ীতে উৎপন্ন করিয়া কিছু বড় করিয়া যথাবিধি ৮।১০ হাত অন্তর রোপণ করিলে ভাল হয়। প্রত্যেক রোপণ স্থানে দুই তিনটী গাছ রোপন করিলে ভাল হয়—কারণ

পেঁপেরও পুং জাতীয় ও স্ত্রীজাতীয় গাছ আছে। পুং জাতীয় গাছের ফল হয় না বা অকর্ম্মণ্য ও ক্ষুদ্রাকৃতি হয়—এজন্য প্রথম ফলনের পর, পুং জাতীয় বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিয়া, স্ত্রীজাতীয় বৃক্ষকে মাত্র রক্ষা ও পোষণ করিবে।

টাটকা বীজগুলির অঙ্কুর উদ্গম হইতে ১০।১৫ দিন লাগে। আর বীজগুলি বিশেষ শুকনো হইলে অঙ্কুরোদ্গমে প্রায় তিন চারি সপ্তাহ লাগে—তবে জল সেচনাদি ব্যবস্থা করিলে হয়ত আরো স্বল্প সময়ে অঙ্কুর জন্মাইতে পারে। তাহা ক্রমে পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইবে।

এক একর বা প্রতি তিন বিঘা জমীতে টাটকা বীজ এক পাউণ্ড পরিমাণ আবশ্যক হইবে। বীজগুলি শুক্‌নো হইলে, এক পাউণ্ডে প্রায় ৬ হাজার গাছ উঠিবে। এজন্য সিকি পাউণ্ড বীজ তিন বিঘা জমীর চাষ হইতে পারে।

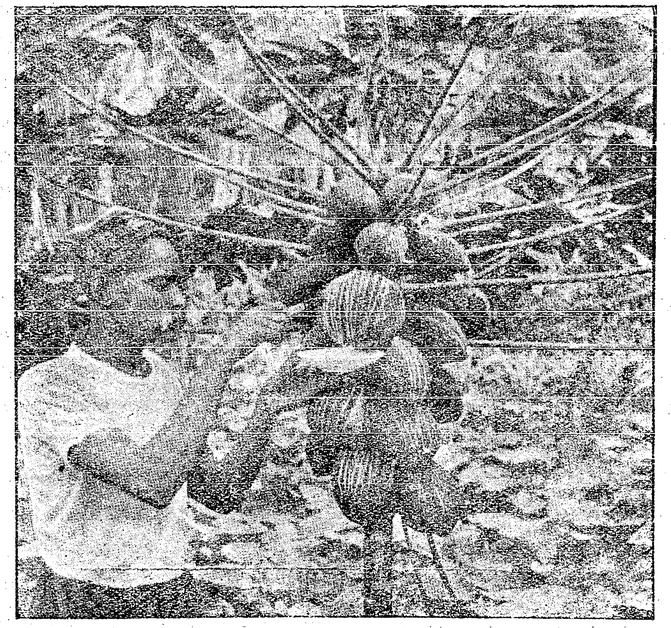

(কলম্বো প্রদেশে পেঁপে হইতে পেপিন প্রস্তুত প্রণালী)

ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইয়া চারা গাছ উৎপন্ন করিবার একটী বিঘ্ন এই হইতে পারে যে, হঠাৎ অতি বৃষ্টির জলস্রোতে বীজগুলি ভাসিয়া চলিয়া যাইতে পারে; অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অঙ্কুরোদ্গমে বাধা জন্মাইতে পারে। এজন্য চারাগাছগুলি স্বল্প আবৃত

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Amherst Row or Chat St. Calcutta.

ভূগর্ভে জন্মান সমীচিন্ অথবা ঝুড়িতে উৎপন্ন করিলেও অনায়াসে অতিবৃষ্টির প্লাবন হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

বর্ষাকালে ও বৃষ্টির দিনে চারা গাছ রোপণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে সহজেই চারা গাছগুলি সতেজ ও বলবান হইয়া যাইবে এবং রৌদ্রতাপে চারাগাছগুলি মরিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

বিবিধ জাতীয় পেপেঁর গাছ ও বীজ—সিংহল দ্বীপে যে জাতীয় পেঁপের চাষবাস সচরাচর প্রচলিত আছে তাহার বিশেষত্ব এই যে—সেই পেঁপে-গুলি সাদা আটারস অধিক, সুতরাং তাহার ফসল হইতে অধিক পরিমাণে পেপিন উৎপন্ন হইতে পারে। সিংহল দ্বীপের ফল ও গাছের নমুনাস্বরূপ একটী প্রতিকৃতি আমরা পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। গোল পেঁপে অপেক্ষা ডিম্বাকৃতি ঈষৎ লম্বা পেঁপেগুলি উক্ত রস উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী।

যে সমস্ত গাছগুলি হইতে উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বীজগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া, তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম করাইবে। বাজারে যাহারা বীজ বিক্রয়াদি করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য এই নিয়ম রক্ষা করিয়া বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহাই বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করা—ইহা দ্বারা প্রচুর ফসল লাভ করা সম্ভবপর হইবে। এবং পেঁপের চাষীগণ, ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকে নিজ ক্ষেত্রে বা গৃহে, ভাল বীজ উৎপন্ন ও সংগ্রহ করিতে পারেন। সবিশেষ পরিপক্ক ফলের বীজই বীজাঙ্কুর উৎপাদনের সবিশেষ উপযোগী।

পেঁপের ফলন কালাদি ও রস সংগ্রহ প্রণালী—সাধারণতঃ পেঁপে গাছগুলি ৮।৯ মাস মধ্যেই ফলন আরম্ভ হয়। ভাল মাটি ও জল হাওয়া সম্যক উপযোগী হইলে উক্ত সময়েই ফলোৎপাদন আরম্ভ হয়; অন্যথা আরো দীর্ঘ সময় লাগে। দশ মাস বা বৎসর কালও আবশ্যক হয়। আবার ফলগুলি মাস তিন গাছে থাকিয়া বড় হইলে, তাহার গাত্রে ছেঁদা ছেঁদা করিয়া রস নিষ্কাষণ করিতে হয়। ফলগুলি বেশ পুরু হইলে, তাহা হইতে রস সংগ্রহই কর্ত্তব্য—তাহা না হইলে উক্ত রসে ভাল পেপিন তৈয়ারী হয় না। পেঁপের ফুলগুলি সাধারণতঃ হয় স্ত্রীজাতীয় বা পুংজাতীয়—এজন্য যখনই বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইবে তখনই ক্ষেত্রপতি পুংজাতীয় বৃক্ষকে ছেদন করিয়া স্থানান্তরিত করিবেন এবং তৎস্থলে এক জাতীয় বৃক্ষ বা চারা রোপণ করিবেন। বপিত বীজগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক প্রায় পুং জাতীয়, এজন্য প্রত্যেক রোপণ স্থানে ৪।৫টী বীজ বা চারাগাছ পুতিবে। যখন গাছগুলি বড় হইয়া ফুল ধরিবে তখন পুংজাতীয় বৃক্ষগুলি ধরা পড়িবে, এবং সেই সময়ে পুংজাতীয় বৃক্ষগুলিকে ছেদন করিবে ও স্ত্রীজাতীয় বৃক্ষগুলিকে সযত্নে পালন, বর্দ্ধন ও পরিপোষণ করিবে। এই রীতিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রভূত ফল প্রসূত হইবে এবং ফলের অনুপাতে পেপিন আহরণ সম্ভবপর হইবে।

পেঁপে হইতে রস সংগ্রহ প্রণালী—ফলগুলি যখন বেশ বড় হইবে, তখন ফলের গায়ে বা উপরের খোসায়, আঁচড় করিয়া দিবে। ছুরী দ্বারা হইতে পারে কিন্তু বাঁশের বেতের দ্বারা আঁচড়াইয়া দিলে ফলের গাছ হইতে অধিক রস বাহির হইবে। সেই রস ধারণোপযোগী শাল পাতার পাত্র ফলের তলায় বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে—তাহাতে রসটা জমাইয়া, অন্যপাত্রে ঢালিয়া লইবে। ৪।৫ দিন বা ততোধিক অন্তর অন্তর ফলের গা পুনঃ পুনঃ আঁচড়াইয়া দিবে যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার রসোদ্গম একবারে বন্ধ না হইয়া যায়। রসসংগ্রহাদি কার্য্য প্রত্যুষে বা সকাল বেলাতেই করিবে। বেলা দশটার মধ্যে এই কাজ শেষ হওয়া আবশ্যক।

জমী যদি উত্তম হয় ও পেঁপে ফলনের উপযোগী হয়, তবে তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত পেঁপে ফলোৎপাদনাদি লাভজনক হয়।

এই রসগুলি উত্তোলনের কিছুকাল পরেই, সাদা দধির আকার ধারণ করে এবং তীব্র গন্ধযুক্ত হয়। ইহা অতি ত্বরায় শুকাইয়া ফেলা আবশ্যক, নতুবা পচিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এজন্য বেলা দশটার পর থেকেই শুকনো করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সারা দিনে অর্দ্ধেক শুকনো হইলেও, পরের দিন শুকানো কার্য্য সমাপ্ত হইতে বিশেষ মুস্কিল হইবে না।

রস শুকাইবার প্রণালী—রস সূর্য্যকিরণে (রোদে) শুকাইবে না। তাহাতে পেপিন কালরং ধরিবে। এজন্য খোলা হাওয়ায় ছায়ায় শুকানই কর্ত্তব্য। তবে বর্ষাকালে অসুবিধার জন্য শুকাইবার যে যন্ত্রাদি বৈজ্ঞানিক নিয়মে প্রচলিত আছে তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

সাধারণ এষ্টিমেট বা হিসাবে দেখা যায় প্রতি একরে ১৭৫ পাউণ্ড পেপিন প্রস্তুত হয়। কিন্তু কৃষকগণ কৃষি বিভাগকে জানাইয়াছেন যে, উচ্চ চওড়া জমীতে চাষ করিলে প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড পেপিন ও পার্ব্বত্য জমীতে চাষ করিলে প্রতি একরে ৮০ পাউণ্ড হইয়া থাকে। কিন্তু এই হিসাব প্রথম বৎসরের ফলের উৎপন্ন হইতে দ্বিতীয় বৎসর প্রথম বৎসরের হইতে অর্দ্ধেক হইয়া থাকে।

পেপিন প্রস্তুতের ব্যয়।—পেপিন প্রস্তুতের মূল্য গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ডে তিন টাকা। অর্দ্ধেক চাষের খরচ ও অপর অর্দ্ধেক নির্য্যাস বাহির করিবার ও শুকাইবার। বর্ত্তমানে হাল্কা রংএর রঙ্গীন পেপিনের চাহিদা বাজারে খুব বেশী! বিবর্ণ এবং কাল রঙ্গের পেপিন বর্ত্তমান সময় অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। ভাল হাল্কা রংএর মূল্যবান বাজার প্রিয় পেপিন প্রস্তুত করিতে হইলে গরম বাতাসপূর্ণ কক্ষের প্রয়োজন। সে খরচা কেবল বড় বড় ক্ষেতের চাষের মালিকগণের পক্ষেই সম্ভবপর; ছোট চাষীদিগের পক্ষে একটী শুকাইবার ষ্টোভ হইলেই চলিবে। তিন ফুট উচ্চ তিন ফুট চওড়া, তিন ফুট লম্বা একটি ইষ্টকের ঘর প্রস্তুত করিয়া উক্ত কার্য্য চলিতে

পারিবে। শুকাইবার উত্তাপ ১০০° ডিগ্রির অধিক যেন কোন মতেই না হয়, কারণ বেশী গরম হইলেই পেপিনের গুণ ও রং নষ্ট হইয়া যাইবে এবং দামে অতি অল্প হইবে। যতই নির্য্যাস জাল দেওয়া হইবে ততই রস মরিয়া কমিয়া আসিতে থাকিবে এবং ক্রমশঃ শুকনা গুঁড়ায় পরিণত হইবে। টীনে গুঁড়া বায়ুশূন্য করিয়া দেশ বিদেশে চালান দিবার উপযুক্ত হয়।

উল্ট হাওয়া।

(শ্রীজহর লাল বিশ্বাস)

কালের গতি উল্টে গেছে অনেক দিনের পরে।
এখনও কি থাকবে সবাই দূরে দূরে সরে॥
ক্ষুদ্র আজি বড়র পাশে স্থান নিতেছে সাগ্রহে।
বড়ও আজি নিচ্ছে তাদের কোলে তুলে সস্নেহে॥
মান অপমান নেইকো কারো মিলে দলে দলে।
যাচ্ছে ছুটে পল্লীবাটে বিলাসিতায় পায়ে দলে॥
তুমি হেথা বসে কেন ম্লান-মুখে ভাই নীরবে।
ওদের সাথে চল ছুটে লাঙল ল'য়ে গৌরবে॥
জমী চষে ফলিয়ে সোণা দেখাও সারা বিশ্বে আজ।
ক'রতে পার সময় হ'লে ছোট চাষার কাজ॥



ভারতে শতকরা ৮২ ভাগ চা আসাম প্রদেশে ও তৎসংলগ্ন দুই জিলা, দার্জ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জিলাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে উচ্চ ভূমিতে শতকরা ১৪ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯২৫ সালে সারা ভারতবর্ষে চা চাষের জমী ৭২৮৮০০ একর পরিমিত ছিল অর্থাৎ তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা প্রায় দুই ভাগ অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও চা উৎপন্ন ও চয়ন, ৬০০ একর পরিমিত ভূমিতে বেশী হইয়াছে সে অনুযায়ী বিক্রয়ার্থ চা বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার কারণ আজকাল চায়ের মোটা পাতা আর পূর্ব্বের ন্যায় তোলা হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে রাশিয়ার বাজারে এই চায়ের বিশেষ কাট্‌তি ও চাহিদা ছিল। দাম সম্বন্ধেও দেখা যায় গত বৎসরের তুলনায় গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ডে এক টাকা কম হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মোটের উপর চায়ের ব্যবসার উন্নতি দেখা গিয়াছে। সমুদ্র দিয়া ৩২৬৫৪৫০০০ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। উহার মূল্য ২৭১২ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে যত চা রপ্তানি হইত সেই হিসাব দেখিলে তাহা হইতে এখন শতকরা ৩৭ ভাগ পরিমাণ বেশী ওজনে এবং মূল্য হিসাবেও শতকরা শত টাকারও অধিক চা বাহিরে রপ্তানি হইতেছে। ইহা ব্যতীত ১০৭৬৯৫০০ পাউণ্ড চা স্থল পথে প্রেরিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে উৎপন্ন চায়ের অধিকাংশ বাহিরে যাইতেছে, কিন্তু স্থানীয় বাজারের কাটতি ও চাহিদাও দিনে দিনে বেশ বাড়িতেছে। ভারতীয় চা-কর সমিতির বৈজ্ঞানিক শাখা, কেবল চা চাষের জমীর বিস্তৃতি উন্নতি হইবে তাহার জন্য পোকা নিবারণ বা বৈজ্ঞানিক চাষের উপায় ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা যাহাতে চায়ের quality বা উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় সে বিষয়েও বিশেষ সচেষ্ট কিরূপ ভাবে চয়ন করিলে চায়ের পাতার উৎকর্ষতা রক্ষিত হয় সে বিষয়েও বিশদভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা হইতেছে। গাছের গুড়িতে সুরমা ভেলী অঞ্চলে যে রোগ দেখা যাইত, উপযুক্ত ভাবে চয়নের ব্যবস্থা হওয়ায় এখন আর সে সব রোগ দেখা যায় না।

দক্ষিণ ভারতে যে সব স্থলে কফি চাষের পরিবর্ত্তে চা চাষের ব্যবস্থা হইতেছে, সে সব স্থানে যুক্ত চা-কর সমিতির (United Planters Assoiation) সাহায্য লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চা চাষ ও চয়নের ব্যবস্থা চলিতেছে। পীরমেড নামক স্থানের চা গবেষণার বিজ্ঞান মন্দির বন্ধ করা হইয়াছে ও লেলাকোটা নামক স্থানে জনৈক চা বিশেষজ্ঞ উক্ত বিষয়ের জন্য নিয়োজিত হইয়াছেন! ডিসেম্বর মাসের পরিবর্ত্তে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে চয়ন দ্বারা গাছের ডালের রোগ নিবারিত হইয়াছে এবং অন্যান্য রোগ নিবারণার্থ আলকাতরা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দ্রব্যের ব্যবহার চলিতেছে। মোটের উপর ইহাতে চায়ের চাষের উন্নতিই দেখা দিয়াছে।

কফি চাষ।

ভারতবর্ষে কফিচাষ দক্ষিণ ভারতের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী কুর্গ এবং মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এই তিন দেশীয় রাজার রাজ্যে হইয়া থাকে। এ বৎসর ১৪৮৬৯৭ একর জমীতে চাষ হইয়াছে। অর্থাৎ গত বৎসরের উৎপন্নের শতকরা চারিভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। (cured) প্রস্তুত কফির উৎপন্নের পরিমাণ ৩০৪৭৫৬৪৪ পাউণ্ড হইতে ২২১০৬৭১৭ পাউণ্ড পরিমাণে নামিয়া আসিয়াছে। রপ্তানিতেও ২৪২০০০ হন্দর নামিয়া ২০৫০০০ হন্দরে দাঁড়াইয়াছে। তবে মূল্য বিদেশের বাজারে বেশী হওয়ায় অনেকটা বাজারের অবস্থা ভালই ছিল। ভারতে উৎপন্ন বিবিধ কফির মধ্যে এরেবিকাই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু রোবষ্টা কফির নাম ক্রমশঃ বাড়িতেছে; কারণ অতি নিকৃষ্ট ভূমিতেও ইহা বেশ তেজের সহিত উৎপন্ন হইতেছে। (Kent's hybrid) কেণ্ট হাইব্রিড নামক জাতের কফি দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইহা এখন আমেরিকা কফি হইতে অধিক পরিমাণে চাষ হয়। কফি পাতার রোগ নিবারণার্থে Bordeaux mixture নামক ঔষধ ছিটানর সুফল এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। কালক্রমে আশা করা যায় সব কফি চাষে ইহার উপযোগীতা আরো লোকে বুঝিতে পারিবে। মহীশূর রাজ্যে কফি চাষ নিখিল ভারতের কফি চাষের অর্দ্ধেকেরও বেশী হয় সেখানে Sidapur সিদাপুর নামক স্থানের কফি বিজ্ঞানাগারের তুলনায় একটি বিজ্ঞানায়তন কফিচাষের গবেষণার জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

বাঁচিবার চেষ্টা।

(শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী)

যে ধনী প্রতিবেশী মনে করেন যে আমি নিজের গৃহের স্বাস্থ্যোন্নতি করিলেই নিরাপদ থাকিতে পারিব, তার ভুল একদিন অকস্মাৎ ভাঙ্গে তখনই, যখন তিনি দেখেন গরীব প্রতিবেশীর গৃহ হইতেই রোগ তার গৃহেও উপস্থিত হইয়াছে। কলেরা যখন মেথর পল্লীতে তাণ্ডবলীলা করে তখনই জানা উচিত যে, ইহাদের লীলা সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়া বন্ধ করিয়া না দিলে এই তাণ্ডবনৃত্য ধনী গৃহেও দেখা দিবে। নিজেকে বাঁচাইতে হইলেই পরকে বাদ দিলেই চলিবে না। সমবায়ের মূল মন্ত্রই তাই যে—

অপরের তরে আমরা সকলে,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

কথাটী ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন সত্য জাতির জীবনেও তদ্রূপ। আফ্রিকায় হইল ম্যালেরিয়া, তার ফলে গ্রীস ও রোমের পতন হইল। রোমের ধ্বংসের কারণ ম্যালেরিয়া এবং উহা আফ্রিকা হইতে ঐ দেশে আমদানী হয়। ১৮৯৪ সনে চীন ও হংকং এ প্লেগ মহামারী দেখা দিল, ১৮৯৬ সালে দেখা গেল উহা বোম্বাইএ আসিয়া উপস্থিত। ১৯১৯ সনের ইউরোপের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভারতের ৮॥ লক্ষ লোক ক্ষয় করিয়া ফেলিল।

দেখা যাইতেছে কাহাকেও বাদ দিয়া বাঁচিবার উপায় নাই। একদেশের সু ও কু উভয়কেও দেশান্তরকে ভোগ করিতে হয়। অতএব আন্তর্জ্জাতিক চেষ্টার দরকার। আজ আমাদিগকে জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে কেবল ক্ষুদ্র দেশের গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চলিবে না। আন্তর্জ্জাতিক কল্যাণরূপ মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন দেশের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া নিজের জাতীয় যত কিছু আবর্জ্জনা আছে উহা দূর করিয়া ফেলিতে হইবে।

GOVINDRO NATH DUTTA
LANGUAGE OFFICE

ভারতের প্রধান দুঃখ, ইহার অস্বাস্থ্য। পৃথিবীর সমস্ত জাতির গড়পড়তা পরমায়ুর হার ৫০ বৎসরের উপর, ভারতবর্ষের পরমায়ু মাত্র ২৫ বৎসর। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও প্লেগ আমাদের নিত্য সাথী। অন্যান্য দেশবাসীরা অঙ্গুলি সঙ্কেতে বলেন, উপহাস করেন যে, ম্যালেরিয়ার প্রতীকারের উপায় ভারতে আবিষ্কার হইল অথচ সেই দেশেই রোগের প্রবল প্রতাপ অথচ অন্যান্য দেশ সেই গবেষণার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া ফেলিল। ইহার কারণ আমাদের মজ্জাগত গোঁড়ামি ও নূতন কিছু গ্রহণ বিষয়ে অমনোযোগিতা। আমরা বৈজ্ঞানিক জগতকে উপেক্ষা করিয়া বাঁচিতে চাই, তাই মৃত্যুর ডাক আমাদের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছাইয়াছে।

কলিকাতাতে প্রাচ্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণের মহাসম্মিলনী (Seventh Congress of Far Estern Association of Tropical Medicine) হইবে। এই মহা সভায় প্রাচ্য দেশ সমূহের বিভিন্ন জাতির ২০০ শত প্রতিনিধি ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় সমবেত হইবেন। মহা সভার উদ্দেশ্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয় রোগ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা, রোগতত্ত্ববিদগণের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনা ও রোগ নিবারণ বিষয়ে জনমত গঠন করা। ভারত সরকার এই মহাকার্য্যে ১,৫৪,০০০ ব্যয় করবেন।

কলিকাতায় এই মহা সভা হইবে, নিখিল জাতি সমূহের সুধীবর্গ সমবেত হইবেন, বিশ্ব রোগনিয়ন্ত্রণ কল্পে তাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনার ফলাফল বিবৃত করিবেন অথচ আমাদের সে সংবাদও জানা নাই। আমরা নিজকে লইয়া এত ব্যস্ত যে বৃহত্তর কিছুর খবরও রাখি না। আবার যাঁহারা সব জান্তা ও বেশী বুদ্ধিমান তাঁহারা বলেন জাভা, জাপান বা চীনের স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণের শুভাগমনে ভারতের কি আইসে যায়? একটা সৌখীনতা—অর্থের শ্রাদ্ধ। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, রোগ কোন জাতির নিজস্ব নয় disease is no respector of persons. আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজ এমন যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে যে একের অপরকে বাদ দিয়া বাঁচিবার উপায় নাই। বাঁচিতে হইলে সমস্ত জাতিকে একযোগে চেষ্টা করিতে হইবে। কলিকাতার এই সপ্তম মহাসভা আমাদের মধ্যে সেই জ্ঞান প্রচার কল্পে উপস্থিত। আমরা কি উহার সাহায্যে বাঁচিবার চেষ্টা করিব না? জ্ঞানই শক্তি—যে সকল জাতি গবেষণা ও সংগঠন করিয়া নিজেকে অন্য জাতির আহৃত জ্ঞানের অধিকারী করিয়া তুলিতে পারিবে তাহারাই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবেন—knowledge is power.

—

কৃষিকথা।

(বৈদ্যুতিক চাষ)

বৈদ্যুতিক চাষ—উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির কতকগুলি রহস্য রহিয়াছে। সকলগুলি এখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই। যতই জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই আমরা উদ্ভিদ্ জীবনের গূঢ় রহস্য সমূহের মীমাংসায় অগ্রসর হইতেছি। বৈদ্যুতিক প্রবাহের সহিত উদ্ভিদ্ জীবনের সম্বন্ধ এই সমস্ত রহস্যের অন্যতম।

উদ্ভিদের শরীরতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক। উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের মধ্যে কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন অন্যতম। কার্ব্বন বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন-ডাই-অকসাইড রূপে বিদ্যমান। উদ্ভিদ্ পত্র হরিতের সাহায্যে উহা শোষণ করিয়া লয়। পক্ষান্তরে মৃত্তিকায় নাইট্রেটরূপে অবস্থিত নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার ভৌমিক লবন ও জল উদ্ভিদের দেহ পরিপুষ্ট করে। পত্র হরিত কেবল সূর্য্যালোকের সাহায্যেই বায়ুমণ্ডলস্থিত কার্ব্বন শোষণ করিতে পারে। সুতরাং সূর্য্যালোক উদ্ভিদের সমস্ত দৈহিক কার্য্যের মূল। আবার সূর্য্যালোকে তাড়িত প্রবাহ বিদ্যমান রহিয়াছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ কার্য্য হয় বৈদ্যুতিক আলোকেও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। এস্থলে আরও বলা উচিত যে; শৈত অভাবে কার্ব্বন শোষণ কার্য্য চলিতে পারে না। বৃক্ষ পত্রস্থিত ছিদ্রসমূহ শৈত অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং তদবস্থায় সূর্য্যালোক ও শৈত নিহিত তাড়িত শক্তি উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বৃক্ষের অবয়ব কোটী কোটী কোষের সমষ্টি। এই সমস্ত কোষের প্রাচীর ঝিল্লীবৎ পদার্থ দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট বাষ্প ঝিল্লীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শৈত্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন শৈত্যের আরও উপকারিতা এই যে জলের উপাদানের সাহায্যে পত্র হরিৎযুক্ত কোষে কার্ব্বো-হাইড্রেট নামক এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হয়; যেমন শ্বেতসার। সূর্য্যকিরণ নিহিত বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ অসীম। বৃষ্টিপাতের সহিত প্রত্যেক জলকণা বায়ুমণ্ডল

হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করিয়া আনে। ভূপৃষ্ঠে পতিত বারিবিন্দুর কতক তাড়িত শক্তি পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা শোষিত হয়। অবশিষ্টাংশ ভূগর্ভস্থিত জল-স্রোতে সঞ্চিত থাকে। এই বৈদ্যুতিক সঞ্চয়াগার হইতে সঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তি আবশ্যকমত ভূপৃষ্ঠে প্রেরিত হয়। মৃত্তিকাভ্যন্তরে যেমন বৈদ্যুতিক সঞ্চয়াগার আছে, বায়ুমণ্ডলস্থিত জলীয় বাষ্পেও তেমনই সঞ্চয়াগার আছে। বস্তুতঃ যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি সূর্য্য বিকীরণ করিয়া থাকে, তাহা আবশ্যকীয় পরিমাণ অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। যে সময় সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন থাকে সে সময়ে আমরা এই সঞ্চিত বৈদ্যুতিক শক্তি হইতেই শক্তি পাইয়া থাকি। অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত শক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাথুরে কয়লা। এক সময় পৃথিবীতে যে দিগন্তব্যাপী অরণ্য ছিল তাহা নির্ম্মিত হইতে যে অসীম শক্তি ব্যয় হইয়াছিল তাহা এক্ষণে পাথুরে কয়লায় বিদ্যমান। বর্ত্তমান সময়ে সেই কয়লার সাহায্যে আমরা নানারূপ কলকব্জা চালাইয়া সঞ্চিত শক্তির সদ্ব্যবহার করিতেছি।

আজ পর্য্যন্ত দুই শ্রেণীর পণ্ডিতমণ্ডলী বৈদ্যুতিক চাষ প্রসারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রথম দল ইলেকট্রোষ্ট্রাটিক প্রবাহের ফলাফল অধ্যয়নে ব্যাপৃত আছেন ও দ্বিতীয় দল বৈদ্যুতিক আলোক কিরণের ফলাফল অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৈদ্যুতিক চাষের চেষ্টা হয়। এই সময়ে আবিনোলেঁ নামক জনৈক ফরাসী রেশম সূত্রের দ্বারা লৌহ পাত্র ঝুলাইয়া তাহাতে কতিপয় গছে রাখেন। একটি পুরাতন ধরণের বৈদ্যুতিক কল হইতে উক্ত পাত্রে তাড়িত সঞ্চার করা হয়। তাহার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই স্বদেশবাসী আবিবারথেলেঁা বৈদ্যুতিক চাষের চেষ্টা করেন। উভয়ের চেষ্টাই কিয়ৎ পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে রুশীয় পণ্ডিত স্পেনান্থ, ক্ষেত্রের দুই প্রান্তে দুইটী তামা ও দস্তার পাত বসাইয়া তাড়িৎ প্রবাহ সঞ্চার করেন। এই প্রথা মাসাচুসেটস্ দেশে পরীক্ষিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, লেটুস যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জগদ্বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বারথেলেঁার মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতে বৈদ্যুতিক চাষ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। তিনি ইলেক্ট্রোষ্ট্রাটিক প্রবাহ সঞ্চার দ্বারা যে গাজর উৎপাদন করেন তাহা ফ্রান্স দেশে সুপরিচিত। কিন্তু ইলেক্ট্রোষ্ট্রাটিক প্রবাহ ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি লেমষ্ট্রোম্। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অপরাপর ফসলের মধ্যে যব ও গম তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, অবৈদ্যুতিক ফসল হইতে বৈদ্যুতিক ফসল শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বৈদ্যুতিক শক্তি যে প্রকারের হউক না কেন; কিংবা রাত্রি অথবা দিন যে সময়েই প্রয়োগ করা হউক না কেন, ফসলের ওজন উভয় প্রথাতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহার পরীক্ষায় আরও জানিতে পারা যায় যে, মৃত্তিকার যে সমস্ত

জীবাণুর সাহায্যে নাইট্রোজেন নাইট্রেটে পরিণত হয় বৈদ্যুতিক প্রবাহে তাহারা আরও শক্তিশালী হয়। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদ্ রসের প্রবাহও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

লেমষ্ট্রোমের পর অন্যান্য পণ্ডিত সমূহ তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে মিঃ নিউম্যানের পরীক্ষাবলীর দ্বারা কৃতকার্য্যের উপকার হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সরল ভাষায় নিউম্যানের প্রণালীর এইরূপে বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিউম্যান উপর হইতে প্রবাহ সঞ্চার করেন। দুই অশ্বশক্তি পরিমিত কল দ্বারা তাড়িত প্রবাহ উৎপাদিত হয়। একটি দণ্ডের সাহায্যে উপরিস্থিত তারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত এবং অন্য দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়। ইনসুলেটার যুক্ত পাঁচ গজ লম্বা দণ্ড ১০২ গজ অন্তর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে স্থাপিত হয়। ইহাদের সাহায্যে প্রবাহ ১২ গজ অন্তর স্থাপিত তারের ভিতর দিয়া পারাপার হয়। প্রবাহ এত জোরে পরিচালিত হয় যে, প্রত্যেক জোড়ের স্থানেই তাড়িত বিকীর্ণ হয়। গমের চাষে এই প্রথা প্রয়োগ করিয়া দেখা যায় যে, শতকরা ২০ হইতে ৩৯ ভাগ শস্য উৎপাদিত হয় এবং বৈদ্যুতিক ফসলের উৎকর্ষতা অবৈদ্যুতিক ফসল অপেক্ষা অধিক। সিমের চাষেও ঐরূপ ফল ফলিয়াছিল।

আমরা এতক্ষণ ইলেক্ট্রোষ্ট্রাটিক প্রবাহের আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উল্টা বৈদ্যুতিক আলোক বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ফারাদের পর অনেকেই ফারাদের আবিষ্কৃত কলের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সিলেন্সই প্রধান। তিনি প্রথমে ফল ও ফুলের চাষের জন্য ব্যবসার হিসাবে বৈদ্যুতিক আলোক প্রয়োগ করেন। তিনি কাঁচের ঘরে মটর, আঙ্গুর, ফুটি, কলা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া দেখনে যে বিদ্যুতের সাহায্যে সুস্বাদু ও বৃহদাকার ফল জন্মান আদৌ অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত বৈদ্যুতিক আলোকরশ্মি বড়ই প্রখর এবং ইহাতে গাছ জ্বলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু কর্ণেল পরীক্ষা ক্ষেত্রের বিবরণীতে দেখা যায় যে, বৈদ্যুতিক আলোকের প্রবাহে উদ্ভিদ্ শীঘ্র শীঘ্র রস পরিপাক করিতে পারে ও শীঘ্র পরিপুষ্ট হয়। ফসলও সত্বরে পাকিয়া যায়। উত্তেজনার দ্বারা যেখানে অল্প দিবসের মধ্যে ফসল জন্মান আবশ্যক সেরূপ স্থলে বৈদ্যুতিক আলোক প্রয়োগ করিয়া লাভবান হইতে পারা যায়। শীতপ্রধান দেশে সময়ে সময়ে সূর্য্যালোক পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা সূর্য্যালোকের অভাব পরি-পূরণ করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে অনেক গবেষণার পর ১৯০৫ সালে থোয়েট প্রণালী উদ্ভাবিত হয়।

ইয়র্কসায়ারে এই প্রণালী দ্বারা কাঁচ গৃহ বদ্ধ উদ্ভিদ সমূহ ভ্রাম্যমান তাড়িৎ আলোক দ্বারা আলোকিত হয়। তাড়িৎ আলোক সাক্ষাৎ ভাবে গাছের উপর না পড়িয়া দ্বিপ্রাচীর কাঁচের পর্দ্দার ভিতর দিয়া পতিত হয়। এই প্রথা এখনও নূতন। অধিক দিবসব্যাপী পরীক্ষা না হইলে ইহার ফলাফল সঠিক বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আজ কাল সভ্য

জগতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ফসলোৎপাদনের যেরূপ চেষ্টা হইতেছে তাহাতে অচিরেই যে চঞ্চলা চপলা স্থিরভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে মনঃসংযোগ করিবেন তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

মেয়েদের আয়ের পথ।

বেঙ্গল এডুকেশনাল কনফারেন্সে (Bengal Educational Conference) শ্রীমতী হকিন্স বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ভারতে শিক্ষিতা মেয়েদের আয়ের পথ অতিশয় অল্প। মেয়েরা এদেশে শুধু শিক্ষকতা ও সেবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই উভয় বিভাগের বেতন অতি সামান্য। যদি স্কুল ও হাঁসপাতাল অপেক্ষা শিল্প কারখানায় অধিক বেতনের সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সমস্ত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছেন। তবে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে হাঁসপাতাল ও স্কুলের কাজই অত্যুত্তম বলিয়া আমার ধারণা।"

কৃষাণ

(গল্প)

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

(শ্রীপ্রশান্ত কুমার পাল)

(৫)

দেবীশঙ্করের উপদেশ অগ্রাহ্য করে' কেষ্টা কলেজে পড়বার লোভ পরিত্যাগ কর্ল; সে হাতযোড় করে বল্লে—"রাগ কোরোনা দেবীদা! আমার এ অবাধ্যতা মার্জ্জনা কর। আমার মত লোকের নিশ্চিন্তে বিদ্যার্চ্চনা চলেনা—শীঘ্রই একটা উপার্জ্জনের পথ খুঁজে নিতে চাই;—মা যে আমার মুখ চেয়ে রয়েছেন!"

দেবীশঙ্কর বল্লে—"এখন তা হ'লে কি তুই চাকরীর খোঁজ কর্‌বি?"

"না দেবীদা, আজকালকার দিনে 'ম্যাট্রিক পাশ' করে' চাকরীর আশা করা মূর্খতা;—আমি তা চাইওনা!

"তবে?"

"উপস্থিত সকালে বিকালে টিউশনী করব, আর বাকী সময় নিজের জাত-ব্যবসায় বাগ্‌ব; আমার 'বাপ-ঠাকুর্দ্দা' যা করে দিন কাটিয়াছেন—সেই চাষের কাজেই নিজেকে নিয়োগ কর্ব্ব!"

দেবীশঙ্কর বিস্মিত-স্বরে বল্লে—"বলিস্ কি কেষ্টা,—লেখাপড়া শিখে 'লাঙল' ধরতে যাবি!"

হ্যাঁ দেবীদা—আমি হীন পরাধীন প্রথাটা বর্জ্জন কর্‌তে চাই,—আমি দেখাতে চাই যে, বিদ্যাশিক্ষাটা দাসত্ব-অর্জ্জনের জন্য নয়। যাতে প্রাণ জেগে উঠে—পীড়ন আর অবহেলায় ধ্বংস হ'তে না হয়—সেইটেই আমার বাঞ্ছনীয়!"

দেবীশঙ্কর কেষ্টার মুখপানে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল। কেষ্টা দেবীশঙ্করের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লে—"আশীর্ব্বাদ কর দেবীদা'—যেন আমার উদ্দেশ্য সফল হয়!"

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
99, Mumbai Jan'ee Ghat St. Calcutta

পরদিন প্রত্যুষে পাঁচ-হাতি কাপড় পরে' লাঙল কাঁধে নিয়ে বলদ-দুটোকে তাড়াতে তাড়াতে কেষ্টা যখন মাঠের পাশে যাচ্ছিল—তখন গ্রামের ইতর-ভদ্র ছোট-বড় সকলেই নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে রইল!

কেষ্টা যেদিন হঠাৎ জমিদার-বাড়ী আশ্রয় পেয়েছিলো—সেদিন তাদের জাতের সকলেই ঈর্ষান্বিত হয়েছিলো, তারপর যেদিন কেষ্টা সসম্মানে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল—সেদিন জাতির ঈর্ষা চরমে উঠ্‌লো।

আজ তাই কেষ্টাকে লাঙল কাঁধে করতে দেখে—সেই ঈর্ষাপরায়ণ দলটী আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে বলাবলি করতে লাগ্‌লো—'বেশ হয়েছে, জমিদার-বাবুরা এইবার বুঝি তাড়িয়ে দিয়েছে! সত্যিইত, এখন বড় হয়েছিস্—লেখাপড়া শিখেছিস্, আর তারা খেতে দেবে কেন?'—কিন্তু শীঘ্রই তাদের এ ভ্রম ভেঙে গেল—যেদিন তারা দেখলে যে, কেষ্টা জমিদার-বাবুর ছেলের সঙ্গে কথা কইতে কইতে মাঠে লাঙল দিচ্ছে।

কেষ্টা চল্‌তে শিখেই তার বাপের হাত ধরে মাঠে যেত,—তাকে কাছে বসিয়ে রেখে তার বাপ জমিতে লাঙল দিতো; তাই ছেলেবেলা থেকেই কেষ্টা জমি-চষা দেখে আস্‌ছে; কিন্তু তা বলে সে কখনো নিজ-হাতে লাঙল ধরেনি। এখন তাই প্রথম-প্রথম লাঙল চালাতে তার বড়ই অসুবিধা হ'তে লাগ্‌লো। তাদের জমিগুলো যারা চাষ করতো—তাদের কাছে রোজ সে লাঙল চালাতে শিখ্‌তে লাগ্‌লো।

প্রত্যেক কাজই সে খুব অভিনিবেশ নিয়ে শিখ্‌তো—তাই বাধা পেলেও সে কোনো কাজে অকৃতকার্য্য হয়নি। বিদ্যাশিক্ষার সময় সে যেমন মন দিয়ে খাট্‌তো—এখন জমির কাজেও সে তেমনি করে আত্মনিয়োগ কর্ল; পুরো-দস্তুর চাষী হবার জন্য সে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

এমনি করে' সে সমস্ত প্রাণমন ঢেলে চাষের কাজ শিখ্‌তে লাগ্‌লো, আর শীঘ্রই সকালে বিকালে দু'টো টিউশনী যোগাড় করে নিলে,—তারপর আর সে জমিদার-বাড়ী রইলোনা;—কোনো-রকমে মায়ে-পোয়ের দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

অবসর পেলেই কেষ্টা, দেবীশঙ্করের কাছে গিয়ে শিক্ষা আর কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করতো,—পাঁচটা সঙ্গী নিয়ে বাজে আমোদ-প্রমোদ করে' সময় কাটাতোনা।—মানুষ হবার মহৎ-কামনা তার অন্তরে দিবারাত্র জেগে থাক্‌তো!

(ক্রমশঃ)

কৃষি বিদ্যালয়।

আমরা গত মাসে মা ওয়ালেস কোম্পানির নূতন কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় গ্রাহকবর্গের গোচর করিয়াছি। এবার সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস জানাইতেছি। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা "ফার্টিলাইজার প্রেপোগণ্ডা অব ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" ইচ্ছা এই যে, এই বিদ্যালয় হইতে বুদ্ধিমান বালকেরা ভাল করিয়া চাষ বাস হাতে কলমে শিখে। অবশ্য পুঁথিগত বিদ্যা শিখানরও সুব্যবস্থা থাকিবে। মিঃ এন্ এন্ গুপ্ত, বি, এস্, সি, পি, এচ, ডি মহাশয় প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং সুপণ্ডিত কৃষি বিশেষজ্ঞ শিক্ষক মহাশয়গণের অধীনে ছাত্রেরা যাহাতে মানুষ হয় তাহার সুব্যবস্থা অনেক অর্থ ব্যয়ে করা হইয়াছে। সকলেরই বোধ হয় জানা আছে চাষের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ভাল লাঙ্গল ও কৃষি যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা, উত্তম তাজা বীজ ও ভাল সার এই তিনেরই প্রয়োজন। ভাল সারের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শতকরা ৫০ ভাগ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, যদি ভাল সারের ব্যবস্থা থাকে; ইহা বোধ হয় অনেকে বুঝিয়াও বোঝেন না। সেই কথাটা এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে কৃষি প্রচারের তেমন সুব্যবস্থা নাই। এই শিক্ষায়তনের পাশ করা ছেলেরা কেবল যে ভাল কৃষক হইবেন তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহাদের নবলব্ধ জ্ঞানের যাহাতে প্রচার করিতে সমর্থ হন তাহার উপায় ও ব্যবস্থা দুই হইতেছে। ইহাতে আমাদের দেশের কৃষিকর্ম্মের বিশেষ সহায়তা হইবে।

বিদ্যালয়টী টালিগঞ্জে Tullygungএ ২৪ বিঘা জমী লইয়া অবস্থিত। গত ৬ই জুন ১৩টী ছাত্র লইয়া স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এক বৎসরের কোর্স আপাততঃ ঠিক হইয়াছে। বেতন বা আহারাদির কোন খরচ লাগিবে না; তবে শাসন খুব কড়া থাকিবে। কোনও প্রকার আইন ভঙ্গ করিলেই বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। বৎসরে ৭৫টী লেকচার দেওয়া হইবে ও ১৫০টী ছাত্রদিগের সভা হইবে এবং

হাতে কলমে ক্ষেতের কাজ বৎসরে ১৪০০ ঘণ্টা হইবে ছাত্রেরা পাস করিলে সার্টিফিকেট পাইবেন, ইহাতে নৈতিক চরিত্রের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

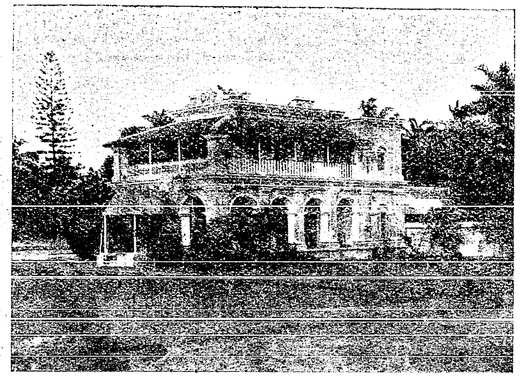

টালিগঞ্জের স্কুল গৃহ।

পাস করিলেই কোম্পানী চাকুরী দিতে বাধ্য না থাকিলেও তাঁহারা যতদূর সম্ভব ছাত্রদিগকে ভাল কাজ দিবার ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করিবেন না এবং অধিকাংশকেই কোম্পানীতে ক্রমশঃ টানিয়া লইতে পারিবেন এরূপ আশাও করেন। আমরা আশা করি এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই স্বাধীন ভাবে পরের গলগ্রহ না হইয়া চাষবাস করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ হউক ইহাই আমাদের একান্ত কামনা রহিল।

বড়ই সুখের বিষয় যে, আজ-কাল দেশের অনেকেই কৃষিকার্য্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতেছেন। সুতরাং দেশে এইরূপ কৃষি-বিদ্যালয় যত অধিক স্থাপিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

কৃষি সম্পদ বর্দ্ধনের ব্যবস্থা।

(শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক)

বাঙ্গালার কৃষি সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় (১) গ্রাম্য জনপদ সকলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা—ম্যালেরিয়া ও অপর মহামারী আদি। (২) গ্রাম্য ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠনকারী ডাকাইতের দল (৩) গুণ্ডাবদ্‌মাইসের অত্যাচার ও ভীষন নারী নিগ্রহ।

এই তিনটীই বঙ্গীয় রাজ্য শাসনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুতর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে, সুধু তাহা নহে—এ বিষয়ে অচিরে নব আইন প্রণয়ন পূর্ব্বক, বিহিত ব্যবস্থা না করিলে, বঙ্গদেশের বর্দ্ধিষ্ণু জনপদগুলি একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে ও বঙ্গীয় শাসনেও গুরুতর দেশব্যাপী অনাস্থা উপস্থিত হইবে। ইহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটী মন্তব্য স্বদেশবাসিগণ ও গভর্ণমেণ্টের গোচর করিতেছি এবং একটী উপায় ব্যবস্থা কতক বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে, আমরা গ্রাম্য পূর্ব্বতন অবস্থার সঙ্গে আধুনিক অবস্থার একটী তুলনা মূলক চিত্র উপস্থিত করিতেছি। আশা করি পাঠকগণ ধীর চিত্তে আমাদের সংকল্পিত ব্যবহার ভালমন্দ বিচার করিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—এবং এদেশের বিপুল জন সংখ্যা, ৪০ কোটী পরিমাণ লোকের জীবিকা, শুধু শিল্প বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এদেশবাসিগণ কৃষি উপজীবি, ইহা নিন্দার বিষয় নহে বরং গৌরবের বিষয়। ইংরেজ রাজত্বের সূচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পল্লীগ্রাম গুলিই সর্ব্বশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষিত বাসভূমি ছিল—পল্লীগ্রামের ভদ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ বংশীয় ব্যক্তিগণ জনমজুর লাগাইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রাদির কৃষিজাত ফসলের দ্বারা নিজ নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ স্বচ্ছন্দরূপে সম্পাদন করিতেন। শুধু তাহা নহে ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ময়মনসিংহ আদি জেলায়—প্রত্যেক গ্রাম যেন এক একটী আনন্দ ভবন ছিল। প্রত্যেক ভদ্র পরিবারের গোলায় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—অন্ততঃ দুই তিন বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান মজুত থাকিত এক বৎসরের ফসল নষ্ট হইলেও হাহাকার ধ্বনি উঠিত না—গোলার মজুত ধানে দু'বৎসরও অভাব অনুভূত হইত না এবং যাহাদের মজুত ধান থাকিত না, তাহারা অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের গোলা হইতে, ধান ধার করিয়া লইত—আগামী বৎসরের ফসল হইলে তাহা পরিশোধ করিত। এই সব আদান প্রদান

জন্য ষ্টাম্প খরচ করিয়া এগ্রিমেণ্ট করিবার প্রয়োজন হইত না। মৌখিক হিসাব ও বন্দোবস্তে এই কারবার চলিত। লোকের সাধুতা এত টুকু ছিল এবং গ্রাম্য ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও কর্ত্তব্যবোধ এতটুকু ছিল যে—এই সমস্ত কারবারের মধ্যেও স্নেহ, প্রীতি ও পরস্পরের সাহায্য স্পৃহা বিলক্ষণ বলবতী ছিল। প্রত্যেক গ্রামের দুই তিন বৎসরের ফসল প্রচুর মজুত রাখিয়া উদ্‌বৃত্ত ভাগ মাত্র স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। মহাজনি নৌকাগুলি, গ্রামে গ্রামে যাইয়া বা কোন গঞ্জে বসিয়া উদ্‌বৃত্ত ফসল ক্রয় করিয়া লইত।

তখন প্রত্যেকটী গ্রামই বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল—মাঠের বিল গুলিতে, গ্রাম্য পুকুর ও ডোবা গুলিতে অপর্য্যাপ্ত মাছ উৎপন্ন হইত—তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ হইত। মৎস্যজীবিকা শ্রেণীর পরিবারের মেয়েরা প্রতি বাড়ীতে ফেরি করিয়া মাছ বিক্রয় করিত—প্রচুর ধানের বিনিময়ে এমন কি—সুপারি নারিকেল ও অপর ফল বিনিময়ে প্রচুর মৎস্য দৈনিক সংগ্রহ হইতে পারিত।

সহর ও সবডিভিসনের দিকে অভিযান করিয়া ভদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিগণ এই কৃষিজাত ঐশ্বর্য্য হইতে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। গৃহ বাড়ী শূন্য হইয়া সহরে সামান্য ক্ষুদ্র গৃহে মাসিক ভাড়ায় মাথা গুজিয়া দিনপাত করিতেছেন এবং নিয়ত অভাবের হাহাকার ও নৈরাশ্য-বাণী উত্থিত হইতেছে। ভদ্রশ্রেণীর শক্তিশালী বুদ্ধিমান শ্রেণীগণ, জনপদগুলি হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় গ্রামগুলি ক্রমে ম্যালেরিয়ার আলয় হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সব শ্রেণীরা নিজ শারীরিক বলবীর্য্যে গ্রাম্য প্রজাগণের সাহায্যে দুরন্ত চোর ডাকাইতদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতেন। ইংরেজ আইন আদালতের বিচার প্রণালী দ্বারা জমিদার, তালুকদার ও গ্রাম্য প্রবীণ ব্যক্তি ও মণ্ডলগণের ক্ষমতা খর্ব্ব হওয়ায় গ্রামগুলি চোর ডাকাইতের উৎপাতে ও প্রাবল্যে উৎসন্ন হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে প্রত্যেকটী বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ-বাসিগণ নিজেরাই লাঠিয়াল বা অস্ত্র সস্ত্র বলে ডাকাইতদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিত; এমন কি আমরা প্রায় ৩০।৪০ বৎসর মধ্যে একাদিক্রমে কখনও ডাকাইতি হইতে শুনি নাই। আর এখন ডাকাইতি নিত্য ব্যাপারের মধ্যে হইয়াছে। গ্রামে ধন মান রক্ষার আর উপায় দেখা যাইতেছে না, বদ্‌মাইস দুষ্টলোক ও চোর ডাকাইতের দমন ভিন্ন কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির সম্যক উন্নতি সাধন সম্ভবপর হইতেছে না, এই বিষয়ে গবর্ণ-মেণ্টের ও এদেশবাসিদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয়। গ্রামগুলির ও কৃষিজনপদ সমূহের উন্নতির জন্য ও কৃষিকার্য্য নিবারণের গবাদি পশুর পালন ও বর্দ্ধনাদির পক্ষে চুরি ডাকাইতি নিবারণের পন্থা ও উপায় উদ্‌ভাবিত ও অবলম্বিত হওয়ার আবশ্যক হইয়াছে। গ্রামখানি প্রত্যেক সহরের ন্যায় নিরাপদ না হইলে বঙ্গ বিহারাদি জেলার গ্রাম গুলির কৃষিসম্পদ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে ইহা অনিবার্য্য; সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামবাসিগণের দ্বারা আত্মরক্ষিনী ভলান্টীয়ার দল ঐ স্থলে সৃষ্টি

করা হউক—গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর যুবকদিগের দ্বারা ইহার সংগঠন হইবে তাহারা গ্রাম গুলিকে নিজ বাহু ও অস্ত্রবলে চোর ডাকাইত হইতে রক্ষা করিবে। ইহাদিগকে সখের সৈন্যদল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাদিগকে বেতনাদি দিবার প্রয়োজন নাই—গ্রাম্য মাননীয় গণের নেতৃত্বাধীনে বা গ্রাম্য ইউনিয়নের পাঞ্চায়েতর অধীনে এই "সখের সেনাদল" বা পুলিসদল, শিক্ষিত ও পরিচালিত হইবেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎই ইহাদের কার্য্যগুলি নিয়মিত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

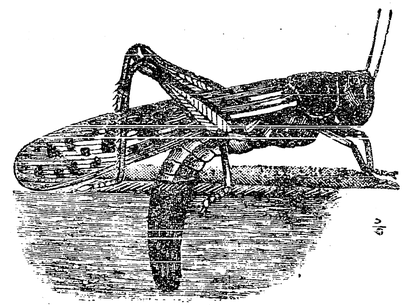

সংগ্রহ।

উন্নত প্রকৃতির ছাতার বাঁট।

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের একজন প্রতিনিধি উন্নত প্রকৃতির ছাতার বাঁট তৈয়ারীর কল দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ বেড়িয়ায় আসিয়াছেন। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১৪ই জুন এই প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বেকার যুবকদিগকে বিশেষতঃ ছাত্রদিগকে এই কাজ করিতে অনুরোধ করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করিতে বলিয়াছেন। কল দেখিয়া সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবসৃষ্টি।

অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান সমিতিতে বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এমন একদিন আসিবে যখন বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণাগারে জীবসৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। তিনি বলেন যে, এবিষয়ে ধর্ম্মের বিরোধী কিছুই নাই এবং জ্ঞানের উন্নতিকে কখনও ভয় করা উচিত নহে।

বৃক্ষের হিংসা বৃত্তি।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিকড় দ্বারা জমির রস গ্রহণ করিয়া গাছপালা পরিপুষ্ট হয়। গাছপালার জীবনী সংজ্ঞা আছে, সুখ দুঃখ বোধ শক্তি আছে, ইহা হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। গাছের জীবনী শক্তি আছে, ইহা বৈজ্ঞানিকরাও সপ্রমাণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন চরিতে দেখা যায় যে, এক সময়ে একটী বৃক্ষ তাঁহার নিকট কাতরতা প্রকাশ করিয়া—ইঙ্গিতে তাহার দুঃখ নিবেদন

করে। গোস্বামী মহাশয় বৃক্ষের গায়ে একটী পেরেক বিদ্ধ আছে দেখিতে পান এবং তাহা তৎক্ষণাৎ টানিয়া বাহির করিয়া দেন। বৃক্ষ ইহাতে স্বস্তির ভাব আভাসে ব্যক্ত করে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশীয় বৈজ্ঞানিকরা গাছপালার হিংসাবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "ভেনাস ফ্লাই ট্রাপ" (Venus flytrap) এক শ্রেণীর গাছ আছে, তাহারা পোকা-মাকড় ধরিয়া ভক্ষণ করে। ইহাদের পাতায় পোকা-মাকড় বসিলে পাতা গুটাইয়া যায়, বন্দী তখন অনায়াসে ভক্ষ্য হয়। পোকাটীকে হজম করার পর পাতা আবার খুলিয়া যায়। তাহাদের স্বভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন তাহারা ফাঁদ পাতিয়া পোকা-মাকড় ধরিয়া থাকে। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকেরা উহাদের ঐরূপ নাম দিয়াছেন। তাঁহারা "সানডিউ" (Sun dew) নামে আর এক শ্রেণীর গাছের কথাও বলিয়াছেন। উহাদের পাতাগুলি শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ফুলের মত, আবার তাহার শেষভাগে শিশিরের মত এক বিন্দু চটচটে পদার্থ থাকে। বঁড়শির টোপের ন্যায় পোকা-মাকড় প্রলুব্ধ হইয়া মধুভ্রমে উহা পান করিতে যায়। সে চটচটে আঠার মত পদার্থে লোভী পোকার পা আটকাইয়া গিয়া বিপদ ঘটে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ঐ শ্রেণীর গাছপালা সিদ্ধ ডিম্ব ও মাংসখণ্ড অনায়াসে পরিপাক করিতে পারে।

বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা।

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের নীতি অনুযায়ী কৃষি শিক্ষার জন্য মেসার্স ষ্টেপলটন ও ম্যাকলন সাহেব যে পদ্ধতি খাড়া করিয়াছেন, বাঙ্গলা সরকার তদনুযায়ী কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাস হইতে ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য আরম্ভ করার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের মিঃ তারানাথ রায়কে প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার স্কুল সমূহের ইন্‌সপেক্টার-দের সঙ্গে মিঃ রায় এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আপাততঃ ১০টী বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এই সকল স্কুলের শিক্ষকদিগকে এক বৎসরকাল কৃষি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের স্কুলের শিক্ষকদের ঢাকা মনিপুর কৃষি ফার্ম্মে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইবে; পশ্চিম বঙ্গের জন্য বোলপুর শান্তি-নিকেতনে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কল্পনা করা হইয়াছে। শিক্ষানবিশী করার সময় শিক্ষকগণ গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ভাতা পাইবেন, শিক্ষা শেষ হইলে শিক্ষকগণ নিজ নিজ স্কুলে যাইয়া কৃষি শিক্ষা দিবেন।

ইতিপূর্ব্বেই পশ্চিম বঙ্গের কয়েক স্কুলের অন্যতম শিক্ষণীয়রূপে কৃষি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, মহিলাদেরও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। মিসেস লতিকা বসুর উদ্যোগে টালা

মহিলা সমিতি স্ত্রীলোকদের মধ্যে কৃষি শিক্ষার বন্দোবস্ত করায় অগ্রণী হইয়াছেন। তথায় এখন বাগানের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

ইন্দুরের মূল্য।

প্রশান্ত মহাসাগরের (Pacific ocean) মধ্যস্থিত ফরাসী অধিকৃত হাও (Hao) নামক একটী দ্বীপে টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে, ইন্দুরের দ্বারা বেচা কেনা চলিয়া থাকে। অনেকগুলি ইন্দুর একত্র করিতে পারিলে একটী স্ত্রী ক্রয় করাও সম্ভব হয়।

দুগ্ধ বৃক্ষ।

মধ্য আমেরিকায় এক প্রকার নূতন বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৃক্ষ দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। এই দুগ্ধ বেশ গাঢ়, সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। ঐ বৃক্ষের ডাল কর্ত্তন করিলেই দুগ্ধ বাহির হইয়া থাকে।

নূতন কৃষি-সঙ্ঘ।

সার প্রভাস চন্দ্র মিত্র, লেপ্টনাণ্ট বিজয় কুমার সিংহ রায়, বাবু কুমার কৃষ্ণ দত্ত এটর্ণী প্রভৃতি মহোদয়গণের চেষ্টায় বহু সম্ভ্রান্ত ধণী মধ্যবিত্ত লোক মিলিত হইয়া এই সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য সমগ্র বাংলায় উন্নত প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবর্ত্তিত করা। অর্থাৎ কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধন ইত্যাদি।

গত অধিবেশনে তাঁহারা কৃষি বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও কার্য্য প্রণালীর চিন্তা ধারার সহায়তা চাহিয়াছেন। আমাদের "ইণ্ডিয়ান্ গার্ডনিং এসোসিয়েসন" সর্ব্বদা তাহাদের মহাকার্য্যে প্রস্তুত আছে এমন কি আমাদের ২৮ বৎসরের সুপরিচালিত একমাত্র কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা "কৃষক" সঙ্ঘের কার্য্যাবলী, নিয়মাবলী ও যাবতীয় প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছে। আশাকরি তাঁহারা এবিষয় পরস্পরের সাহায্য ও সহায়তাদান ও গ্রহণে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পঙ্গপালের উৎপাত।

গত বৃহস্পতিবার ৮ই আষাঢ় বেলা ১২টার সময় কোথা হইতে একদল পঙ্গপাল পুরুলিয়ায় আসিয়া সমস্ত সহর ছাইয়া ফেলে। তাহারা কোন কোন স্থানে শস্যাদি নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। গত শনিবার পুনরায় আর একদল আসিয়া উপস্থিত হয়। এমনি ঘন ঘন পঙ্গপালের দল আসিতে থাকিলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আছে।

কচুরি পানা ধ্বংশের চেষ্টা।

কচুরি পানা নষ্টের জন্য অনেক চেষ্টা হইতেছে, তাহা কৃষকের পাঠক মাত্র অবগত আছেন। আগামী ২৮শে জুলাই তারিখে ঢাকাতে এক বৈঠক বসিবে। আশা করা যায় যে কচুরি পানা ধ্বংশের সহিত দেশে ম্যালেরিয়া দূর এবং কৃষিকার্য্যের কতক উন্নতি সম্ভব হইবে।

হরিতকী রপ্তানী।

চামড়া পরিষ্কার করিবার অনেক উপাদান আছে তাহার মধ্যে myrabalan হরিতকী (Terminalia chebula. Retxius) একটি প্রধান বস্তু। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই হরিতকীর ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ভারতবর্ষ হইতে প্রায় এক লক্ষ টন হরিতকী রপ্তানী হইয়াছে। তাহার মধ্য ইংলণ্ড ৩২০০০ টন এবং বাকী মাল প্রায় সমস্ত এমেরিকা ও জারমাণী ভাগাভাগী করিয়া লইয়াছেন। জারমাণী এমন কি ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিক মাল কিনিয়াছে। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া রাণিগঞ্জে East Indian Tanning Extract Co. Ld. নামে এক কারখানা চলিতেছে। সেখানে হরিতকীর নির্য্যাস বহিস্কৃত করিয়া পাঠান হইতেছে এখানে বৎসরে ৫০০০ টন ঘনিভূত নির্য্যাস তৈয়ারি হয়।

আঙ্গুরের ইতিবৃত্ত।

সিংহল দ্বীপে আঙ্গুর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আনিত হয়। কলম্বো, কেগালা ও কেণ্ডী সহরে প্রথম আবাদ করিবার চেষ্টা হয়। সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পেরাডেনীয়া এবং অনুরাধাপুরা এই দুই স্থানে অনেক যত্নসহকারে আবাদ করা হইয়াছে। ফল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু মোটেই মিষ্ট হইতেছে না।

নূতন কৃষিক্ষেত্র।

নোয়াখালি সহর হইতে ৪ মাইল দূরে বাঙ্গলার কৃষি বিভাগ মাইজদি নামক স্থানে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে মনস্থ করিয়াছেন। নোয়াখালি ডিঃ বোর্ড এই শুভ ইচ্ছার সফল কামমায় ৭০০০ সাত হাজার টাকা সাহায্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কৃষি কমিশন।

ভারতীয় কৃষিকমিশনের বৈঠক এখন বিলাতে বসিতেছে। যাঁহারা ভারতের কৃষি উন্নতির জন্য ব্যস্ত, তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে। সকলে একমত হইয়া

ভারতের সর্ব্বপ্রকার চাষ এবং আবাদের উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া নিজেদের ব্যবসা আয়ের উপায় কি প্রকারে বৃদ্ধি হয় তাহাই বলিতেছেন।

নৌ-বিদ্যা শিক্ষা।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সমুদ্রে বাষ্পীয়পোত চালান এবং নৌবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্যার শিবস্বামী আয়ার প্রমুখ কয়েক জন দেশহিতৈষী ব্যক্তির চেষ্টার ফলে ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে "ডাফ্‌রিণ" নামক জাহাজ বোম্বাই বন্দরে এই নৌবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। ভারত সরকারের এই নূতন ব্যবস্থা প্রশংসার উপযুক্ত। ইহাও আশা করা যায় যে এই বালকদের শিক্ষা সমাপ্তে গভর্ণমেণ্ট ইহাদের কাজ কর্ম্মেরও কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিতে পশ্চৎ হইবেন না।

মাধব সিংহের কথা।

কাথেওয়াড়ের জামনগরের রাজা রণজিত সিংজিকে সকলেই জানেন। তাঁহার ভাগিনেয় কুমার শ্রীমাধব সিংজি গত ছয় বৎসর কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে ইংলণ্ড এবং এমেরিকায় ছিলেন। এখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজদেশে কৃষির উন্নতি কল্পে কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষি বিভাগ খুলিয়াছেন। তাঁহার মত যে ভারতীয় কৃষকগণ কৃষি বিষয়ে তাহাদের নিজের কাজ বেশ ভাল করিয়াই জানে।

রাজ স্থানের কৃষক।

মেবারের শত শত কৃষক গত ১১ই জুন তারিখে 'বন্দেমাতরম' "সেবাসঙ্ঘ কি জয়" গাহিয়া চিতোরের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। সকলে একযোগে যে সকল জমীতে জল সেচনের ব্যবস্থা নাই সে সকল জমী রাজার অনুকূলে ইস্তফা দিয়াছিলেন। একযোগে ইস্তফায় আপত্তি উঠায় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে ইস্তফা দিয়াছেন। রাজসরকার ইস্তফা এখন পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। (মুক্তি)

টাটার লৌহ ও ইস্পাত।

গত মে মাসে টাটা কোম্পানীর জামসেদপুর কারখানায় নিম্নলিখিত প্রকার লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল।

পিগ আয়রণ	৪৭,৪৭০ টন
ফেরো ম্যাঙ্গানীসা	১,১০০ "
ষ্টিল ইন্‌গটস	৪৬,০৭১ "
ফিনিস্‌ড ষ্টিল	৩১,১৮৪ "

চক্ষু উঠার ঔষধ।

অর্দ্ধপোয়া গোলাপ জল ও একভরি মেজেণ্টা (বেনে দোকানে পাওয়া যায়) একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে আট দশবার চক্ষুর ভিতর এক ফোঁটা করিয়া দিলে এক দিনেই চক্ষুর ঘোলা, যন্ত্রণা, লাল, জলপড়া প্রভৃতি যাবতীয় উপসর্গ দূর হইবে এবং অবিলম্বেই চক্ষু উঠা আরোগ্য হইবে। চক্ষু উঠার এমন ধনন্তরি ঔষধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাশয়ের ঔষধ।

লাউপাতা ভাতে সিদ্ধ করিয়া উহাতে পিঁয়াজ এবং লবণ মিশাইয়া ফেণ ভাতের সহিত খাইলে আমাশয় নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

আমেরিকার তামাক।

ইণ্ডিয়ান লিফ্‌ ডেভালপমেণ্ট কোম্পানির চেষ্টা এবং যত্নে এমেরিকার তামাক মাদ্রাজ প্রদেশের গণ্টুর ডিষ্ট্রীকটের প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐ স্থানে ক্রমশঃ ১৫০০০ বিঘা আডক (Adcock) এবং হোয়াইট বারলি (White Burly) তামাক চাষ হইতেছে। উক্ত এমেরিকান তামাক (North west Frontier Province.) উত্তর পশ্চিম প্রান্ত প্রদেশে তারনার কৃষি ক্ষেত্রে চাষ করিয়া দেখা যাইতেছে যে বেশ উত্তম রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে।

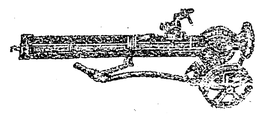

পাটচাষের আনুমানিক হিসাব।

গত মঙ্গলবার বেলা ৫টার সময় কলিকাতা সরকারী দপ্তরখানায় বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারের স্বাক্ষরিত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা ও আসানের পাট আবাদের আনুমানিক হিসাব টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা দেখিবার জন্য বহু পাট ব্যবসায়ী ও পাটের দালাল সে সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে হিসাব প্রদত্ত হইল :—

জিলার নাম	গত বৎসরের শেষ হিসাব (একর হিসাবে)	১৯২৭ এর হিসাব একর হিসাবে
২৪ পরগণা	৭৬ হাজার	৬২ হাজার
নদীয়া	৯৭ হাজার	৭৯ হাজার
মুর্শিদাবাদ	৪১ হাজার	৩৩ হাজার
যশোহর	১লক্ষ ৩২ হাজার	১লক্ষ ৭ হাজার
খুলনা	৪৮ হাজার	৩৯ হাজার
বর্দ্ধমান	৫ হাজার	৫ হাজার
মেদিনীপুর	১১ হাজার	৯ হাজার
হুগলী	৩৪ হাজার	৩১ হাজার
হাওড়া	১৫ হাজার	১২ হাজার
রাজসাহী	১লক্ষ ২৬ হাজার	১লক্ষ ৫ হাজার
দিনাজপুর	৮৩ হাজার	৭৩ হাজার
জলপাইগুড়ী	৫৬ হাজার	৪৮ হাজার

দার্জ্জিলিং	৩হাজার	৩ হাজার
রঙ্গপুর	৩লক্ষ ৫২ হাজার	৬ লক্ষ ৯ হাজার
বগুড়া	১ লক্ষ ৪ হাজার	৯১ হাজার
পাবনা	১ লক্ষ ৭৮ হাজার	১ লক্ষ ৫৬ হাজার
মালদহ	৪৯ হাজার	৪৩ হাজার
ঢাকা	৩ লক্ষ ৭৯ হাজার	৩ লক্ষ ৫০ হাজার
ময়মনসিংহ	৭লক্ষ ৩০ হাজার	৬ লক্ষ ৮২ হাজার
ফরিদপুর	৩ লক্ষ ১১ হাজার	২ লক্ষ ৭২ হাজার
বাখরগঞ্জ	৬২ হাজার	৫০ হাজার
চট্টগ্রাম	২ শত	২ শত
ত্রিপুরা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	৩ লক্ষ ১৯ হাজার
নোয়াখালী	৭২ হাজার	৬৩ হাজার
কুচবিহার	৪৩ হাজার	৩৭ হাজার
ত্রিপুরা রাজ্য	৬ হাজার	৫ হাজার

মোট বাঙ্গালা—৩০ লক্ষ, ৬৩ হাজার ২ শত
২৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ২ শত

বিহার উড়িষ্যা—২ লক্ষ ৯৭ হাজার
২ লক্ষ ৪১ হাজার

আসাম—১ লক্ষ ৮৬ হাজার
১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯ শত

৩ প্রদেশে মোট—৩৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ২ শত
৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ১ শত

বাগানের মাসিক 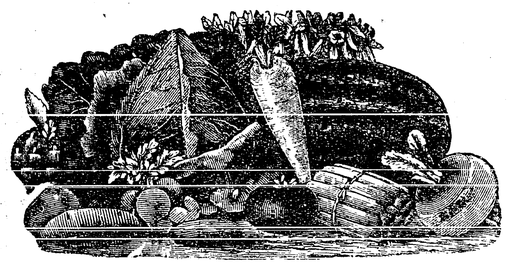 কার্য্য।

(শ্রাবণ মাস)

সব্জীবাগান—এই সময় শাকাদি, সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই বরবটি, বেগুণ, শাঁকালু, টেপারি প্রভৃতি, এবং পাটনাই ফুলকপি পাটনাই শালগম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালমশাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জীবীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি, প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই। মকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের সময় এখনও যায় নাই।

ফুল বাগিচা—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারস্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারী করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি কলম অর্থাৎ ডাল ছাটিয়া তাহা হইতে চারা তৈয়ারী করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলী যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতি পট বা গামলা বদলাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কিন্তু কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য করেন। মুলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায়

বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়; ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া এই সময় বসাইতে পারা যায়।

ফলের বাগান—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (Layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেকুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়। এ কার্য্য আষাঢ়েই আরম্ভ করা হয়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারী করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধানের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে পাট মারি হয়। ধান্যরোপণ শ্রাবণেই শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাস ধান্য রোপণের উপযুক্ত সময়। বর্ষারম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধান্য চারা) তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়।

বিবিধ কর্ম্ম—আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখনও একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি চালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারী গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটী দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের

গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে। আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুণ, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, রাধাচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা আবশ্যক।

সব্জীক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক রাখা এই সময় আবশ্যক। যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যাধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এ মাসে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে, তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতে হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোঁয়াস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁকালুর বীজ পুতিবে। শাকালুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

বাগানের বেড়া—যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরেণ্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক, বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালে উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

পল্লী মঙ্গল সমিতির

মাসিক পত্র

১৩৩৪ সাল বৈশাখ হইতে বাহির হইল।

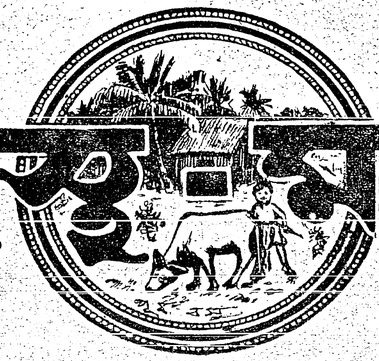

গৃহস্থ-মঙ্গল

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কথা অপেক্ষা কাজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। দেশের ঔষধ, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় নষ্ট না করিয়া একটু কার্য্যকরী (practic') চেষ্টা করিলেই আমরা অনেক বিষয়েরই প্রতিকার করিতে পারি।

ঔষধ সম্বন্ধেই দেখুননা, আমরা বিদেশী ঔষধ ক্রয় করিয়া কত টাকা ব্যয় করিতেছি, কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য ঔষধগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। একটু চেষ্টা করিলেই আমরা এই ঔষধগুলি রক্ষা করিতে পারি। দেশে এখনও বহুতর দুঃসাধ্য ব্যাধির টোটকা ঔষধ—রহিয়াছে, সেগুলি রক্ষা করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেগুলি এখনও আছে, সেগুলি যাতে আর লুপ্ত হইয়া না যায় এ বিষয়ে পরস্পরে সকলেই চেষ্টা করুন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

আবার দেখুন, আমাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষিজীবি, কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা অতি অল্প। কি করিয়া অল্প ব্যয়ে লাভজনক ফসল উৎপন্ন করিতে পারা যায়, জমির মাটী কিরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায় ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান থাকা অত্যন্ত দরকার।

শিল্পের অবস্থা আরও শোচনীয়। কিন্তু গৃহ-শিল্পের দ্বারা ঘরে বসিয়া সহজেই আমাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইতে পারে, উদরান্নের জন্য চাকরী চাকরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের সর্ব্বপ্রকার গৃহশিল্পই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

বাণিজ্য বিষয়েও আমাদের অবস্থা তথৈবচ। বাজার-দর, ফসলের অবস্থা, মোকামের বাণিজ্যতথ্য কোন জিনিষ কোথায় বিক্রয় হয় প্রভৃতি বিষয় সকলেরই জানা দরকার—এ সকল বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায় অনেকে সাহস করিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে নামিতেই পারেন না।

এই সকল বিষয়ের অবগতির জন্য ১৩৩৪ সাল বৈশাখ মাস হইতে সমিতি কর্ত্তৃক এক খানি মাসিক পত্র বাহির করা হইল। মাসিক পত্রিকা খানি যে কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা যাহারা পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাবলীর পল্লীমঙ্গল টোট্‌কা চিকিৎসা, লতাপাতায় গুণাগুণ, শুশ্রূষা শিক্ষা, বিপদ্‌আপদ চিকিৎসা, গো-মহিষ চিকিৎসা, প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন।

ইহাতে প্রধাননিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে:

(১) চিকিৎসা বিভাগ—

(ক) টোটকা চিকিৎসার নূতন সংগ্রহ। (খ) আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা। (গ) হোমিওপ্যাথি

(চ) বাইওকেমি চিকিৎসা। (ছ) হেকেমি চিকিৎসা। (জ) যৌগিক চিকিৎসা।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়ামচর্চ্চা বিভাগ—

(ক) আয়ুর্ব্বেদ (দেশীয়) ও বিলাতি মতে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়। (খ) দেশীয় ও বিলাতী ব্যায়াম (গ) ডাম্বল, মুগুর প্রভৃতি ব্যায়ামের সরঞ্জাম না লইয়াও সহজসাধ্য পরীক্ষিত নানারূপ সুন্দর ব্যায়াম।

(৩) গৃহস্থ ঘরে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত।

(৪) লতাপাতা ও গাছ গাছড়ার গুণাগুণ।

(৫) গো-পালন ও গো-চিকিৎসা।

(৬) খাদ্য নির্দ্দেশ ও খাদ্যের গুণাগুণ।

(৭) কৃষি বিভাগ—

(ক) লাভজনক কৃষি ও সার। (খ) গৃহস্থের পক্ষে যাহা সম্ভব সেইরূপ কৃষি—(যাহার দ্বারা অল্প ব্যয়ে সংসার স্বচ্ছল হইতে পারে তাহার বিবরণ।) (গ) দেশ বিদেশের কৃষি সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রবন্ধ ও সংবাদ। (ঘ) কোন মাসে কোন কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার স্মারকলিপি।

(৮) ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগ।

(ক) কারবার সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রবন্ধ। (খ) গৃহশিল্প ও বেকারের অন্ন সংস্থানের উপায়। (গ) খাদ্যাদিতে কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহার বিবরণ। (ঘ) সোনা, রূপা, লোহা, রাঙ্গ কাপড়, চাল, ধান, ভূষিমালের বাজার দর। (ঙ) কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে কোথায় কি কি, জিনিষ বেচা কেনা হয় তাহার বিবরণ—মোকামের সন্ধান—কোথায় কোন জিনিষ উৎপন্ন হয় তাহার নির্দ্দেশ। (চ) ২০০।৩০০ টাকা মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কল লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায় তাহার বিবরণ।

(৯) পল্লীগঠন ও পল্লীসংস্কার বিভাগ—

(১০) আইন বিভাগ—

জমিদার মহাজন ও মামলাবাজের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ও নিরাপদে ঘর সংসার করিতে হইলে আইনের যেটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক সেইটুকু সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

(১১) জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিভাগ—

নানারূপ সমালোচনা, বিজ্ঞানের কথা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ। কিরূপ ভাবে পুস্তক পড়িতে হয়—কিরূপ ভাবে সমালোচনা করিতে হয় তাহা নির্দ্দেশ। শিক্ষা কি—বর্ত্তমান শিক্ষার দোষগুণ। Art কাহাকে বলে—৬৪ কলার বিবরণ ও নানারূপ প্রবন্ধাদি এই বিভাগে স্থান পাইবে।

(১২) দেশ-বিদেশের খবরাখবর—

বাঙ্গালাদেশের, ভারতবর্ষের, ইংলণ্ডের ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলি এই বিভাগে স্থান পাইবে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ব্যবসা বানিজ্য, কৃষি আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেকটীর জন্য এক এক খানি মাসিক পত্র আছে। আবার রাজনৈতিক সংবাদের জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকাদি আছে কিন্তু এই সকল বিষয়ের একাধারে সমাবেশ করিয়া কোনও পত্র আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। গৃহস্থ মঙ্গলই বাঙলা ভাষার এই ভাবের প্রথম মাসিক পত্রিকা। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এই মাসিক পত্রিকাখানি নিয়মিত পাঠ করিলে আর কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পড়িবার আবশ্যক হইবে না। সাধারণ গৃহস্থের প্রতি বিষয়ের এক এক খানি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ক্রয় করিয়া পাঠ করিবার সঙ্গতি নাই বলিয়াই আমরা এই পত্রিকা খানির প্রবর্ত্তন করিলাম।

পত্রিকা খানির সম্পাদক—পল্লী মঙ্গল, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি পল্লী-মঙ্গল গ্রন্থাবলীর ও স্ত্রী শিক্ষা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক, বৃত্রসংহার পরিচয় প্রণেতা, তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচক ও বঙ্গের একমাত্র গৃহস্থের পক্ষে কার্য্যকারী (practical) বিষয় সমূহের লেখক—**শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।**

লেখকগণ

যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহার দ্বারা পত্রিকা খানির সেই সেই বিষয় পূর্ণ করা হইবে।

পল্লী-গঠন ও পল্লী-সংস্কার—

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (Sir P. C. Roy)
বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সম্পাদক—
ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র এম, বি।
বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক—
শ্রীনিশিকান্ত বসু।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও ব্যায়াম চর্চ্চা—

Capt. ব্যোমকেশ চাটার্জ্জি এম, বি,
স্বাস্থ্য-সমাচার ও স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকার সহকারী সম্পাদক—
শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু।

কৃষি—

কৃষক সম্পাদক—
ডাঃ যামিনী রঞ্জন মজুমদার।
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক
সুবিখ্যাত উদ্ভিদ বিদ্যাবিদ—
ডাঃ সহায়রাম বোস এম, এ. ডি, এস, সি।
ইঙ্গিত লেখক—
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ।
রঙ্গপুর দর্পণের সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত কেশ লাল বসু।

চিকিৎসা—

সুবিখ্যাত ধাত্রী বিদ্যাবিৎ চিকিৎসক—
ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়।
Union হোমিও কলেজের Vice principal
ডাঃ এস, এন, মুখোপাধ্যায় এম, বি।
Capt. বি, চাটার্জ্জি এম, বি আই, এম, এস।
কবিরাজ রাখালদাস সেন গুপ্ত।
কবিরাজ শচীন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

গৃহ শিল্প—

কাজের লোক সম্পাদক—
শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
গৃহ শিল্পের শ্রেষ্ঠ লেখক—
ব্যবসা সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ প্রণেতা—
শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।

ব্যবসা বাণিজ্য—

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।
যশোহরের চিরুণী ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার—
এম, এন, ঘোষ এম, সি, ই।
স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত কয়েকটী সোপ ফ্যাক্টরীর কেমিষ্ট—উপেন্দ্র চন্দ্র নাগ এম, সি এস।

বর্ত্তমান জগৎ।

শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন।
শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ সাহিত্য রঞ্জন।

পরামর্শ সভা।

পত্রিকাখানি যাহাতে সুচারুরূপে পরিচিত হয়—এই জন্য দেশে গণ্যমান্য কৃতি সন্তান গণে উপদেশ লওয়া আবশ্যক। এই পরামর্শ সভার মতামত লইয়া ও ইঁহাদের উপদেশ অনুসারে পত্রিকা পরিচালিত ও প্রবন্ধাদি লিখিত হইলে (কেবলমাত্র একজন সম্পাদকের পর নির্ভর না করিয়া পরামর্শ সভার উপদেশ লইয়া পত্রিকা পরিচালিত হইলে) যে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙলা দেশে এরূপ উদ্যমও এই প্রথম।

পরামর্শ সভা—

সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়। ডাঃ সহায়রাম, বোস এম, এ, ডি, এস, সি, এফ, এল, এস,। ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র এম, বি। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি (লণ্ডন)। কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ। প্রফেসর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মিত্র এম, এ।

মোট কথা মাসিক পত্রিকাখানি যাহাতে পল্লীবাসী, সহরবাসী, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, মোক্তার, গ্রাম্য মোড়ল, ব্যবসাদার, মহাজন, ইংরাজী জানা ও ইংরাজী না জানা সকল প্রকার লোকেরই "কাজের জিনিষ" হয় তাহারই চেষ্টা করা হইতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় হিত সাধান মণ্ডলীর কেন্দ্র সমূহে (এ্যাণ্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটীতে ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রবর্ত্তিত কংগ্রেসের গ্রাম গাঠন কেন্দ্রে (Village organisation centre) ও সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক এই পত্রিকা নিয়মিত দান করা হইবে।

প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ সংখ্যার) সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী উদ্ধৃত করা হইল। জ্যৈষ্ঠের শেষে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বাহির হইবে।

বিষয়-সূচী।

সম্পাদকের নিবেদন।

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিবেকানন্দের বাণী—

চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদ।

(ক) টোটকা চিকিৎসার নূতন সংগ্রহ।

হোমিওপ্যাথি।

(ক) একোনাইটের আত্মকথা

(খ) আমাশা চিকিৎসা

এলোপ্যাথি।

(ক) সংঘাতিক ম্যালেরিয়া চিকিৎসা

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত।

(ক) সাদা চটী (ঔষধ) প্রস্তুত।

শুশ্রূষা।

(ক) নিউমোনিয়ায় শুশ্রূষা

ব্যবসা ও বাণিজ্য।

(ক) গৃহস্থ ঘরে সাবান প্রস্তুত

(খ) হরিতকীর ব্যবসা

(গ) ব্যবসায়ের অনুসন্ধান (Govt. Enquiry)

(ঘ) বাজার দর

আইন।

(ক) চুরি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা

কৃষি

বিনাখরচায় পান উৎপাদন।

সাহিত্য

কাব্যের ভালমন্দ বিচার পন্থা

আজব দুনিয়া।

প্রশ্ন মীমাংসা।

সৎকথা।

সাহিত্য সংবাদ।

সমালোচনা।

বাঙ্গালা

বাঙ্গলা কাউনসিলের বিবরণ।

বাঙ্গলা কংগ্রেসে গোলযোগ।

কলিকাতা কর্পোরেসন নির্ব্বাচন।

হোলি উৎসবে দাঙ্গাহাঙ্গামা।

লর্ড লিটনের কার্য্যকাল শেষ।

স্যার আবদার রহিমের পদত্যাগ।

বরিশালে মুসলমান সংবর্ষ।

খড়্গ সিংহের সম্মানার্থ সভা।

ভারতবর্ষ

মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলী।

গুরুকুল উৎসব।

বিভিন্ন কাউনসিলে মন্ত্রী বেতন।

দেশ-বিদেশ

পেটেলের দান।

বি, এন, রেল ধর্ম্মঘট।

ইংলণ্ড

ট্রেড ইউনিয়ান বিল্।

রয়েল কমিশন।

ইংলণ্ডের রাসিয়াকে কড়া চিঠি।

বৈদেশিক

চীন প্রসঙ্গ। ব্রসেল কংগ্রেস।

রুসিয়ার ইংলণ্ডকে প্রত্যুত্তর।

নৌবল কমাইবার বৈঠক।

আইন আদালত

খড়্গ সিংহের বিচার।

সতীন সেনের বিচার।

রাজবন্দী গিরীন্দ্র নাথের মামলা।

পাবনা হাঙ্গামার বিচার।

আবদুল রসিদের বিচার।

নাট্য প্রসঙ্গ

চণ্ডীদাস। রাজসিংহ।

চন্দ্রগুপ্ত। মেবার পতন।

ছায়াচিত্র (বায়স্কোপ)

জয়দেব। জনা।

খেলা ধূলা

এম, সি সির ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ও ভারতবর্ষের খেলা সম্বন্ধে অভিমত।

কাগজের বার্ষিক মল্য ৩৷৷০ টাকা প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা ।

১৩৩৪ সাল ১৫ই শ্রাবণের পূর্ব্বে যাহারা গ্রাহক হইবেন তাহারা তিন টাকায় পাইবেন।

নমুনার জন্য ।/০ আনার টিকিট পাঠাইবেন।

প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ও বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীগণকে এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়া দশের ও দেশের প্রতিষ্ঠান এই পল্লীমঙ্গল সমিতির সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অদ্যই গ্রাহক হউন।

প্রাপ্তিস্থান—গৃহস্থ-মঙ্গল কার্য্যালয়, পোঃ বক্স ৭৮১৬, বহুবাজার, কলিকাতা।

অথবা ৬৯, মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

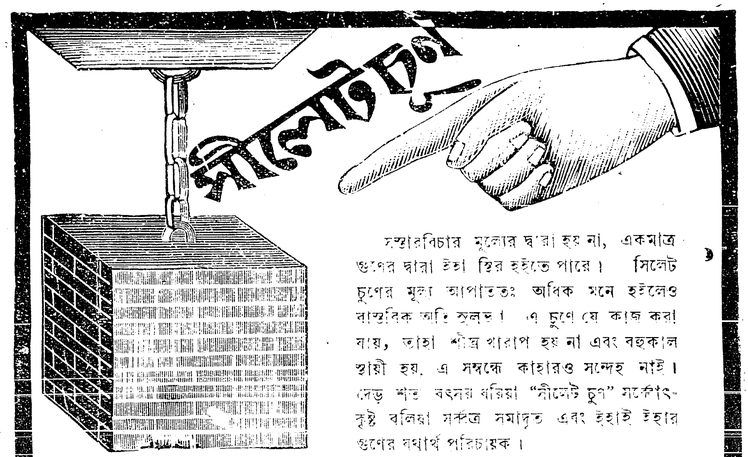

সস্তাবিচার মূলোর দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

ফল ও ফুলের আসল চারা।

ফলের বাগান প্রস্তুত করিবার এই-ই উপযুক্ত সময়। উৎকৃষ্ট জাতীয় আম, লিচু, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি গাছের আবশ্যক হইলে অদ্যই মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED. No. C 192.

২৮ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল [৪র্থ সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

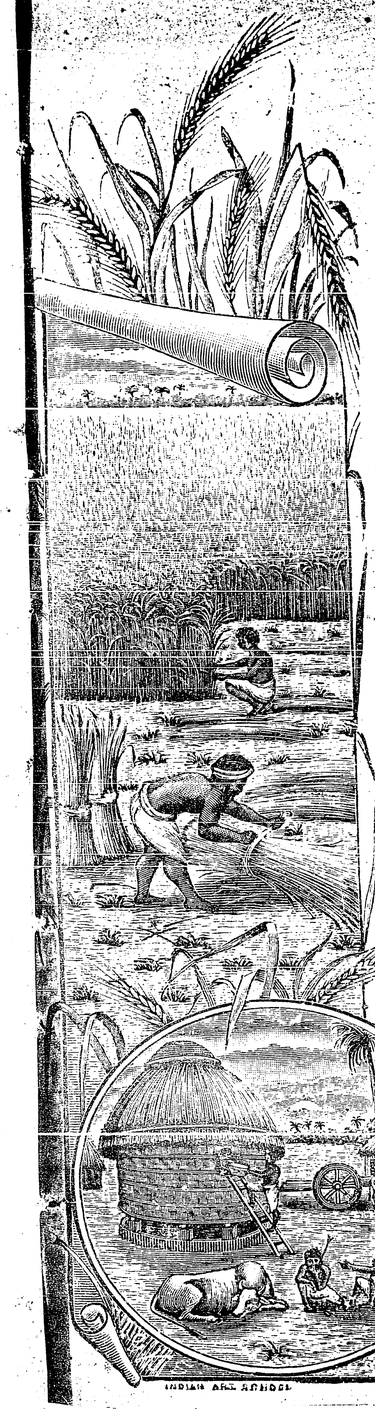

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৲০

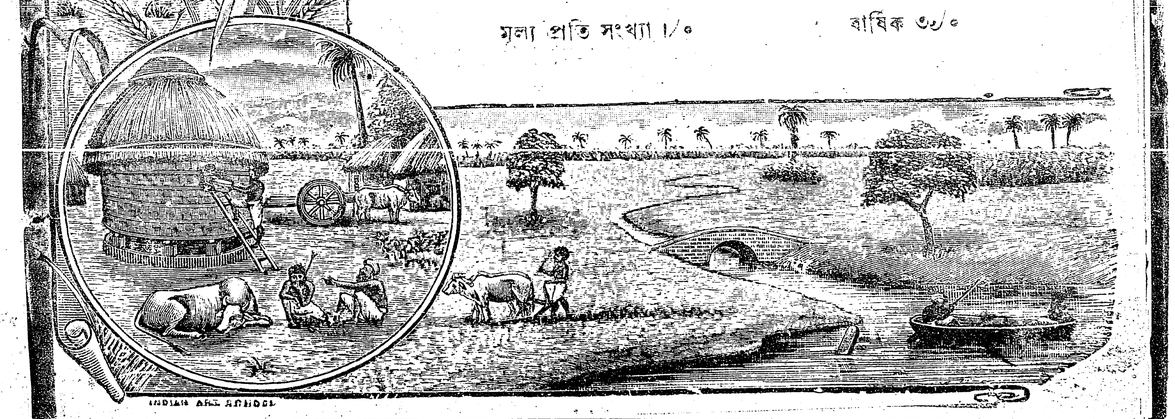

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন, তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আলুর সময় আগত প্রায়!

দেশী, পাটনাই, গৌহাটী, নাইনিতাল, দারজিলিং মাদ্রাজি প্রভৃতি সকল রকম আলুর বীজ এইখানে পাইবেন।

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রাবণ।—সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
১।	কলেরার টীকা	১২৯
২।	কৃষিকথা	১৩০
৩।	চাষার খেদ	১৩৪
৪।	গরুর কথা	১৩৫
৫।	কৃষিসংবাদ	১৪০
৬।	বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এবং বঙ্গীয় কৃষিমঙ্গল সঙ্ঘ	১৪২
৭।	কলার চাষে জীবিকা নির্ব্বাহ	১৪৫
৮।	উপায় কি?	১৪৯
৯।	ভূলের পথে	১৫৩
১০।	সংগ্রহ	১৫৫
১১।	চা বাগান	১৫৮
১২।	বিবিধ	১৬৩
১৩।	শালগম	১৬৪
১৪।	পত্রাদি	১৬৬
১৫।	বিশেষ দ্রষ্টব্য	১৬৬
১৬।	বাগানের মাসিক কার্য্য	১৬৭

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ১০ টিউব সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

পাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সমবায় সমিতি সমূহের মুখপত্র।

ভাণ্ডার।

অভিনব ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র।

'ভাণ্ডারে' সমবায় সংক্রান্ত অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ নিত্য নূতন প্রকাশিত হইতেছে। দেশের সমবায় কর্ম্মিগণ নিয়মিতরূপে ভাণ্ডারে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন পল্লী স্বাস্থ্য, শ্রমশিল্প, কৃষি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধেও অতি সারগর্ভ প্রবন্ধ 'ভাণ্ডারে' নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বার্ষিক মূল্য রেজষ্ট্রীকৃত সমবায় সমিতি সমূহের জন্য ১৲ টাকা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রাহকগণের জন্য বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রতি সংখ্যা নগদ ৵০ দুই আনা মাত্র।

ম্যানেজার ভাণ্ডার পত্রিকা,

৬নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

আলুর চাষ	মূল্য	৵০
তুলার চাষ	,,	৵০
বেনেতি বাগ (আদা, হরিদ্রা, পিপুল)		৵০
বাঙ্গালার মাটী		।০
ইক্ষু চাষ		।০
কৃষি কথা		৵০
পান চাষ		৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ উদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শ নারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৵০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাঁশুলাদি খরচ	৷৷/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৷/০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷/০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি ১৷/০ এক টাকা পাঁচ আনা।	

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৷/০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৷০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৵০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য-জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ক্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বহুল প্রশংসিত।

মেদিনীপুর-হিতৈষি সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জল্য—সহজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইতেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না। যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৷৷৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিণী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ।০ আনা।

আত্মিকজগৎ—মেসমেরিজম ও হিপনোটিজম শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি ফল, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা ফাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ৷০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী অফিস, মেদিনীপুর।

"মুক্তি"

ছোট নাগপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত।

"মুক্তি"——বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মুক্তির বাণীই বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

"মুক্তি"——প্রতি হৃদয়ে স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্খা জাগাইবার চেষ্টা করিবে

"মুক্তি"——প্রতিদিন আপনাকে আশার বাণীই শুনাইবে।

আজই গ্রাহক হউন—

বার্ষিক মূল্য—ভারতে সর্ব্বত্র সডাক—৩৷৷০ টাকা

ম্যানেজার—মুক্তি

পুরুলিয়া।

বিজ্ঞাপন।

শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ

রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের ভূমিকা সহ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহঃ সম্পাদক ও প্রবীণ কর্ম্মী ডাঃ নিশিকান্ত বসু প্রণীত বহু সংবাদপত্রে প্রশংশিত। সন্তান পালন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য ॥০ আনা উপহারের জন্য বাঁধাই ॥৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান,
৭০নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

খাঁটি আপেলের রস

পান করিয়া পরিতৃপ্তি বা রোগমুক্ত হউন।

Whiteway's Pure Cider.

Guaranteed made of pure British apple juice without the addition of any preservatives or chemicals.
Gout Rheumatism, Indigestion and kindred disorders fly before this Cider.

বড় বোতল—১৷৷০ ছোট বোতল—৸৵০

SEN LAW & CO.,

52/1 & 53-A, Wellesly Street, Calcutta.

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার।

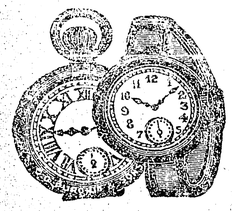

১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ।৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৸৵০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স
৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Back to Villages.

পল্লী সংগঠন

ও

দেশ পরিচয়

হিতসাধন মণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী ও প্রবীণ সমাজসেবক
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ কৃত।

মূল্য একত্রে ।৵০

কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুস্তকাবলি।

জ্বর	মূল্য	১৲
স্বাস্থ্য	,,	৸০
খাদ্য ও স্বাস্থ্য	,,	৸০
সংক্রামক রোগ	,,	৸০

প্রাপ্তিস্থান;—কৃষক অফিস
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশবাসীর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনর্গঠন মন্ত্র লইয়া আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক সচিত্র মাসিক **"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান"** গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম, এ, এল, এম, এস, রায়বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু সি, সি, আই, ই প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার নিয়মিত লেখক এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরত্নও ইহার সম্পাদক। প্রতিমাসে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন গাছ গাছড়ার গুণাগুণ পরীক্ষিত ঔষধ ও টোটকা মুষ্টিযোগ সমূহ বাহির হইয়া থাকে; এবং ইহার সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রীর **"খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ"** নামক একখানি গ্রন্থ শ্রাবণ মাস হইতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ মাত্র। নমুনা সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ কলেজের সহঃ অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পত্রিকাদ্বয়ের সহযোগী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী প্রণীত নূতন পুস্তক **"পারিবারিক চিকিৎসা"** প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য পাঠ্য প্রত্যেক নরনারীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইবে না। সুবৃহৎ ও সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।
ম্যানেজার "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।
১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

সম্পাদিকা শ্রীমতি লতিকা বসু বি, লিট (অক্সন)
নারী জাতি কল্যাণমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার পাঠ্য।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। কন্যা, বধূ, গৃহিনী সকলের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সকলপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষালয়ের জন্য অনুমোদিত এবং সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ভিঃ পিতে ২৷৵০ টাকা। গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার বঙ্গলক্ষ্মী

টাটকা

বীজ ! বীজ !! বীজ !!!

সকল রকম সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন ! সত্বর হউন !!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলম ছাড়া কলম।

এইই প্রকৃষ্ট সময়, বিলম্ব করিবেন না।

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন ! আসুন !! আসুন !!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

FOR

LEUCORRHŒA

BEJON'S

OLLA.

প্রদর ও রাসক

বিজন্স ওলা"

হতাশ ও বাধক রোগিণীর একমাত্র আশা। শ্বেত, পীত, হরিৎ ও লোহিৎ সকলপ্রকার স্রাবই তিন দিনে বন্ধ হইবে। কোমরে, পিঠেও পেটের বেদনা দূর হইবে এবং নিয়মিত ঋতু হইয়া শীঘ্রই সন্তান উৎপাদিকা শক্তি জন্মিবে প্রদরের স্রাবের চিহ্নমাত্র থাকে না। মূল্য ১ সপ্তাহের ১৷৷০, দুই সপ্তাহের ২৷৷০, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—বিজন্স কেমিক্যাক ওয়ার্কস।

৬০।১।এ কালিঘাট রোড, কলিকাতা।

কৃষক

২৮ খণ্ড } শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা

কলেরার টীকা।

বসন্তের টীকা লওয়ার বিরুদ্ধে দেশময় এক তুমুল আন্দোলন যখন উঠিয়াছিল তখন সে আন্দোলনের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছিলেন নির্ভিক বাঙ্গালী পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত ছিলেন ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন না। সত্য কথা স্পষ্ট ভাবে বলিবার তাঁহার সাহস ছিল। তিনি কাশী নরেশের সভাপতিত্বে এক সভায় প্রমান করেন যে টীকা লওয়াতে জাতি নাশ হয় না, উপরন্তু ইহা শাস্ত্রানুমোদিত। কলেরার টীকার বিরুদ্ধে এরূপ একটী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মূল কারণ আমরা নুতন কিছু গ্রহন করিতে বড়ই নারাজ। পাশ্চাত্যজগতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে কলেরার টীকা এই ভীষণ রোগের একটী আশ্চর্য্য প্রতিষেধক। জাপানে তিন লক্ষ লোক টীকা লয়, তাহার মধ্যে ৩টী লোকের কলেরা হয় এবং কিছুদিনে তাহারা সারিয়া উঠে, যাহারা টীকা লয় নাই তাহারা অনেকেই মরিয়াছে। কোচিন চিনে মহামারীর সময় এক লক্ষ লোকের টিকা লওয়ার ফলে একবারে কলেরা হয় নাই। গত মহাযুদ্ধে নানা স্থানের সৈন্যদের ভিতর এই কলেরা নিবারক টিকার ইঞ্জেকসনে সৈন্য-

বাহিনী সমূহকে একরূপ কলেরা রোগ শূন্য করা হইয়াছিল। কোরিয়া ও জাভায় বহু লক্ষ লোক টিকা লওয়ার ফলে সেইখান হইতে কলেরা দূরীভূত হইয়াছে।

যাঁহারা বলেন আগে পানীয় জলের ব্যবস্থা কর পরে অন্য কথা। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে পানীয় জলের ব্যাপক ব্যবস্থা করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। মহামারীর সময় টীকা দিয়া আশু বিপদ হইতে লোককে বাঁচান প্রথমতঃ প্রয়োজন, পরে স্থায়ী রোগ নিবারণ ব্যবস্থার কথা। টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর দূষিত বস্ত্রাদি ও মল মূত্রাদি দোষ সংশোধন এবং পুষ্করিণী, নদী ও কূপ প্রভৃতির জল বিশোধন করিলে কলেরা অতি শীঘ্র বন্ধ হয়।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগ কুম্ভ ও পুরীর রথযাত্রীর ভিতরে এই টীকার প্রচলন করিয়া সুফল পাইয়াছেন। বেঙ্গল হেল্‌থ এসোসিয়েসান, সেণ্ট্রাল এণ্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটী বহু স্থানে কেন্দ্র খুলিয়াছে। ডাঃ বেণ্টলী ও মন্ত্রী গজনভী সাহেব এবিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। আমরা সকলকে টীকা লইতে অনুরোধ করি।

কৃষিকথা।

আমাদের মনে আছে, কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন বর্ত্তমানে ভদ্র-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান কাজ—আয় বৃদ্ধি করা। কিন্তু এই কথা কেবল ভদ্র-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে। দেশের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই বর্ত্তমানে আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; কেন না, ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

এ দেশ কৃষি প্রধান; কাজেই দেশের লোকের কথা বলিতে সর্ব্বাগ্রে কৃষক সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে। ভারত সরকার সম্প্রতি কৃষক উন্নতিবিধানকল্পে এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশনের ফল কি হইবে বা কি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে, তবে এ কথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, ইহার ফল ভারতের কৃষিসম্বন্ধে অনেক আবশ্যক উপাদান সংগৃহীত হইবে এবং পরে হয় ত সেই উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়া লোক উপকৃত হইতে পারিবে। কলিকাতার সান্নিধ্যে কোন গ্রামে যাইয়া পর্য্যবেক্ষণ ব্যপদেশে কমিশনের সভাপতি লর্ড লিনলিথগো

কৃষকদিগের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তথায় দেখা গিয়াছিল, কতকগুলি লোক তাহা করে।

এক জন লোক বলিয়াছিল, সে কৃষি কার্য্যের অবসরে ঘরামীর কাজ করে।

সম্প্রতি পুনায় যে কৃষি-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, তাহার কার্য্যবিবরণে ডাক্তার ম্যান এই পরোক্ষ ব্যবসা সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীতে পরোক্ষ ব্যবসার এক স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। তাহার কথায় ডাক্তার ম্যান বলিয়াছেন:—

"লোক পরোক্ষ ব্যবসার সৃষ্টীপুষ্টীতে যেরূপ উৎসাহ দেখায়, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে সকল সময়েই বহুলোক উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহারা ইহার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দেখাইতেন। লোক আমাকে যাহা বলিয়াছে এবং তাহা দের কথোপকথন হইতে আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, লোক পরোক্ষ ব্যবসার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছে। কাজেই এইরূপ প্রদর্শনীতে এই বিভাগকে প্রাধান্য দিতে হইবে।"

বিলাতী বিশেষজ্ঞরা না বলিলে কোন কথায় যাহাদের বিশ্বাস হয় না এবং যাহা দিগকে লক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

মোক্ষমুলর বলেছে আর্য্য,
সেই শুনেবাধ ছেড়েছি ধার্য্য
আমরা যে বড়, করেছি কার্য্য
আরামে পড়েছি শুয়ে"

তাঁহারাও বোধ হয় এইবার স্বীকার করিবেন, এ দেশের কৃষকেরা অলস, রক্ষণ-শীল ও নূতনের বিরোধী নহে। তাহারা সুবিধা পাইলেই পরোক্ষ বা গৌণ ব্যবসা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত; কিন্তু সুযোগের অভাবে তাহা করিতে পারে না। এ দেশের কৃষকরা সাধারণতঃ বৎসরের মধ্যে কয় মাস কোন কাজ করিতে পায় না। যখন তাহাদের হাতে কোন কাজ থাকে না, তখন যে তাহারা ইচ্ছা করিয়া ঘুমাইয়া কাল কাটায় তাহা নহে কোন কাজ পায় না বলিয়াই তাহারা অলস থাকে।

সেকালে যখন জমীর উর্ব্বরতা অধিক ছিল এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপকরণের মূল্যও অল্প ছিল, তখন লোক আলস্যে দিন কাটাইতে পারিত বটে, কিন্তু সে দিন আর নাই। আমাদের মনে আছে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া মিষ্টার সিয়ানী বলিয়াছিলেন—এ দেশের কৃষক যে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহে না, তাহা নহে; তাহার দারিদ্রাই তাহার সেরূপ প্রণালী অবলম্বনের অন্তরায়। কেবল তাহাই নহে, তাহাদিগকে পথ দেখাইবারও কেহ নাই। এ দেশে সরকারের কৃষি বিভাগ যে লোকশিক্ষা বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, এমন দুর্নাম তাঁহাদিগকে দেওয়া যায় না। জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন তাঁহারা গবেষণা ও পরীক্ষা করেন। কিন্তু সেই

গবেষণায় ও পরীক্ষায় যদি কোন লোকের উপকার না হয়, তবে তাহার দ্বারা কি হইবে? সেরূপ গবেষণায় ও পরীক্ষায় অর্থব্যয়, অর্থের অপব্যয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মার্কিণে কৃষিবিভাগ সর্ব্বপ্রযত্নে কৃষকদিগকে উন্নতিবিধানে সাহায্য করিয়া থাকেন। লর্ড লিনলিথগো কৃষকদিগকে গৌণ ব্যবস্থা হিসাবে হংসাদি পুষিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এ কথা সত্য যে, বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর কৃষক সংস্কার হেতু এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ নাও করিতে পারে; কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নহে; বিশেষ বর্ত্তমানে অর্থ-নীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু যখন ব্রাহ্মণাদিও জুতার ব্যবসা করিতেছেন, তখন যে কোন শ্রেণীর কৃষকরা যে এইরূপ ব্যবসা অবলম্বন করিতে বিরত হইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে অভাব কিসের? অভাব—পথপ্রদর্শনের। আজ লর্ড লিনলিথগো আসিয়া বাঙ্গালার কৃষককে হংসাদি পুষিতে উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু এত কালের মধ্যে বাঙ্গালীর কৃষিবিভাগ এ বিষয়ে দেশের কৃষককে কি উপদেশ দিয়াছেন—হংসাদির উন্নতির জন্য তাঁহারা কবে কোথায় কতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন?

হংসাদির ডিম্ব সহরে অল্প নহে। আয়ারলণ্ডের সমবায় কৃষি সমিতি সে জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তাহাদিগের সভ্যদিগের নিকট হইতে ডিম্ব ক্রয় করিয়া সহরে চালান দিয়াছেন—ফলে মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়ার লাভ কৃষক অনেকটা উপভোগ করিতে পাইয়াছে। প্রথমে এইরূপে ডিম্ব ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ক্রমে তাঁহারা ওজন হিসাবে ডিম্বের দাম দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফলে লোক উৎকৃষ্ট জাতীয় হাঁস ও মুর্গি রাখিতে উদ্যোগী হইয়াছে। তাঁহারা প্রয়োজনানুসারে ভাল হাঁস ও মোরগ সরবরাহ করিয়াছেন। এদেশের কৃষি বিভাগ সেরূপ কোন কাজ করেন নাই বোধ হয়, তাঁহারা এই কার্য্যে তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনাও করেন নাই

বাঙ্গালার গো-জাতির দুর্দ্দশার অন্ত নাই। অথচ গো-পালন এ দেশে গৌণ ব্যবসা হিসাবে বিশেষ লাভজনক হইতে পারে এবং তাহাতে মোটের উপর দেশের বিশেষ উপকার হয়। এত দিনে কৃষি-বিভাগ রঙ্গ-পুরে একটি পশুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে সেই পশু শালার বিষয় আলোচনা করিয়াছি; আজ সে বিষয়ে অধিক কথা বলতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে যে বৎসরের পর বৎসর সরকারী গবাদি পশু চিকিৎসা বিভাগের বার্ষিক বিবরণে উপযুক্ত ষণ্ডের অভাব বিবৃত হইতেছিল, তাহার প্রতীকারকল্পে সরকারী কৃষিবিভাগ কি করিয়াছিলেন? এদেশে দ্বিবিধ গরুর প্রয়োজন। (১) হল বা যানবাহী, (২) দুগ্ধবতী, এই দুই জাতীয় গরুর উন্নতি সাধনের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে এ দেশের গো সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি রাখা ত পরের কথা, যখন গোমড়ক উপস্থিত হয় তখনও সরকারী বিভাগ হইতে চিকিৎসক পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। কিছু দিন

পূর্ব্বে খুলনা, সাতক্ষীরা অঞ্চলে ও ঢাকায় যে গোমড়ক হইয়া গো জাতি উজাড় হইয়াছিল, সে সময় সরকারী গবাদি পশুচিকিৎসা বিভাগ লোককে কি সাহায্য প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন? যদি সেইরূপ সময়ে লোক বিভাগ হইতে কোনরূপ সাহায্য লাভ না করে, তবে বিভাগ তাহাদের কি উপকার সাধিত হইতে পারে? আমরা জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ কি এত দিনেও এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন? তাহারা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

সরকারী কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধে নানা অপ্রিয় কথার আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ এই বিভাগের কাজের উপর দেশের অবস্থা প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। যিনি এই বিভাগের প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন—এই বিভাগের দ্বারা দেশের উপকার করিবার উপায় করিতে পারিবেন—তিনি দেশের পরম উপকারক হইয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন এই বিভাগের কার্য্যফলে অনেক উপকার হইবে, দেশের লোক এই আশা করিয়াছিল। বিলাত হইতে যখন এ দেশের লোককে কৃষিকার্য্য শিখাইয়া আনিবার ব্যবস্থা হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এখন তাহার যথার্থ আমরা উপলব্ধি করিয়াছি বিলাতের কেবল বিলাতের নহে, য়ুরোপের নানা দেশের ও মার্কিণের আদেশে আমরা উপকৃত হইতে পারি—হইবার চেষ্টাও করিব। কিন্তু তাহা বলিয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতের মাটি বিদেশের মাটী নহে—ভারতের জল বিদেশের জল নহে! ভারতের কৃষকও বিদেশের কৃষক নহে।

কাজেই ভারতের ব্যবস্থা ভারতের অবস্থার উপযোগী করিতে হইবে, নহিলে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না।

কৃষি বিভাগ হইতে কৃষককে গৌণ ব্যবসা অবলম্বনের শিক্ষা দিতে হইবে, পথ দেখাইয়া দিতে হইবে—বুঝাইয়া দিতে হইবে। যদি তাহা না হয় তবে বিভাগের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হইবে না। বিদেশের বিশেষজ্ঞ আনিয়া এ দেশে কৃষি বিভাগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতে পারে—কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন আমরা সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি না।

এ দেশের লোকের কাছেও আমাদের নিবেদন তাহারা যেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব বিস্মৃত না হয়েন; তাহারা উদ্যোগী হইয়া এ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন

JOTINDRO NATH DUTTA
JANRABHUMI OFFICE

চাষার খেদ।

(শ্রীরাখালদাস ভৌমিক)।

আমি বাঙলার কৃষক। আমার উৎপাদিত খাদ্য সবাই খায় অথচ আমার কথা কয়জন ভাবে। আমার অবস্থা খেয়াঘাটের মাঝির মত খেয়া পার হইলেই সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাঝি যাত্রী পার না করে ততক্ষণ পর্য্যন্তও মাঝি তোর পায়ে পড়ি বলে কত খোসামোদ করে কিন্তু পার হইলেই আর কথা নাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। যে বৎসর অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির জন্য বা অন্য কোন কারণে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সে বৎসর দেখা যায় আমার জন্য লোকের হাঁটু বেয়ে কান্না পড়ে। কিন্তু যে বৎসর আমার পরিশ্রম-লব্ধ শস্যের দ্বারা আমি সবার ঘরে সস্তায় ধান চাউল দিই সেবার আমার কথা কেহ ভাবে না।

আমি সবারই উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকি কিন্তু আমার উদরপূর্ত্তির জন্য কয়জন ভাবে। লোকে বলে শুনি "কৃষি বলই পরম বল" কিন্তু আমি কর্ষণ করিয়াও দুর্ব্বল। আমি চাষ করি বলিয়া লোকে আমায় চাষী বলে আবার কেহ কেহ ঘৃণাভরে চাষাও বলিয়া থাকেন। তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই কারণ আমি যখন চাষই করিয়া থাকি তখন লোকে চাষী বলিলই বা। কিন্তু আমি চাষী বা চাষা বলিলে দুঃখ পাই না দুঃখ হয় শুধু লোকে আমায় অবজ্ঞা করে বলিয়া। সময় সময় হাসি পায়, মনে হয় মূর্খ তাহারা জানেনা যে তাদের পঞ্চপ্রাণ আমারই হাতে।

শুনিয়াছি অন্যান্য দেশে আমাদের জ্ঞাত ভাইদের নাকি অবস্থা ভাল। হয়ত তাদের ভাগ্য ভাল। তাদের দেশে লোকে চাষীকে নাকি এত অবজ্ঞা করে না। তাদের দেশে ভদ্রলোকদেরও নাকি উপজিবীকা চাষ আছে। আমাদের দেশে লোকে ৫০৲ টাকার চাকুরী করিয়া থাইলেও খুব উচু গলায় নিজেদের মান বজায় রাখে কিন্তু আমরা সব চেয়ে সেরা কাজ করিয়াও সমাজে এতটুকু স্থান পাই না। সাধারণ চাকুরে বাবুকে যদি লোকে আদর করিয়া বসিতে বলে আমি গেলে তারা ছেঁড়া মাদুরই এগিয়ে দেয়। যে মাটীতে মানুষের জন্ম আর যে মাটীতে মানুষের গোর হয় সেই মাটীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কি ইহারা আমাকে এত অবজ্ঞা করে। আমাদের জ্ঞাত ভাইদের দেশে নাকি এমন ব্যবস্থা নাই। তাদের Farmer বলিয়া পরিচয় দিতে কেহ লজ্জাও বোধ করে না আর কেহ অবজ্ঞাও করে না।

আজকাল দেশে শিল্পকলার কত উন্নতির কথাই শুনিতেছি। ছুতোরের কাজ শিখিবার জন্য দরজীর কাজ শিখিবার জন্য কত বিদ্যালয় হইতেছে। কিন্তু আমার বিদ্যা শিখাইবার জন্য কোন বিদ্যালয় দেখি না। লোকে চামড়ার কাজ শিখিবার জন্য ঝোঁকে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে Tannery শিখিতেছি কিন্তু আমার কর্ষণ বিদ্যা কেহ শিখিতে চায় না। অথচ এমন একদিন ছিল যখন আমরা এই দেশেই এই মাটীতেই রাজর্ষি জনকের সঙ্গেও লাঙল ধরিয়াছি।

শুনিয়াছি অন্যান্য দেশে শ্রমজীবিদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য কত রকম ব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। তাহাদের যাহাতে অমানুষিক পরিশ্রম না করিতে হয়; যাহাতে অধিক পরিশ্রম করিয়া অল্প লাভ না হয় তার জন্য তাদের দেশের লোকদের কত ভাবনা। তাদের দেশের লোকেরা কাজ করিব না বলিয়া ভয় দেখাইলে কর্ত্তারা ভূতের মত ভয় পায় কত সাধাসাধি করে কিন্তু কেহ আমার পরিশ্রমের দিকে তাকায় না, আমার অভাবের দিকে দৃষ্টি দেয় না আমার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতেও চাহে না। আমি এইরূপে এই কৃষিপ্রধান দেশেই কতকাল ধরিয়া আর অজ্ঞাত হইয়া থাকিব কেহ বলিতে পার কি ?

গরুর কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীজহরলাল বিশ্বাস]

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গরুর রোগ ও চিকিৎসা।

আমাদের দেশে গাভীদিগের যে সমস্ত সংক্রামক রোগ সচরাচর দেখা যায় তাহাদের নাম, রোগের স্থায়ীত্ব এবং শতকরা মৃত্যুর হার লিপিবদ্ধ হইল।

রোগের নাম	স্থায়ীত্ব	মৃত্যুর হার (শতকরা)
বিস্ফোটক জ্বর	২ ঘণ্টা হইতে প্রায় ৩০ ঘণ্টা	নিরূপিত নাই
ফুসফুস বা বক্ষাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।	রোগ আক্রমণের প্রকৃতির উপর ইহার স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করে অর্থাৎ যদি শীঘ্র এবং গুরুতর রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রায় দশ দিবস পর্য্যন্ত; কিন্তু যদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দুই মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত।	নিরূপিত নাই
এঁষে ঘা।	উপযুক্ত রূপে যত্ন করিলে তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত; কিন্তু পরিশ্রম করাইলে দশ বার দিন পর্য্যন্ত!	দুইটী কিংবা একটী
বসন্ত।	চব্বিশ ঘণ্টা হইতে বার দিবস কিংবা ষোল দিবস পর্য্যন্ত।	পঞ্চাশ হইতে নব্বইটী

অতএব দেখা যাইতেছে যে গবাদিদিগের উক্ত পীড়াগুলির মধ্যে বসন্ত রোগেই অধিক গরুর জীবন নাশ হইয়া থাকে। এক্ষণে রোগাদির কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা ও পথ্যাদি বিশদ ভাবে বর্ণনা করা যাইতেছে। ঔষধগুলি অনেক স্থলেই পরীক্ষিত এবং বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে সংগৃহীত; সুতরাং ইহার দ্বারা চিকিৎসা করিলে অনেক উপকার হইবে আশা করা যায়।

১। বিস্ফোটক জ্বর।

প্রকৃতি ও কারণ—যে সমস্ত গরু শুষ্ক কিম্বা খাগ্‌ড়া তৃণযুক্ত মাঠে চরিয়া অভ্যস্থ হয়, তাহারা হঠাৎ উত্তম তৃণপূর্ণ মাঠে চরিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। অথবা যে সমস্ত গরু প্রথমে রোগা থাকিয়া শীঘ্র বাড়িয়া উঠে বা মোটা হইয়া উঠে, তাহাদেরও ইহা আক্রমণ করিতে পারে। অধিক বয়স্ক গরু অপেক্ষা শাবকদিগের রক্ত অধিক শীঘ্র জন্মে বলিয়া শাবকদেরও এই পীড়া হইয়া থাকে। যে সমস্ত গরু দিবসে অত্যন্ত গরম এবং রাত্রে অত্যন্ত শীত ভোগ করে, তাহাদেরও এই পীড়া হইয়া থাকে। ইহা একটী রক্ত সম্বন্ধীয় (Blood disease) রোগ এবং সংক্রামক। পালের মধ্যে একটীর হইলে অপর গুলিরও হওয়া সম্ভব।

লক্ষণ—অবসন্ন এবং জড়বৎ ভাব লক্ষিত হয়, নড়িতে চড়িতে কষ্ট বোধ করে, গাত্রের স্থানে স্থানে ফুলা (Inflammation) দেখা যায়, ঐ ফুলা (Inflammation) সাধারণতঃ মলদ্বারদেশে, গলায়, জিহ্বায় এবং কখনও কখনও বুকের বা তলপেটের মধ্যেও হইয়া থাকে। ফুলা (Inflammation) পরীক্ষা করিবার সময় মনে হয় ঐ স্থান বাতাশে পরিপূর্ণ, এবং উহা টিপিলে টক্ টক্ করিয়া শব্দ হয়। * গলায় এবং ফুসফুসে (Lungs) আক্রমণ করিলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয়।

মস্তকে হইলে মূর্চ্ছিতাবস্থার লক্ষণ দেখা যায়।

পেটের মধ্যে কোথাও আক্রান্ত হইলে তলপেটে বেদনা হইয়া থাকে।

রোগ বৃদ্ধি হইলে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে থাকে, গোঁ গোঁ শব্দ করে, এবং নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয়।

চিকিৎসা—ফুলা (Inflammation) সকল অনেক বড় হইয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হইলে বা শিরা হইতে রক্তস্রাব হইয়া ফুসফুসে অধিক রক্ত জমিয়াছে এরূপ বোধ হইলে চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না।

ফুলার লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র নিম্ন ঔষধটী খাওয়াইয়া দিবেন, এবং বাহে না হওয়া পর্য্যন্ত ৮।১০ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে।

গন্ধক চূর্ণ—দুই ছটাক।

মসিনার তৈল—চারি ছটাক।

শুঁঠের গুঁড়া—১।০ তোলা।

একত্র করিয়া অর্দ্ধসের গরম ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইবেন।

---

* রক্ত পচিয়া এক প্রকার বায়ু (Gas) উৎপন্ন হয়, সেই জন্য টিপিলে ঐরূপ শব্দ হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা—ঘাসশূন্য মাঠে রাখিবার ব্যবস্থা করা এবং একটু পরিশ্রম হয়, এইভাবে সর্ব্বদা চালাইয়া লইয়া বেড়ান কর্ত্তব্য।

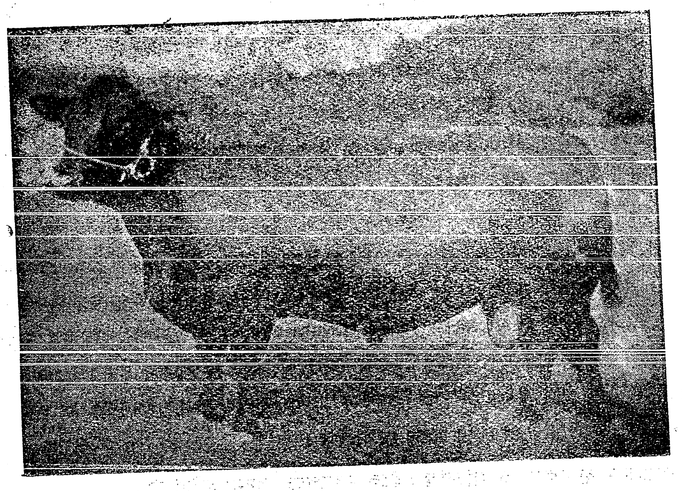

বিলাতী খণ্ড।

২। ফুসফুস বা বক্ষাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

Pleurisy

প্রকৃতি ও কারণ—ইহা বুকের অভ্যন্তরস্থ আবরণের পীড়া, এবং সংক্রামক। সকল বয়সেই ইহা হইয়া থাকে। অলক্ষিত ভাবে অতি ধীরে ধীরে পালের মধ্যে ইহা আক্রমণ করে, এবং অনিয়মিত রূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহার এই পীড়া হইয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন পশু আক্রান্ত না হইয়া দূরবর্ত্তী কোন পশু আক্রান্ত হয়।

সংক্রামক বীজই এই রোগের প্রধান কারণ।

লক্ষণ—নাড়ী (Pulse) অত্যন্ত দ্রুতগামী ও মোটা হয়, মিনিটে ৮০ হইতে ১০০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দন হইয়া থাকে। মুখ গরম হয়, ঠোঁট ও নাক শুষ্ক হয়, ক্ষুধা

থাকে না, খক খক করিয়া কাশিতে থাকে, গায়ের লোম খাড়া হয়, নিশ্বাস দুর্গন্ধ হয়। কাশি ক্রমে অধিক হইয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়, এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় প্রতিবার গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে; বুকের যে অংশ আক্রান্ত হয়, সেই দিকে শয়ন করিয়া থাকে। নাসিকা ও চক্ষু দিয়া অল্প অল্প ক্লেদ বহির্গত হয়। সমস্ত গাত্র শুষ্ক এবং শীতল হইয়া থাকে।

পাঁজরার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া টিপিলে বেদনা বোধ করে এবং গোঙাইতে থাকে।

চিকিৎসা—জ্বরের সময় নিম্ন ঔষধটী ব্যবস্থা করিবেন।

কর্পূর—৸০ তোলা।
সোরা—৸৩ ,, ।
ধুতুরা বীজ চূর্ণ—।৵০ ,, ।
মদ—দুই ছটাক।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ সের পাতলা ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে;—

গন্ধকচূর্ণ—দেড় ছটাক।
শুঁঠের গুঁড়া—১।০ তোলা।
লবণ—দুই ছটাক।
মাতগুড়—দেড় ছটাক।

একত্র করিয়া দুই সের গরম জলে মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে খাওয়াইতে হইবে।

জ্বরের লক্ষণাবলী দূরীভূত হইলে;—

চিরাকষ চূর্ণ—।৵০ তোলা।
চিরতা চূর্ণ—১।০ ,, ।

অর্দ্ধসের ভাতের মাড়ের সহিত দিবসে একবার কিম্বা দুইবার খাওয়াইতে হইবে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট হইলে;—

একখণ্ড ফ্লানেল কাপড় গরম জলে ভিজাইয়া ১৫ মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বুকের দুই পাশে সেক দিবেন। সেক দিবার সময় যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

কৃষি সংবাদ।

(১) গত আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিম বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের ডিঃ ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকার মহোদয় বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর ট্রেনিং ক্লাশে কৃষি বিষয়ে সহজ ও সরল ভাষায় কৃষি কার্য্যের উপকারিতা, বৃক্ষলতা, উদ্ভিদের আহার, জলবায়ুর কার্য্যকরিতা, সার প্রয়োগের ব্যবস্থা, বীজ পরীক্ষা ও রক্ষা, কৃষিকার্য্যে গোরুর অবস্থা গোকুলের উন্নতিসাধন বিষয় অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা কর্ম্মিগণের প্রাণে একটী কৃষিজ্ঞানের ছাপ দিয়া দিয়াছেন। বক্তৃতার প্রত্যেক বিষয়ই আলোক চিত্রে প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা আশা করি মাঝে মাঝে ডিঃ ডিরেক্টর মহোদয় এইরূপে বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে কৃষি বিষয়ে উদ্বোধিত করিবেন।

(২) বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী হইতে অনেকে বীজের সাহায্যে কুমিল্লা মহেশ ভবনে বাংলার **বাংলার কৃষি** ও কুমিল্লার অনায়াস লভ্য গাছপালার সাহায্যে **অন্নসমস্যা দুরীকরণ** বিষয়ে গত ২৭শে ও ২৮শে জুন দুটী বক্তৃতা দেওয়া হয়। কুমিল্লাবাসী শ্রোতৃবৃন্দ বক্তৃতায় এত উৎসাহী হইয়াছেন যে বিখ্যাত পাট ব্যবসায়ী বাবু গোবিন্দ লাল দত্ত মহোদয় প্রভৃতি অনেকে কৃষি ফার্ম্ম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আমাদিগকে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান পত্র দিয়াছেন।

(৩) স্বনামধন্য বিখ্যাত হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিক্রেতা বাবু মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্বীয় বাড়িতে যে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার ছাত্রাবাসে ৩৬ বিঘা জমীতে একটী কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন জন্য একটী ফীম চাহিয়াছেন তথায় ছাত্রগণ সকালা কৃষিকার্য্য করেন তবে কৃষি বিষয় অধ্যয়নে এখন বন্দোবস্ত হয় নাই। আশা করি হিতসাধন মণ্ডলীর সহযোগিতায় অচিরাৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। গার্ডেনিং এসোসিয়েসন ও সহযোগীতা করিতে প্রস্তুত আছেন।

(৪) অভয়াশ্রম—কুমিল্লা

অনেক কর্ম্মী সঙ্ঘ আশ্রম প্রতিষ্ঠান আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কিন্তু আষাঢ় মাসে ঘটনাস্রোতে কুমিল্লা যাইয়া অভয়াশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করি। (অনেক দিন হইতেই দর্শন ইচ্ছা ছিল) তথায় যাইয়া নিজের সকল অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। মনে মনে কবি রবীন্দ্রনাথের সেই "মাথা নত করে দেও প্রভু চরণ ধুলারই তলে" মনে পড়িতে লাগিল। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও আশ্রমের সকল বিভাগই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

প্রত্যেক কর্ম্মী ত্যাগি অভিমান শূন্য সচলতার আধার সকলে পর্য্যায়ক্রমে রন্ধনাদি সকল কার্য্যই করেন। ২২ বিঘা জমীতে কর্ম্মিগণ স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতেছেন এবং প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মিকেই প্রত্যহ ২০০ গজ সূতা কাটিতে দেখিলাম। ডাক্তারী বিভাগের বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। হস্পিটালটী নানাবিধ উন্নত দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত। শিক্ষা বিভাগে অল্প সংখ্যক ছাত্র দেখিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ যদি বোলপুর, রাঁচী বা দেওঘরের ন্যায় শিক্ষা আয়তন খোলেন তবে বোধ হয় বাংলার স্বদেশ প্রেমিক ভক্ত মহোদয়েরা তাহাদের পুত্রের সদ্‌শিক্ষার জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ঐ সঙ্গে কৃষি শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলে বাংলার কোন খ্যাতনামা কৃষি বিশেষজ্ঞ আশ্রম সঙ্গ কামনা করেন। আমরা ইণ্ডিয়ান গার্ডনিং এসোসিয়েসন হইতে সর্ব্বদা তাহাদের সহযোগীতার জন্য প্রস্তুত আছি।

(৫) গত ২৬শে জুন তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনর মিঃ ম্যাকগ পিন I.C.S এর সভাপতিত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক সাধারণ সভা হয়। ঐ সভায় বাংলার শিল্প বিভাগের পক্ষ হইতে অনেক চিত্রের সাহায্যে কি করিয়া পাট হইতে সূতা কাটা ও দড়ি ইত্যাদি বয়ন এবং একটু সামান্য চেষ্টায় শ্রীরামপুরের ক্রাইসেটেল ব্যবহারী বস্ত্রবয়ন শিল্পে ৪ কোটী টাকা বেশী আয় হইতে পারে এবং রিলিং মেসিন সাহায্যে রেশমী সূতা করিয়া প্রতি বিধবা দৈনিক ১৷৷ হইতে ২৷৷ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, কি করিয়া সহজ উপায়ে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য বাঁশের সাহায্যে ছাতার বাঁট তৈয়ারী করিয়া অসংখ্য লোক জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে ইত্যাদি নানাবিধ কুটিরশিল্প দ্বারা দেশের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে, তদ্বিষয় বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষিবিষয়ের আমাদের সম্পাদক মহাশয় দুই ঘণ্টাব্যাপী এক দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে ক্ষেত্রোৎপন্ন জিনিষের সদ্ব্যবহারই যে শিল্পি তাহা বুঝাইয়া দেন। সরকারী শিল্পি বিভাগ হইতে আবিষ্কৃত ঐ যন্ত্রগুলির দাম খুব সামান্য। আমরা বারান্তরে প্রত্যেক যন্ত্রটির ব্যবহার আয় ব্যয় ইত্যাদি জানাইব।

(৬) ভ্রাতানন্দ ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়।

৭টী ছাত্র ২০ বিঘা জমিতে স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করেন।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এবং বঙ্গীয় কৃষিমঙ্গল সংঘ

বিগত আষাঢ় সংখ্যা "কৃষকে" নূতন কৃষিসংঘ শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দেখিয়া সে বিষয়ে ২।৪ কথা বলিয়া আমাদের দেশের কুম্ভকর্ণী নিদ্রাভিভূত জমীদার ও মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়কে উদ্‌বোধিত করা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করি। কৃষক পত্রিকায় আমাদের দেশের গোবলের তথা কৃষির অবগতির বিষয় উপর্যুপরি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে দেশের ও দশের যে বিশেষ কিছু উপকার হইতেছে বলিয়া আমার মনে হয় না। উপরোক্ত নূতন কৃষি সংঘের নাম আপাততঃ অস্থায়ী রূপে "বঙ্গীয় কৃষিমঙ্গল সংঘ" রাখা হইলেও তাহার স্থায়ী নাম করণ যে কি হইবে তাহা দেশের লোকেই জানেন। এই সংঘের উদ্বোক্তা সদ্বন্ধু আমেরিকা ফেরৎ কৃষি বিশেষজ্ঞ মিঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি এক সময়ে "সুখ লাল কারননী ঘটিত ব্যাঙ্কের সরকারী তছরূপাতের মকর্দ্দমায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সদ্বন্ধু হাইকোর্টের উকীল ও স্বদেশভক্ত বঙ্গমাতার প্রিয় সন্তান বাবু নরেন্দ্রনাথ শেঠ যাঁহাকে এক সময়ে সরকারের কোপ নজরে পড়িয়া বহুদিবস কারাবাস করিতে হইয়াছিল, এবং এই দীন লেখক, যিনি দেশের কৃষির ও কৃষককুলের উন্নতি ঘটাইবার জন্য বিগত ৪৯ বৎসর নিস্বার্থ পরিশ্রম করিতেছেন এবং যাঁহার এই সম্বন্ধে সময়ে সময়ে আবশ্যকীয় প্রবন্ধ বেঙ্গলী, ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা ও ফরওয়ার্ড আদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কৃষক সম্পাদক এই সভার উদ্দেশ্য ঠিকরূপে জনসাধারণ সমক্ষে ধরিতে পারেন নাই তাই ২।৫ কথা বলিতে হইতেছে। * বর্ত্তমান তীব্র জীবন সংগ্রামের দিনে জমিদার ও প্রজা ও কৃষক কুলের উন্নতি ও অস্তিত্বের কথা ক্রমশঃ জটীল হইয়া দাঁড়াইতেছে বলিয়া বিলাতী কৃষিসমিতির অনুকরণে বঙ্গদেশে একটী রয়াল এগ্রিকালচুরাল সোসাইটির মত একটী সমিতি স্থাপিত করিয়া কৃষি গো রক্ষা, খনি, মৃত্তিকা চাষ ইত্যাদি বিশেষ সম্পর্কিত বিষয়গুলির অনুশীলন ও উন্নতির জন্য একটী দেশব্যাপী স্থাপন করার অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়ায় জমীদার সভার অস্তপত্র ছায়ায় উপরোক্ত কৃষিপরিষৎ স্থাপন করা হইয়াছে। দেশের অভিমত সাধিত হইয়াছে। দেশের সকল লোক শিক্ষিত সম্প্রদায়, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সাহচর্য্য দরকার বলিয়া তাঁহাদের যোগদানে আহ্বান করা হইয়াছে ও মতামত ভিক্ষা করা হইয়াছে। সার প্রভাষ চন্দ্র জমীদার সভার (British Indian Associationএর) প্রধান কর্ণধার বলিয়া তাঁহার সম্পাদকত্বে ইহার সংগঠন কার্য্য হইতেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে

* আমরা শুধু সঙ্ঘের নাম এবং উদ্দেশ্য সংক্ষেপে প্রকাশিত করিয়াছি। কৃঃ সঃ

দেশের ভিন্ন ২ স্থানে যে সকল কৃষি সভা, কৃষি পরিষৎ, গো-সভা, গো-রক্ষার উন্নতিকল্পে সভাসমিতি বা পিজরা পোলাদি আছে বা শ্রমজীবিসংঘ, কৃষিক্ষেত্র বা পল্লী-মঙ্গল সভা আছে, তাহাদের সকলের এই বঙ্গীয় কৃষিমঙ্গল পরিষতে যোগদান করা ও সাহায্য করা বিশেষ আবশ্যক। এখন দেশের লোকের এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত পড়িলেই দেশের ও দশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়।

জাতিরূপে আমাদের বাঁচিতে হইলে আমাদের কৃষির সময়োপযোগী উন্নতি করিতে হইবে। বিলাতের মত আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কখনই লাঙ্গলের মুঠ ধরিয়া গৃষ্ম বাতাতপ উপেক্ষা করিয়া তীব্র রৌদ্রে চাষ করিতে যাইবে না। যদি তাঁহারা যান তবে তাঁহাদের চাষে অভ্যস্ত হইতে ২।৩ পুরুষ কাল নিশ্চয়ই ব্যতীত হইয়া যাইবে, সেইজন্য চাষাদের "জাতে তুলিয়া" লইতে হইবে এবং ইংলণ্ড, বিলাত, আমেরিকা ও জাপানাদি দেশে যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রারব্ধ করিয়া সফলতা লাভ করিয়া সেই ২ দেশের কৃষক ও শ্রমজীবিদের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আমাদের এই এককালের সুজলা সুফলা দেশেও তাহাই করিতে হইবে। রাজকীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্ট আমাদের হিতকর হইবে ;—কি, কি হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সেইজন্য আমাদের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বড়লাট লর্ড আরউইন কেন, আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ দেশের হিতকামী সন্তানগণ বেশ জানেন যে আমাদের আগে জাতিরূপে বাঁচা দরকার। তাহার জন্য কৃষির উন্নতি চাহি ; কৃষির উন্নতির সহিত গোবলের রক্ষা ও উন্নতি এক আধারে জড়িত। গোবলের দেশে এত অবনতি কিসে হইয়াছে আমাদের দেশে বাল মৃত্যুর অনুপাত পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের অপেক্ষা বেশী কেন, তাহার নির্দ্ধারণ ১০নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটস্থিত অখিল ভারতীয় গো সভা (All India Cow Conferance) ১০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার পর দেশের লোকের চক্ষের সমক্ষে ধরিয়াছেন। তাঁহাদের পত্র দিলেই এই সব তালিকা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে টাটকা জীবানু রহিত অমিশ্রিত দুগ্ধ হয় না বা আমাদের দেশের গোয়ালাগণ তাহা উৎপাদন করিতে জানেন না। গত ১৫।৭।২৭ তারিখে কলিকাতায় ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টীটিউটে ভারত দপ্তরের কৃষি পরামর্শদাতা মিঃ উইলিয়াম স্মীথের বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন এবং ছবি যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিবেন যে আমরা খাটী টাট্‌কা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কি খাই ও আমাদের ছেলেদের কি খাওয়াই ? এমত অবস্থায় আমাদের বালমৃত্যু তালিকা শতকরা ৬৬ হইবে না ত কি লণ্ডন নগরে বা নিউইয়র্কে হইবে যেখানে "Wiltshire Dairies" বা "Wallrer Gordon এর মত দুগ্ধ বিক্রেতাগণ আছেন ? আমাদের কর্পোরেশনও এ বিষয়ে বড়ই বীতশ্রদ্ধ (Indifferent & neglectful.) মাননীয় দাশগুপ্ত মেয়র মহাশয় কি এদিকে আশুদৃষ্টি পাত করিবেন।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Manick Bos'es Ghat St. Calcutta

খাঁটী টাট্‌কা জীবাণু রহিত দুগ্ধ পাইতে হইলে দুগ্ধের উৎসকে বাড়াইতে হইবে। (Enhance the source of our town milk supply) দুগ্ধ স্বাস্থ্যকর অবস্থায় উৎপাদন করিতে হইবে। (Ought to raise milk under strict Sanitary conditions.) সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আদৌ নাই।

"গোরক্ষা" "গোরক্ষা" বলিয়া আমরা কাজে কিছু না করিয়া ভেড়ার মত দেশব্যাপী তুমুল চীৎকার করি। বিগত ১৫ বৎসরের মধ্যে কত সভা সমিতি হইল। কত আবেদন নিবেদন দরখাস্ত, মন্ত্রণা হইল; কাজে কি হইয়াছে? কলিকাতার শুষ্ক দুগ্ধদাত্রী গাভীগণ যে নিয়তই কবাই হাতে যাইতেছে তাহার উদ্ধারের উপায় সহরবাসীগণ কি করিয়াছেন? আমাদের কাজ জল্পনা কল্পনাতেই পর্য্যবশিত হইয়া থাকে। এই গোবৃন্দ কাটা যাইতেছে বলিয়া দুগ্ধের উৎস ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। তাই আজ কলিকাতায় টাকায় দুই সের দুগ্ধ বিকাইতেছে। আমি এ বিষয়ে হিতবাদী, বেঙ্গলী, বসুমতী আদিতে অনেক লিখিয়াছি কিন্তু মৃত দেশের কোনই জীবনীশক্তির অস্তিত্বের সাড়া পাই নাই। এজাতি মরিবেনা ত মরিবে কি মার্কিন, সুইশ, ইংরাজ বা ইংলণ্ড-বাসী, যাহারা তাহাদের গাভীর এত সেবা ও পরিচর্য্যা করে? অখিল ভারতীয় গো-সভাতেও দলাদলি নচেৎ সেখানেও এই দশ বৎসরে অনেক কাজের কাজ হইত। যাহা-হোক ধন্য মাননীয় জজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি এত বাধা বিপত্তি সত্বেও কলিকাতায় শুষ্কগাভীকুলের রক্ষা ও স্বামীদের ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা তাঁহাদের সরকার দত্ত দেউলটী-চরে করিতেছেন। এখন সমগ্র কলিকাতাবাসীর একান্ত প্রয়োজন যে তাঁহাকে সাহায্য দান ও সাহচর্য্য করেন। এ সম্বন্ধে সফলতা লাভ করিতে হইলে পাড়ায় ২ গোসভা (Cow club) বিলাত আমেরিকা ও হলন্দ আদি দেশের অনুকরণে করিতে হইবে।

তাহার পর বৃষ সংকট দূর করিতে হইবে। সমগ্র বৃটিশ ভারতের মধ্যেও ২৫০ জেলার মধ্যে মাত্র ৫০ কোটী গবী ও মহিবী আছে; তাহাদের গর্ভাধান জন্য অন্যূন ১ কোটী বলিষ্ঠ বৃষের প্রয়োজন। তাহা দেশে কৈ? আছে কেবল মাত্র ৭০টি বাকী সব স্ক্রব্ (Scrub or খেঁটে) ষাঁড়। কাজেই অবনতি ও খালি কেঁড়ে অবশ্যম্ভাবী। গোসভা শুষ্ক গাই পালন করিবেন, গাই চরাইবেন, পীড়ায় চিকিৎসা করিবেন ও গর্ভিনী হইলে তাহা গোস্বামীকে ফেরৎ দিবেন। কলিকাতাবাসী এরূপ সৎকার্য্যে কি অগ্রসর হইবেন না। ভুয়া হিন্দু নামের শ্লাঘা করিলে আর কি হইবে। ধনীগণ এই কাজে সংঘবদ্ধ হউন এই প্রার্থনা। আজ এই পর্য্যন্ত। এ সম্বন্ধে সডাক পত্র দিলে উত্তর দিব।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার
(গো-বিশেষজ্ঞ)
৩১ নং এলগিন রোড, কলিকাতা।

কলার চাষে জীবিকা নির্ব্বাহ।

[শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য]

(বারাসতের নিকট হৃদয়পুর ষ্টেসনের ঠিক পশ্চিমে কলার চাষ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের হিতার্থে নিবেদন করিলাম।)

৮০ হাত × ৮০ হাত জমির পরিমাণকে একবিঘা বলে। ৭ হাত অন্তর কলাগাছ রোপিত হয়। সুতরাং এক বিঘা জমিতে ১২ × ১২ = ১৪৪টি কলাগাছ বসিবে। দুই বৎসরের পর প্রত্যেক ঝাড় হইতে অন্ততঃ তিন কাঁদি কলা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক কাঁদিতে দশ গণ্ডা হইতে এক পণ **কাঁচকলা** ফলে। গড়ে প্রত্যেক কাঁদিতে ১৫ গণ্ডা ধরিলেও প্রত্যেক ঝাড়ে একপণ পাঁচগণ্ডা কলা পাওয়া যায়। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কাঁচকলা গড়ে প্রায় এক টাকা করিয়া পণ বিক্রয় হয় (কলিকাতার আশ পাশের পাইকারি দর)। আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কাঁচকলা গড়ে দশ আনা পণ বিক্রয় হয়। তাহা হইলে বৎসরে গড়পড়্‌তা কাঁচকলার পণ তের আনা ধরিতে পারা যায়। সুতরাং প্রতি ঝাড় হইতে বৎসরে কাঁচকলা বিক্রয় করিয়া ১৫ পাওয়া যায়। অতএব এক বিঘা জমি হইতে কাঁচকলা পাইকারী দরে বিক্রয় করিয়া ১৪৪ ঝাড় হইতে ১৪৬৷০ পাওয়া যাইবে।

পাঁচ বিঘার কম কলাবাগান করা উচিত নয়। যাহারা কলার চাষকে উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদের কথা বলিতেছি। পাঁচ বিঘা জমিতে কাঁচকলার চাষ করিলে বৎসরে ৭৩১৷০ পাওয়া যাইবে।

কলাবাগান বৎসরে ২ বার খোঁড়াইতে হয়। একবার চৈত্র মাসে আর একবার কার্ত্তিক মাসে। একবিঘা ধাঙড় দ্বারা কোপাইতে পাঁচ টাকার অধিক পড়ে না। একবিঘা জমি ২ বার কোপাইতে বৎসরে ১০৲ খরচ। ৫ বিঘা জমি কোপাইতে বাৎসরিক খরচ ৫০৲ টাকা। কলার এঁটে (গোড়া) তুলিয়া ফেলিবার জন্য বিঘা প্রতি প্রত্যেক বার খোঁড়াইবার সময় ২টা ধাঙড় লাগিবে। তাহাতে বার আনা হিসাবে বৎসরে ৩৲ খরচ।

কলাবাগান উত্তমরূপে বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিতে হয়। প্রথম বৎসর চারিধারে পগার কাটিয়া কাঁদির উপর চিতা, বাগ্‌ভ্যারাণ্ডা জিবল, কাঁটামুদি প্রভৃতি বসাইয়া

বেড়া দিতে হয়। প্রতি বিঘা বেড়া দিতে ২০ খানি বাঁশ লাগিবে। পল্লীগ্রামে ২০ খানি বাঁশের মূল্য ২৷৷০ টাকা। বেড়া বাঁধিবার জন্য কাতা (নারিকেল দড়ি) ⁄১ লাগিবে ; উহার মূল্য আট আনা। মজুরি ৬৲। পগার কাটিবার মজুরি ৫৲। সুতরাং এক বিঘা জমি পগার কাটিয়া বেড়া দিবার বাৎসরিক খরচ—৫৲+২৷৷০+৷৷০+৬৲ =১৪৲

পাঁচ বিঘা কলাবাগানের বার্ষিক খরচার তালিকা ;—

একবিঘা জমির খাজনা ৫৲ বিঘা হিসাবে	২৫৲
বৎসরে দুইবার খোঁড়াইবার খরচ	৫০৲
এঁটে তুলাইবার খরচ বৎসরে (৩৲ বিঘা হিসাবে)	১৫৲
বেড়া দেওয়া ও পগার কাটা বাৎসরিক খরচ বিঘা প্রতি ১৪৲ হিসাবে	৭০৲
কলা হাটে বিক্রয় করিবার জন্য মুটে বা গাড়ীভাড়া মাসিক ২৲ হিঃ বাৎসরিক খরচ	২৪৲
মোট খরচ	১৮৪৲

পাঁচবিঘা কলাবাগানের বার্ষিক আয়ের তালিকা ;—

কলা	৭৩১৷০
৪৩২ মোচা ২টা করিয়া পয়সা হিঃ—	৩৷৵০
৪৩২ থোড় ⁄০ হিসাবে	২৭৲
মোট আয়	৭৬১৷৷৵০

খরচ বাদে খাঁটি (net) আয় ... ৫৭৭৷৷১০

পাঁচ বিঘা জমির বেড় ৭২০ হাত। বেড়ার ধারে ধারে পেঁপে গাছ লাগান যাইতে পারে। ৫ হাত অন্তর পেঁপে গাছ বসাইতে হয়। তাহা হইলে ৭২০ হাতের মধ্যে ১৪৪টী পেঁপে গাছ বসিবে। বোম্বাই পেঁপে বসাইলে লাভ বেশী হয়। আমি দেশী পেঁপে বসাইয়া ছিলাম। উহা হইতে যে আয় হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে দিলাম। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে পেঁপে গাছ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। গড়ে প্রতি গাছ হইতে বৎসরে ২ কুড়ি পাকা মাঝারি আকারের পেঁপে পাইয়াছিলাম বারাসতের হাটে বার আনা করিয়া কুড়ি বিক্রয় হইয়াছিল।

বেড়ার ধারেস্থিত পেঁপে গাছের বাৎসরিক আয় ;—

১৪৪×২=২৮৮ কুড়ি পেঁপের দাম ৸০ কুড়ি হিঃ	২১৬৲
পেঁপে হাটে লইয়া যাইবার মুটে খরচ	১৬৷৷৵০
পেঁপে হইতে খরচা বাদে খাঁটি আয়	১৯৯৷৵০

সুতরাং পাঁচবিঘা কলাবাগান হইতে খরচা বাদে বাৎসরিক আয় ৫৭৭৷৷৵০+১৯৯৷৵০=৭৭৭৲

অতএব পাঁচবিঘা কলা বাগান হইতে মাসিক আয়=৬৪৸০

একটি মালী রাখিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে উহাকে খাটাইলে আয় কিঞ্চিদধিক দ্বিগুণ হয়। মফঃস্বলের হাটে পেঁপে বা কলা বিক্রয় না করিয়া মালীকে দিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে হয়। যে কলা বারাসাতের হাটে ৸০ পন বিক্রয় হয়, সেই কলা শিয়ালদার বাজারে বা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে ১পন ১৷০ হিসাবে বিক্রয় করিয়াছি। বারাসাতের হাটে যে পেঁপের কুড়ি বার আনা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে সে পেঁপের ২৲ কুড়ি বিক্রয় হইয়াছে। একটি মালী রাখিলে বাৎসরিক খরচ প্রায় ২০০৲ টাকা. তবে তাহার দ্বারা কোপান ও বেড়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কাজই চলিতে পারে। প্রাতে ১টী বা ২টী বাজরা কলা পেঁপে, থোড়, মোচা লইয়া শিয়ালদার বাজারে বিক্রয় করিয়া ১২টার মধ্যে মফঃস্বলের গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে। তাহার জন্য একখানি মাস টিকেট কিনিতে হইবে। উহার ভাড়া ৫৲। অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি মালীরা ভয়ানক চোর। বিক্রয়ের ভার তাহার হাতে দিলে সে দু'হাতে চুরি করিবে। চুরি নিবারণের জন্য নিজে একখানি মাস টিকেট কিনিয়া উহার সহিত প্রত্যহ যাইতে হইবে।

এখন দেখা যাক্ একজন শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকের পক্ষে ৫ বিঘা কলা বাগান করা সম্ভব কি না। যে এতদিন বিজ্ঞানের গুঢ় রহস্য ভেদ করিবার জন্য যাহার যৌবনের প্রথম পাদ অতিবাহিত হইয়াছে, দর্শনের কূট মীমাংসা হৃদয়ঙ্গম করিতে যাহার মস্তিষ্ক এতদিন আলোড়িত হইয়াছে, তাহার পক্ষে এখন কলা বাগান করা সম্ভব কি না ?—বিচার করিতে হইবে।

প্রথমে দেখা যাক্ কলা বাগানে কি কি কাজ করা আবশ্যক হয়। প্রাতঃ—কৃত্যাদিও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে মালীকে সঙ্গে লইয়া বাগানে যাইতে হইবে। একবার বাগানটি বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যে কলা গুলি বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে কাঁদি গুলি কাটাইতে হইবে। থোড় বাহির করিয়া লইয়া কলার পেটো গুলি কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড়ো করিতে হইবে।

মালীর মাথায় কলার বাজরা চাপাইয়া কলিকাতায় যাইয়া শিয়ালদার বাজারে মাল বিক্রয় করাইতে হইবে। পয়সা সর্ব্বদাই নিজের কাছে রাখিবে। মালী বিক্রয় করিবে। তোমার লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ১২টা বা ১টার মধ্যে কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে মালীকে ৪খানা রুটি ও একটু গুড় খাওয়াইয়া লইবে। নিজেও একটু জলযোগ করিয়া লইবে। কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর একটু বিশ্রাম করিয়া স্নান আহার সমাপনান্তে ঘণ্টা খানেক নিদ্রা যাইবে পরে বাড়ীর মেয়েদের গল্পস্থলে সুশিক্ষা দিবে। ২টার পর মালীকে লইয়া বাগানে যাইবে। কলার পেটো গুলি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড়ো না করিয়া গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহার হইতে পারে। যদি কলার পেটোগুলি জড়ো করান হয়, তবে সে গুলি শুকাইয়া গেলে পোড়াইয়া ফেলিবে। নচেৎ সে গুলি পচিয়া অস্বাস্থ্যকর হইবে; ছাই কচুগাছের গোড়ায় সার রূপে ব্যবহার হইতে পারে। যে গাছ হইতে কাঁদি কাটা হইয়াছে, সেই গাছের এঁটে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। নচেৎ তাহাতে পোকা লাগিয়া সেই ঝাড় নষ্ট হইয়া যায়, ইহাকে চলিত কথায় "ছুঁইয়ে ধরা' বা "ঝোড়া লাগা' বলে। চুঁচুড়া, মানকুণ্ড সেওড়াফুলি, সিঙ্গুড় ও তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে কলা গাছের এঁটে খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া খোলের সহিত মিশাইয়া গরুর প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকল অঞ্চলে শীতকালেও গরুকে এঁটে খাওয়াইয়া থাকে, তাহাতে গরুর কোন ব্যাধি হইতে শোনা যায় না। ৫ বিঘা কলা বাগান থাকিলে তাহার এঁটে, পেটো, মোচার, খোলা, পাতা প্রভৃতি দ্বারা ২টা গরু অনায়াসে প্রতিপালন করা যায় অর্থাৎ ১৷৷।২ সের দুধ বারমাস ঘরে থাকে টাকায় ৪ সের হিসাবে ১৮০৲ বাৎসরিক লাভ। এটা কলা বাগানের উপরি লাভ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

উপায় কি ?

(শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

এই 'কৃষকে'ই এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কতবার বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়া আমার মনোভাব দেশবাসীকে জানিয়েছি। সকলেই এখন ভাবছেন, উপায় কি? ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলবার পর দেখি, সব পুতুল হয়ে গেছে, কারও কোনও উপার্জ্জন ক্ষমতা নেই! এখন উপায় কি? এর উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন কর্ত্তারাই দিয়ে দিয়েছেন। লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করবার ফলে যদি পুতুলই হয়ে যায়, তবে আর 'লেখা পড়া' শিখিয়ে সে কাজ না করাই উপায়। তবে কি ছেলেদের অশিক্ষিত করে রাখব? তা' কখনই কেহ অনুমোদন করবেন না। আমাদের প্রথম ভুল হচ্ছে শিক্ষার মানে শুধুই লেখাপড়া বোঝা। শিক্ষা অর্থে জানা বা জ্ঞানার্জ্জন বোঝায়, লেখা পড়া তারই একটা অঙ্গ মাত্র এবং শুধু সেই উদ্দেশ্যেই লেখাপড়ার প্রয়োজন। কিন্তু মানুষকে জানিতে হইবে কি? কেমন করিয়া সে বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকিতে হইবে কেন, এবং বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, তাহার কিসের প্রয়োজন? ইহাই যথার্থ শিক্ষা, আমাদিগকে ছেলেদের জন্য ওই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহাই উপায়।

কথাটী বোধ করি অনেকের নিকট বেশ পরিষ্কার হইল না। আচ্ছা, স্থূল দৃষ্টান্ত লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাউক। পরে যদি সময় ও সুযোগ হয়, সূক্ষ্মভাবেও আলোচনা করা যাইবে। আমাদের বাঁচিবার জন্য যে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উপার্জ্জনে অক্ষম বলিয়া ছেলেদের মানুষ হওয়ার পরিবর্ত্তে পুতুল হওয়া হইতেছে, সেই অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ই আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন; আমাদিগকে কেমন করিয়া উহা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে।

গত বিক্রমপুর যুবক সম্মিলনীর অধিবেশনে এই সকল বিষয়ের অনেকটা আলোচনা হইয়াছিল। উহার সকল বিষয়ের সহিত আমার মতের সামঞ্জস্য না থাকিলেও অনেক বিষয়ের সহিত আছে, তাই সমালোচনার ছুরি হাতে না লইয়া, শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করি। 'আমাদের বৃত্তি সমস্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে চর-জমী-আবাদ ও জন শূন্য অঞ্চলে বৃহত্তর বাংলা স্থাপনের বিষয় ভেবে দেখতে হবে।' দারিদ্র্যের সঙ্গে আমাদিগকে যুঝিতে (যুদ্ধ করিতে) হইবে, অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, এবং তার জন্যে গ্রামে বসেই নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে'। 'কুটির শিল্প প্রচলন, জীবিকা নির্ব্বাহের নূতন প্রণালী অনুসন্ধান প্রভৃতি করিতে হইবে'।

কথাগুলি বলিতেও বেশ, শুনিতেও বেশ, কিন্তু কাজে করা বড় শক্ত। চর আবাদ অঞ্চলের যে অভিজ্ঞতাটুকু আমার আছে, তাহাতে বলিতে পারি সেখানে গিয়া যাহারা সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের অনেকেরই লেখাপড়া জানা ছিল না। তাঁহাদের কিন্তু কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি এই ছিল যে, বন্যজন্তুদের বিতাড়িত করতঃ তাহারা জঙ্গল অধিকার করিয়াছিল, এবং ক্রমশঃই উহাকে পরিষ্কার করিয়া বিশাল কাম্যক্ষেত্ররূপে উহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, মাটী খুড়িয়া নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় রত্ন তুলিয়াছে এবং জমীদারদিগকেও লাভবান করিয়াছে। তাহারা সেখানে, তাহাদের বুদ্ধিতে যতটা কুলাইয়াছে, সবই করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের,—আমাদের মত সহর ও নগরবাসীগণের অন্নদাতা সেই কৃষকগণের, এখনও অনেক প্রয়োজন আছে এবং আজকাল সেই সকল প্রয়োজন সাধনের দিনও আসিয়াছে। আমরা কি শুধু তাঁহাদিগের দেওয়া অন্ন রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব? আমাদের ও কি তাঁহাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই? আজকাল ত ঐ সকল অঞ্চল পূর্ব্বের মত বন্যজন্তু সমাকুল নাই এখনও ত আমরা তাঁহাদের যাহা প্রয়োজন তাহা লইয়া কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও অধ্যবসায়ী হইয়া তাঁহাদের পার্শ্বে যাইতে পারি?

শুধু ধান্যেই ত মানুষের অভাব মেটেনা! সুতরাং অবশিষ্ট অভাব মিটাইতে আমাদের শিক্ষা লইয়া সে দিকে যাইতে হইবে, সহরের জনাকীর্ণতা ঘুচাইতে; এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচনার্থ সহিষ্ণুতা, সাহস ও অধ্যবসায় লইয়া সেখানকার অশিক্ষা বিতাড়িত করিতে ও সেখানকার ও এখানকার সংযোগ সাধন করিতে আমাদিগকে সেখানে যাইতেই হইবে। সেখানকার রোগ ও অন্য ভয়ের ভাগ লইতে—এবং আমাদের শিক্ষা সাচ্ছন্দ বিধান ও চিন্তাশিলতার ভাগ তাহাদিগকে দিয়া তাহাদিগকেও আমাদের করিয়া লইতে যাইতে হইবে। সেখানের ভূমিকে স্থানে স্থানে আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত ও উচ্চ করিয়া অত্যধিক চাষের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে; তাল, নারিকেল, খেজুর ও বাঁশের চাষ সেদিকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, আম, কাঁটালের বাগান বসাইতে হইবে, এই সকল করিতে কত পুষ্করিনীর উৎপত্তি হইবে তাহাতে সে অঞ্চলের

মৎস্য ব্যতীত এ অঞ্চলের পোনার উৎপাদন করিতে হইবে, তুলার চাষ ও তাঁতির বাস করিতে ও করাইতে হইবে। একদিনে অবশ্য সবগুলি হইবে না। প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া ক্রমে ক্রমে সব করিতে হইবে। ইহাতে কত বেকারের অন্ন সংস্থান হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে সকল অঞ্চলে বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, হয়ত রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে ধান্যমুদ্রার বিনিময়ে আপাততঃ বিদ্যাদান করিতে হইবে।

চর আবাদ অঞ্চলে পূর্ব্বগামীগণ নিজেদের চাষের সুবিধার জন্য গোপালন করিয়া থাকে। শুধুই লাঙ্গলের গরু পালন করা অসম্ভব, কাজেই গাভী পালন পূর্ব্বক গোবংশ বৃদ্ধি করতঃ তাহাদিগকে নিজেদের চাষের জন্য গরুর অভাব মিটাইতে হইয়াছে। ফলে সেখানে দুগ্ধ প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মিতেছে। আমি দেখিয়াছি কোন কোন ভদ্র সন্তান আজকাল সহর ছাড়িয়া আবাদে ছুটাছুটী করিয়া বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত সংগ্রহ পূর্ব্বক সহরে নগরে ঘৃতের আমদানী করিতেছেন, ইহা একটি সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। এই সকল চর আবাদ অঞ্চলে অনেক অল্প ব্যয়ে গোপালন এবং ছাগ মেষাদি পালন করা চলে। 'কৃষকের, অনেক লেখক অনেকবার গো-পালন এবং ছাগ মেষাদি পালন বিষয়ে পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমি আর অধিক কিছু বলিব না।

সহর-নগরের মোহ আমাদের না ভাঙ্গিলে আমরা ক্রমশঃ নিরূপায় হইতে থাকিব। এক স্থানে বহু লোকের বাসের ফল কলহ বিবাদরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিবেই, অল্পস্থান বহু লোকের অভাব মিটাইতে পারে না, কাজেই কলহ বিবাদের কারণ হইয়া পড়ে। সমাজকে বহু বিস্তৃত করিতে হইবে। চর আবাদেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু গ্রামের পত্তন করিয়া তথায়ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। চাকরীর খাতিরেও অনেক ভদ্র সন্তান বাধ্য হইয়া সুদূর প্রবাসে সপরিবারে জীবনযাপন করিতে হয়। না হয় অন্ন উপার্জ্জনের জন্য ঐ সকল অঞ্চলেই প্রবাস স্থাপন করা হউক। তাহাতে ক্রমে ক্রমে অনেকে আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান করিতে পারিবেন। এইরূপেই দারিদ্রের সহিত যুদ্ধ করা হইবে। সহর নগরের শিক্ষিত পুত্তলিবিশেষ বেকারগণ ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ুন, তদ্ব্যতীত উপায় নাই। 'আমি শিক্ষিত ভদ্র' ইত্যাকার অভিমানকে জলাঞ্জলী দিয়া কষ্ট সহিষ্ণুতা, সাহস ও অধ্যবসায় লইয়া বাহির হইয়া না পড়িলে আর উপায় নাই। আমি দেখিয়াছি, কেহ কেহ ঐরূপে বাহির হইয়া পড়িয়া আপনাদের অভাব মিটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং পূর্ব্ববাসের সহিত সম্বন্ধ মাত্র থাকাতে গ্রাম্য কলহ বিবাদের হাত হইতে মুক্তি করিয়াছেন, অথচ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই।

দেশের জমীদারগণকেও বলি, তাঁহারা প্রজাপালনকত্ব হারাইয়া ক্রমশঃ আপনাদের প্রভুত্বও হারাইতেছেন, কিন্তু প্রভুত্বের মোহ ছাড়িতে না পারিয়া বিবিধ প্রকার

বিবাদ ও মামলার সৃষ্টি করতঃ আপনাদের প্রভুত্ব বজায়ের জন্য যে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে, দিন দিন আপনারাই হীন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকার ভদ্রলোককে অশিক্ষিত প্রজামণ্ডলীর মধ্যে প্রতিষ্ঠীত করতঃ আপনাদের পূর্ব্বসম্মানে পুনর্ব্বর্জ্জনের উপায় করুন। অনেক জমীদারকে বলিতে শুনিয়াছি, প্রজাকে শিক্ষিত হইবার সুযোগ দিলে তাহাদিগকে বশে রাখা সম্ভব হইবেনা বলিয়া তাঁহারা এরূপ প্রথার পক্ষপাতী নহেন। ইহা তাঁহাদের একটি বড় ভুল। প্রজাপালকত্বই প্রজাকে বশে রাখিবার সর্ব্বোৎতষ্ট উপায়। প্রজার উন্নতিই জমীদারের উন্নতি বলিয়া মনে করা উচিৎ। প্রজা লইয়াই ও তিনি জমীদার। বরং অশিক্ষিত প্রজা, যখন তাহাদের অন্ধ আকাঙ্খায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিবে, শিক্ষার অভাবে প্রভুবশত্বরূপ শৃঙ্খলার উচ্ছেদ সাধনে অধীর হইয়া পড়িলে, আর তাহাদিগকে বশে রাখা কঠিন হইবে। বর্ত্তমান কালে ঈদৃশ দৃষ্টান্তের অভাব নাই! অতএব জমীদার দিগেরও কর্ত্তব্য প্রজাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। যদি জমীদারগণ এই ব্যবস্থায় উদাসীন হয়েন, তবে সত্য করিয়া তাঁহারাই দেশের প্রতিনিধি এবং প্রভু হইবেন।

মূলধন কোথায়? অনেক কথা ত বলিলাম, শুনিয়া অনেকেই হয় ত বলিবেন, মূলধন কোথায়, যে চর আবাদ অঞ্চলে যাইয়া চাষ বাস বা ব্যবসা বাণিজ্য করিব? ইহার উত্তরও আমি ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। পূর্ব্বগামী দরিদ্র অশিক্ষিতগণ, আজ যাহারা চর আবাদে প্রতিষ্ঠীত হইয়া সমৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা কি মূলধন লইয়া জঙ্গলে গিয়াছিলেন? শরীরের সামর্থ্য ও মনের সাহস ও অধ্যবসায় এবং কষ্টসহিষ্ণুতা, আর দারিদ্র্যজনিত নিরভিমান ও বিনয় যাহাতে মুগ্ধ হইয়া ভুস্বামীগণ তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া প্রতিষ্টিত হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন। হয়ত গ্রামে বসিয়া শিক্ষিত ভদ্র সন্তান চাষবাষ কিম্বা দোকানপাট করা লজ্জাস্কর মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রবাসে এই প্রকার কর্ম্ম করা সহজেই হইতে পারে, সেখানে কেহ তাঁহাকে লজ্জা দিবে না। বরং নির্জ্জন সাধনা, অপরিচিতের মধ্যে থাকা নির্জ্জনবাসেরই তুল্য,—তাঁহাকে পূর্ণ মনোযোগের সহিত কাজ করাইয়া শিঘ্রই তাঁহাদিগকে সিদ্ধিতে উপনীত করাইবেন। গ্রামে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকা কালে দরিদ্র আপনাকে দরিদ্ররূপে পরিচিত করিতে পারেন না, কিন্তু প্রবাসে তাহা অনায়াসে পারেন। নিজের দারিদ্র্যকে সত্য করিয়া বোধ করা চাই, তবেই তাহা হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্খা জাগিবে।

আজিও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়; তবে সত্য সত্যই আমরা নিরূপায়। নতুবা উপায় আছে। যে আর্য্য সন্তান বলিয়া আমরা গৌরব করিয়া থাকি, কৃষি এবং কৃষিজাত পণ্য বিনিময়ই তাহাদের জীবিকা ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট, প্রভৃতি পরীক্ষায় পাশ করিয়া ২০।২৫ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী হইয়া এদিক ওদিক হইতে

দু'পয়সা উপরি রোজগার করতঃ কোন প্রকারে দিন গুজরান ও ভবিষ্যৎ কেরানী উৎপাদন করতঃ জাতির উন্নতি হইবে না। দেশসেবার নামে লোক ঠকাইয়া দু'পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা করিয়াও জাতির উন্নতি হইবে না লেখাপড়া শিখিয়া তদ্‌সাহায্যে সমস্যার সমাধানের উপায় জানিয়া সাহসের সহিত কাজে নামিয়া পড়িলে এবং জাতির অন্ন বস্ত্র উন্নতির আশা আছে। বাঙ্গালী ভদ্র সন্তান তাহা করিবে কি? থিয়েটার বায়স্কোপ ত আমাদের মূলধন লইয়া যাইতেছে। দরিদ্রের দারিদ্র্য প্রশ্নের সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বিলাস বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য।

ভুলের পথে।

উপন্যাস।

[শ্রীজহর লাল বিশ্বাস]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাসে বেলা তখন প্রায় বারটা, সূর্য্যদেব একেবারে আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে যাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে তাঁহার কিরণ বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে এমন উত্তপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, পশু পক্ষী হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেই একটু শীতল ছায়াযুক্ত স্থানে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু ঐ যে সুরেশ বাবুর পরিত্যক্ত প্রাঙ্গনে একটি যুবক এই প্রচণ্ড রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া কয়েকটী চারা রোপণ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন; আপনারা বোধ হয় তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না? ইনিই আমাদের সুরেশবাবু। আমিয়বাবুর কথামত কলিকাতা হইতে কতকগুলী নেবুচারা আনিয়া ঐ পরিত্যক্ত প্রাঙ্গনে এই অসহনীয় রৌদ্র মাথায় করিয়া সেইগুলিকে রোপণ করিতেছিলেন। দুইটী কি তিনটী রোপণ করিতে বাকী আছে, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বলিলেন "কিহে এখনও এখানে ব'সে ব'সে গাছ পুঁতছো, আজ শনিবার মনে নেই বুঝি।" এই কথা শুনিয়া সুরেশবাবু সাবলটি মৃত্তিকায় রাখিয়া পশ্চাতে চাহিয়া

দেখিয়া বলিলেন, "কে সতিশ বাবু নাকি? একেবারে খেয়ে দেয়ে যে?" সিগারেট টানিয়া সতিশবাবু বলিলেন, "বেলা বারটা বেজে গেল, আর খাওয়া দাওয়া হবে না, এখন চল চল তিনটেয় সুরু হয় তা' তো জান।" ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, "বারটা বেজে গেছে! তা' খেয়ে দেয়ে তিনটের মধ্যে পৌছুতে পার্ব্ব কি?" "খুব পার্ব্বে খুব পার্ব্বে, এখান থেকে দেড়টার গাড়ীতে গেলে অড়াইটার সময় রেসকোর্সে পৌছে যাব; তুমি শীগ্‌গীর যাও চান টান করে খেয়ে এস, আমি ষ্টেসনে অপেক্ষা কচ্ছি?" "আচ্ছা আমি শীগিরই যাচ্ছি।" এই বলিয়া সুরেশবাবু বাকী কয়েকটি চারা রোপণ করিতে মনোনিবেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া সতিশবাবু বিরক্তিস্বরে বলিলেন, 'আবার ঐ গুলো নিয়ে ব'স্‌লে, ও রেখে দিয়ে তুমি যাও নইলে হাটার ট্রেণ পাওয়া যাবে না। শেষে দু'টো নেবু গাছের জন্য আজ কতকগুলো টাকা লোকসান হবে।" ইহা শুনিয়া সুরেশবাবু সাবল ও নিড়ানী লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং নেবুর চারা কয়টী সেই স্থানে পড়িয়া রহিল।

সুরেশবাবু যখন সতিশবাবুর দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলেন, তখন দুইটী ব্যক্তি আসিয়া সতিশবাবুকে বলিলেন "আজ তা'হ'লে সব ঠিক হবে তো? অপর ব্যক্তি বলিল, "নিশ্চয়! আজ না হ'লে আর হবেও না।" "না হবার তো কোন কারণ দেখ ছি না, তোমরা এত উতলা হ'য়ো না, সতিশ যখন ওকে একবার রেসখেলার নেশায় ঢোকাতে পেরেছে তখন আজ না হয় দু' দশ মাস পরেও কাজ হাসিল ক'রে নেবে।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি একটা সিগারেট ধরাইলেন, প্রথম ব্যক্তি বলিল; "যা পার শীগ্‌গীর করে নাও, কারণ অমিয়বাবু জান্‌তে পেরেছে যে, সুরেশবাবু রেস খেলছে।" "জানলেই বা যদি—"দ্বিতীয় ব্যক্তি বাধা দিয়া বলিল "ঐ যে অমিয়বাবু আসছে।" "চল চল এখান থেকে খসে পড়া যাক।" সতিশবাবু এইকথা বলিতেই সেস্থান হইতে সকলে প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিয়ৎপরে অমিয়বাবু আসিয়া সেই পরিত্যক্ত নেবুচারা কয়টী রোপন করিয়া কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

সংগ্রহ।

খনিজ পদার্থ আবিষ্কার কল্পে এরোপ্লেন।

উত্তর রোডেশিয়া প্রদেশে পার্ব্বত্য এবং জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তৃত ভূমিভাগে তাম্র এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ আবিষ্কারকল্পে এরোপ্লানের সাহায্য লওয়া হইবে এরূপ স্থির হইয়াছে।

স্বল্পব্যয়ে গো পালন।

আমাদের পাঠকপাঠিকাবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে গোরুকে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কেবল দুধ দুহিবার সময় সত্ত্বাধিকারীর সহিত সম্পর্ক থাকে। বিলাতে মারল্‌বরো অঞ্চলে গোজাতি থাকিবার পাকা বন্দোবস্ত নাই। তাহাদের প্রায় সারা বৎসর বাহিরেই থাকে। দুধ দোহনকালেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহাদের দুধ দোহন করিয়া লওয়া হয়।

সম্রাটের জন্তু প্রীতি।

বিলাতে বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাট এবং সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং গৃহপালিত মুরগী হাঁসকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া থাকেন। আমাদের দেশের ধনী এবং পদস্থ ব্যক্তিগণের এবিষয় অনুকরণীয়।

বিলাতের পাইন বৃক্ষ।

কানাডা দেশে পাইন বৃক্ষ উচ্চতায় প্রায় ২৫০ ফুটেরও অধিক দেখা যায়। তদৃষ্টে ইংলণ্ডেও এ বৃক্ষের উন্নতিকল্পে বিশেষজ্ঞগণ মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের দেশীয় Douglas ডগ্‌লাস্ পাইন বৃক্ষ যাহাতে আরো বাড়ে এবং উচ্চ হয় তাহার বিষয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন।

বৃক্ষ রোপণ।

বর্ত্তমান সভ্যতায় বৃক্ষ রোপণ যে মানবের আবশ্যকীয় কার্য্য হওয়া উচিত সে বিষয় যেন বেশ শিথিলতা দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয় এ বিষয় আবার দৃষ্টি পড়িয়াছে।

বিলাতে সহস্র সহস্র বৃক্ষ রাজকীয় কৃষি কমিশন ও জনসংঘ উভয়ের দ্বারাই রোপিত হইয়াছে। লর্ড উলাভিংটন মহোদয় স্বয়ং তাঁহার জমিদারী সাসেক্সে এ ১০০০০০ লক্ষ ক্ষুদ্র চারা লাগাইয়াছেন। আশা করি এদেশের জমীদারবর্গ এবং জনসাধারণ এবিষয় মনোযোগী হইবেন।

এক পাউণ্ড মধু।

বিশেষজ্ঞগণের মতে বিশ হাজার মধুমক্ষিকা সমবেত শক্তি দ্বারা এক পাউণ্ড মধু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়!

আলুর রং পরিষ্কার রাখা।

আলু ছাড়াইবার পর সাধারণতঃ জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। ঐ জলের মধ্যে পূর্ব্বেই কয়েক ফোটা লেবুর রস দিয়া লইলে ছাড়ান আলুর রং ময়লা হয় না।

ডিমের উপকারিতা।

ডিমের সাদা অংশ জলে মিশাইয়া রুগ্ন এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকে সেবন করাইলে তাহার পরিপাক সহজে হইবে। এবং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ হিতকারী।

বীটপালঙের চিনি।

বিলাতে বীট পালঙ হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। সেজন্য যত্ন করিয়া ইহার চাষ হইয়া থাকে। সেখানে বিগত বৎসরে শতকরা ১২·৭ ভাগ চাষ (রুশদেশ ব্যতীত) প্রায় দুই আনা অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রুশদেশ ধরিলে হিসাবে শতকরা ১৪·১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শাকের উপকারিতা।

বিলাতী শেলারী (Celery) নামক শাক বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম খাদ্য।

স্পাইন্যাক (spinach) স্পাইন্যাকের মধ্যেও লৌহের ভাগ প্রচুর থাকায় রক্তাল্পতা রোগীর মহৌষধ। এই জাতীয় শাক সারা বৎসরই চাষ যোগ্য। Carrot (গাজড়) অশ্বের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে ইহার স্বাস্থ্য ভাল রাখে ও শ্রী বৃদ্ধি হয়।

লেটুসে (lettuce) ভিটামাইন অনেক পরিমাণে থাকায় প্রত্যহ খাদ্যের নৈমিত্তিক অঙ্গ হওয়া উচিত।

কমলালেবুর উপকারিতা।

কমলালেবু এবং সকল প্রকার লেবু কেবল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালের উপযোগী এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস যেন না থাকে। শীতকালেও সকল ঋতুতেই ইহার উপযোগীতা ও উপকারিতা আছে বলিয়া সকল সময়ই ইহার ব্যবহার করা উচিত।

নিখিল ভারত কৃষক সমিতি।

শান্তিপূর্ণ বৈধ উপায়ে কৃষকদিগের সামাজিক, অর্থ-নীতিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও রাজনীতিক উন্নতিবিধানের জন্য এলাহাবাদে প্রধান কেন্দ্র করিয়া একটি নিখিল ভারত কৃষক সমিতি গঠিত হইতেছে। যিনি কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য রেলে ৩ হাজার মাইল ও পদব্রজে আড়াই শত মাইল ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাকে সমিতির সভাপতি করা হইবে। সমিতির জন্য তাঁহাকে অন্তত ১০ দিন কাজ করিতে হইবে।

নিরলস পিপীলিকা।

জীবতত্ত্ব-বিদেরা মাথা ঘামাইয়া এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পিপীলিকারা আদৌ নিদ্রা যায় না। তাহারা একটু বিশ্রাম করে মাত্র। তাহারা সর্ব্বদাই আপন কাজে ব্যস্ত। মৎস্যগণের চক্ষু বুজিবার উপায় নাই, কাজেই তাহাদের ঘুমাইবারও উপায় নাই মধুমক্ষিকাদের শ্রমশীলতার জন্য খ্যাতি আছে। তবুও তাহারা নিদ্রা যায় ও সারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করে না। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের কথায় বুঝা যায় যে পিপীলিকারা তাহাদিগকেও হার মানাইয়াছে।


চা বাগান

১৯২৬-২৭ সনে, চায়ের বঙ্গিয় বৈদেশিক বাণিজ্য।

১৯২৬। ১৯২৭ সালের বঙ্গের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে বিবরণ পুস্তিকা বা রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় কলিকাতার বন্দর হইতে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি পরিমাণ চা রপ্তানি হইয়াছে। তাহা হইতে বিগত দুই বৎসরের তুলনামূলক রপ্তানী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পাঠকগণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, কোন্ কোন্ দেশ ভারতের চার উপর নির্ভরশীল এবং আমরাও গৌরবের সহিত বলিতে পারি ভারতীয় শ্রমজীবীগণের শ্রমোৎপন্ন দ্বারা পৃথীবির কত দেশে চা পানের আনন্দ সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হইতেছে। তদ্দেশীয় লোকদিগের কর্ত্তব্য চা উৎপাদনকারী শ্রমিকগণের সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের বিহিত চেষ্টা করা ও তজ্জন্য আইন প্রণয়ণে সাহায্য করা।

চার রপ্তানী সম্বন্ধে মন্তব্য।

জাহাজে রপ্তানী বিল হইতে জানা যাইতেছে—১৯২৫-১৯২৬ সালের গড়পরতা এক পাউণ্ডের দর ১।/১৫

১৯২৬-২৭ সনে গড়পড়তা দর ৸/৫

চা-রপ্তানী।

যে যে দেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার নাম।	১৯২৫—১৯২৬ পাউণ্ড	১৯২৫—১৯২৬ মূল্য এত লক্ষ টাকা	১৯২৬—১৯২৭ সন পাউণ্ড	১৯২৬—১৯২৭ সন মূল্য এত লক্ষ টাকা
ইংলণ্ড	১৬৮, ৭৮৮, ৬০১	১৪৯২.১১ লক্ষ টাকা	১৭৭১৯,১২	১৪৮৯.৩৫
কানেডা	৭৯৪২৮১৭	৫৬.২৯ ,,	১১৫২৬২৫০	৮৩.১২
অষ্ট্রেলিয়া	৪৯০১২০৯	৪.৪৬০ ,,	৮৭৪৯৮৩৩	৬০৮৭
ইউনাটেড্ ষ্টেট্স-আমেরিকা	৪৯০১২০৯	৩৮.১০ ,,	৭৫৮৪২২৩	৬১০৫২
আফ্রিকা	৫৪৩৮০৮৮	৪১.১৯	৭৫২৪২৫৮	৬০.১৫
পারস্য	২৪৪৯২০৬	১৫.২৯	৫৫৩৫৫৪৬	৩৪.৮৮
মেসোপটিমিয়া	২০৬৭৬৫০	১৩.৮৪	৩৩৬৫৯০	২৪.৯৮
দক্ষিণ আমেরিকা	১৬০২৬০৮	১২.৭৩	১৩২৩১১১	১০.৮৫
তুরস্ক	৩৫৪৬৯০	২.৬৯	৫২৭৭৮৪	৪.৫০
চীন দেশ	২০৮৭৮৪৬	১১.৮৭	৪৭১১৫৬	৪.১৩
জার্ম্মেনী	৩৭১১৪৩	৩১৩৯	৪৪১৭৫৫	৩.৮৬
ফ্রান্স বা ফরাসী দেশ	১৫৭১৮৯	১.২৮	১৪৪২৩২	১.১৩
রুষ সাম্রাজ্য	২০৬০৯২৮	১২.০২	১০০৯০০	৮৮.০০
অপরাপর দেশ সমূহ	৩০৯১৮৯৬	২৪.৯০	৪৩৫০৭৭১	৩৫.৯০
	২০৭৬৭২৯১৮	১৭০.৬০	২২৮৮৩৯২২১	১৮৭৫.৯৭

১৯২৬-২৭সনে পৌনে ১৯কোটি টাকার চা বিদেশে রপ্তানী হইয়া ১৯২৫।২৬ সালে ১৭ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার চা রপ্তানী হইয়াছিল। সুতরাং ১ কোটী ৫লক্ষ টাকার চা, ১৯২৬ ২৭ সালে, অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে।

আবার এত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে ইংলণ্ডদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানী হয় এমন কি ১৮৭৫ লক্ষ টাকার চার মধ্যে ইংলণ্ডে ১৮৮৯ লক্ষ টাকার চার রপ্তানী হয়। ইহা হইতে পাঠকগণ ইহা মনে করিবেন না যে এই সমস্ত টাকার চাই, ইংরেজ-রাই পান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে রপ্তানী হওয়ার পর তথা হইতে আবার ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে দেশে বা পৃথিবীর অপরাপর দেশ পুনরায় অনেক চা রপ্তানী হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের পর ক্যালেণ্ডার ৮৩ কোটী চা বিলি হয়, আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও ক্রমশঃ চা অধিক পরিমাণ কাট্‌তী হইতেছে বিগতবর্ষে ৬০ লক্ষ টাকার চা গিয়াছে। আফ্রিকাও একটী মোটা খরিদদার চা খরিদ করিয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিলে, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ভারতীয় চা সারী বহুযুগে কাট্‌তি হইতে পারে। এই সব কারণে চার উৎপাদন, ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ও আসামে বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে চার চাষ বিশেষ লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চার পাতা উত্তোলন প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা ও সদ্‌বিবেচনা আবশ্যক।

১৯২৬।১৯২৭ সন চা-কর বা চার উৎপাদনকারী গণের পক্ষে একটী সুভবৎসর হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই অধিকাংশ বাগানে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হইয়াছিল ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর চার মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায়, চা বাগিচার মালিকগণ পাতাসংগ্রহ বিষয়ে অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিল। চার গুণাগুণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অতি অপকৃষ্ট মোটাপাতা ও বাজে ডাল পর্য্যন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ভাল চায়ের সঙ্গে মিশাইয়া কলিকাতার বন্দরে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। চার নিলামী বাজারে তাহাই বৎসরের প্রথমভাগে বেশী মূল্যে ক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীগণ বিলাতে ও অপরাপর দেশে পাঠাইতে লাগিলেন। এই সমস্ত চা বহুল পরিমাণে বিলাতে রপ্তানী হইয়া বিলাতের বাজার একবারে নরম হইয়া পড়িল—তথায় দর বিশেষ কমিয়া যাওয়ায়, শেষভাগে নিলামে অনেক চায়ের বাক্‌স নিলামলিষ্ট হইতে উঠাইয়া নিতে হইয়াছিল একদিকে উৎপন্ন পরিমাণ অধিক, অপরদিকে ভাল চা বাজারে কম আসিতে লাগিল, এই দুই কারণে বৎসরের শেষ ভাগে চায়ের প্রতি পাউণ্ডের মূল্য কমিয়া যাইতে থাকে।

ভারতীয় চা ব্যবসায়ী দিগের যে সভা আছে, তাহার বাৎসরিক অধিবেশন কালে সভাপতি মহাশয় চা পাতা সংগ্রহ করিবার প্রণালী বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ পূর্ব্বক, সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। ভারতীয় চা, বিদেশী দুর্ণামগ্রস্ত

হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ অপকৃষ্ট পাতা পরিত্যজ্য পাতগুলি ও ডাল পর্য্যন্ত ভাল পাতার সঙ্গে মিশাল দেওয়ার জন্য সুতরাং এবিষয় প্রত্যেক বাগানস্বামী ও ও ম্যানেজার দিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চা পাতা সংগ্রহ করা আবশ্যক। এজন্য সভাপতি মহাশয়ের অভিমত এই যে শুধু চার উৎপন্ন পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে নজর রাখিলে হইবেনা, সুস্বাদু ও চার যোগ্যতা রক্ষার দিকে তুল্য ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য আমাদের স্বদেশবাসিগণ যেন এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও লক্ষ রাখিয়া কার্য্য করেন।

১৯২৬।২৭ সালে রৌদ্রবৃষ্টি ও জলহাওয়া, চা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। এজন্য পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় ২৬২॥০ লক্ষ পাউণ্ড সমধিক উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু ১৬ বৎসরে সুস্বাদু ভাল চার পরিমাণ অতি অল্পই বাজারে আমদানী হইয়াছিল; অধিকাংশ চাই সুস্বাদু চা হইতে হীনতর শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এমন্ কি আসামের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাগানের চাও, গুণে তেমন শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। কাছার ও সিলেটের চা, গুণে পূর্ব্ব বৎসরের মত, যথারীতি আদর্শ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, ডোয়ার্সের চা, প্রথমভাগে বেশ ভাল আসিতে থাকে, শেষভাগে অপকৃষ্ট ও ডাল পর্য্যন্ত পাঠাইতে থাকে—অপর পক্ষে দার্জ্জিলিং সব সময়েই আপন সুনাম রক্ষা করিয়া বাজারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন্ কি দার্জ্জিলিঙ্গের কোন কোন বাগানের চা, গুণে বিশেষ খ্যাতি ও যশলাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়বারের কাটাইয়ের চা ও শরৎকালের কাটা চা, গুণে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে অপরাপর দেশ বিদেশে চা চালান ২০৮ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ২২৯ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে চা রপ্তানী ৬ ৭২ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ৭৬ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র উত্তর ভারতের চা চালান ২৮০ হইতে ৩০৫ মিলিয়ন পাউণ্ড বেশী হইয়াছে। মাদ্রাজ বন্দর হইতে চালান একই প্রকার ছিল। (৪৩ মিলিয়ন পাউণ্ড) চা বাগান হইতে কলিকাতা বন্দরে ১৫৪ মিলিয়ন পাউণ্ড রপ্তানীর জন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং কলিকাতা চায়ের বাজারে নিলাম হইতে ক্রয় করিয়া ৭৫ মিলিয়ন পাউণ্ড চা কলিকাতা বন্দরে বিদেশে পাঠাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব ইৎসর বাগান হইতে ১৪১ মিলিয়ন পাউণ্ড, ও চায়ের হাট হইতে ৬৭ মিলিয়ন পাউণ্ড চা কলিকাতা বন্দরে বিদেশে প্রেরণার্থ পাঠান হয়। ভারতের সমগ্র বন্দর সমূহে চা প্রেরণ ৩৩১ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ৫৬৯ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মূল কারণ ব্রহ্মদেশ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার কাট্‌তি বেশ বাড়িয়াছে। অপরাপর দেশ হইতে ভারতে চা আমদানী ১১৯ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ১১২ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ সামান্য কমিয়াছে। কিন্তু মূল্যে ৯০২ লক্ষ টাকা হইতে ১০৩১ টাকায় বাড়িয়াছে। জাভা হইতে চা আমদানী

৬৪৬৮২৮ পাউণ্ড চা পূর্ব্ব বৎসরের আগের সালে হইয়াছিল। পর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া ৬৯৮৫৯৭ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ও ৪·৭৬ লক্ষ টাকা হইতে ৫·৯৫ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। সিংহল হইতে চা আমদানী ও ১১৮৭২২ পাউণ্ড হইতে ১৭৭১০১ পাউণ্ডে বাড়িয়াছে কিন্তু দান অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই। মূল্য ১·৫৩ লক্ষ টাকা হইতে ১·৮৭ লক্ষে বাড়িয়াছে। চীন রাজ্যে ও চায়ের ব্যবসার উন্নতি হইয়াছে।

চায়ের মূল্য নির্দ্ধারণ।

চায়ের বাজার প্রথমত ভালই ছিল কিন্তু ফলন বেশী হওয়ায় দর নামিতে থাকে ক্রমে অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে দাম খুব কমিয়া যায়।

চায়ের শ্রমিক সমস্যা।

চা বাগানের শ্রমিক সমস্যা বেশ চলিতেছে। আজকাল কুলি পাইতে বেশ বেগ পাইতে হইতেছে।

চায়ের প্রচারের জন্য ব্যয়।

ভারতীয় চা কর সমিতি চায়ের প্রচার কার্য্যে ভারতবর্ষে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ধরিয়াছেন এবং যুক্তরাজ্যে (U. S. A.) ৩৫০০০ পাউণ্ড ও জার্ম্মানীতে ১০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

মন্তব্য।

আমাদের মনে হয় চায়ের ব্যবসায় ভবিষ্যৎ এখন ও বেশ ভাল। ভারতীয় চা এখনও যাভা ও অন্যান্য দেশের চায়ের তুলনায় সর্ব্বদেশে বিশেষতঃ বিলাতের বাজারে ভাল চা বলিয়া আদরণীয়। আমরা দেখিতে পাইতেছি শ্রমিক সমস্যা চায়ের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার মীমাংসা না হইলে কালে এ ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। চাকর সাহেব এবং এদেশীয় সত্ত্বাধিকারী মালিকগণ সকলেরই বুঝা উচিত, এই দুর্মূল্যের বাজারে অন্যান্য ব্যবসার শ্রমিকদিগের সমান মাহিনার ব্যবস্থা না করিলে কি করিয়া দুর্গম চা বাগানে লোকের চাকুরী লইতে ইচ্ছা হয়। সদ্ব্যবহার আর একটি শ্রমিক বশের অঙ্গ। প্রায়ই চায়ের বাগানের সংবাদে অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ খবরের কাগজে বাহির হয়। আশা করি ভারতীয় চা-কর সমিতি ও গভর্ণমেণ্ট উভয়ের সহোযোগিতায় এই সব অসন্তোষ শীঘ্র দূর হইবে ও উত্তরোত্তর এই ব্যবসার উন্নতি হইবে ও জগতের হাটে চিরকাল ভারতীয় চায়ের যশ অক্ষুন্ন থাকিবে।

বিবিধ।

কার্পাস শিল্পরক্ষা

ভারতবর্ষের কলের প্রতিনিধিবর্গ ১২ই জুলাই তারিখে বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত এফ ষ্টোনস্, শ্রীযুক্ত এন, বি শাকলাৎওয়ালা, শ্রীযুক্ত এ, নিউস্, বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত ম্যালানি, শ্রীযুক্ত শেঠ চমনলাল, পারেখ, আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত শেঠ গোবর্দ্ধন পেটেল, দিল্লীর শ্রীযুক্ত লালা শ্রীরাম, কানপুরের শ্রীযুক্ত শ্রীবস্তব। শ্রীযুক্ত মুডি বলিয়াছেন কার্পাস শিল্পের বিপদ এবং উপযুক্ত রক্ষার ব্যবস্থার জন্য উক্ত শিল্পের দাবী ভারত সরকার অদ্যাপি উপলব্ধি করেন নাই। উক্ত শিল্প টারীফ বোর্ডের নিকট নিজের অভাব অভিযোগের প্রমাণ দিয়াছেন, কিন্তু সরকার উক্ত বোর্ডের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ আশা করেন তাঁহারা বড়লাটকে ঐ বিষয় বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন। বোর্ড কলওয়ালাগণকে যে উপদেশ দিতেছেন তাহারা তাহা প্রতিপালনে মনোযোগী হইয়াছে কিন্তু তাহাদের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য না করিলে কার্পাস শিল্পরক্ষার উপায় নাই। বোম্বাই ও আমেদাবাদ ভিন্ন অন্যান্য স্থানের কল বন্ধ হইতেছে সুতরাং উক্ত শিল্পের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

বাংলার স্বাস্থ্য

কলিকাতার প্রাদেশিক সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাপ্ত হিসাবে প্রকাশ, ১৬ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বঙ্গদেশের ৯টি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কলিকাতায় ১২ হইতে ১৩, বর্দ্ধমানে ২ হইতে ১৪, বীরভূমে ৪ হইতে ২০, মেদিনীপুরে ১৩, হাওড়ায় ৪ হইতে ১৫, ২৪ পরগণায় ৬ হইতে ৯, খুলনায় ৪ হইতে ৭, দিনাজপুরে ১৫ হইতে ১৮, মালদহে ২৬ হইতে ৫৪ ও নোয়াখালীতে ৪৭ হইতে ৪৯। নিম্নলিখিত কয়েকটি জিলায় মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে —হুগলীতে ৬ হইতে ৩, মুর্শিদাবাদে ৭ হইতে ৩, রংপুর ৮ হইতে ১,ও চট্টগ্রামে ৪৫ হইতে ১৪। বসন্ত রোগে বাখরগঞ্জে ৪৮ জন, ঢাকায় ৩০ জন, যশোহরে ২৮ জন, দিনাজপুরে ১৭ জন, মালদহে ১৬ জন, মুর্শিদাবাদে ১৫ জন, কলিকাতায় ১৩ জন, ২৪ পরগণায় ১২ জন হাওড়া ও পাবনা প্রত্যেক জিলায় ১১ জন, বর্দ্ধমান ও কুচবিহার প্রত্যেক জিলায় ৮ জন, মেদিনীপুর, হুগলী রাজসাহী ও রংপুর প্রত্যেক জিলায় ৬ জন, বীরভূমে ৪ জন, বাঁকুড়ায় ৩ জন, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী প্রত্যেক জিলায় ২ জন এবং নদীয়া ও খুলনা প্রত্যেক জিলায় একজন। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কলিকাতায় ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কোনও স্থান হইতে প্লেগ রোগে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চিনির অবস্থা

১৯২৫-২৬ সালের চিনি বাণিজ্যের আলোচনায় পুস্তকে আমরা দেখিতে পাইতেছি এই বৎসরে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চিনির মূল্য কমিয়া গিয়াছে। কিউবা দ্বীপে অতিশয় অধিক চিনি জন্মিয়াছে মিঃ মেয়ার্শ লিখিয়াছেন, কিউবা প্রভৃতি দেশের লোকেরা প্রচুর চিনি উৎপন্ন করিতেছে। আর ভারত বাসীরা সেই ব্যাপারে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তথায় এখন পর্য্যন্ত ভাল চিনির মূল্য আড়াই সেণ্ট নামিয়া গিয়াছে ভারতে আনিয়া ৬৷৷০ টাকা মণ বিক্রয় করিলেও তাহাদের লাভ থাকে। ইহাতে চিনির কারবারে ভারতবাসী কতদূর পিছনে পড়িয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের মধ্যে বাঙ্গলার পক্ষে ইহা অতিশয় লজ্জার কথা এই বাংলায় খেজুর গাছ কত দেশকে চিনি দিত আর আজ অন্যান্য দেশ শর্করা উৎপত্তি হিসাবে অগ্রসর হইতেছে আর আমরা যে স্থানে ছিলাম সেই স্থান হইতে পিছাইয়া পড়িয়াছি। ১৯২৫-২৬ সালে ভারত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭ লক্ষ টন চিনি কম উৎপাদন করিয়াছে। বৃষ্টি অভাবে অনেক স্থান ইক্ষুর গাছ মরিয়া গিয়াছিল। বাংলায় খেজুরের চিনি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোট চাঁদপুর তারপুর প্রভৃতি স্থানে অতীত গৌরবের চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে। বাংলার যুবকেরা গোলামি না করিয়া এই শিল্প দ্বারা জীবন যাপন করিতে পারেন।

শাল গম।

(শ্রীজহর লাল বিশ্বাস)

প্রবর্ত্তিক—এই বিদেশাগত সব্জটি এখন বাঙ্গালার প্রতি গৃহেই আদরণীয় হইয়াছে, এবং ইহার চাষও প্রত্যেক চাষী করিয়া থাকে। ইহার ইংরাজী নাম (Tnrnip) টারনিপ, এবং বৈজ্ঞানিক নাম (Brassica rapa) ব্রাসিকা রাপাইহা এখন এদেশের জল বায়ু অনেকটা সহ্য করিতে সক্ষম হওয়ায় পাটনা প্রদেশে ইহার বীজ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু পাটনাই অপেক্ষা বিলাতী শালগমের আস্বাদ অতিশয় উৎকৃষ্ট। বিলাতী শালগম অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে শ্নোবাল (Snow ball) ও ফ্লাট ডাচ (flat dtuch) এই দুই জাতীই উৎকৃষ্ট। "সিলভান নার্শারীতে" এই উভয় জাতীয় শালগমের যেরূপভাবে চাষ করা হইয়াছে তাহাই এই স্থানে সংক্ষেপেবিবৃত করিলাম। এই ভাবে চাষ করিলে সুফল পাইবেন ইহা আশা করা যায়।

মৃত্তিকা—ধূলার মত চূর্ণ এবং দোঁয়াশ মাটী শালগমের পক্ষে উপযুক্ত; এবং উহাতে চূণের ভাগ থাকা আবশ্যক। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে জমী বেশ গভীর ভাবে কর্ষণ করিয়া ধূলার ন্যায় করিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, মাটী শক্ত বা ডেলা ডেলা থাকিলে শালগমের আকৃতি ছোট হইবে।

বপনের সময়—শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিবার প্রধান সময়।

বীজের পরিমাণ—এক বিঘা জমীতে পাঁচ তোলা বীজ হইলেই যথেষ্ট।

বপন প্রণালী—হাপরে বীজ বপন না করিয়া একেবারে ক্ষেত্রে ছিটাইয়া বপন করাই বিশেষ সুবিধা, কারণ তাহাতে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়া থাকে। বীজ বপন করিবার পর চারা বহির্গত হইলে, ৮ ইঞ্চি হইতে বার ইঞ্চি অন্তর চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া অন্যত্র রোপন করিয়া দিবেন।

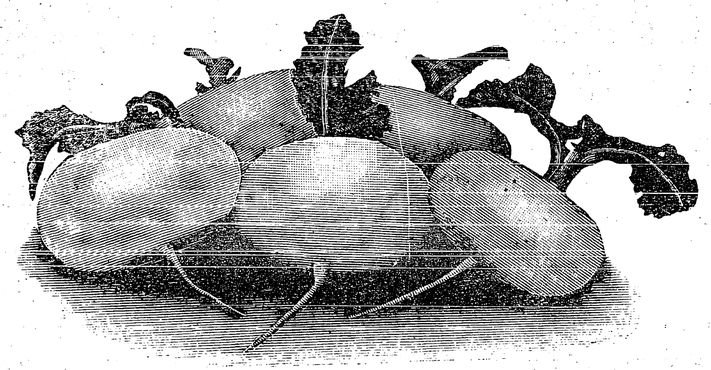

সার—এক বিঘাতে প্রায় ৬/০ মণ সরিষার খৈল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ কর্ম্ম—ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার পর যাহাতে জলাভাব না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শালগমের মূলগুলি যত বড় হইবে, ততই তাহার চারি পার্শ্বে মৃত্তিকা দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, তাহা না হইলে রৌদ্র লাগিয়া শক্ত হইয়া যায় এবং ফাটিয়া যায়। ক্ষেত্রে আগাছা কুগাছা হইলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং আবশ্যক মত জল সেচন করা উচিৎ।

উপকার—শালগম অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। গরু, ছাগল ইত্যাদি পশুদিগকে ইহা খাওয়াইলে তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হয় এবং তাহাদের দুধও বাড়িয়া থাকে। মানবের পক্ষেও ইহা পুষ্টিকর খাদ্য।

পত্রাদি।

গ্রাহক নং ১০৩৬

মান্যবরেষু ;—

নমস্কার অন্তে নিবেদন মিদং—

আমি এই বৎসর বেগুনের চাষ করিয়াছিলাম ; গাছে ফল হইবার মত হইয়াছে, কিন্তু লাল এক জাতীয় পিঁপড়ে প্রায় প্রত্যেক গাছে লাগিয়া তাহার কচি ডগা কাটিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে, এমতাবস্থায় পল্লীগ্রামের কৃষকের উপদেশ মত ছাই, হুকার জল, হলুদের গুঁড়া দিয়াও রক্ষা হইতেছে না। যদি ইহার কোন প্রতীকার থাকে, পত্র দ্বারা অথবা কৃষক পত্রিকার দ্বারা জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রকাণ্ড মনসা বৃক্ষ।

আমাদের দেশে যে সমস্ত মনসা গাছ আছে, তাহার উপর মই লাগাইয়া চড়া যায় না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্ণিয়াতে এক প্রকার মনসা গাছ হয়, তাহা অতিশয় শক্ত এবং প্রকাণ্ড। ইহার মাথায় উঠিতে হইলে মই লাগাইয়া চড়িতে হয়। এই মনসা গাছের ডগায় গর্ত্ত করিয়া হুতুম পেঁচা এবং কাট্‌ঠোকরা পাখীরা বাসা করে। এই মনসা গাছ টুকরা করিয়া সিদ্ধ করিয়া গবাদি পশুর উপকারী খাদ্য প্রস্তুত করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সেবা ব্যাপদেশে আমায় বাংলার সর্ব্বত্র বক্তৃতার জন্য ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া, আমার অনবধানতা বশতঃ গত আষাঢ় মাসের কাগজে **"বড় লাটের কৃষি"** প্রবন্ধের শেষ ভাগে সরকারী কৃষি বিভাগ সংক্রান্ত কথা কয়টী ঠিক নহে। বিভাগীয় চেষ্টায়ই কাকিয়া বোম্বাই, চুচঁড়া গ্রীন্ পাট এবং ইন্দ্রশাল, কটকতারা প্রভৃতি ধান্য C. O 213 এবং টানা আক ও অড়র উন্নতি লাভ করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে ; সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। আষাঢ় মাসের প্রবন্ধের ঐ ভ্রমের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন এ ভ্রমের দায়ী নহেন। ইতি—

শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার
সম্পাদক "কৃষক"।

---

* ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে যে কেহ উত্তর পাঠাইতে পারেন, যাঁহার উত্তর উত্তম বিবেচিত হইবে, তাহাই প্রকাশিত হইবে। কৃঃ সঃ

বাগানের মাসিক কার্য্য

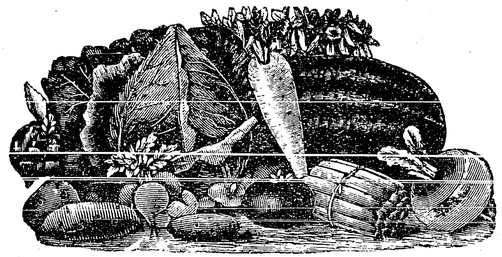

ভাদ্র মাস।

কৃষিক্ষেত্র—যে সকল জমিতে শীতকালে ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সারমিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতি পূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুন চাষী খেতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ঝোমা বা ঝিচালিগুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপে চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীত কালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৪।৫ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে উহা এই মাসের শেষে আরম্ভ হইবে। পাটনা ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery) এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট পাটনাই শালগম ও গাজর, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী, তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান—লিচু, নেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখন চলিতেছে।

বীজ নারিকেল হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটীতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটি শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান—বালসম (Balsam) জিনিয়া (zinnia) কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major) আইপোমিয়া (ipomaa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলি বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় পান্সী এষ্টার মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

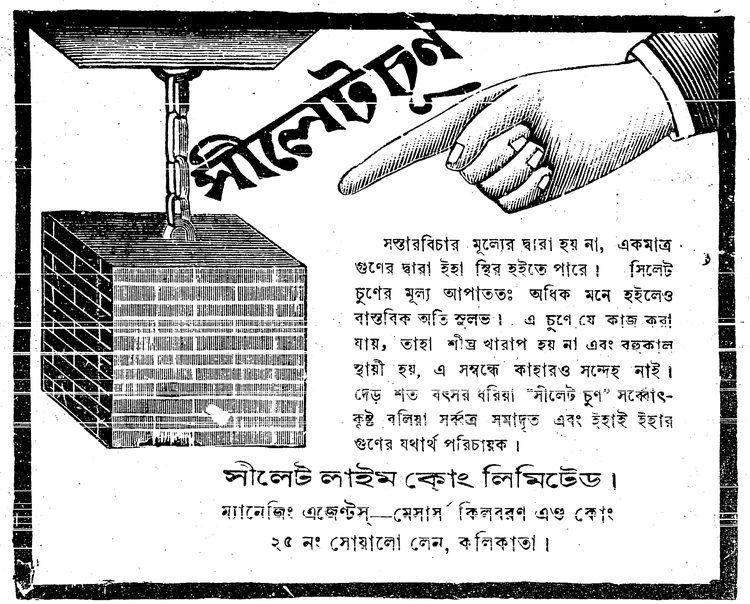

ফল ও ফুলের আসল চারা।

ফলের বাগান প্রস্তুত করিবার এই-ই উপযুক্ত সময়। উৎকৃষ্ট জাতীয় আম, লিচু, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি গাছের আবশ্যক হইলে অদ্যই মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED No. C 192

২৮ বর্ষ] শারদীয় সংখ্যা [আশ্বিন ১৩৩৪

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৲০

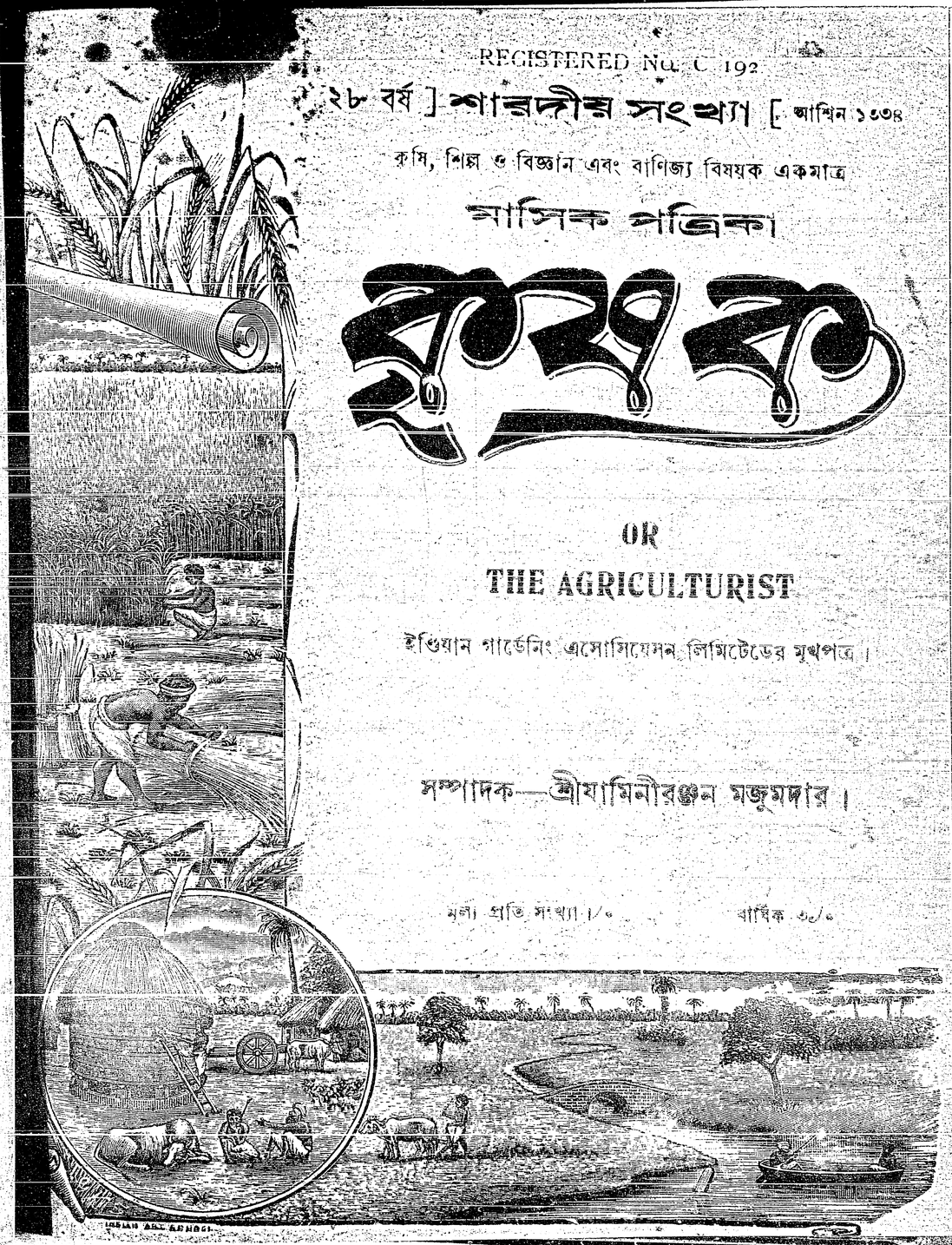

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূপ ষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন, তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸৹ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আলুর সময় আগত প্রায়।

দেশী, পাটনাই, গৌহাটী, নাইনিতাল, দারজিলিং মাদ্রাজি প্রভৃতি সকল রকম আলুর বীজ এইখানে পাইবেন।

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আশ্বিন।—সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক।
১। পাগলের কথা (গান)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২০৯
২। কৃষি ও শিক্ষা—সম্পাদক	...	২১০
৩। বাংলার কৃষক পরিবার (নাটক)—শ্রীরমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২১৭
৪। কৃষক [কবিতা]—শ্রীগোপেশ্বর সাহা	...	২২৬
৫। চা বাগান—	...	২২৭
৬। কপি চাষ—শ্রীনলিনীকান্ত রায়চৌধুরী	...	২৩০
৭। বিদ্যুতের অদ্ভুত ক্ষমতা—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	...	২৩৪
৮। পেঁপে চাষ—শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	...	২৩৭
৯। উদ্ভিদের স্পন্দন—শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ	...	২৪২
১০। পল্লীসংস্কার—শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী	...	২৪৮
১১। বাংলার গো মহিষ—শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক	...	২৫০
১২। ফল রক্ষা—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২৫২
১৩। বাগানের মাসিক কার্য্য	...	২৫৪
১৪। পত্রাদি	...	২৫৬
১৫। সংগ্রহ	...	২৫৭

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ১০ টিউব ১৲ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক, পাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথ

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৵০

উত্তরবঙ্গের একমাত্র হোমিওপ্যাথিক

ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—ডাক্তার শ্রীশিশিরকুমার চৌধুরী

এম্-বি (হোমিও)

পত্রিকাখানি বৈশাখ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাবতীয় সংবাদ ও শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথদিগের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরই আদরের বস্তু সন্দেহ নাই। অদ্য গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—হোমিওপ্যাথ, জলপাইগুড়ি।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

আলুর চাষ	মূল্য	৵০
তুলার চাষ	,,	৵০
বেনোত বাগ (আদা, হরিদ্রা, পিপুল)		৵০
বাঙ্গালার মাটী		।০
ইক্ষু চাষ		।০
কৃষি কথা		৵০
পান চাষ		৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী :—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১৷০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১৷০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

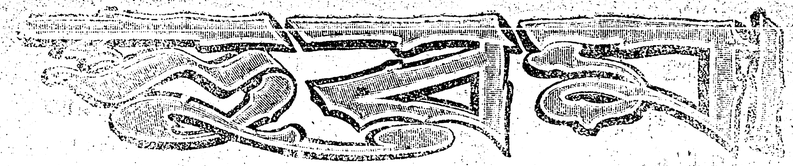

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৴০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৷/০ এক টাকা নয় আনা

পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷/০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৷/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব!

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, গুলঞ্চকল্পন প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চিচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৷/০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহ ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চুর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চুর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৷০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।



যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য-জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারু-জীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যবস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ষ্টেটমেণ্ট নিয়মাবলী যায়।

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বহুল প্রশংসিত।

মেদিনীপুর-হিতৈষি সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জলা—সহজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইলেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না। যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৷৷৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিণী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ।০ আনা।

আত্মিকজগৎ—মেস্‌মেরিজম ও স্পিরিচুয়ালিজম বিষয়ক উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি মত, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা কাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অভ্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী অফিস, মেদিনীপুর।

প্রাচ্য ভিষগ সম্মিলনী।

SEVENTH CONGRESS OF FAR EASTERN TROPICAL ASSOCIATION

আগামী ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় বসিবে। আপনি আজই সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হৌন।

রোগ নিবারণ এই মহাসভার মূলমন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ

রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের ভূমিকা সহ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহঃ সম্পাদক ও প্রবীণ কর্ম্মী ডাঃ নিশিকান্ত বসু প্রণীত বহু সংবাদপত্রে প্রশংসিত। সন্তান পালন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য ॥০ আনা উপহারের জন্য বাঁধাই ॥৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান,
৭০নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ওঁ শিবঃ

REG "দৈববল" No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কবিরাজ—বিনোদলাল বসু প্রোপ্রাইটর।
দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Cultnre	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	২৲
ফলকর	১॥০
মালঞ্চ	।০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	১॥০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১৲
গোলাপ বাড়ী	॥০
কার্পাস কথা	।৵০
ভূম কর্ষণ	॥০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	।০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃদি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার।

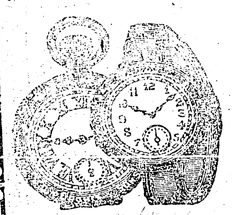

১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ।৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৵০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান- জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স
৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Back to Villages.

পল্লী সংগঠন

ও

দেশ পরিচয়

হিতসাধন মণ্ডলীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী ও প্রবীণ সমাজসেবক
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ কৃত।

মূল্য একত্রে ।৵০

কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুস্তকাবলী।

জ্বর	মূল্য	১৲
স্বাস্থ্য	”	৸০
খাদ্য ও স্বাস্থ্য	”	৸০
সংক্রামক রোগ	”	৸০

প্রাপ্তিস্থান;—কৃষক অফিস
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশবাসীর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনর্গঠন মন্ত্র লইয়া আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক সচিত্র মাসিক "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম, এ, এল, এম, এস, রায়বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু সি, সি, আই, ই প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার নিয়মিত লেখক এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিন্টেডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। প্রতিমাসে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন গাছ গাছড়ার গুণাগুণ পরীক্ষিত ঔষধ ও টোটকা মুষ্টিযোগ সমূহ বাহির হইয়া থাকে; এবং ইহার সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রীর "খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ" নামক একখানি গ্রন্থ শ্রাবণ মাস হইতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ মাত্র। নমুনা সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ কলেজের সহঃ অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পত্রিকাদ্বয়ের সহযোগী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী প্রণীত নূতন পুস্তক "পারিবারিক চিকিৎসা" প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য পাঠ্য প্রত্যেক নরনারীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইবে না। সুবৃহৎ ও সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।
ম্যানেজার "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।
১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

সম্পাদিকা শ্রীমতি লতিকা বসু বি, লিট (অক্সন)

নারী জাতি কল্যাণমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার পাঠ্য।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। কন্যা, বধূ, গৃহিনী সকলের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সকলপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষালয়ের জন্য অনুমোদিত এবং সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ভিঃ পিতে ২৵০ টাকা। গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার বঙ্গলক্ষ্মী

নরঞ্জস হ্যাণ্ড গার্ডেন কালটীভেটরস।

চাষ আবাদের কার্য্যে যুগান্তর আনিয়াছে।

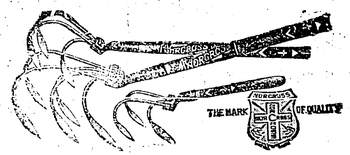

ইহাদের ফালাগুলি ইস্পাতের তৈয়ারী। ইহা তিন সাইজের হয়। ইহাদের দ্বারা সাধারণ যন্ত্রের অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী কাজ হয়। **নরঞ্জস** কালটিভেটরের দ্বারা কর্ষিত জমিতে অনেক বেশী ফসল উৎপাদন হয়; কারণ জমি এমন ভাবে খুঁড়িয়া যায় যাহাতে বাতাসের নাইট্রোজেন অংশ ফসলের মূলে গিয়া পৌঁছে। প্রাচীন প্রথার চাষে জমি হইতে যে পরিমাণ ফসল হয় তাহা হইতে বেশী ফসল উন্নত প্রণালীতে সুকর্ষিত জমি হইতেই পাওয়া যায়।

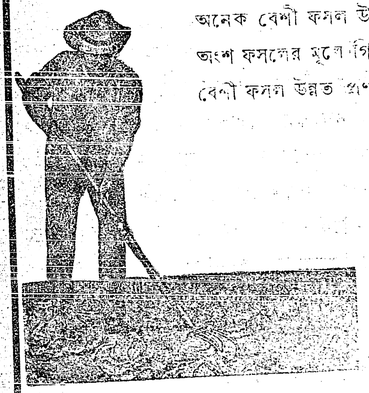

নং ১, ৪ ফলাযুক্ত ৪ ফুট হাতল
নং ২, ৩ ,, ,, ,,
নং ৩, ৩ ,, ৯ ,, হাতল।

একত্রে ৩টির মূল্য ৫২৲

দি লিমাই ব্রাদার্স লিমিটেড।

৫, পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পোঃ বঃ ২০৮৫।

কোয়াসুল।

ফল, ফুল, ফসল বা যে কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত হউক না কেন ইহার প্রয়োগে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। যদি ফসলে বা বৃক্ষে পোকা লাগার জন্য ভাল ফসল না হয়, ফসলের তেজ না থাকে অর্থাৎ বেশী ডাল পালা বাহির না হয়, শুকাইয়া যায়, পাতাগুলি হলদে হইয়া আসে তাহা হইলে **কোয়াসুল** যত ভাগ তাহার ১০০ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা উত্তমরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্ন প্রদর্শিত পাম্প ব্যবহার করিতে হইবে।





কোয়াসুল ১ পাইট টিন—২৷৷০।
বাকেট স্প্রে পাম্প—২৫৲।

ফসলের রোগের বিস্তৃত বিবরণ জানাইলে বিশেষ প্রয়োগ বিধি জানান হয়।

দি লিমাই ব্রাদার্স লিমিটেড।

৫, পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পোঃ বঃ ২০৫৮।



জাম্বফল কুঞ্জ।

ইহা জাভা, মালয় ও সিংহলদ্বীপে জন্মিয়া থাকে, ঐ সকল স্থানে ইহার আবাদও করা হইয়া থাকে। বৃক্ষগুলি ৮।৯ বৎসরেই ফলবান হয়, এবং সর্ব্বদা সবুজপত্রে সুশোভিত থাকে।

কৃষক

২৮শ খণ্ড { আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পাগলের কথা।

(গান)

খাম্বাজ—কাওয়ালী

[কথা ও সুর—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস]

চাষের কাজে সবাই যখন ছুট্‌ছে সুখে আজ।
তুই কি তবু থাক্‌বি ঘরে প'রে বাবুর সাজ॥
যখন তা'রা লাঙ্গল ধ'রে
চ'ষ্‌বে জমী জলার পরে'
তখন কি তোর মনের কোণে আস্‌বে না কো লাজ।
ছোট কাজে সবাই যখন
আদরেতে দিয়েছে মন
তোর কি তবু ফুরোয় না কো আফিস ঘরের কাজ॥

কৃষি ও শিক্ষা।

সদাশয় গভর্ণমেণ্টের কৃপায় দেশে আবার নূতন করিয়া কৃষি আন্দোলন চলিতেছে; সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে ভাবে রয়াল কমিশন কেবলমাত্র পাঞ্জাবের দু'একটী কৃষি বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এবং ঢাকায় কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। ইহাতে আমাদের মনে হয় কৃষি-কমিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কারণ হাতে কলমে যাঁহারা কৃষিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে সর্ব্বতোভাবে এবং বিশেষ ভাবে কৃষির উন্নতি হইবে আমরা চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। আশা করি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি শীঘ্রই পড়িবে।

আজকাল নূতন ধরণের কৃষি-পুস্তক সম্পাদনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এ পর্য্যন্ত কৃষি বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকিয়া যাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে অনেকানেক পুস্তক প্রকাশ করিলেন, সেগুলির কি কোন মূল্য নাই? তাঁহাদের ত অনেকেই—বিশেষতঃ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সরকারেরই মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের পুস্তকাবলীর ত এ পর্য্যন্ত কেহ দোষ ত্রুটি দেখান নাই। হইতে পারে, যে শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বিত হইবে, এই সকল পুস্তক সে শিক্ষাপদ্ধতির অনুকূল নহে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ওই সকল গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতাকেও ত নবপদ্ধতিতে সাজাইয়া লওয়া চলে। এ বিষয়েও ভারতীয় কৃষি-সমিতির মতামত লওয়া উচিত ছিল।

আজ আমরা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্ভাবিত একটি অভিনব কৃষিশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের এবং সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার উদ্ভাবিত পন্থাটী প্রকৃতই গবেষণামূলক। তবে ইহার মধ্যে যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নাই,—ইহার যে কোন সংস্কার প্রয়োজন নাই, এমন কথা আমরা বলিব না; কিন্তু প্রস্তাবটি সকলেরই চিন্তনীয় বিষয়। আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম।

বাঙ্গালার কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটী প্রস্তাব।

কৃষক যেন খরচের চাপে পরিত্রাহি না ডাকে এবং ছাত্রও যেন উদরান্নের জন্য অপরের কৃপাপ্রার্থী না হয়। যেন কৃষিবিদ্যালয় অত্যল্প সময়েই নিজের সমস্ত ব্যয় বহন

করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, বাংলার কৃষকের উপযোগী হইবে আশা করিয়া আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

কৃষিবিদ্যালয় (১) প্রাথমিক বিভাগ।

(৫—১১ বৎসর)

শ্রেণী	বয়স	সময়	বিষয়
১ম মান	পাঁচ বৎসর হইতে	প্রাতে ৬—৯	লিখন, পঠন, ধারাপাত,
ক+খ	সাত বৎসর	বৈকাল ১—৩	যোগ বিয়োগ ইত্যাদি।
		ঐ ৩—৪	গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, ছাগল হাঁস ইত্যাদির খাবার দেওয়া এবং এই প্রকার কাজ যাহা বালকেরা আনন্দের সহিত করিতে পারে ও ছুটাছুটি খেলা।
২য় মান	সাত বৎসর	প্রাতে ৬—৯...	সাহিত্য (বাঙ্গালা)—কৃষি বিষয়ক পশু
ক+খ	হইতে নয় বৎসর		পালন বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র (শুভঙ্করী)।
...	...	বৈকালে ১—৩	তুলার পাঁজ করা, চরকা কাটা, সুতা গুটান ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৩—৪	সহজ উপায়ে পাটের দড়ি পাকান, দড়ির তাল করা, গাছের গোড়ায় জল দেওয়া, গৃহপালিত পশুর যত্ন ইত্যাদি।
...	...	ঐ ৪—৪॥	ছুটাছুটী খেলা।
৩য় মান	নয় বৎসর	প্রাতে ৬—৯	সাহিত্য (বাঙ্গালা) কৃষি বিষয়ক যথা
ক+খ	হইতে ১১ বৎসর		বীজ বপন, শস্য সংগ্রহ, সময় নিরূপণ। মৃত্তিকার লক্ষণ ও শ্রেণী বিভাগ, পশু পালন ও টোট্‌কা পশু চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব টোটকা ঔষধ শিক্ষা, বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক বিবরণ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ব্যাকরণ অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। পত্রদলিল লিখন।
...	...	বৈকালে ...	চরকা কাটা, বসিবার আসন, সতরঞ্চ, বস্তা (Gunny) বুনন শিক্ষা।

শ্রেণী	বয়স	সময়	বিষয়
৩য় মান	৯—১১	বৈকালে ৩—৪॥	ক্ষেতের কাজ—ঘাস তোলা, জল, দেওয়া শস্যসংগ্রহ ইত্যাদি।
ক+খ			
...	...	৪॥—৫	খেলা—বউ বসান, হাডুডু গজে ইত্যাদি।

(Standard—মধ্য ইংরাজী স্কুলের ন্যায়)

২য়—শিক্ষানবীশ বিভাগ *

(১১—১৬ বৎসর)

৪র্থ মান	১১—১৩	প্রাতে ৬—৯	হাল চষা, সার দেওয়া, বীজ বপন, নিড়ান শস্য সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেতের কাজ; পশু পালন।
ক+খ			
...	...	১১॥—১২॥	চরকা কাটা।
...	...	বৈকালে ১—৪	দড়ি পাকান (Twine) কাছি (Rope) আসন সতরঞ্চ, বস্তা (Gunny) মোজা, গেঞ্জী বস্ত্রবয়ন শিক্ষা; ফলের গাছ ঘিরিবার, জাল বুনন শিক্ষা। বাঁশের কাজ জানা, ঘুনি, আঁটা ইত্যাদি, পাখা, পেতে, চুপড়ি, ঝুড়ি ঝাঁকা, মোড়া, চেয়ার, পেটরা ইত্যাদি।
...	...	৪॥—৫॥	খেলাধুলা—হাডুডু, গজে, কুস্তি।
		সন্ধ্যা	
...	...	৭—৮-৪৫	ইংরাজী শিক্ষা।
...	...	৭-৪৫—৮-১৫	হিন্দী শিক্ষা।
...	...	৮-১৫—৯টা	কৃষি বিষয়ক আলোচনা।
...	...	৯—৯-৩০	স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সহজ গৃহচিকিৎসা, রোগ নির্ণয় টোটকা ও হোমিও চিকিৎসা।
...	...	৯-৩০—১০	সর্ব্বপ্রকার খত পত্র দলিল কোবলা কবচ বা দাখিলা লিখন শিক্ষা ও তাহাদের সময় কাল ও (Stamp) টিকিটের নিয়ম।

* এই বিভাগ অবৈতনিক এবং ছাত্রগণকে দিবারাত্র বিদ্যালয়ে বাস করিতে হইবে। বিদ্যালয় তাহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিবে।

শ্রেণী	বয়স	সময়	বিষয়
৫ম মান	১৩—১৬	প্রাতে ৬—৯	সর্ব্বপ্রকার চাষের কাজ—হাল চষা, মাটিকাটা, জল সেচা, বীজ বপন, নিড়ান, শস্য সংগ্রহ ইত্যাদি।
...	...	মধ্যাহ্নে ১১॥—১২॥	চরকা কাটা।
৫ম মান	১৩—১৬	বৈকালে ১—৪	দর্জ্জির কাজ (Tailoring) ছুতরের কাজ (Carpentary) কামারের কাজ ইত্যাদি।
...	...	৪॥—৫॥	খেলাধুলা—কুস্তি, লাঠি খেলা, তীর চালনা, বর্ষা, বল্লম চালনা।
...	...	৭—৭-৪৫	কৃষি বিষয় আলোচনা।
...	...	৭-৪৫—৮-১৫	স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সহজ গৃহচিকিৎসা—কবিরাজী, সহজ পশু চিকিৎসা।
...	...	৮-১৫—৯	ইংরাজী শিক্ষা—লিখন পঠন ও কথাবার্ত্তা।
...	...	৯—৯-৩০	হিন্দি শিক্ষা—লিখন পঠন ও কথাবার্ত্তা।
...	...	৯-৩০—১০	সহজ জরিপ শিক্ষা, প্রজাতত্ত্ব, বিষয়ক আইনাদি রাজা প্রজা সম্বন্ধ, কৃষকের কর্ত্তব্য ইত্যাদি, সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় ইত্যাদি।

মোট কথা কৃষিবিদ্যালয় এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন ইহা একাধারে "গুরুগৃহ", বিদ্যালয়, শিল্পাগার, নার্সারি, গোলাঘর, শালিসী আদালত, ভেষজখানা দুগ্ধাগার (Dairy farm), ক্ষুদ্র মেডিক্যাল কলেজ, আইন কলেজ, পশু চিকিৎসালয় (Veterinary College), কারখানা (works shop), Industrial Bank, এবং মুক্তিসেনার ব্যারাক (Barrack) অথচ নিরীহ কৃষকের সামান্য কুটির-খানি হয়। কৃষি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন নামের জাঁকজমকে ভুলিবেন না, বা অপরের চক্ষে ধাঁধা লাগাইবেন না। বড় বড় কথার বৃথা আড়ম্বরে নিজের উদ্দেশ্য হারাইয়া যায়। মনে রাখা উচিত কৃষি বিদ্যালয় বাঙ্গালার কৃষকের জন্য—যাহারা শীত, গ্রীষ্ম, জল, কাদা, ঝঞ্ঝা বায়ু তুচ্ছ করিয়া বার মাস মাঠে মাঠে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া বেড়াইবে—যাহাদের হাট, কোট, জুতা মোজা, পাল্লাদার শালের বা খাট পালঙ্কের প্রয়োজন নাই—কালিয়া পোলাও রাজভোগের আবশ্যক নাই। তাহার জীবন যেমন সরল এবং নিষ্পাপ; কার্য্য যেমন কঠিন এবং বিরামহীন অথচ ফলপ্রসূ; তাহার বিদ্যালয়ও তেমনি সাধারণ, আড়ম্বরহীন; তাহার শিক্ষাও তেমনি সহজ অথচ দৃঢ়

নিয়মাধীন ও কার্য্যকরী হওয়া চাই। এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি বিদ্যালয়ের একবার আমূল আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

কৃষি বিদ্যালয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে (১) প্রাথমিক ও (২) শিক্ষানবিশ।

(প্রাথমিক বিভাগ)

প্রাথমিক বিভাগে ৫ হইতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত ৬ বৎসর অধ্যয়ন কাল। এই সময় মধ্যে ছাত্রেরা বাঙ্গালা লিখন পঠন হইতে আরম্ভ করিয়া যথাসম্ভব কৃষিকার্য্য, সহজ শিল্প, স্বাস্থ্যরক্ষা, দেশীয় টোটকা, সহজ পশু চিকিৎসা ইত্যাদি পাঠ দেওয়া হইবে। ছাত্রকে এখানে ইংরাজী শিক্ষার মহাসমুদ্রে ফেলিয়া হাবুডুবু খাওয়ান হইবে না। তাহার ভবিষ্যৎ কৃষক-জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে মৌখিক (Theoritical) ও সম্ভবমত ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষা দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ও আয় হিসাবে প্রাথমিক বিভাগ বেতনগ্রাহী বা অবৈতনিক হইতে পারে। আরো মনে রাখিতে হইবে, অঙ্কশাস্ত্র ভিন্ন সাহিত্যই অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ের আধার হইবে। বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তক দেখিয়া ছাত্র সাধারণতঃ দিশাহারা হইয়া যায়। সে জন্য সাহিত্য-খানি এরূপভাবে সুসজ্জিত করিতে হইবে যেন, সর্ব্ববিষয়ের আকর অথচ মনোমুগ্ধকর হয় এবং অধীত বিদ্যা ভবিষ্যৎ জীবনে আদৌ বিফলে না যায়। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইবে না—যদি ৫০ বৎসর একই পুস্তক অধীত হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। ছাপাখানার আয় নহে—ছাত্রের শিক্ষাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(শিক্ষানবিশ বিভাগ)

দ্বিতীয় শিক্ষানবিশ বিভাগে ১১ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর শিক্ষা কাল। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার কৃষকের যেরূপ অবস্থা তাহাতে (১) কৃষি কার্য্যের ক্ষতি করিয়া (২) খোরাক, পোষাক, মাহিনা ও পুস্তকের দাম দিয়া বয়স্ক পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারে না। সেজন্য শিক্ষানবিশ বিভাগ সমস্ত ছাত্রের ভরণ পোষণ ও বাসস্থানের ভার গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে ১১ বৎসর হইতেই কৃষক পুত্রকে স্বাবলম্বী করিতে হইবে। ইহাতে তাহার পিতার ব্যয়ভারের লাঘব হইবে; নিজে শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইবে; দিবারাত্র স্কুলে থাকিয়া বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ব করিবার সুযোগ হইবে; সর্ব্বদা শিক্ষকদিগের সংস্পর্শে, তাহাদের কার্য্যকলাপে, আচার ব্যবহারে ও চরিত্র অনায়াসেই অনুকরণ করিতে পারিবে; বিভিন্ন জাতীয় বহু সহপাঠীর সহিত একত্রে বাস করিয়া, একক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া, একই শিক্ষা পাইয়া একতা অভ্যাস করিবে এবং ভবিষ্যতে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যৌথ কৃষি ও অন্যান্য শিল্প ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে। প্রথম হইতেই কৃষিকার্য্যের সমুদয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিজের দেহ মন সবল সক্ষম করিয়া এবং কুস্তি ও লাঠি খেলা ইত্যাদি পুরুষজনোচিত ক্রীড়ায় শক্তিসম্পন্ন

হইয়া দস্যু তস্করের আক্রমণ অনায়াসেই প্রতিহত করিতে পারিবে। বিভিন্ন দেশের আলোচনায় তাহারা তাহাদের নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিবে এবং জানিতে পারিবে, বাঙ্গালা দেশ জগতের অভাব দূর করিবার জন্য বাঙ্গালার কৃষককে বক্ষে ধরিয়াছে।

শিক্ষানবিশ বিভাগ সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী বিভাগ। সেজন্য সমস্ত দিবাভাগ বিভক্ত করিয়া কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পের জন্য পৃথক করা হইয়াছে। হল চালনা ইত্যাদি চাসবাসের কাজ দিবসের প্রথম ভাগেই প্রশস্ত। অন্য সময় যখন সূর্য্যের তাপ প্রখর হয়, তখন ছায়ায় বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য করা যাইতে পারে। ৪র্থ ও ৫ম মানে পাঁচটী শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান স্কুল বা কলেজের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ বিজ্ঞান ও কিয়ৎক্ষণ সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট না করিয়া এক বার্ষিক ছাত্র এক বৎসর ধরিয়া একটী শিল্প শিক্ষা করিয়া ব্যুৎপন্ন হইবার অবসর পাইবে। শিল্প বিভাগ যেমন পাঁচ ভাগে বিভক্ত ব্যায়াম বিভাগও সেইরূপ ছাত্রের বয়স শক্তি ও যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন "আখড়ায়" বিভক্ত করিতে হইবে। ব্যায়াম বিভাগে ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি আধুনিক ক্রীড়ার উল্লেখ নাহি বলিয়া কেহ কেহ "চাষাড়ে কাণ্ড" বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। একথা যাহারা বলেন তাহারা মনে রাখিবেন এটী কৃষিবিদ্যালয়—চাষার ছেলের জন্য ও গরীবের জন্য। মিতব্যয়ীতা এখানকার মূলধর্ম্ম।

শিক্ষানবিশ বিভাগে সন্ধ্যার পর ৭—১০ টা নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই নৈশবিদ্যালয় এই বিভাগের একমাত্র Theoritical বিভাগ। (১) এখানেই ছাত্রের প্রথম ইংরাজী অক্ষরপরিচয় হইবে এবং ৪র্থ ও ৫ম মানের পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাহাকে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্র যাহাতে শীঘ্র এবং অনায়াসে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে সেই দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখা হইবে। ভাষা শিক্ষা যখন মনের ভাব প্রকাশের জন্য, তখন যত সহজে মনের ভাব কথায় ব্যক্ত করা যায় সেই চেষ্টা করাই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। (২) অতঃপর ছাত্রের হিন্দি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা যতই মধুর হউক এবং বাঙ্গালী বাঙ্গলা ভাষায় যতই উন্নত হউন না কেন, মনে রাখা উচিত বাঙ্গালা দেশের সীমার বাহিরে বাঙ্গালা ভাষার কোন আদর নাই। এবং বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিবার আগ্রহ হাজার করা একজনের আছে কিনা সন্দেহ। অথচ বাঙ্গলা দেশ এখন জগতের সমুদয় জাতির মিলন স্থান এবং এই সমুদয় জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান জন্য ইংরাজী প্রথম এবং হিন্দি দ্বিতীয় উপায়। বাঙ্গালীকে যখন অবাঙ্গালীর সহিত আদান প্রদান করিতেই হইবে, তখন হিন্দি ভাষা শিখিতেই হইবে,। (৩) কৃষি বিষয় আলোচনা কৃষি শিক্ষকের Agriculturist) নিজস্ব থাকিবে। তিনি এই সময় স্থানীয় কৃষি ও বিভিন্ন দেশীয় উন্নত প্রণালীর কৃষি সম্বন্ধে সরলভাবে বক্তৃতা দিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন দেশীয় কৃষি পদ্ধতি

কিরূপে যথা সম্ভব অল্প ব্যয়ে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করা হয় সেরূপ উপায়ও স্থির করিবেন। ভিন্ন দেশীয় কৃষি পুস্তক, বাৎসরিক বিবরণ (yearly report) হইতে আবশ্যকীয় অংশ ছাত্রদিগেকে বুঝাইয়া দিবেন। বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সার সংগ্রহ; জমি ভেদে সারের উপকারিতা ইত্যাদি চাষবাস সংক্রান্ত সমুদয় বক্তব্য বিষয়ক আলোচনা হইবে। কৃষি শিক্ষক মনে রাখিবেন তিনি সন্ধ্যায় যে যে বিষয় বক্তৃতা দিবেন প্রাতে সেই সেই বিষয় যথাসম্ভব কার্য্যে দেখাইতে হইবে। (৪) স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এই হইবে যেন কৃষককে কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিতে না হয়, অথচ সে যেন অযত্নে অচিকিৎসায়, অকালে না মরে। সে যেন ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের পারিবারিক স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে। পরিবারস্থ কেহ সামান্য পীড়িত হইলে বা কোন আকস্মিক বিপদে সে যেন ভাবিয়া আকুল না হয়, এবং বাসস্থানের পরিপাট্য, আহার ও পানীয়ের নির্দ্দোষিতা উপেক্ষা করিয়া বিপদগ্রস্থ না হয়। তাঁহার যতটুকু সাধারণতঃ দরকার এবং সাধ্যায়ত্ত তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইবে। (৫) ব্যবহারিক Law etc. বিভাগে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে যেন ছাত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া নিজেই নিজের জমিজমার স্বত্ত স্বামীত্ব, টাকা পয়সায় আদান প্রদান ব্যবসায়াদির চুক্তি পত্রাদিতে লক্ষ্য রাখিতে পারে। মোট কথা নিজের অজ্ঞতা কারণ যেন কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত না হয়।

নৈশ বিদ্যালয়ের উল্লিখিত শিক্ষনীয় বিষয় ব্যতীত যদি কখন কোন সাময়িক ঘটনার আলোচনা করিলে, ছাত্রদিগের লাভবান হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত বিষয়েরও যথাসম্ভব আলোচনা হইবে। মোট কথা ছাত্রকে মানুষের মত গড়িয়া তুলিতে কোন বিষয়ে কার্পণ্য করা হইবে না।

মৌখিক ও ব্যবহারিক theoritical and practical শিক্ষাদান ব্যতীত কৃষি-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের আরও অনেক কর্ত্তব্য থাকিবে। বিদ্যালয়ের বহির্ভূত সাধারণ কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ বিধান, কৃষকদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট বীজ, উৎকৃষ্ট সার সংগ্রহ করা শস্যের পরিবর্ত্তে যথাসাধ্য অল্প সুদে অর্থ সাহায্য, সুতার বিনিময়ে বস্ত্রবয়ন, কাটারি, কুড়ালী চরকা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ দেশের স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে উপদেশ, স্থানীয় বাদবিসম্বাদের মীমাংসা ইত্যাদি তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্দ্দিক হইতে কৃষিবিদ্যালয়ের আলোচনা হইয়াছে—কেবল "জীবনকাটীর" সন্ধান করা হয় নাই। যাহা হউক আয় ব্যয়ের পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক একটী আদর্শ কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিতে কি কি প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

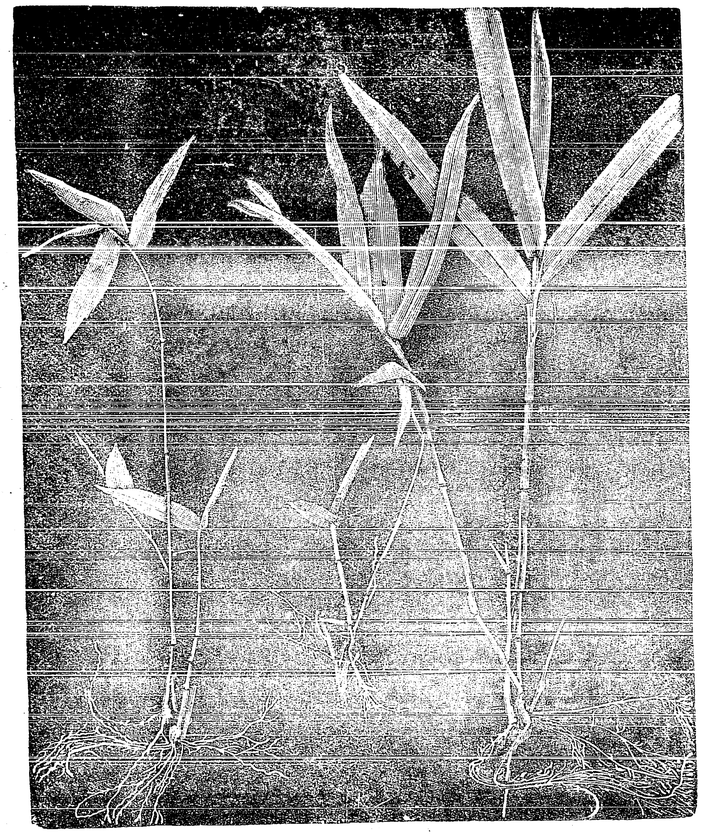

বাঁশের কটিং।

বাঁশের বংশ কটিং দ্বারা কিরূপে বৃদ্ধি হয়, তাহা এই চিত্রে বুঝিতে পারিবেন। চীনা বাঁশের কটিং হইতে সহজেই চারা উৎপন্ন হইতে পারে।

বাংলার কৃষক পরিবার।

একাঙ্ক নাটক।

(শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,)

পাত্রগণ।

মাখন—জনৈক কৃষক।
রমানাথ—ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
হরি— ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
হরিশ—জমীদার।
শ্রীহরি—মহাজন।
অমূল্য—দোকানদার।
সুরেশ—জনৈক শিক্ষিত যুবক।
রামশিং—জমীদারের চাপ্‌রাশী।
ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু।

পাত্রীগণ।

মানদা—মাখনের স্ত্রী।
পুঁটী— ঐ কন্যা।

প্রথম অঙ্ক।

(১ম দৃশ্য)

মাখনের বাটী। তাহার প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে মাখনের পঞ্চমবর্ষীয় বালক-পুত্র হরি একটী ক্ষুদ্র হল্ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে; আর তাহারই অনতিদূরে সপ্তমবর্ষীয়া পুঁটী বর্ষীয়সী রমণীর মত ক্ষুদ্র সূর্প হস্তে দণ্ডায়মান আছে। মাখন নিবিষ্ট চিত্তে কি ভাবিতেছে আর মধ্যে মধ্যে থেলো হুঁকায় টান্ দিতেছে। এমন সময় সুরেশ প্রাঙ্গনে পদার্পন করিয়াই বিস্ময়-বিহ্বল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কি চমৎকার দৃশ্য!

মাখন। কি চমৎকার দৃশ্য, সুরেশ?

সুরেশ। এই কৃষক-পল্লীর এই বালকবালিকাদের অপূর্ব্ব মনোরম ক্রীড়া! খুড়ো! বাংলার এই দৃশ্যই আমার নয়নকে বেশী মুগ্ধ ক'রেছে; আমার চিত্তকে বেশী আকৃষ্ট ক'রেছে। এই যে পঞ্চম ও সপ্তমবর্ষীয় বালকবালিকা জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে হল্ ও সূর্প নিয়ে ক্রীড়া আরম্ভ ক'রেছে—এ অতুলনীয়, এ অভাবনীয়!! সারা বিশ্ব পাঁতি

পাঁতি ক'রে অনুসন্ধান ক'রলেও এরূপ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বাংলা ছাড়া আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

মাখন। যাক্—কল্‌কাতায় ফিরে যাবে ত? তোমার যেরূপ কার্য্যকলাপ দেখ্‌ছি, তাতে ত মনে হয় না যে তুমি আবার কল্‌কাতায় ফিরে যাবে!

সুরেশ। ফিরবার কথা আর তুলো না, খুড়ো! ফিরবার অভিলাষ নেই ব'লেই সেই বিলাস মুখর সভ্য-জন-আরাধ্য কলিকাতা সহর পরিত্যাগ ক'রে এই ক্ষুদ্র পল্লীতে ছুটে এসেছি—তোমাদের মধ্যে আমার পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ক'রতে; সহরের কোলাহলে আপনাকে নিমগ্ন ক'রব না ব'লেই—এই নিভৃত শান্তির নিলয় পল্লীগ্রামে ছুটে এসেছি—তোমাদের মত কৃষক-জীবনের আনন্দ উপভোগ ক'রতে। তাই বলি, আর ফিরবার কথা তুলো না খুড়ো!

মাখন। সে কি বাবা! এতদিন এত অর্থ ব্যয় ক'রলে কি শুধু কৃষকের মত ঘৃণ্য দুর্ব্বিসহ জীবন বহন করবার জন্য? লোকে হাস্‌বে যে!

সুরেশ। লোকের হাসি-পরিহাসকে ত আর ভয় করি না, খুড়ো! লোকে কি বল্‌বে, সেই আশঙ্কায় মুহ্যমান্ হ'য়ে আমি কি আমার বিবেকের আদেশ উপেক্ষা ক'রে চল্‌বো? ধিক্ আমার লজ্জাকে। শত ধিক্ আমার জীবনকে?

মাখন। কিন্তু মোটা ভাত, মোটা কাপড় তোমার শরীর সইতে পারবে কি?

সুরেশ। কেন পারবে না খুড়ো! তোমরাও মানুষ, আমিও মানুষ। মোটা ভাত খেয়ে তোমাদের যদি শরীর টিকে, তোমাদের যদি শরীর বলিষ্ঠ হয়, তোমাদের যদি দেহ লাবণ্যযুক্ত হয়, আমি কি সৃষ্টি ছাড়া যে সেই মোটা ভাত খেলে আমার শরীর—শীর্ণ হ'বে, শুষ্ক হ'বে, মলিন হবে? খুড়ো! 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' পরিধান ক'রে মায়ের ছেলে হব ব'লেই মিহি-কাপড় পরিত্যাগ ক'রেছি! বাস্তবিক—কল্‌কাতায় যখন পড়তুম, নিত্য দু'বেলা সাবান মেখে, মিহি-সুতার কাপড় প'রে, এসেন্স আতর লাগিয়ে, ইজিচেয়ারে ব'সে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া সেবন ক'রতে ক'রতে যখন কত আশার জাল বুন্‌তাম, তখন ভাবতাম, এইত জীবন! এতেই তো মানব জনমের সার্থকতা! তোমাদের কথা মনে উঠ্‌লে অন্তর বিষিয়ে উঠ্‌ত। ভাবতুম, পল্লীগ্রামে কৃষকদের সঙ্গে বাস করা আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করা একই কথা। কিন্তু এখন বুঝেছি—তদনুরূপ চিন্তাতেও আমি পাপ অর্জ্জন ক'রেছি। এতদিন অন্ধকারে পড়েছিলুম—তাই বাংলাকে দেখ্‌বার দৃষ্টিও অন্ধ হ'য়েছিল। আজ একটু আলোকের আভাস পেয়েছি ব'লেই দেখ্‌তে পাচ্ছি—বাংলার দুর্দ্দশার সীমা নাই। আর শেষ বুঝ্‌তে পারছি—এ দুর্দ্দশার যদি অবসান হয়, সে কেবল তোমাদের দ্বারাই সম্ভব। তাই স্বেচ্ছায় সকল মোহপাশ ছিন্ন ক'রে কল্পনার রঙ্গীন মদ্‌কে পরিহার ক'রে তোমাদের

পন্থা অবলম্বন ক'রেছি। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমাদের একজন হ'য়ে কৃষিকে উপাস্য ক'রে কৃষকের জয়-দুন্দুভি নিনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রতে পারি।

(সুরেশের প্রস্থান)

(মানদার প্রবেশ)

মানদা। ওগো! এমন ক'রে শুধু ব'সে ব'সে ভাবলে আর চল্‌ছে কৈ? ঘরে এক ছটাক ধান চাল নেই, ছোট ছোট ছেলে দু'টোকেই আর রাখি কি ক'রে? আমরা না হয় উপোস্ দিয়েই দিন কাটাতে পারি। কিন্তু তারা? খাবার সময় যখন খেতে চাইবে, তখন কি ব'লে তা'দের প্রবোধ দিই! পাড়ায় এমন ঘর নাই, যে কিছু না কিছু ধার হ'য়েছে। কারও কাছে এক ছটাক ধান ধার মিল্‌ছে না। যাহোক যদি কারও কাছে দু'টাকা ধার পাওয়া যায়, তার উপায় কর।

মাখন। তাইত বড় ভাবনায় পড়লুম। আর এক মাস কোনরূপে পেরোলেই নূতন ধান পাওয়া যেত। কিন্তু এ একমাস আর চলেনা দেখ্‌ছি। মহাজনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে হায়রান হলুম, কারও কাছে একটা টাকাও মিল্‌ল না। শেষে সুরেশ একথা জান্‌তে পেরে আমায় একটী মাত্র টাকা দিয়ে গেছে। এতেই আজকের মত একটা ব্যবস্থা করতে হ'বে।

(রমানাথের প্রবেশ)

রমানাথ। বাবা, গরুগুলোর খাবার আজ আর একটী আঁটীও বিচালি নাই, সকাল থেকে শুদ্ধ গোয়ালে বাঁধা আছে, আর কাউকে দেখতে পেলে সজল দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাচ্ছে। ধান পাকবার অপেক্ষা ক'রতে গেলে কিন্তু এ একমাসেই গরুগুলো মারা যাবে!

মাখন। (বিরক্তির স্বরে) মরে যায় ত আর উপায় কি রমা? আর না হয় পারিস্ ত গরুবাকে ডেকে আন্ গরুগুলো বিক্রি ক'রে দি,' তাদেরও হাড় জুড়োক, আমরাও ওঁষ্ট শুদ্ধ সেই পয়সায় দু'দিন পেট ভরিয়ে নি'।

(রমানাথের প্রস্থান)

মাখন। উঠোউঠি দু'বৎসর অজন্মা হওয়ার জন্যই এত কষ্ট। তা' নাহলে ছেলে-মেয়েকেই বা উপোস দিতে হ'বে কেন? প্রাণ-প্রিয় ছেলে ও গরুগুলোকে বিক্রী ক'রবারই কথা মনে জাগবে কেন? হায় ভগবান্! এবৎসর দু'টী ধান হ'য়েছে, একমাস পরেই একটু দুঃখের অবসান হ'বে। কিন্তু এই একমাস চালানই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। কুলের কাছে এসে শেষে তরী ডুবাতে হল! হায় ভগবান।

(রাম সিংহের প্রবেশ)

রামসিং। এ মাখ্‌না জমীদার লোগ্‌ তলপ দিয়া ; হাম্‌রা সাথ্‌ উন্‌কা পাশ্‌ চলিয়ে।

মাখন। (রামসিং এর হস্তে একটি সিকি দিয়া) ভাই রাম সিং, আর এক টা মাস অপেক্ষা কর ; ধান কাটলেই জমীদারের খাজনা মিটিয়ে আস্‌ব।

রাম সিং। মাখ্‌না—তোম্‌ ভালা আদ্‌মী হায়। জমীদার লোককো হাম্‌ বোল্‌ দে'গা, মাখ্‌নাকা বড়ি দুখ্‌স্‌ হুয়া ; ইস্‌ মাফিক্‌ উন্‌কো মাফ্‌ কর।

(প্রস্থান)

মানদা। এ্যাঁ ক'রলে কি ? একটা টাকা পুঁজি তারও আবার চার আনা রাম সিংকে দিয়ে দিলে !

মাখন। কি করব—উপায় নাই। মনে ক'রেছিলুম আট আনার চাল কিনব। আর আট আনার বিচালি কিনে গরুগুলোর মুখে দেব। তারও পথ বন্ধ হ'লো। জমীদারকে যত না ভয় হয়, তার চেয়ে বেশী ভয় লাগে—যমদূতের মত এই জমীদারের লোকগুলোকে !

(শ্রীহরির প্রবেশ)

শ্রীহরি। ওরে ও মাখ্‌না—দু'বছর ধরে টাকাটার সুদ ত একটী পয়সাও দিলি নে। আমাদেরই বা চলে কি ক'রে বল্‌ তো ? তোদের এবার মেলা ধান হ'য়েছে, ভাবনা কি, পায়ের উপর পা দিয়ে খাবি। কিন্তু আমাদের বাপু, ঐ খাতকের মুখ চেয়ে ব'সে থাকা। কখন টাকার সুদ পাব এই আশায় দিন গুনি। ধার দিয়ে টাকার সুদ পাই, তবে দু'মুঠো খাই। দু' দু' বছর এমন ক'রে সুদ ফেলে রাখ্‌লে আমরা বাঁচি কিসে বলতো !

মাখন। সে কি দাদাঠাকুর, ঘরে গোলা ভর্ত্তি ধান, সিন্দুক ভর্ত্তি টাকা, আর আপনারই খাবার জন্য ভাবনা ?

শ্রীহরি। তা' নয় ত কি বাপু ! ঘরের টাকা—ধান ভেঙ্গে যদি নিজেরই পেট ভরাব —তবে তোদের মত অভাব লোকের দায় পোহাবে কে ? থাক বাপু, আজ আমার সুদের সমস্ত টাকা মিটাতে হবে ; তা' নইলে এই বসলুম—কার সাধ্য আমাকে এখান হ'তে নড়ায়। (উপবেশন)

মাখন। (সবিনয়ে) দাদাঠাকুর, আর একটা মাস অপেক্ষা করুন, পরে আপনার সব মিটিয়ে দেব।

শ্রীহরি। সকলের যদি অনুনয়-বিনয় শুন্‌তে হয়, আর তাদের দুঃখ দেখে নরম হ'য়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়, তা হ'লে মহাজনী করা চলে না। কোন কথা শুন্‌ব না

মাখ্‌না ; আজ আমার সুদটা মিটাতেই হবে। তোর কাছে সুদ নিয়ে অন্য লোককে ধার দিলে তারও সুদ পাওয়া যাবে। তোর কাছে ফেলে রাখলে ত আর আমার লাভ কিছুই নাই।

মাখন। দাদাঠাকুর, না হয় জান্‌বেন আমাকেই ঐ সুদের টাকাটা ধার দিয়েছেন। তারও সুদ আমি কড়ায় গণ্ডায় পুরিয়ে দেব। তবু এ মাসটী অপেক্ষা করুন।

শ্রীহরি। আচ্ছা তাই হবে, তাই হবে। কিন্তু আমাকে আজ অন্ততঃ আট-আনা পয়সাও সুদের দরুন না দিলে আমি এখান হ'তে উঠ্‌ছি না। আমারও ত লাগ-ভাগ আছে মাখনা !

মাখন। তাই নিন্‌ দাদাঠাকুর ! (আধুলি প্রদান)

কিন্তু পায়ে ধরছি দাদাঠাকুর—আরও কিছু ধান আর টাকা ধার না দিলে আমি মারা যাই। এই দেখুন এতখানি বেলা হল, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দুটো পর্য্যন্ত দু'টো মুড়ি মুখে দিতে পায় নি ; গরুগুলো শুধু মুখে গোয়ালে বাঁধা আছে। আপনাকে দয়া ক'রতেই হবে। (পদতলে পতন)

শ্রীহরি। তাইতো—তাইতো, মাখ্‌না। নূতন ক'রে মহাজনী ক'রতে আদৌ ইচ্ছা নাই। জানিস্‌ কি—এতে আর লাভ দেখ্‌ছি না। খাতককে টাকা ধার দিয়ে খাতকের দুয়ারে ধন্না দিয়ে, খাতকের অন্ন খেতে খেতে ঘরের অন্ন খাবার অবকাশ পাওয়া যায় না। তবে—তবে—কি জানিস্‌ ? তোকে আমার বড় ভাল লাগে। জানি দু' বিঘা জমি আছে, ধান-টানও হয় দু'মাপ। টাকাটা পড়বে না। আচ্ছা—ও বেলায় যাস্‌—একটা ষ্ট্যাম্প কিনে নিয়ে। কিন্তু মনে রাখিস্‌ মাখনা—টাকায় চার আনা সুদ শুদ্ধ সমস্ত টাকা এক মাসের মধ্যেই ফিরে দিতে হ'বে।

মাখন। কি করি—উপায় নাই। পরে যা' হয়—দেখা যাবে। তা'তেই রাজী আছি। আমি ওবেলায় যাব।

শ্রীহরি। বেশ—বেশ, তাই যাবি।

(প্রস্থান)

মানদা। আরও আট আনা দিয়ে দিলে। এখন উপায় কি বল ?

মাখন। কিছু বলিস্‌ না তুই, সব দেখে যা'। আর এই বাকী চার আনা পয়সা কাউকে দিতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

(অমূল্যর প্রবেশ)

অমূল্য। এতদিন জিনিস্‌ খেলি মাখ্‌না, কিন্তু পয়সাটী—

মাখন। কিছু বলিস্‌ না দাদা, আজ এই চার আনা পয়সা নিয়ে বিদায় হ'। আর দু'টো দিন অপেক্ষা কর, কাঁচা ধান কেটে বিক্রী ক'রেও তোর পরিশোধ ক'রবো।

JOGINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
99, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

অমূল্য। চার আনা, চার আনা—আচ্ছা; তাই থাক্ এতদিন অপেক্ষা করলুম, আরও দু'টো দিন দেখ তুই ভাল মানুষ না বেইমান্।

(প্রস্থান)

মাখন। বাঁচা গেল। উঃ! এত তাগাদা! এত লাঞ্ছনা। বুঝি বা আত্মহত্যা করে সকল জ্বালার অবসান ক'রতে হয়।

(অদূরে হরি ও পুটীর ক্ষুধার জ্বালার ক্রন্দন শুনিয়া মাখন উন্মত্তের মত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

— —

২য় দৃশ্য।

মাখনের বাটী। একপার্শ্বে রোগ-শয্যায় শায়িত হরি ও পুঁটী। অপর পার্শ্বে মাখন, মহাজন ও পাওনাদারদের ধান মাপ করিয়া বিদায় করিতেছে। শ্রীহরি ও অমূল্য কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত মিটাইয়া লইয়া হাস্যমুখ মাখনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। মহাজনদের পাওনা মিটাইতেই সমস্ত ধান নিঃশেষ হইয়া গেল। মাখন নিরাশ হইয়া বলিতে লাগিল—

মাখন্। মনে ক'রেছিলুম এবারের ফসলে জমীদার মহাজনকে দিয়েও ২।৪ মাস বেশ সুখে কাটাতে পারব। তারপর শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আস্‌ছে বছর সামলে নিব। কিন্তু হায়! যেম্‌নি ধান কাটা আরম্ভ হল, আর অমনি পুঁটী ও হরির জ্বর। দূর জায়গা হ'তে ডাক্তার এনে তাদের ভিজিট আর ওষুধের দাম দিতেই ছ' মাসের ধান উড়ে গেল। আজ পাওনাদারদের চুকাতেই সব নিঃশেষ। ছেলে দু'টোও ভাল হয় নি—নূতন ডাক্তারকেই বা কি দি', জমীদারকেই বা কি ব'লে এড়ান্ পাই। হে ঈশ্বর! এত কষ্ট ভোগ ক'রবার জন্যই কি এই কৃষক কুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম!

(মানদার প্রবেশ)

মানদা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ওগো, ওদের বাড়ীতে ডাক্তার এসেছিলেন, আমি আর একবার বললুম, ডাক্তারবাবু একবার চলুন, ছেলে দু'টোকে আমার দেখে আসবেন। তিনি বল্লেন, না বাবু, ভিজিটের টাকাই এখনও দু'বারের পাওনা আছে, ওষুধের দাম যে কত তার ইয়ত্তা নাই, এম্‌নি ক'রে বিনা পয়সায় রোগী দেখ্‌লে আমাদেরই বা চলে কিসে? হায়! হায়!—তা'হলে ছেলে দু'টো কি ডাক্তারের অভাবেই মারা যাবে? (রোদন)

(রক্তাক্ত দেহে রমানাথের প্রবেশ)

রমানাথ। বাবা, বাবা! জমীদারের চাপরাশী হেলে গরু দু'টোকে গোয়াল থেকে খুলে নিয়ে যাচ্ছিল দেখে আমি বাধা দিতে গেলুম—সে আমায় শ্যাল কুকুরের মত প্রহার করল এর বিধান কি কিছু নেই বাবা।

মাখন্। এ্যাঁ—এমন ক'রে মেরেছে! দেখি আমার বাঁশের লাঠিটা, জমীদার সে কেমন—

[হরিশ ও রামসিংএর প্রবেশ]

হরিশ। এই দেখ্‌না ব্যাটা জমীদার কেমন—রাম সিং, তুই থাক্‌তে সামান্য কৃষক আমায় এমন অপমান ক'রবে? বাঁধ বেটাকে! জুতো মার, পিঠের চাম্‌ড়া ছেলে নিয়ে খাজ্‌না আদায় কর।

মাখন। (করজোড়ে) ধর্ম্মাবতার!

হরিশ। কোন কথা শুনিস্‌ না, রাম সিং। এই উদ্ধত প্রজার মস্তককে গুঁড়ো ক'রে দিতে হবে, এর প্রত্যেক মাংসখণ্ডে আমার বাঘা কুকুরটার আহার প্রস্তুত ক'রতে হবে।

রাম সিং নির্দ্দয়ভাবে তার ছেলে মেয়ের সামনে মাখনকে প্রহার করিতে লাগিল। ঘরের মেঝে হইতে রুগ্ন ছেলেমেয়ের আর্ত্তনিনাদের সঙ্গে মাখনের 'উঃ' 'আঃ' শব্দ মিশিয়া যাইতে লাগিল। মাখন দৌড়িয়া জমীদারের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—

মাখন। আর মারবেন না প্রভু। রাজা আপনি, প্রজার রক্ষক আপনি, পিতা আপনি, আপনি যদি প্রাণে মারেন, আমাদের সাধ্য কি যে প্রাণ বাঁচাই! আমায় আপনার জমীদারী হতে বহিষ্কৃত ক'রে দিন্ তবু এমন ক'রে প্রহার ক'রবেন না।

হরিশ। আচ্ছা তাই হোক, দূর হ'য়ে যা' আমার জমিদারী হ'তে। [পদাঘাত] কিন্তু বাকী খাজনার ব্যবস্থা ক'রে যা'।

মাখন। ঘর বাড়ী জমি জায়গা সমস্ত দিয়েও কি বাকী খাজনা মিটবে না প্রভু।

হরিশ। কি আস্পর্দ্ধা বেটার? তোর কি পিতা পিতামহ এসে এখানে জমি-জায়গা তৈয়ারী ক'রে গিয়েছিল পাজী! আমার জমি—খাজনায় বন্দোবস্ত করে-ছিলুম, তাতে তোর কোন স্বত্ব নেই।

মাখন্। তা' হ'লে আর কি উপায় আছে ধর্ম্মাবতার।

হরিশ। কেন তোর ছেলে আর স্ত্রীকে আমার ঘরে চাকর রেখে দিয়ে যা'। তারা যে বেতন পাবে তার থেকে আমি আমার পাওনা কাটীয়ে নিব।

মাখন। তার চেয়ে আমাকে—

হরিশ। তোকে? ইনস্‌পেক্টার বাবু?

[ইন্সপেক্টার বাবুর প্রবেশ]

দেখুন একে থানায় নিয়ে চলুন। এ জমীদারকে হত্যা করবার জন্য ষড়-যন্ত্র করেছিল। [মাখনের হস্তে শৃঙ্খল বন্ধন]

মাখন। ভগবান্। বাংলার কৃষক যে না-খেয়ে বেঁচে থাকে—সে বাঁচাও কি আপনার বাঞ্ছনীয় নয়? হায়! হায়! আজ আমার সব মনে পড়েছে! ধানের ক্ষেতে রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য ক'রে ঘরে এসে যখন দেখতুম—স্ত্রী ধান চা'লের কাজে ব্যস্ত, পুত্র গরুর সেবায় রত, আর পুঁটী, হরি ক্রীড়ায় মত্ত, আমার আনন্দের পরিসীমা থাক্‌ত না। যদিও অভাবের জ্বালায় অস্থির হতুম, তবুও প্রার্থনা করতুম, যেন এম্‌নি কৃষক জন্মই লাভ করি। কিন্তু জমীদারের অত্যাচারে আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত। পত্নী-পুত্র হারা—নিজে শ্রীঘরের পথে। হরিশ্চন্দ্র গুরুদক্ষিণার দায়ে তোমাকে পত্নী পুত্র বিক্রয় ক'রে চণ্ডালের ঘরে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল, আর আজ আমাকে জমীদার মহাজনের দক্ষিণার দায়ে—পত্নী পুত্রের দাসত্ব, ছেলে মেয়ের মৃত্যু, আর নিজের শ্রীঘর—এই সকল যন্ত্রণায় অস্থির হ'তে হ'চ্ছে। তবে তুমি চণ্ডালের ঘর হ'তে ফিরে এসে পেয়েছিলে—পত্নী, পুত্র, রাজ্য আর আমি জেল থেকে ফিরে এসে দেখ্‌ব হয়তো বাস্তু ভিটায় জমীদারের প্রমোদ উদ্যান তৈয়ারী হ'য়েছে, পত্নী পুত্র ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে, আর রুগ্ন শয্যায় শায়িত ছেলে-মেয়ে দু'টো ইহকালের সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে এড়িয়ে ওপর হ'তে আমায় ভয় দেখাচ্ছে! হায়! বাংলার এই নিরন্ন কৃষককে বাঁচাতে কি কেউ নাই।

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। কেন থাক্‌বে না খুড়ো! তোমাদিগে বাঁচাব ব'লেই ত সকল মোহ জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি আজ মিলিত হ'য়েছি।

মাখন। সুরেশ?

সুরেশ। হাঁ খুড়ো আমিই। বলুন জমীদার বাবু আপনার কত পাওনা আছে আমি তা' কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব। ইন্সপেক্টার বাবু, একে শৃঙ্খল মুক্ত করুন, আমি এর জামীন রইলুম।

[উভয়েই নীরব রহিল]

কি চুপ ক'রে রইলেন যে! জমীদার বাবু, জানবেন ভগবান আপনাকে প্রজার রক্ষক করে প্রেরণ ক'রেছেন, ভক্ষকরূপে নয়, মনে রাখবেন—প্রজা,—প্রজা, তারা ঘৃণ্য কুকুর নয়, যে আপনি তা'দের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার ক'রবেন। মনে রাখবেন, আপনিও যে ভগবানের সৃষ্টি, আপনার প্রজারাও তাহাই হয়তো কোন পুণ্যবলে আপনি—রাজা, আর তারা প্রজা। তা'বলে সৃষ্টির অমর্য্যাদা করবেন না। হায়! আজ যদি রাজায় প্রজায় সদ্ভাব থাক্‌ত, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বজায় থাক্‌তো, তা'হলে জীবনটা কি সুখের হ'তো।

হরিশ ইন্সপেক্টার বাবুকে কানে কানে কি বলিলেন, অম্‌নি ইন্সপেক্টার বাবু

সুরেশের হস্ত ধরিয়া বলিলেন—সুরেশ বাবু আপনাকে Arrest ক'রলুম।

সুরেশ। কেন?

ইন্সপেক্টার। শুনেছি আপনি কৃষকদের বিদ্রোহী ক'রে তুলেছেন। জানেন কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা বে-আইনী?

সুরেশ। কোনটা যে আইন তাই বুঝ্‌তে পারি না। যাক্ চল খুড়ো—দু'জনেই শ্রীঘরে গিয়ে বাইরের আলো বাতাস থেকে রেহাই পাইগে—চল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এমনি ক'রেই বাংলা অধঃপাতে যাচ্ছে! এই কৃষক পরিবারের মত বাংলার কৃষককুল জমিদার মহাজনের অত্যাচারে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। বাংলা জাগো! বাঙ্গালী, নয়ন উন্মীলন কর। দেখ তোমাদের কৃষকরা কি দুর্দ্দশায় দিন অতিবাহিত ক'রছে। এস বাঙ্গালী, আজ এক সাথে মিলে বাংলার কৃষককুলকে বাঁচাও; যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজে অভুক্ত থেকে তোমাদের অন্ন যোগাচ্ছে, তা'দের যেমন ক'রে হোক সাহায্য কর; অত্যাচারের কবল হ'তে রক্ষা ক'রে বল দাও, সাহস দাও। দেখবে কৃষকের মুখের হাসির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অধীনতা অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, আর তার পশ্চাতে ধীরে ধীরে উদিত হচ্ছে—স্বাধীনতা সূর্য্য। বিশেষ করে আজ আমি বাংলার শিক্ষিত যুবক দলকে আহ্বান ক'রছি—হে বাংলার তরুণ দল, তোমরা আর পরের ঘরে চাকুরীর আশায় বসে থেকো না; তোমরা এসো, পল্লীতে পল্লীতে; পল্লীর কৃষকদের সঙ্গে বাসা নির্ম্মাণ ক'রে তাদের উদ্বুদ্ধ কর, জগতের সমক্ষে ঘোষণা কর, কৃষিই আমাদের বল, কৃষকই আমাদের ভরসা! আজ আমি একা—তাই এই দুর্দ্দশা! কিন্তু তোমরা এক সঙ্গে মিলিত হ'লে কারও সাধ্য নাই যে তোমাদের চলা পথের বিঘ্ন হয়!

ইন্সপেক্টার মাখন ও সুরেশকে থানার দিকে নিয়ে চল্ল। রামসিং রমানাথ ও মানদাকে জমিদারের পেছনে টেনে নিয়ে গেল; আর গৃহের মেঝেয় পুঁটী ও হরি ছটফট করে চীৎকার করতে লাগল—জল! জল!! জল!!!

(যবনিকা পতন)

———

JOTINDRO NATH DUTTA
JAMMABHUMI OFFICE

কৃষক।

শ্রীগোপেশ্বর সাহা।

প্রণমি বঙ্গ কৃষকসঙ্ঘ প্রণমি বঙ্গ ভূষণ শোভা,
যা'দের জন্য এ দেশ ধন্য যাহারা বঙ্গমানস লোভা।
ধূর্জ্জটি জিনি অজেয় শক্তি ধূর্জ্জটি সম পাগল পারা,
শান্ত সরল কান্ত উদার নিখিল বিশ্বে আপনা হারা।

নিখিল বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ প্রচারে যা'দের সুপ্তগীতি,
দানিল যাহারা সকল স্বার্থ বক্ষে ধরিয়া বিশ্বপ্রীতি ;
যাহারা সয়েছে রৌদ্র বৃষ্টি প্রাবৃট ঝঞ্ঝা শীত ও গ্রীষ্ম
তা'দের চরণ পদ্মে প্রণমি যাহারা অন্ন রিক্ত নিঃস্ব।

পদপদ্মাঙ্কে ফুটিল পদ্ম হৃদি শতদলে গন্ধ মধু,
নিঃস্ব করিয়া বিশ্বে দানিল, তা'দের চরণে প্রণমি শুধু।
বাংলার বুকে বাঙালী যাহারা, যাহারা বঙ্গ ভূষণ শোভা,
যা'দের জন্য এদেশ ধন্য যাহারা বঙ্গ মানস লোভা।

শ্যামল শস্যে বায়ু তরঙ্গে নেহারি' আনন হাস্যভরা
স্বর্ণ শিখরে নবীন ভঙ্গী যা'দের জন্য হেরিল ধরা,
যা'দের জন্য এ দেশ ধন্য ফিরায় যাহারা গরিমা নব্য
শান্ত-সরল-কান্ত উদার তা'রা ত' কখনো নয় অসভ্য।

মঠে মস্‌জিদে পূজা দেয় যা'রা অভেদ হিন্দু মুসলমান,
শ্মশানে রচিছে কানন রম্য মশানে বহায় নবীন বান,
—জীব-জীবন্ত নারায়ণ বাঙলার বুকে নিয়ত ভ্রমে
নহেক তুচ্ছ অতীব উচ্চ নিখিল বিশ্ব চরণে নমে।



আসামের চায়ের খবর (১৯২৬ সাল)

চা বাগানের সংখ্যা

বিগত ১৯২৬ খৃঃ অব্দে আসাম প্রদেশেস্থ চা বাগানের সংখ্যা ৯৪১ ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর ৯৩০ ছিল। ১৯২৬ সালে কাছাড় এবং শিবসাগর উভয় স্থানেই একটি করিয়া মোট দুইটি নূতন বাগান খোলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ডারাঙ্গ নামক স্থানে তিনটী এবং লক্ষীপুর নামক স্থানে নূতন পাঁচটীর খবর পাওয়া গিয়াছে। লক্ষীপুর অঞ্চলের আর একটি বাগান নূতন বন্দোবস্তে আসিয়াছে। ১৯২৫ সালের ন্যায় কামরূপ জিলাতে বিগত বৎসরেও পাঁচটি বাগানের কাজ বন্ধ ছিল।

জমীর পরিমাণ।

চা বাগানের মোট জমির পরিমাণ ৪১৬৪৭৬ একর হইতে ৪২০৫৬৪ একরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত বৎসর মোট ৭৩৩৬ একর জমি বাড়িয়াছে এবং ৩২৪৮ একর জমি চাষের তত সুবিধাজনক নয় ভাবিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। কাছাড়, নওগঙ এবং সাদিয়া সীমান্ত স্থান বাদে প্রায় সব অঞ্চলেই চায়ের বাজারের ভবিষ্যৎ ভাল হইতেছে বিবেচনা করিয়া চা বাগান নূতন নূতন স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর চা ৪০১৭৮৮ পরিমাণ একর জমি হইতে তোলা হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর চা উত্তোলনের জমির পরিমাণ ৪০০৫৪৪ একর ছিল। অর্থাৎ হিসাবে প্রায় সমানই চলিতেছে। শতকরা ৯৬ ভাগ দুবৎসরই সমভাবে চলিয়াছে।

চা বাগানগুলির মোট পরিমাণ।

চা বাগান গুলির সমবেত জমির পরিমাণ গত বৎসর ১৫৭৭০৪৮ একর ও তৎপূর্ব্ব

বৎসর ১৫৫৬২৯২ একর ছিল। বিগত তিন বৎসর সমভাবেই শতকরা ২৭ ভাগে জমি চায়ের চাষ হইয়াছিল।

চা বাগানের শ্রমিক সংখ্যা।

গত বৎসর চা বাগানের শ্রমিক সংখ্যা মোট, ৫৩২০২৪ ও তৎপূর্ব্ব ৫২৭৪৯৬ ছিল। ঠিক্ চা বাগানের কাজেই নিযুক্ত স্থায়ী লোকের সংখ্যা ৪৬৩৮৪৭ ও স্থায়ী অন্য স্থানের আনিত শ্রমিক সংখ্যা ২৯৯৬৪ এবং অস্থায়ী বা ঠিকা অন্য স্থান হইতে আনিত জন সংখ্যা ৩৮২১৩ ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর উক্ত ত্রিবিধ প্রকারের শ্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬১২২১, ৩০২৫২, এবং ৩৬০২৩ ছিল। শ্রমিক সমস্যা এখনও বেশ চলিতেছে। কারণ যে সকল স্থান হইতে শ্রমিকগণ আসে সে সকল স্থানে নানাপ্রকার চাষের সুবিধা থাকায় সহজেই ভাল কাজের লোকে আসিতে চাহে না। কামরূপ জিলায় কাছাড় হইতে আনিত শ্রমিক দ্বারা কাজ চলিতে পারে কি না এই বিষয়ে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

চাষের উপযুক্ত অনুকূল ঋতু।

গত বৎসর মোটের উপর জল হাওয়া বা ঋতু চাষের পক্ষে সুবিধাজনকই ছিল। মে মাসে লক্ষীপুর অঞ্চলে ও শেষভাগে ডারাঙ্গ অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীহট্টে অতি শীতে চায়ের গাছের পুষ্টি হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। লক্ষীপুর জিলাতে এপ্রিল মে মাসে লাল মাকড়সার উৎপাৎ হইয়াছিল বটে কিন্তু ক্ষতি বিশেষ করে নাই।

উৎপন্ন চায়ের হিসাব।

গত বৎসর মোট ২৪০৪৪৯৫০৭ পাউণ্ড কালো চা ও ১৫৩২১৬৬ পাউণ্ড নীল চা উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর যথাক্রমে উক্ত দুই প্রকারের চা ২২৩৬৬০৯৭০ ও ১৫১৮৭১৭ পাউণ্ড হইয়াছিল। কামরূপ ভিন্ন সব জিলাতেই অনুকূল জল হাওয়ার গুণে উৎপন্ন বাড়িয়াছে। আরো বেশী মাল উঠিত কিন্তু বাজার অত্যধিক পড়িয়া যাইতে পারে এই বিবেচনায় ২০শে নভেম্বর তারিখের পর হইতে চা চয়ন কার্য্য বা চা উঠান একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নীল চা শ্রীহট্ট জিলাতে দুইটি বাগানে এবং কাছাড় ও নওগঙ অঞ্চলে একটি করিয়া দুইটি বাগানে চাষ হইয়াছে। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহা একর প্রতি, প্রতি জিলার গত পাঁচ বৎসরের হিসাব। প্রতি একরে উৎপন্ন চা ৪০ চল্লিশ পাউণ্ড করিয়া গড়পড়তা বাড়িয়াছে এবং লক্ষীপুর জিলাতে খুব বেশী বাড়িয়াছে।

জিলা	একর প্রতি উৎপন্ন চায়ের ফর্দ্দ				
	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
কাছাড়	৪৬৮	৫৩৫	৪৮৭	৪৮৭	৫১০
শ্রীহট্ট	৪৪৩	৫৬৪	৫২৪	৫৩৪	৫৪২
গোয়ালপাড়া	৩১৪	৩৩০	৩৭৫	২৭৬	৩০৮
কামরূপ	১৬৭	২৮৬	২৬৭	২৭৫	২৬৬
ডারাঙ্গ	৪৯৬	৬১৩	৫৭৬	৫৫৩	৫৮৪
নওগঙ্গ	৪৬২	৫২৮	৫১৫	৫০২	৫১৯
শিবসাগর	৫১২	৫৯২	৬১৪	৫৫৭	৬০১
লক্ষীপুর	৬৭০	৭২২	৭৫২	৬৬৮	৭৫৩
সাদিয়া সীমান্তদেশ	৬০৩	৫১৬	৬২৬	৪৭২	৫৬৫

চায়ের মূল্য নির্দ্ধারণ

চায়ের দাম বৎসরের প্রথম ভাগে বেশ সুবিধা ছিল কিন্তু বেশী উৎপন্ন হওয়ায় শেষ ভাগের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া যায়। এমন কি কোন স্থানে পড়্তা অপেক্ষাও অনেক কম দর হয়।

ভারতীয় চা সমিতির সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে আমরা সমগ্র আসামের চায়ের মোট উৎপন্ন বুঝিতে পারি। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল।

	ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা		সুরমা ভেলি	
৩১ মার্চ্চ অবধি পুরা এক বৎসরের হিসাব	চা বাণ্ডিল	দাম প্রতি পাউণ্ড (ওজন) শি—পেন্স	চা বাণ্ডিল	দাম প্রতি পাউণ্ড (ওজন) শি—পেন্স
লণ্ডন বিক্রয় ৩১ মার্চ্চএ বর্ষ শেষ ১৯২৭	৯৪৬৭৭০	১-৬'১০	২৮৬২৩৫	১-২'৩৪
লণ্ডন বিক্রয় ৩১ মার্চ্চএ বর্ষ শেষ ১৯২৬	৮৫০৩০৭	১-৮'৭৩	২৮৯৩৩৬	১-১'২৯

কলিকাতা নিলাম বিক্রয়	চা বাণ্ডিল	টা আ পা	চা বাণ্ডিল	টা আ পা
বর্ষ শেষ ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৭	২৭৩৩২৭	১২-৯	১৯৫২১৭	০-১১-৫
কলিকাতা নিলাম বর্ষ শেষ ৩১এ মার্চ্চ ১৯২৬	২৫৯৪৭৩	১-০-৮	১৬৭৫৩৫	০-১৪-৯

চায়ের বীজের খবর

মোটের উপর চায়ের বীজের চাহিদা (demand) একরূপ ভালই বলিতে হইবে।

চা ব্যবসার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যৎ চায়ের ব্যবসা ভালই বোধ হইতেছে। কারণ বিলাতী বাজারে বিশেষতঃ আমেরিকাতে ইহার বেশ আদর বাড়িতেছে। কেবল বিদেশে কেন এ দেশেও চালান বেশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ আরো বিস্তার হইবে বেশ বোঝা যাইতেছে। সে জন্য শ্রমিক সমস্যা থাকিলেও ধনীগণ ও জনসাধারণ মিলিত হইয়া যৌথ কারবার স্থাপন পূর্ব্বক অনেক নূতন নূতন বাগানের পতন করিতেছেন। অবশ্য ভবিষ্যতে খুব বেশী উৎপন্ন হইলে বাজার নামিয়া যাইতে পারে। সেই আশঙ্কায় ভাল চায়ের চাষে ও ভাল ধরণের উন্নত চা গাছ বিস্তার করিতে অনেকে এখন হইতেই ব্যস্ত হইয়াছেন।

উপসংহারে মোটের উপর আন্দাজ করিয়া বলা যাইতে পারে আসাম প্রদেশে এখনও বহুদিন এই ব্যবসা লাভজনক কৃষি বলিয়া গণ্য থাকিবে।

শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক।

কপি চাষ।

(শ্রী নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী)

আমাদের দেশে ফুলকপি চাষ প্রায় ২০০ বৎসর হইতে চলিতেছে। ইহা আমেরিকা দেশ হইতে প্রথমে এদেশে আসে। তবে আবহাওয়ার উপযুক্ত করিয়া খুব বড় কপি করা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার। কিন্তু এমেরিকার জল হাওয়া ভারতবর্ষের কতকটা সমান বলিয়া মার্কিনের বীজের কপি বিলাতী বীজ অপেক্ষা অত্যন্ত বৃহৎ, রং বেশ দুগ্ধবৎ সাদা এবং সুস্বাদু ফল হয়। পাটনাই,বেণারস এবং কলিম্পং প্রদেশেও কপির বীজ উৎপাদনের চেষ্টা বেশ সফল্য লাভ করিয়াছে, বেণারসের বীজের কপি অপেক্ষাকৃত বেশ বড় এবং সাদা হইতেছে। পাটনাই বীজ পাটনা এবং তৎসন্নিকটস্থ স্থানে বেশ সুন্দর ফল হয় তবে বাঙ্গালা দেশে ফলের রং একটু বিকৃত ও সাদা হয়।

ছায়াবিহীন দোয়াঁস মাটীর জমি যাহাতে বেশ রৌদ্রমুখীন এবং যে ক্ষেত্র জলে ডুবিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহাই কপি চাষের উপযুক্ত স্থান। মাটী বেশ আটাল হইলে উহাতে আবর্জ্জনা প্রভৃতি মিশাইয়া উহাকে হাল্কা করিয়া লইতে হইবে।

সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ দিতে হয় বীজ হইতে চারা বাহির করিবার সময় মাটি প্রস্তুত করা এবং খুব সাবধানে প্রখর রৌদ্র এবং ঘন বর্ষার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়া চাষ করা। ফুলকপি লাগাইবার প্রায় ৪ মাস সময় পাওয়া যায়। শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সমতল প্রদেশে কপির বীজ বপন এবং চাষের উপযুক্ত সময়।

খুব যত্ন করিয়া চারা বাহির করিতে হয়, দোয়াঁশ মাটি ৮০ ভাগ, কয়লার গুঁড়া এক ভাগ এবং পুরাতন পাতাসার বা আবর্জ্জনা চূর্ণ করিয়া চালনীতে ছাঁকিয়া ঐ পাতাসার তিন আনা ভাগ একত্রে বেশ মিশাইয়া রৌদ্রে খুব শুকাইয়া জল দিবে এবং আবার বেশ ঝরঝরে করে শুকাইয়া কাঠের বাক্সয় রাখিবে। একটু বেলা হইলে রৌদ্রে জল গরম করিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর সহ বীজ ভিজাইয়া দিবে। এবং বৈকালে বীজ ছাঁকিয়া লইয়া ছাই মাখাইয়া শুকাইয়া লইবে। এই বীজ পূর্ব্বলিখিত কাঠের বাক্সে বা মাটির গামলায় খুব পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দিয়া খুব সামান্য বালি মাটি ও পাতাসার মিশ্রিত করিয়া পাতলা করিয়া আধাআধি ভাবে ঢাকিয়া দিবে। অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শিশিরে এবং দিবসে ছায়ায় রাখিবে; এবং মাটির অবস্থা বুঝিয়া সাবধানে জল দিবে এবং বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে দূরে রাখিবে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা হিম পড়িলে কিম্বা বাদল হাওয়া বহিলে, যতদিন পর্য্যন্ত বীজ অঙ্কুরিত না হয় ইহাকে একটু সাবধানে রাখিতে হয়। অঙ্কুরিত হইলে ক্রমশঃ রৌদ্র সহাইয়া লইবে।

সকল প্রকার কপি চাষের জন্য দোয়াঁস মাটিই শ্রেষ্ঠ। রোপণের বহুপূর্ব্ব হইতে জমি প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। বার বার চাষ দিয়া জমিতে সার মিশাইয়া এবং জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা দরকার এবং বেশ রৌদ্র থাকা দরকার। হাপর হইতে চারা পুতিবার আগে দুই হাত অন্তর নালি করিয়া সার মিশাইয়া ক্ষেত্রটী কপি চারা বসাইবার যোগ্য করিয়া লইতে হইবে। চারা কেহ কেহ ক্রয় করেন। কিন্তু এরূপ স্থলে ভাল জাতীয় চারা প্রায় হয় না, কারণ চাষীরা ক্ষেত্রে (হাপরে) বেশী চারা করিয়া কেবল নিকৃষ্ট চারাগুলি বিক্রয় করে। উত্তম চাষ করিতে হইলে ভাল জাতীয় বীজ ক্রয় করিয়া (মার্কিণ স্নোবল, আলজিয়ার্স ইত্যাদি) হাপরে চারা করিয়া লওয়া ভাল।

বীজ অঙ্কুরিত হইলে বাক্স হইতে তুলিয়া হাপরে দেওয়া দরকার। হাপর মাটী হইতে ৯।১০ ইঞ্চি উচ্চ, ৩ হাত প্রস্থ এবং ৫।৬ হাত দীর্ঘ করিলে বেশ সুবিধা হয়। খৈল গুঁড়া দিয়া মাটি প্রস্তুত করিয়া চারা বসাইবার ৫।৭ দিন পূর্ব্ব হইতে বৃষ্টির সময় হোগলা চাপা দিয়া মাটি শুকাইয়া লইবে এবং পরে গামলা বা কাঠের বাক্সের চারা

কিছু সতেজ হইলে এবং ৪।৫টী পাতা বাহির হইলে বৈকাল বেলায় চারা উঠাইয়া ৪ আঙ্গুল অন্তর হাপরে বসাইবে। রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় হাপরে হোগলা চাপা দিয়া রাখিবে এবং অন্য সময় খুলিয়া দিবে। পরে প্রত্যহ প্রাতে অল্প অল্প রৌদ্র লাগাইয়া ক্রমশঃ রৌদ্র ও বৃষ্টি সহাইয়া লইয়া পরে ক্ষেত্রে বসান উচিত। ইহার মধ্যে যদি আর একবার উঠাইয়া বসান যায় তাহা হইলে ভাল।

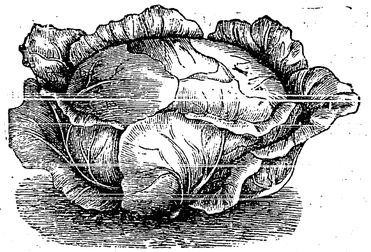

চাষের জমিতে বেশ সার দেওয়া দরকার সে বিষয়ে মতভেদ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে আমাদের চাষী মাত্রের অর্থাভাব। তাই আমরা যত অল্প খরচায় বা অল্পায়াসে উপযুক্ত সার দিতে পারি তাহাই বাঞ্ছনীয়। সর্ষপ খোল এবং গোময় এই সার দুইটীই অধিকাংশ লোকেই ব্যবহার করে এবং ইহা সহজসাধ্য। জাপানে মনুষ্য মলের সার ব্যবহার করে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভেড়ার সার কপি চাষের জন্য উত্তম ও উপযুক্ত। ঘোড়ার আস্তাবলের সারও বেশ ব্যবহার চলে। যতদূর সম্ভব হাপর হইতে চারা ক্ষেত্রে বসাইবার পূর্ব্বে জমি পচা পাঁক মাটী মিশাইয়া পরে উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার চষিয়া সর্ষপ খৈল, ঘুঁটের গুড়া বা শুষ্ক গোময় মিশাইয়া তৈয়ার করিয়া লইয়া বেশ ভাল ফসল পাওয়া গিয়াছে। ফুলকপিতে ফুল ধরিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক গাছের গোড়ার ২ মুটি করিয়া সর্ষপ খোল বা ভেড়ার সার দেওয়া দরকার গাছের গোড়াগুলি একটু খুলিয়া ২।৩ দিন পরে মাটি চাপা দিবে এবং পরে উপযুক্ত-রূপে জল সেচন ক'রবে। ফুল কফির চাষ যাঁহারা করিবেন তাঁহারা সার ব্যবহারের সময় একটু সতর্ক হইবেন কারণ সময় সময় দেখা যায় যে অত্যন্ত অধিক সার প্রয়োগের ফলে গাছের কেবল পাতাই অধিক হইয়া যায় কিন্তু ফল বেশী বাড়িতে পারে না। কেহ কেহ পটাস, ফস্ফারিক এসিড্ এবং নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করেন।

অনেক সময় আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ বিঘা প্রতি খুব বেশী বীজ খরচ করিয়া থাকি! এক বিঘা জমিতে রোপন করিবার উপযুক্ত চারা প্রস্তুত করিতে হইলে তিন তোলা কপির বীজ প্রয়োজন। ৩৷৹ ভরি দিলে ভাল কারণ বীজ হইতে যত চারা হয় তখন তাহার মধ্য নিস্তেজ চারাগুলি বাদ দিয়া হাপরে বসান ভাল এবং আবার হাপর হইতে কেবল ভাল চারা বাছিয়া লইয়া ক্ষেত্রে বসান উচিৎ। সুতরাং

বীজের পরিমাণ অর্দ্ধতোলা বেশী হওয়া ভাল। আবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিশ্বস্ত স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করা বুদ্ধিমান চাষীর পক্ষে ভাল, এমন কি একটু বেশী দাম লাগিলেও কেনা উচিত নতুবা ইচ্ছানুরূপ ভাল ফসল পাইবার বিঘ্ন হইতে পারে।

ক্ষেত্রে রোপনের পর বেশ একটু যত্ন ও পাটের দরকার। রোপনের পর গাছ যত বড় হইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে কোদালির দ্বারা পার্শ্বের মৃত্তিকা টানিয়া আনিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া দরকার এবং চার কি পাঁচ দিন অন্তর দরকার মতন জল সেচন করিয়া মাটিকে সরস রাখা দরকার এবং মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার ঘাটি আল্গা করিয়া দেওয়া দরকার।

বুদ্ধিমান চাষীর আর একটি বিশেষ কার্য্য আছে। সেটি হইতেছে ক্ষেত্রে যাহাতে অনিষ্টকারী পোকারা আসিয়া ফসল নষ্ট না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। কপির গাছ যত বড় হইতে থাকে ক্রমশঃ ইহার উপর অনিষ্টকারী কীটের উপদ্রব বাড়ে। প্রথমে গাছের পাতার নিম্নভাগে সুজীর দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পরে সুতার মত সূক্ষ্ম এবং খুব ছোট ছোট সাদা একপ্রকার কীট বা পোকা গাছের পাতায় ও ডাঁটায় বিচরণ করিতে দেখা যায়। লবণের গুড়া এই দলবদ্ধ কীটের উপর ছড়াইয়া দিলে উহারা মরিয়া যায়। এই পোকাগুলি ক্ষুদ্র প্রজাপতির মত এক প্রকার সাদা পোকার জাতি।

উড্ডীয়মান পোকা মারিতে গেলে কয়েকটি আলো বাগানের মধ্য ২০।২২ হাত অন্তর এক ফুট উচ্চ করিয়া জ্বালিয়া রাখিবে এবং নীচে ফিনাইল মিশ্রিত কেরসিন রাখিয়া দিবে। ইহাতে ঐ সকল উড্ডীয়মান পোকা আলোর রশ্মিতে মরিয়া যাইবে।

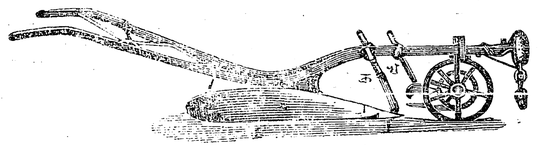

বিদ্যুতের অদ্ভুত ক্ষমতা।

(শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক)

আমাদিগের পাঠকপাঠিকাগণের বোধ হয় মনে আছে যে পাশ্চাত্য জগতে বৈদ্যুতিক চাষের দ্বারা যে প্রকার অভিনব উন্নতি দেখা গিয়াছে, তাহার কতক ইতিহাস আমরা বিগত আষাঢ় সংখ্যায় জানাইয়াছি। আজ আবার ঐ সম্বন্ধে কিছু জানাইতেছি। শুনিলে অবাক হইতে হয় যে জ্ঞান প্রভাবে মানুষ কতদূর উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। পাশ্চাত্য দেশে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে শীতের প্রভাব খুব বেশী। সেখানে ভোর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। আমাদের দেশের মত মধুর শরৎকাল প্রায় নাই-ই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেখানকার লোক উপলব্ধি করে তাহারা জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। তাহারা মানুষের ভগবান দত্ত যে প্রধান গুণ বুদ্ধিবৃত্তি আছে তাহার সম্যক চর্চ্চা করিয়া কতদূর যে অগ্রসর হইয়াছে ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। মৌমাছি পালন পাশ্চাত্য সব দেশেই ব্যবসা বলিয়া গণ্য। মধুমক্ষিকাগণ উত্তাপ বড়ই ভালবাসে। সেজন্য বিদ্যুতের সাহায্যে মৌচাক গরম করিয়া রাখা হয় ও বৈদ্যুতিক আলোকে দিবালোক বলিয়া উহাদের মনে ভ্রান্তি উৎপন্ন করাইয়া দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা মৌমাছিগণ সন্তুষ্ট হইয়া খোস মেজাজে অনেক বেশী মধু সৃষ্টি করে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ইংলণ্ডের সাসেক্স নামক স্থানে একটি মৌমাছি প্রতিপালন ফার্ম্ম আছে।

সেখানে একটি (Bee house) বাড়ীতে অনেকগুলি মৌচাক আছে। শীতকালে মৌমাছিরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে বোধ হয় অনেকেই জানেন। শীতের পর নব বসন্তের হিল্লোলে তাহারা জাগিয়া আবার স্বকার্য্যে রত হয়। শীতকাল ফুরাইবার পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে বিদ্যুতের সাহায্যে মৌচাককে উত্তাপ দেওয়া হয়। এবং চারিদিকে বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়া প্রায় দিবালোক সৃষ্টি করা হয়। তাহাতে মৌমাছিগণ বসন্ত কাল আসিল বিবেচনায় ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া কাজ আরম্ভ করে। ঘরে বসন্তের ত আবির্ভাব হইল। কিন্তু ঘরের বাহিরে এত শীত যে বাহিরে মৌমাছির খাদ্য সংগ্রহার্থে যাওয়াই অসম্ভব। সেজন্য ঐ ফার্ম্মের বাটীতে কৃত্রিম বসন্তের আবহাওয়ার মধ্যে মৌমাছির খাদ্যের জন্য প্রাতে বিলাতী প্রথায় প্রাতরাশ সাজাইয়া রাখা হয়। খাদ্য হইতেছে মিষ্ট সরবৎ, ভিনেগার সংযোগে সুগন্ধি করিয়া এবং একটু লবণের ছিটা দিয়া যত্নের সহিত তৈয়ারী। এবং ঐ খাবারের পাশে একরাশ ফুল রাখা হয়। ফুলের সার্থকতা হইতেছে এই যে, মৌমাছিগণ ফুল হইতে তখন মধু না পাইলেও তাহাদের নিজেদের বৃত্তি অর্থাৎ ফুল হইতে মধু আহরণ যেন বিস্মৃত না হয়।

আমাদিগের দেশের অনেকে বলিবেন উহা ঘোর অন্যায় কাজ। এরূপ কৃত্রিমতার কি আবশ্যকতা আছে। এরূপ চিন্তার পূর্ব্বে ব্যাপারটি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। শীত প্রধান দেশে যেমন ইংলণ্ডে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, (যথা ইটালী) ইহাতে মৌমাছিরা আসে। গরম দেশে শরৎকাল, বসন্তকাল অনেক দিন স্থায়ী হয়। ইংলণ্ডে হয়ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবার ভাল করিয়া স্থায়ী বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হয়। সেজন্য বাধ্য হইয়া সেখানে কৃত্রিমতার আশ্রয় লইতে হয়। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে অধ্যবসায় ও বুদ্ধি উভয়ের সম্মিলনে মানুষ অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে পারে সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা করিবার দিন বোধ হয় আসিয়াছে। আশা করি কৃষকের পাঠকপাঠিকা সে বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে মুরগীর বেশী ডিম।

বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত ও বৈদ্যুতিক উত্তাপে উত্তপ্ত ঘরে মুরগী ঢের বেশী ডিম পাড়ে ইহা পরীক্ষিত সত্য। এজন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য শীত প্রধান দেশে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প বা আলোকবর্ত্তিকা মুরগীর ঘরে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে টাঙাইয়া দেওয়া হয়। সুইচ টিপিয়া ঘরে কৃত্রিম সূর্য্যোদয় প্রভাতের অরুণ আলোকের ন্যায় দেখান হয়।

মুরগীরা সূর্য্য উঠিয়াছে বা উঠিতেছে ভাবিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। ক্রমে আলো আরো তীব্র করা হয় এবং ক্রমশঃ আস্তে আস্তে অর্দ্ধঘণ্টাকাল পরে প্রভাত গগনের ন্যায় কৃত্রিম আকাশ মুরগীর গৃহে প্রকাশিত হয়। মুরগীর পাল এবার সম্পূর্ণ ভোর হইয়াছে ভাবিয়া তাহাদের আহার বিহারে রত হয়। এবং দিনের বেলার ন্যায় সমভাবেই ডিম পাড়ে। ইহার পর বেলা হইলে যখন প্রকৃত সূর্য্যের আলো প্রচুররূপে দেখা যায় তখন সুইচ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ আর কৃত্রিম আলোকের আবশ্যকতা থাকে না।

কৃত্রিম বজ্র সাহায্যে ক্ষেত্রের উৎপন্ন বৃদ্ধি করা।

বজ্রপাতের পর চারিদিকে এবং বিশেষতঃ মাঠে ক্ষেতে যে তাড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহাতে গাছপালার বৃদ্ধির সহায়তা করে। সে জন্য বিলাতে অনেক কৃষি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বজ্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করাইয়া ক্ষেতে বিস্তার করা হয়। তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে কৃষকগণ কৃত্রিম সূর্য্যের বা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কাঁচা ঘাস হইতে রৌদ্রের ন্যায় শুকাইবার ব্যবস্থা আছে।

JOTINDRO NATH DUTTA
PHOTOGRAPHIC OFFICE
89, Amherst Row's Shop, 89, Calcutta.

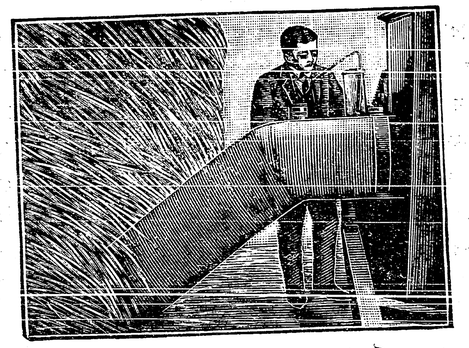

বিদ্যুতের সাহায্যে কাঁচা ঘাসকে খড় করা হইতেছে।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে কাঁচা ঘাস জড় করিয়া রাখিলে ক্রমে আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠে। সে জন্য বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে ঘাস কাঁচা অবস্থায় যখন থাকে, ঠাণ্ডা করিয়া রাখা হয়। এবং ঐ সকল ঘাস ক্রমশঃ আট নয় দিন বাড়ীতে রাখিতে পারিলে শুষ্ক হইয়া যায় ও খড়ে পরিণত হইয়া গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

তাড়িতের সাহায্যে শূকর পালন।

বিলাতে গো মহিষাদির ন্যায় শূকরও গৃহপালিত পশু। ইহারা গরম বড়ই ভালবাসে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ন্যায় এত প্রচুর দিবালোক বা সূর্য্যের উত্তাপ না থাকায় শূকরকুলের শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতির সম্ভাবনা থাকায় ওই সব স্থলে অধুনা বৈদ্যুতিক কিরণের সাহায্যে শূকরদিগের গাত্রে উত্তাপ প্রবেশ করান হয়।

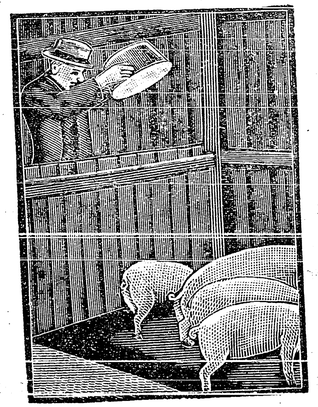

বিদ্যুতের সাহায্যে শূকরের গাত্রে রৌদ্র লাগানো হইতেছে।

উহাতে উহারা বেশ ভাল থাকে ও মোটা হয়। আর একটি তাড়িতের কার্য্যকারিতার সংবাদ বলিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব। বিলাতের সাসেক্সের ফার্ম্মে সব কাজই বিদ্যুতের সাহায্যে হইয়া থাকে। গোরুর দুধ দোহা বৈদ্যুতিক সুইচ টিপিয়া হইয়া থাকে। দুধ হইতে তাড়িত প্রয়োগে ক্রীম্ বা সারভাগ (মাখন) পৃথক করা হয়। এবং এ সমস্ত কাজই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

অনেকে বলিবেন এত খরচ কোথায় মিলিবে। মূলধন ফেলিলেও খরচা পোষাইবে না। তাহার উত্তর এই হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা যে কেবল শ্রমনিবারক শক্তি তাহা নহে ইহার দ্বারা খরচও বেশ কম পড়ে।

পেঁপের চাষ।

বিনা দাসত্বে মাসিক ২০০ টাকা আয়।

(শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য)

[ডিমনেষ্ট্রেটার হুগলি কলেজ]

বিলাসিতা ও কায়িক শ্রমের অনাদর বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মাথায় আজ বজ্রাঘাত হইয়াছে। সংসার প্রতিপালন হেতু তাহাকে উদ্ভ্রান্ত হইতে হইয়াছে। মধ্যবিত্তের নির্জ্জন অশ্রুবর্ষণ ভাবুককে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। অভাব অভিযোগের তাড়নায় মধ্যবিত্ত পয়সাকে জীবনের লক্ষ্য মনে করিতে বাধ্য হইয়াছে। "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্, নাস্তি ততঃ সুখ লেশঃ সত্যম্" —এ ভাব তাহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। উদয়াস্ত আফিসের বড় বাবুর মন যোগাইয়াও সে পোষ্যবর্গের মন যোগাইতে পারিতেছে না; পরিবার ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা কঙ্কালসারা; কচি কচি মুখগুলি শুষ্ক বিশুষ্ক লাবণ্যহীন; বালক বালিকারা দুধের

আস্বাদ ভুলিয়া গিয়াছে; গৃহরাণী একাধারে ধোপানী, রাঁধুনি, চাকরাণি ও মেথরাণি। কচি কচি ছেলে পুলেদের আদর যত্ন করিবার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার অবসর তাঁহার নাই; অযত্নে প্রতিপালিত শিশুর নাসিক-নিস্থত পীতাভ পদার্থ ওষ্ঠ বাহিয়া মুখ বিবরে প্রবেশ করিতেছে; অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা দ্বি বর্ষীয় রোরুদ্যমান রুগ্ন শিশুকে সদা বহন করিয়া শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া যাইতেছে। ভোর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহলক্ষ্মী শীতে হিমে বর্ষায় ডেলি প্যাসেঞ্জার পতিকে আটটার মধ্যে ভাত দিতে কষ্টের একশেষ ভোগ করিতেছেন। গতানুগতিক প্রথানুযায়ী পুত্র স্কুলে যায়; তাহাকে বাড়ীতে পড়াইবার বা তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার কেহ নাই; প্রথম প্রথম সে নিজে সাধ্যমত বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখে; যখন দেখিল তাহার প্রশ্নের সমাধান করিবার কেহ নাই, তখন ক্রমে হতাশ হইয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া রহিল, ফলে প্রতি শ্রেণীতে দুই বৎসর তিন বৎসর করিয়া থাকিয়া অবশেষে পঞ্চম শ্রেণী হইতেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল; সরস্বতীর সহিত তাহার সম্বন্ধ জীবনের মত মিটিয়া গেল। প্রথম কন্যার বিবাহ উপলক্ষেই সাত পুরুষের ভিটে বাড়ীখানি বন্দক রাখিতে হইয়াছে। গৃহকর্ত্তার উচ্চ হনু কোটরগত চক্ষু, তোবড়ান গাল, কণ্ঠা উঠা, পাঁজরায় হাড় বেরোনো দেহখানি তাহার অবস্থায় প্রকৃষ্ট প্রমান দিতেছে। এই হইল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছবি; এ ছবি কবির কল্পনায় গড়িয়া উঠে নাই, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এরূপ ছবি শত শত দেখিতে পাইবে। এ দুর্দ্দশার কারণ কি? কৈ, ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে ত এমন দুর্দ্দশায় গৃহস্থ পড়িত না।

নিবৃত্তির পথ ছাড়িয়া প্রবৃত্তির পথে এখন জগৎ চলিয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গে চলিলে যাহা ঘটিবার তাই ঘটিয়াছে। ইহা কালের ধর্ম্ম; রোধ করিবে কে? যুগধর্ম্ম রোধ করা যায় না। তবে, গায়কের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়

"যে আছ চেতন, ঘুমায়োনা আর
নিবিড় অজ্ঞান এ ঘোর আঁধার
কর তম নাশ, হওহে প্রকাশ, তোমা বিনা আর নাহিক উপায়।"

আজ মনে পড়ে, সেই ছেলেবেলাকার কথা—Empty vessels sound much —শূন্য পাত্রই বাজে বেশী; শূন্য কলসী বাজে, ভরা কলসী হইতে বাদ্য বাহির হয় না। যে যত অন্তঃসার শূন্য, তার ততবার চটক। কুলীর পয়সা জোটে না, তবু ষ্টেসনে নামিয়া দশ সেরা মোট বহিবার জন্য "কুলী কুলী" ডাক ছাড়িতে ত্রুটী করি

না। হাট বাজার মাথায় করিয়া বাড়ী আনিতে মধ্যবিত্ত লোক লজ্জায় মরিয়া যায়। কল্‌সী কাঁকে করিয়া জল আনিতে চাকুরে বাবুর আদরিণীর মাথা কাটা যায়। আমরা এত অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে ঝি চাকর রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলেও পেটে মারিয়া ঝি চাকর রাখিতেছি। পাছে আমাদের মান সম্ভ্রমের হানি হয়—"লোকে কি বল্‌বে"—এই ভয়ে ভীত হইয়া পুঁটলী মুটের মাথায় চাপাইয়া বাবু সাজিয়া ষ্টেসন হইতে ঘরে আসি। মুটেকে যে দুই আনা দিব, সেই দুই আনার মুড়ি মুড়্‌কী বা শুজির মিঠাই আনিলে সন্তানেরা আনন্দে নাচিয়া উঠিত, তা ভাবি না। তাই বলি, আমরা অন্তঃসারশূন্য হইয়াছি বলিয়াই আমাদের কোঁচা লম্বা হইয়াছে। যার ভিতরে সার আছে, তার বায়-চটক নাই। যে রূপসী তার বাহ্য বেশ সাদাসিদে; যে কুরূপা, সে পাঁচখানা গহনা রং বেরঙের কাপড় জামার খোঁজ করে।

অভাবের মাত্রা আমরা নিজেরা বাড়িয়েছি; অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বড় মানুষের দেখা দেখি আমরা শিশুদিগের মুখে এক পয়সার চুষি কাটির বদলে চারি আনা দামের রবারের চুষি দিতে আরম্ভ করিয়াছি। দেশী ২।৪ পয়সার মেটে পুতুলের পরিবর্ত্তে বড় মানুষের দেখা দেখি বিদেশী দামী মন ভোলান পুতুল মেয়েদের কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহাতে ২।৪ পয়সার স্থানে ২।৪ টাকায় খরচ হইতেছে। ৭।৮ বৎসরের ছেলেকে এক টাকা দামের মনিব্যাগ কিনিয়া দিতেছি; ছেলে সেই মনিব্যাগে মনির (money) পরিবর্ত্তে ভাঙা শ্লেট পেন্‌সিল রাখিয়া উহার সদ্ব্যবহার করিতেছে। এক পয়সার বাঁশের বাঁশীর পরিবর্ত্তে আট আনা দামের রঙিন বিদেশীয় বাঁশী কিনিয়া দিতেছি। ছোট বেলা হইতেই ছেলেদের মিহি কাপড় ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। মেয়েদের (বৌ-ঝিদের) লম্বা লম্বা লেশদার ব্লাউজ কিনিয়া দিয়া থাকি; অথচ সেই সকল জামা পয়সার অভাবে কখনো ধোপার বাড়ী যায় না। পেট ভরে না, অথচ পান সিগারেটে দিনান্তে ২।৪ আনা খরচ করিতে কুণ্ঠা বোধ করি না। বাড়ীর মেয়েদের এমন শিক্ষা দীক্ষা দিয়াছি যে তাঁহাদের ধারণা—পেটের খাওয়া কেহ দেখিতে আসে না, বাসী কড়কড়ে পান্তা কাঁচা পিয়াজ বা আলুপোড়া দিয়া খাইয়াও মুহুর্মুহু পান দোক্তা খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়া ঘাটের ধারে দুপুর বেলায় পর কেচ্ছার মজলিসে যোগ দিতে পারিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট।

তাই আমার মনে হয়,—অভাব অসন্তোষের বীজ আমরা নিজেরাই ছড়াইতেছি। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়া আমাদিগের শান্তিসুখ হরণ করিতেছে।

গৃহীর কর্ত্তব্য।

প্রথম লক্ষ্য স্থির কর, পরে লক্ষ্য ভেদের চেষ্টা করিও। সংসারীর লক্ষ্য কি? গৃহীর কর্ত্তব্য কি? পোষ্যবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো কষ্ট না হয়, তাহারা প্রকৃত শিক্ষা পায়, পোষ্যবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবার জন্য নিজের চরিত্র মলিন না করিতে হয়, পোষ্যবর্গের চরিত্র যাহাতে সুশিক্ষা পাইয়া দিন দিন উচ্চ ভূমিতে উঠিতে থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা—ইহাই সংসারীর লক্ষ্য ও গৃহীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

দাসত্ব অবলম্বনে গৃহীর কর্ত্তব্য পালন অসম্ভব।

লক্ষ্য স্থির হইল; লক্ষ্য ভেদের ব্যবস্থা। পোষ্যবর্গের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য পয়সা চাই; অর্থাগম আবশ্যক। দাসত্ব করিয়া পয়সা রোজগার করা যাইতে পারে; অথবা চাষ ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইবে। প্রথমে দেখা যাক্ দাসত্ব অবলম্বনে গৃহীর কর্ত্তব্য পালন সম্ভব কি না? চাকরে বাবুদের অধিকাংশের মাহিনা পঞ্চাশের মধ্যে; শতকরা ৭৫ জনের মাহিনা পঞ্চাশের মধ্যে; শতকরা ২০ জনের মাহিনা এক শতের মধ্যে; শতকরা ৫ জন চাকরি করিয়া এক শতের উপর পান। মাসিক এক শত টাকার কম একটি সামান্য গৃহের মোটা ভাত মোটা কাপড় ও অবশ্য পালনীয় আহার ব্যবহার লোক লৌকতা চলে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শত করা ৯৫ জনের মাহিনা ১০০৲ টাকার মধ্যে; কাজেই দাসত্বজীবীর মধ্যে শত করা ৯৫ জন পোষ্যবর্গকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য দিতে পারে না। অধিকন্তু তাহারা প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত চাকরির ধান্ধায় ঘুরিতে থাকে; রাত্রিতে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখন তাহাদের শরীর ক্লান্ত অবসন্ন। তখন সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দান বা দশের চিন্তা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তখন আহারাদির পর বিশ্রাম তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দাসত্বজীবীদিগের মধ্যে ৯৫ জনের পক্ষে গৃহীর কর্ত্তব্য পালন অসম্ভব। তা' ছাড়া, চাকরি করিতে গেলেই পরের চাকর হইলেই—সরকারীই হউক বা বে-সরকারীই হউক—সময়ে সময়ে দু-দশ কথা শুনিতেই হইবে। ভুল-ভ্রান্তি হওয়া মানব চরিত্রে অশ্চর্য্য নহে। অনেক মনিব আছেন, তাঁরা সেটা বোঝেন না। ভুল-ভ্রান্তি দেখিলেই তাঁহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারী-দিগকে মর্ম্মস্পর্শী বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে থাকেন। অভাবের তাড়নায় চাকরি ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু ক্রমাগত মনিবের অযথা তিরস্কারে মনের তেজ তিল তিল করিয়া কমিয়া যায়। বিবেকের বাণী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে। কোনো কোনো চাকুরিতে প্রলোভন আছে; অভাবের তাড়নায় ও কুসঙ্গের প্রভাবে অবৈধ অর্থাগম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মলিন চরিত্র হইয়া পড়িতে থাকে। তাই বলি, দাসত্ব অবলম্বনে সংসারীর লক্ষণ বা গৃহীর কর্ত্তব্য পালন করা অসম্ভব নহে।

পেঁপের চাষ।

চাষে লাভ হয় বটে; সংসার চালাইবার মত অর্থোপার্জ্জন হয় বটে; কিন্তু আজ কালের যে শিক্ষিত যুবক সকল চাষ করিতে পারিবে না। যে এতদিন ধরিয়া কলেজে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধানে, কাল কাটাইয়াছে, যে এতদিন ধরিয়া সেক্সপিয়ার, মিল্‌টন্ মধ্যে কে বড় স্থির করিবার জন্য মাথা ঘামাইয়াছে, তাহার পক্ষে কোন চাষ করা সম্ভব, তাহাই দেখিতে হইবে। শিক্ষিত যুবকের পক্ষে কলার চাষ, পেঁপের চাষ, মানকচুর চাষ করা সম্ভব। কলার চাষ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি (কৃষক—শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৩৪)। পেঁপের চাষের কথা আজ বলিব। মানকচুর চাষের কথা পরে জানাইব।

আশী হাত লম্বা ও আশী হাত চওড়া জমির পরিমাণকে এক বিঘা বলে। এক বিঘা পেঁপের চাষ করিতে কিরূপ খরচ পত্র হয়, তাহা দেখা যাক। মাঘ মাসের বৃষ্টির পরই জমিটি উত্তমরূপে চষিতে হইবে। চষিতে ৪ খানি লাঙ্গল লাগিবে। বার আনা হিসাবে ৪খানি লাঙ্গলের দাম তিন টাকা। চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমে চষা জমির একধারে কোদাল দিয়া খুড়িয়া পেঁপের বীজ আজাইতে হয়। বোম্বাই পেঁপে (বা সিলোন বা বাঙ্গালোর পেঁপে দলে পুরু ও দেখিতে লম্বা) দেশী গোল পেঁপে অপেক্ষা অধিক দামে বিক্রয় হয়। বোম্বাই পেঁপের বীজ (ceylone পেঁপের বীজ) কলিকাতার কৃষক আফিসে বা সরকারী কৃষি বিভাগে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে আবার একবার উত্তমরূপে জমিটী চষিতে হইবে। এবারেও ৪খানি লাঙ্গল লাগিবে। দুই পালা মই দিয়া জমিটি রাখিয়া দিবে বৈশাখে লাঙলের দর বাড়িয়া যায়। প্রত্যেক লাঙল এক টাকার কম পাওয়া যায় না। সুতরাং বৈশাখ মাসের চাষের খরচা ৪৲। যখন চারাগুলি ছয় আঙুল করিয়া বড় হইবে, তখন তাহাদিগকে তুলিয়া চারি হাত অন্তর অন্তর বসাইবে। যেদিন বৃষ্টি হইবে, তাহার পরদিন চারা তুলিয়া বসাইবে। আষাঢ় মাসে সমস্ত জমিটা একবার বেশ করিয়া নিড়াইয়া দিবে এবং প্রত্যেক গাছের গোড়ায় একমুষ্টি গুঁড়া খইল মাটীর সহিত মিশাইয়া দিবে। নিড়াইবার খরচ ৫৲। শ্রাবণের শেষ বা ভাদ্রের প্রথমে আর একবার নিড়াইয়া দিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে একবার বেশ করিয়া কোদলাইয়া দিতে হইবে। কোদলাইবার খরচ ৫৲। যে সকল গাছে পেঁপে ফলিবে, পৌষের শেষে বা মাঘের প্রথম হইতেই সেই সকল পেঁপে পাকিতে আরম্ভ হইবে। গাছে পেঁপে পাকিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। একটী গাছে তিন দফায় পেঁপেগুলি পাকে। একবার মাঘ মাসে, দ্বিতীয়বার বৈশাখ মাসে, তৃতীয়বার আষাঢ় মাসে। খোঁচা দিয়া কখনও পেঁপে পাড়িতে নাই; তাহাতে পেঁপের গায়ে দাগ হইয়া যায়। ঐগুলি খরিদদারের মনে ধরে না। ছোট ছেলেকে

গাছে তুলিয়া দিয়া উহাকে পেঁপে ফেলিয়া দিতে বলিবে; তলা হইতে একজন সেগুলি লুফিয়া লইবে। অথবা ছোট ছেলেটীকে বলিবে যে যেন পেঁপেগুলি একটি ঝোলার মধ্যে পাড়িয়া রাখে, পরে ঝোলা গাছ হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিবে। সকল পেঁপে গাছে ডাল পালা না থাকায় গাছের উপর ঝোলা রাখা বড় শক্ত; একটী বাঁশের খুঁটী লইয়া উহার উপরের একটী গাঁট হইতে ঝোলা দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা যায়। যে নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবে, সে খুঁটী ও ঝোলার দড়ি ধরিয়া থাকিবে। যে উপরে উঠিবে, সে বাঁশটী পেঁপে গাছে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিবে। পেঁপে পাড়িয়া ঝোলাতে রাখিবে। ঝোলা পূর্ণ হইলে যে নীচে দাঁড়াইয়া আছে, সে দড়ি আল্‌গা করিয়া ধরিলেই ঝোলাটী আস্তে আস্তে নামিয়া আসিবে। বারান্দায় বা ঝুড়িতে কলার বাস্‌না (শুষ্ক পাতা) পাড়িয়া তাহার উপর পেঁপেগুলি অতি সাবধানে ধীরে ধীরে রাখিবে; যেন ঝুড়ির ঘেস লাগিয়া পেঁপের গা কাটিয়া গিয়া আটা বাহির না হয়। তারপর ঘরে আস্‌শেওড়া পাতা বিছাইয়া উহার উপর ডাঁশা পেঁপেগুলি শোয়াইয়া তাহার উপর আস্‌শেওড়া পাতা চাপা দিবে। ইহাতে পেঁপে শীঘ্র পাকে এবং বেশ রঙ হয়।

(ক্রমশঃ)

উদ্ভিদের স্পন্দন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ।

জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও চাঞ্চল্যতা বা স্পন্দন আছে। সামান্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকে সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে চান না। পৃথিবীর আহ্নিক গতি হইয়া প্রথমে যেমন বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল সেইরূপ বৃক্ষের স্পন্দন সম্বন্ধেও নানা আপত্তি উত্থাপিত হয়! ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার গতি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়; উদ্ভিদেরও এইরূপ প্রত্যক্ষ স্পন্দন অনেকে দেখিয়াও দেখিবেন না। উদ্ভিদ নিদ্রা যাইবার সময় তাহাদের অবস্থানের পরিবর্ত্তন করে; তাহাদিগের

অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেও অনেক বৃক্ষ আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়; এই সব কথা সহজে কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? মানব বহুকাল হইতে শিখিয়া আসিতেছে উদ্ভিদ অচেতন;—আর সেই মতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে অতি কম লোক সাহসী হইবে। অধুনা মহাত্মা জগদীশ বসু মহাশয় এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

যাই হউক উদ্ভিদের স্পন্দন কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ। অবশ্য ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা আমাদের অসাধ্য। নিম্নস্তরের প্রাণী জগতের গতির কারণ সম্বন্ধেই বা আমরা কি অবগত আছি? কিছুই না।

পণ্ডিত কাণ্ডোল ও টিড্‌মান্ (De Condolle and Tiedmann) বিশেষ দর্পসহকারে বলিতেছেন উদ্ভিদের স্পন্দন আছে। তাঁহারা বলেন এই স্পন্দনের জন্য আমাদের মত উহাদের মাংসপেশীর আবশ্যক নাই।

কোন কোন উদ্ভিদের স্পন্দন আপনা আপনিই হইতেছে, আবার কোন কোন উদ্ভিদের স্পন্দন কার্য্যগতিকে হইয়া পড়ে। কোথাও বা উদ্ভিদ-জীবনের-স্বাভাবিক-জ্ঞান বশতঃ তাহাদের স্পন্দন হইতেছে, আবার কোথাও বা আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদের স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

তাপ ও আলোকের তারতম্য অনুসারে উদ্ভিদ দেহের এরূপ পরিবর্ত্তন হয় যে তাহাদিগকে তখন চিনিয়া লওয়া ভার। প্রাণীগণের ন্যায় উদ্ভিদগণও নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাইবার সময় প্রাণীগণ যেরূপ আপন দেহের অল্পাধিক ভিন্ন আকার ধারণ করে, সেইরূপ কোন কোন উদ্ভিদ নিদ্রা যাইবার সময় তাহাদের পত্রাদির সংস্থান এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লয় যে কখন কখনও বনভূমি বা প্রান্তরের এক নূতন দৃশ্য আনিয়া ফেলে। উদ্ভিদের নিদ্রা সম্বন্ধে ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'কৃষকে' এ বিষয় বিষদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। শিম্বিজাতীয় অনেক উদ্ভিদেই এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। আমার শোন ক্ষেত্রে সন্ধ্যার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি শোনগাছের পাতাগুলি সমস্ত উপর দিকে কাণ্ড সংলগ্ন হইয়া যায়; আবার দিবাভাগে প্রসারিত হয়। যে শোন ক্ষেত্র দিবাভাগে বিস্তৃত পত্রাবলীর দ্বারা ঘন দেখাইতেছিল সন্ধ্যার সময় মনে হয় যেন ক্ষেত্র হইতে অনেক চারা উৎপাটিত করিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অরহর বৃক্ষেরও এইরূপ অবস্থান্তর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বার্ত্তাকুবৃক্ষ ফলধারণের পূর্ব্বে (প্রথমাবস্থায়) যখন সতেজ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন সন্ধ্যাকালে বা প্রাতঃকালে ইহাদের পাতাগুলি ঊর্দ্ধদিকে উন্নত হইয়া কাণ্ডের সমীপস্থ হয়। আবার রৌদ্রের বৃদ্ধির সহিত পত্রগুলি প্রসারিত হয়। ইহাই উদ্ভিদের সঞ্চলন শীলতা।

লজ্জাবতীলতা বেশ পত্রাবলী সংপ্রসারিত রাখিয়াছে এমন সময় যদি তুমি অঙ্গুলী বা যষ্ঠিখণ্ডদ্বারা স্পর্শ কর তখনই পত্রাবলী সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। অবশ্য উদ্ভিদের সমস্ত

পত্রাবলী সঙ্কুচিত হইবে না। যতটুক স্পর্শ করিবে তাহারই কিয়দংশ এদিক ওদিকে এই সঞ্চালন দেখিতে পাইব। নিকটে বসিয়া লক্ষ্য কর দেখিবে ক্রমে একটু একটু করিয়া আবার পত্রাবলী প্রসারিত হইতেছে। ইহাই উদ্ভিদের সঞ্চালনশীলতা বা স্পন্দন।

প্রাণীজগতের সহিত এইরূপ স্পন্দনের নৈকট্য উদ্ভিদের পত্রেই বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। 'নাবন'গাছ (ভুঁই চাড়াল) যিনি দেখিবেন তিনিই মুগ্ধ হইবেন। পত্রের প্রত্যক্ষ স্পন্দন দেখিয়া আমি একদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। আমার ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যানে আমার এক ভাগিনেয় একটী ছোট চারা রোপণ করিয়াছিল। চারাটী ঊর্দ্ধে দুইহাত হইবে। উহার পাতাগুলি অনেকটা অরহর পত্রের ন্যায়। প্রত্যেক প্রধান পত্রের বৃন্তের দুই পার্শ্বে এক একটা করিয়া ক্ষুদ্র পত্রিকা। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে 'নাবন-গাছ' বলে। নামের সার্থকতা দেখিলে প্রকৃতই অবাক্ হইতে হয়। ভাগিনেয় বলিল "নাবন গাছ দেখিয়াছেন কি,—এই গাছের নিকট তুড়ি বা হাততালি দিলেই পাতাগুলি নাচিতে থাকিবে।" এই বলিয়া সে চারাটীর নিকট তুড়ি দিতে লাগিল; আমিও পত্রের উত্থান পতন দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া রহিলাম। বৃহৎ পত্রের পার্শ্বে ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলি কেহ বা উঠিতেছে কেহ বা নামিতেছে। নিজেও দুই একবার তুড়ি দিয়া পত্রের নর্ত্তন দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম।

আমার ভাগিনেয় কিন্তু ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। চারাটীর পার্শ্বে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দেখিলাম যে তুড়ি বা হাততালির সহিত ঐ পত্রগুলির উত্থান পতনের কোনই সম্বন্ধ নাই। তুড়ি না দেওয়াতেও দেখিলাম তাহাদের নর্ত্তন একই ভাবে অনবরত চলিয়াছে। পত্রগুলি চক্ষুর গোচরে ধীরে ধীরে উঠিতেছে, কিন্তু তড়িৎগতিতে ত্বরায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগকে ইহা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। হাওড়া বা মাহেশের রথের মেলায় কখন কখন এই চারা বিক্রয় হয় শুনিয়াছি। কোন কোন নর্শারীতে চেষ্টা করিলেও মিলিতে পারে।

এই বৃক্ষের লাটিন নাম Desmodia Oscillars; ইংরাজীতে ইহাকে Semaphore plant বলে। সেমাফোর নামক টেলিগ্রাফের কাঁটার সঞ্চালনের ন্যায় ইহার পত্রের সঞ্চালন দেখিয়া ইহাকে এই অভিধান দেওয়া হইয়াছে। উদ্ভিদের স্পন্দন দেখিবার ইহা একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রাণী দিগের সঞ্চালনের সহিত ইহাদের সঞ্চালনের সমতা আরও দেখিতে পাওয়া যায়। অহিফেন প্রয়োগ দ্বারা যেরূপ প্রাণীদিগের সঞ্চালন শক্তি লোপ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ইহাদের উপর অহিফেনের প্রক্ষেপ দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে যে ইহাদিগেরও সঞ্চালন শক্তি অহিফেনে লোপ পাইয়া যায়।



বন বা ভুঁই চাঁড়াল

নর্ত্তনবৃক্ষের নর্ত্তনশক্তি অতি অধিক; ইহার শাখা বৃক্ষ হইতে ছিন্ন হইলেও নৃত্য করিতে বিরত হয় না। Broussonnet সাহেব উহার একটী শাখা কাটিয়া লইয়া জলে রাখিয়া দেখিয়াছেন, কাটিবার পর তিন দিন পর্য্যন্ত নৃত্যের বিরাম থাকে নাই।

"বৃক্ষের স্বেদ" নামক প্রবন্ধ (কৃষক ১৩২০ সালের বৈশাখ মাস) আমি ভাণ্ড-বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছি। প্রতি রাত্রে ঐ ভাণ্ডের আবরণ বদ্ধ হইয়া যায়, আবার প্রাতঃকাল হইতে না হইতে আবরণ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। ইহাও একরূপ morement বা স্পন্দন নিশ্চয়ই।

ফলোদ্গমের প্রাক্কালে নানা জাতীয় পুষ্পের পুং কেশর ও গর্ভকেশরের পরস্পর দিকে সঞ্চালন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ পুষ্পের পুংকেশরই গর্ভকেশরের দিকে অতি অস্বাভাবিক রূপে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু Nigellae ও Passifloraeনামক অতি অল্প সংখ্যক পুষ্পের গর্ভকেশর পুংকেশরের প্রতি সঞ্চালিত হয়।

কয়েকজাতীয় জলজ পুষ্প দিবাভাগে জলের উপর ভাসমান থাকে, আবার রাত্রি হইলেই জলের মধ্যে মগ্ন হইয়া যায়। আমাদের শতদল সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই হাস্যমুখী হইয়া স্বীয় দেবতার সম্ভাষণ জন্য প্রস্তুত হয়, ও সন্ধ্যাকালে তিনি অন্তর্হিত হইলেই বিষাদে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ঠিক ইহার বিপরীত ভাব কুমুদে পরিলক্ষিত হয়। ইহারা দিবাভাগে মুদিত থাকে ও রাত্রে বিকশিত হয়।

এইগুলি স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চালন। ঝড়, বায়ু বা অপর প্রাণী কর্ত্তৃক সঞ্চালনের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই; ইহা বাহ্যশক্তি প্রয়োগে সঞ্চালন। যে সঞ্চালনের কথা এ প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে তাহা উদ্ভিদের স্বেচ্ছাকৃত;—আভ্যন্তরিক শক্তি নিঃসৃত। কখন কখন আত্মরক্ষার্থে উদ্ভিদকে সঞ্চালিত বা স্পন্দিত হইতে হয়। লজ্জাবতীলতাকে সামান্য মাত্র স্পর্শ কর দেখিবে উহার সমস্ত পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ মুদিত হইবে;

বৃন্তগুলিও অবসন্ন হইয়া যেন এলাইয়া পড়িবে; উদ্ভিদ যেন বজ্রাহতের ন্যায় ভূপতিত হইবে। কেন্নুই (কেত্তাই) ও অপর কয়েকপ্রকার নিম্নস্তরের জীবও এই ধর্ম্মবিশিষ্ট। কচ্ছপও কখন কখন এই অবস্থায় মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। এই সব যতই পর্য্যবেক্ষণ করা যায় ততই জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতের পার্থক্যজ্ঞান কমিয়া আসে।

অনেক জাতীয় বৃক্ষপত্র সামান্য মক্ষিকা সঞ্চালনে বিচলিত হইয়া উঠে। ইহারা অতিশয় কোপন স্বভাব। Venus flytrap (Dionoea muscipula) এই জাতীয়। ইহার পত্রগুলি যেন মক্ষিকা ধরিবার জীবন্ত ফাঁদ! ইহাদের পত্রের অগ্রভাগ দুইখণ্ড ঝিনুকের ন্যায় ও মধ্যে কব্জাযুক্ত; আবশ্যক মত দুই খণ্ড সংযুক্ত হইতে পারে। ঐ সকল যন্ত্রের পার্শ্বে শিরানার ন্যায় কতকগুলি সুদৃঢ় দাড়া আছে। প্রত্যেক খণ্ডের ভিতর দিকে তিনটী করিয়া গণ্ড আছে, ইহা হইতে আবশ্যক মত মিষ্ট রস নির্গত হয়। অবোধ মক্ষিকা মধুলোভে উহার মধ্যে বসিলেই ঐ দুই খণ্ড সংযুক্ত হইয়া যায়,—যেন পুস্তকের ন্যায় বদ্ধ হইয়া গেল। দাড়াগুলির দ্বারা মক্ষিকার অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। মক্ষিকা পলাইবার জন্য যতই ছট্‌ফট্ করিবে খণ্ড দুইটীও তত অধিক জোরে আবদ্ধ হইবে। যখন মক্ষিকা অবসন্ন হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়ে, আর নড়িতে পারে না, তখন ঐ খণ্ড দুইটী ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে আরম্ভ করে। আবার মক্ষিকার ঈষৎ সঞ্চালন বুঝিতে পারিলেই চাপিয়া ধরে। পরে যখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয় তখন আর হতভাগ্য মক্ষিকা জীবিত থাকে না। এস্থলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য কোথায়?

কোন ইংরাজ পণ্ডিত বলেন, মক্ষিকা বিরক্ত করে বলিয়া যে Flytrap উহাকে শাস্তি দিবার জন্য উক্ত উপায় অবলম্বন করে তাহা নহে; মক্ষিকা প্রভৃতি Flytrap এর খাদ্য। মক্ষিকাকে আবদ্ধ করিয়া তাহার রস শোষণ করিয়া আহার করে। ইহা তবে এক জাতীয় মাংসাশী উদ্ভিদ্। মাংস না খাইতে পাইলে এই উদ্ভিদ্ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উক্ত পণ্ডিত কোন Flytrap উদ্ভিদের চারিদিকে সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দেখিয়াছেন, মক্ষিকাদি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পাওয়াতে খাদ্যাভাবে Flytrap নিস্তেজ হইয়া পড়ে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণে মাংস টুকরা দেওয়াতে উদ্ভিদ্ যেন সবল থাকে।

হুকার, ডারবিন্ (Dr. Hooker, Mr. Dorwin) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অধুনা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন পৃথিবীতে নানা জাতীয় মাংসাশী উদ্ভিদ্ আছে, উহারা মাংস না খাইতে পাইলে সবল থাকে না। flytrap, sun-dew, Side-saddle, Pitcher plant, প্রভৃতি সকল উদ্ভিদই মাংসাশী; শেষোক্ত দুইটী উত্তর আমেরিকার উদ্ভিদ্। ইহারা বলেন venus flytrap এত জোরে খণ্ড দুইটী হঠাৎ বদ্ধ করিয়া

ফেলে যে ঐ আঘাতেই পতঙ্গাদি মরিয়া যায়;—ছুঁড়িয়া যাইবে তথাপি খুলিবে না। তার পর ঐ খণ্ডদ্বয়ের অভ্যন্তর হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া পতঙ্গটীকে গলাইয়া তরল করিয়া ফেলে, এবং সেই তরল রস শোষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ঠিক জীবদেহের gastric juice এর কার্য্য। প্রাণীগণের পরিপাক ক্রিয়ার সহিত উহার কেমন সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ভাণ্ডবৃক্ষ প্রভৃতি অপর কতকগুলি উদ্ভিদের ঐরূপ পরিপাক রস নির্গত হয়।

ইউরোপের রীন্ নদী তীরে Sun-dew নামক একপ্রকার উদ্ভিদ জন্মে; ইহাদেরও বিশ্বাসঘাতকতা বড় কম নয়। ইহার পত্রের উপরিভাগে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশ আছে; প্রত্যেক কেশের অগ্রভাগে একবিন্দু আঠার ন্যায় পদার্থ বিদ্যমান। অবোধ মক্ষিকা ঐ দ্রব্য খাইবার জন্য যেমন বসিবে, আর তাহাকে ইহজন্মে উঠিতে হইবে না, মৃত্যু সুনিশ্চিত। মক্ষিকার পদ ও পক্ষ আঠাতে সংলগ্ন হইয়া যায় যে তাহার উড়িয়া যাইবার কোন উপায় থাকে না। এই মাংসাশী উদ্ভিদের পত্রে সকল সময়েই পতঙ্গাদির কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। বন জঙ্গলে ঘুরিলে অনেক উদ্ভিদেই পতঙ্গাদির কঙ্কাল দেখিতে পাইবেন।

Barbary নামক উদ্ভিদের পুষ্পের পুংকেশরে সূচী সংলগ্ন হইবামাত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের গতিশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। জলে ভাসমান একরূপ উদ্ভিদ দেখা যায় তাহারা Eel এর ন্যায় স্পর্শ মাত্রই সঞ্চালিত হইয়া পড়ে। অনেক জ্ঞানালোকের চক্ষু কি ভগবান এই সব না দেখিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? সকল বিষয়েই সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। আমরা যতই যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিব ততই আমরা কত অভিনব জ্ঞান লাভ করিব। আমরা কত সময় বৃথা নষ্ট করিতেছি। যদি সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া এই সকল প্রাকৃতিক তথ্য অনুসন্ধান করি নিশ্চয়ই আমরা অনেক বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইব। সকলেরই এ বিষয়ে মনঃসংযোগ আবশ্যক।

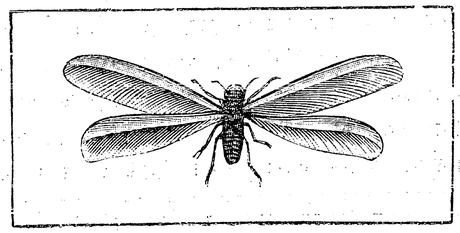

পল্লীসংস্কার।*

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী।

সহরে অনেক গলাবাজি ও ফাঁকা কথার পরও যখন নূতন বাঙ্গালা দেখিল যে কেউ তাতে সাড়া দেয় না তখন তাহাদের গ্রামের দিকে নজর পড়িল সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে গ্রামে স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই ও অর্থ নাই; গ্রাম ধ্বংসোন্মুখ। গ্রামবাসী মরণোন্মুখ। গ্রামবাসীর বড় কথা বুঝিবার সময়ও নাই, সামর্থও নাই।

আমরা যখন বলি গ্রামবাসী তোমরা বড় অসার, কুসংস্কারাপন্ন ও জড়। গ্রামবাসীগণ সবিনয়ে বলেন—মহাশয়, পেটের জ্বালা ও ব্যাধির জ্বালা বড় বিষম, আপনাদের মত আমাদের জীবনটা সুখের নয়। তাহারা বলেন—স্বরূপ দেশ প্রেম সব ভাল কথা কিন্তু আমরা যে মরি—আগে বাঁচা দরকার।

গ্রামগুলি আজ সমস্বরে বলিতেছে—আমরা বাঁচিতে চাই—আমরা পেট ভরিয়া খাইতে চাই।

পল্লী সংগঠন আন্দোলনটীকে আজ গ্রামের এই দারুণ ক্ষুধা ও অবসাদ দূর করিতে হইবে। এই আন্দোলন বাঁচিবার জন্য নব জাগ্রত বাঙ্গালী জাতীর একটী বিরাট প্রয়াস হওয়া উচিত ইহাই আমার ইচ্ছা। ইহার ভিতর রাজনীতি কি আছে জানি না তবে ইহা ভিন্ন উপায় নাই একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

হুগলী জেলা ধ্বংসোন্মুখ। গত ১৯১১ সনের আদম সুমারিতে দেখা যায় যে এই জেলার লোকসংখ্যা ১০৯০০৯৭ জন ছিল, ১৯২১ সনে সেখানে লোকসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ কমিয়া ১০৮০১৪২ জনে দাঁড়াইল। এই লোকসংখ্যা হ্রাসের দুইটী কারণ—একটী কারণ এই জেলার জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী; অপর কারণ এই জেলা হইতে দিনের পর দিন লোক বাস উঠাইয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিতেছে। কলিকাতার লোকসংখ্যার আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রত্যেক জেলা হইতেই অন্যূন ৫০০০ লোক কলিকাতায় আসিয়া অস্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। কিন্তু হুগলী জেলার কত লোক কলিকাতায় আসিয়াছে জানেন ৫৭০৯২ জন। ইহাঁরা গ্রামের মাতব্বর, বর্দ্ধিষ্ণু ও

* ডাঃ বেণ্টলীর সভাপতিত্বে ভদ্রকালী (উত্তর পাড়া) গ্রামে প্রদত্ত বক্তৃতা

শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁরা জলাশয় খনন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অথবা উৎসব করিতেন। ইহঁদের বাস্তুভিটা এখন শৃগালের বাসস্থান হইয়াছে। ইহাঁদের অভাবে পল্লীজীবন ঘৃণা—বাসের অযোগ্য হইয়াছে। কাজেই গ্রাম সংস্কার করিতে হইলে ইহাদিগকে গ্রামের দিকে তাকাইতে হইবে—তাই দেশে রব উঠিয়াছে—Back to villages

"গ্রামে চল গ্রামে চল ভাই।"

গ্রামের প্রধান অভাব—অস্বাস্থ্য, দারিদ্র ও অজ্ঞতা। এই ত্রাহস্পর্শ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অস্বাস্থ্য হইতে দারিদ্র্যের জন্ম, অজ্ঞতাই দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যের কারণ আবার অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের ফলেই দেশের অজ্ঞতাও দূরীকরণ সম্ভবপর হইতেছে না।

অস্বাস্থ্যের স্বরূপ কি জানেন? প্রতিদিন ৫৭৬০টী শিশু মরে, প্রতি মিনিটে ২১টী ম্যালেরিয়ায় ও ২টী যক্ষ্মায় মরে।

দারিদ্র্যের ত কথাই নাই এখনও জন প্রতি বাৎসরিক আয় ২০৲ নাই—Poverty thy name in India. অজ্ঞতার দাবী আমাদের পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা বেশী। প্রতি দুই খানি গ্রামে ১টি করিয়া বিদ্যালয় অর্থাৎ প্রতি ৮৭১ জনের মধ্যে কোন না কোন প্রকারের একটী বিদ্যালয় বর্ত্তমান। জাপানে সেখানে গ্রাম পিছু পাঁচটী। এখনও বাঙ্গালা দেশে শতকরা ১০ জন শিক্ষিত নন ইহা শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়েরই অগৌরবের কথা।

পল্লীসংস্কার অর্থ এই ত্রাহস্পর্শকে গ্রাম হইতে দূরীকরণ। গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য-সমিতি, নৈশ বিদ্যালয় আর সমবায় কৃষিশিল্প সমিতি স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিতে হইবে—ইহা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।



বাংলার গো মহিষ।

[১৯২৬]

(শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক)

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রচলিত হয় নাই। বোধ হয় দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে এখনও উপযোগী নয়। সুতরাং গো মহিষ চাষের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। গো মহিষাদির জন্ম মৃত্যু, উৎকর্ষতার সহিত কৃষি কার্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। মানুষের পক্ষে যেমন লোক গণনা দরকার উহাদের সম্বন্ধেও ঠিক তাই। বিগত ১৯২৬ সালে গো মহিষাদির এক census সেন্সাস বা সংখ্যা গণনা হয়। আমরা সংক্ষেপে তাহার বৃত্তান্ত পাঠক সমাজকে জানাইতেছি। আশা করি কৃষিকার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা পাঠে আনন্দিত হইবেন।

এই গণনা গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড ও পাঞ্চায়েতগণের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে। কেবল চট্টগ্রাম ও দারজিলিং অঞ্চলে গ্রামের মণ্ডল বা দলপতির সাহায্যে হইয়াছে। যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটি আছে তথায় তাহার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। চা বাগানের হিসাব ম্যানেজার মহোদয়ের সহযোগীতায় বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে পশু চিকিৎসা বিভাগের (civil veterinary dept) সাহায্যে হইয়াছে।

এই হিসাব নিকাশের পূর্ব্বে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে মানুষ গণনার ন্যায় সঠিক হিসাব পশু গণনা কার্য্যে সম্ভব নহে। তবে যতদূর সম্ভব ঠিক হিসাব মোটের উপর বুঝিতে হইবে। কিছু সামান্য ইতর বিশেষ হইলেও মূল সত্য ঠিক যাহাতে থাকে তাহার দিকে মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

বিগত ১৯২০ সনের গণনার পর ১৯২২ সালের মে জুন মাসে পশুখাদ্যের বিশেষ অনাটন ঘটে। ইহার কারণ সে সময় বাংলা দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার পর আবার বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ায় ২২ সনের অক্টোবর হইতে ২৩ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত উত্তর বঙ্গের বন্যা প্লাবিত স্থান সমূহে, বিশেষতঃ রাজসাহী এবং পাবনা জিলাতে পশু-খাদ্যের রীতিমত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। গোমড়কেরও বেশ প্রাদুর্ভাব এই কয় বৎসরে চলিতেছিল। বিশেষতঃ ১৯২৫-২৬ সনের ত কথাই নাই।

উক্ত সালে আক্রান্ত জন্তুদিগের মধ্যে ৭৪টি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, দিনাজপুর, ঢাকা, রংপুর, মৈমনসিংহ এবং পাবনা জিলাতে বিশেষ করিয়া রোগের প্রসার হইয়াছিল। এক্ষণে সংক্ষেপে গোমহিষাদির হিসাব জানাইতেছি।

(১) ব্রাহ্মণী বুল্ ব ধর্ম্মষাঁড় (প্রজনন কার্য্যের জন্য) ১৬টি জিলাতে উহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ১১টি জিলাতে কমিয়াছে ও একটি জিলাতে সমভাবেই আছে। মোট সংখ্যা যাহা আছে তাহা হইতেছে ৩০৬৯৮, তৎপূর্ব্ব বৎসর গণনায় (১৯২০ সালের) ৩১১৪১ ছিল। মোট শত করা ১·৪২ কমিয়া মোট ৪৪৩ সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। দুই কারণে হ্রাস পাইতেছে। প্রথম লোকের দারিদ্র হেতু আর তেমন ধর্ম্মের ষাঁড় উৎসর্গ করে না। দ্বিতীয়তঃ অনেক ষাঁড় হত্যা ও অনেক ষাঁড় চাষের জন্য বলদে পরিণত হইতেছে।

(২) চাষের লাঙ্গলের জন্য গরু, বলদ ও মহিষ আবশ্যক। বাংলা প্রেসিডেন্সীতে লাঙ্গলের উপযুক্ত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩০০৬১৮ ষাঁড় ও বলদ, এবং ৪৫৩৮১ মহিষ সংখ্যায় বাড়িয়াছে। সমস্ত রকম লাঙ্গলের উপযুক্ত জন্তু ৩৪৫৯৯৯ সংখ্যক বাড়িয়াছে। অর্থাৎ বিগত ১৯২০ সালের গণনার উপর শতকরা ৩·৪৭ ভাগ বাড়িয়াছে। সমগ্র বাংলার চাষের জমীর পরিমাণ ২৩৮৪১২০০ একর এবং সমস্ত লাঙ্গলের উপযুক্ত জন্তুর সংখ্যা মোট ১০২৮৪৫৯৪ বা ৫১ ২২৯৭ জোড়া। অতএব প্রতি একর প্রতি, জন্তুর হিসাব ০·২২ বা প্রতি একজোড়া জন্তু প্রতি ৪·৬৪ একর জমি চাষ হইয়াছিল।

(৩) দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষী।

উক্ত গরু ও মহিষের হিসাব মিলাইয়া দেখিলে ২৭৪৪৮৭ বা শতকরা ০·২৮ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গাভী সংখ্যায় ২৬৩৮৬৪ ও মহিষী সংখ্যায় ১০৬২৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সমগ্র দেশের গাভীর সংখ্যা ৮৬৫২৮০৬ এবং মানুষের হিসাব ৪৬৬৯৫৫৩৬। অতএব শত জন প্রতি গাভী ১৮·৫৩ হিসাবে পড়িতেছে।

গোমহিষাদির বৎসের হিসাব মোট ১৪৬৬১৪ সংখ্যক গোবৎস বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ৬৭টি মহিষের বাচ্ছা কমিয়াছে। বিগত ১৯২০ সালের হিসাবের তুলনায় ১৪৬৫৪৭ বা শতকরা ২·৩১ ভাগ গোবৎস বাড়িয়াছে। মহিষ যদিও মোটের উপর মাত্র ৬৭টি কমিয়াছে তথাপি ১৭টি জিলাতেই এই কমতি দেখা গিয়াছে। নানা কারণে মহিষের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ রোগ, দ্বিতীয়তঃ অনেক জিলাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সংখ্যা হ্রাস।

কেবল তাহাই নহে প্রজনন উপযুক্ত পুরুষ মহিষের অভাব ও জল বায়ু বংশবৃদ্ধির

প্রতিকূল। আবার চাষ আবাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও অনেক মহিষ চলিয়া যাইতেছে।

(৫) ভেড়া—গত ১৯২০ সনের গণনার হিসাব অপেক্ষা ২০৭৭৫৭ বা শতকরা ৪১·৩১ ভাগ বাড়িয়াছে।

(৬) ছাগল—২১১৮৩৭ বা শতকরা ৫৪·৩০ ভাগ বাড়িয়াছে।

(৭) ঘোড়া—৯৭২ বা শতকরা ০·৭৮ বাড়িয়াছে।

(৮) অশ্বতর বা খচ্চর—৭৩ বা শতকরা ৮·২৮ বাড়িয়াছে।

(৯) গাধা—২৪৮ বা শতকরা ২১·৪৯ বাড়িয়াছে।

(১০) উট—৩১৭ বা শতকরা ২১৪·১৯ পূর্ব্ব গণনাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেবল চাষের জন্তু নহে লাঙ্গলও পূর্ব্বাপেক্ষা ২৪০৫২৬ বা শতকরা ৫·৪১ বাড়িয়াছে। গোশকট ১১৭৮৭৫ বা শতকরা ১৬·০০ বাড়িয়াছে। সমস্ত বাঙ্গালার চাষের জন্তুর সংখ্যা বিগত সেন্সাসের অপেক্ষা শতকরা ৩·১ হিসাবে মোট ২৫৪৯০৮২৪ হিসাবে দাঁড়াইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ফলরক্ষা।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

জগতের মধ্যে সমস্ত দেশেই ফলের বাগানে বা শস্যক্ষেত্রে একটা না একটা উপদ্রব লাগিয়াই থাকে। সেই সমস্ত উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য নানাবিধ উপায়ও অবলম্বন করা হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে হয়তো কোনটা বেশ ফলপ্রদ হয় এবং কোনটা ফলপ্রদ হয় না। আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে নানাবিধ

নূতন উপায় অবলম্বন করিবার জন্য অনেক লোক মাথা ঘামাইয়া থাকেন। একটা উপায় যদি কার্য্যকরী না হয়, তাহা হইলে অন্য উপায়ের জন্য গবেষণা করিয়া থাকেন, এবং কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও ক্ষান্ত হয়েন না। সেই জন্যই আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। আর আমাদের দেশে—যদি একটা উপায় কার্য্যকরী না হয়, তাহা হইলে আর তাহার জন্য বড় একটা কেহ মাথা ঘামাইতে চাহেন না, সেই জন্যই আজ আমাদের দেশ ক্রমশঃই নিম্ন হইতে নিম্নতম-স্তরে নামিয়া যাইতেছে। যতদিন না আমরা একাগ্রচিত্তে একটী বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিব এবং একত্রে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করিব, ততদিন আর আমাদের উন্নতি হইবে না। সে দিন একটা পত্রিকায় দেখিলাম যে, আমেরিকার ফলের বাগানসমূহে কাঠ বিড়ালের উপদ্রব অনেক অধিক। তাহারা বৃক্ষে আরোহণ

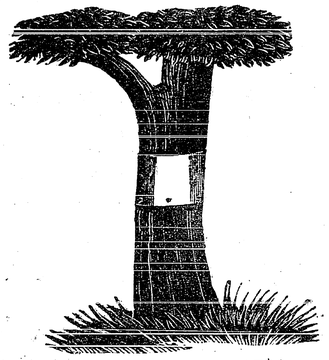

অভিনব উপায়ে ফলরক্ষা।

করিয়া প্রচুর ফল নষ্ট করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে, গাছের ফল রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি তথায় একটি নূতন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, এবং উহা বেশ কার্য্যকরীও হইয়াছে। উপায়টী অতি সহজ। কৃষকের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সাধারণ টিন গোলাকার করিয়া বৃক্ষের গোড়ার দিকে অথবা শাখার গোড়ায় সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বণ করিবার পর দেখা গিয়াছে যে, কাঠবিড়াল বা সেই জাতীয় জীবসমূহ আর বৃক্ষে আরোহণ করিতে সক্ষম হয় না। ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য উপরে চিত্রের দ্বারা দেখানো হইয়াছে। টিনের পরিবর্ত্তে লোহার উপর এনামেল করিয়াও ব্যবহার করা যায়, তবে তাহাতে খরচ অত্যন্ত অধিক হয়। সেই জন্য টিন দিয়া কার্য্য সম্পন্ন করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের দেশে যাহাদের ফলের বাগানে ঐরূপ উপদ্রব হয় তাহারা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

বাগানের মাসিক 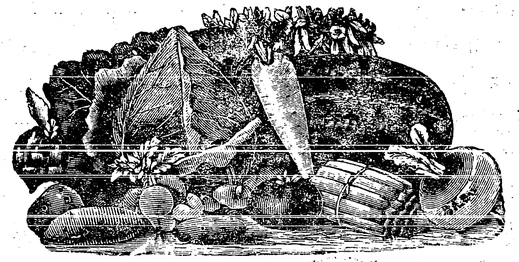 কার্য্য।

কার্ত্তিক মাস।

আশ্বিন মাস গত হইল,বিলাতী সব্জীবীজ বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপন করিতে হইবে। মটর, মুলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ-আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয়। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত নতুবা বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায় সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমির একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্লাদি—সুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি, ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করিতে হয়।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৫ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলে ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রে পাইট—যে সকল আলু কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এত দিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইল আর বৃষ্টির আশা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকা কালে কলিচুণের ছিটা দিলে বা অল্প পরিমাণ গুঁড়া চুণ ছড়াইয়া দিলে বাঙলা দেশে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার হয়।

পত্রাদি।

সবিনয় নিবেদন,

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত কালীদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত কলা বাগান বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার একটী প্রশ্ন আছে। আশা করি তিনি অথবা অন্য কোনও কৃষিতত্ত্ববিৎ যিনি তাঁহার ন্যায় হাতেকলমে কাজ করিয়াছেন তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দানে বঞ্চিত করিবেন না প্রশ্নটী হইল—সুবৃহৎ কলা বাগানকে (যথা ৫ হইতে ১০ বিঘা বা তদধিক জমির বাগানকে) কিরূপে (১) বানর, বাদুড় ও অন্যান্য পাখীর আক্রমণ এবং (২) শূকর ও গবাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়। কলাবাগানের পক্ষে কিসের বেড়া উপযোগী ও টেকসই। * ইতি—

শ্রীসোমেন্দ্র নাথ চৌধুরী

৫।১ বি, বারানসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন।

গ্রাহক নং ৯৯৯

প্রশ্ন :—নিমের খোল কোথায় পাওয়া যায়, এবং কি ব্যবহারে লাগে?

উত্তর—নিমের খোল খুব কমই পাওয়া যায়। ইহা অল্প মাত্রায় উৎপন্ন হয়। ইহার প্রয়োগে গাছের গোড়ায় উই লাগা বা সব্জীতে পোকা লাগার উপদ্রব কমে। কিন্তু উহা যখন একপ্রকার দুর্লভ তখন উহার বদলে রেড়ীর খোল চলিতে পারে।

* এই পত্রের উত্তর যে কেহ পাঠাইতে পারেন, মনোনীত হইলে মুদ্রিত হইবে।

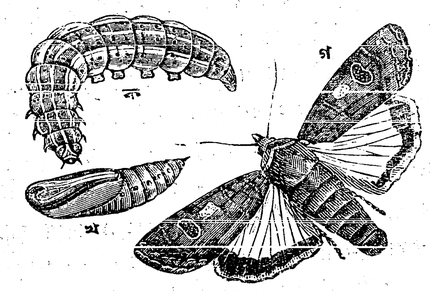

সংগ্রহ।

হাতে চালান ধান কল।

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ হইতে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনিয়ার এস্, সি, মিত্র কর্ত্তৃক একটী হাতে চালান ধানভাঙ্গা কল প্রস্তুত হইয়াছে; ইহার কার্য্যকারিতা গ্রাম্য প্রচলিত ঢেঁকির কার্য্যের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ।

এই কলে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া মোটামুটি এইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে—

১। পনের মিনিটে ইহাতে প্রায় দেড় সের ধান ভাঙ্গা যায় এবং তাহা হইতে এক সের আন্দাজ চাউল পাওয়া যায়।

২। এক পোয়া চাউল হইতে ১৩৩টী চাউল ভাঙ্গ্‌টা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ৭৮টী দানার মুখ মাত্র ঈষৎ ভাঙ্গা এবং বাকী ৫৫টী দানা দুআধখান হইয়া ভাঙ্গা। ইহাতে খুদের পরিমাণ নাই বলিলেই চলে। অপরতঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ৩০ সের ঢেঁকি ভাঙ্গা চাউলে এক সের হইতে তিন সের পর্য্যন্ত চাউল ভাঙ্গ্‌টা অবস্থায় পাওয়া যায়।

৩। এই কলে কেবল মাত্র একটী লোকের দ্বারা এক ঘণ্টায় ছয় সের পর্য্যন্ত চাউল পাওয়া যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের সময় ধরিলেও এই কল হইতে ঘণ্টায় গড়পড়তা চার সের হিসাবে চাউল পাওয়া যায়।

কিন্তু ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গিতে হইলে অন্ততঃ তিনজন লোকের আবশ্যক এবং মাত্র ৩০ সের চাউল তাহারা চার ঘণ্টা যাবৎ একত্র পরিশ্রম করিলে প্রস্তুত করিতে পারে।

ব্রহ্মদেশে আলু।

ব্রহ্ম প্রদেশের yawnghee ইয়নঘি নামক স্থানের ছয় প্রকার আলুবীজের মধ্যে Ally আলী নামক বীজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সিমলা শৈলে বিলাতী স্কটলণ্ডের বীজের চাষ হইয়া থাকে। ঐ বীজ লাগাইয়া চাষে কৃষকগণ একর প্রতি প্রায় শত মুদ্রা (100 Rs) লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐ স্থানে ঐ প্রকার বীজের চাহিদা হওয়ায় একটী নূতন কার্য্য খুলিবার কল্পনা চলিতেছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচার।

স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে গৃহীত ও রচিত বায়স্কোপ চিত্র 'দেবদূত' অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে একটী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গত ৬ মাসে প্রায়

৫০টী স্থানে স্বাস্থ্যবিভাগ এই ছবি দেখাইয়াছেন; সর্ব্বত্রই বেশ শিক্ষা ও আনন্দ লোকে পাইয়াছেন। সেদিন রামমোহন লাইব্রেরীতে ও খিদিরপুর মনসা মেলায় আমরা এই চিত্র দেখিয়া শিক্ষা ও আনন্দ পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের সুবক্তা, পাবলিসিং অফিসারদ্বয় রায় সাহেব শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় এম, এ ও শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র গোস্বামী বি, এ মহাশয় নদীপুর, মানিকগঞ্জ, নদীয়া, সিউড়ী প্রভৃতি সহরে আলোক চিত্রের দ্বারা বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে একটী নব চিন্তার ধারা আনিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বেণ্টলী স্বয়ং পাবনাতে গিয়া সৎসঙ্গের গ্রাম্য ধাইদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন।

অব্যবহার্য্য গাছ।

ফণীমনসা শ্রেণীর একপ্রকার গাছ আমেরিকায় ঘোড়ার খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রথমে অগ্নির সাহায্যে গাছের গায়ের ঘন কাঁটাগুলিকে পুড়াইয়া ফেলা হয়, পরে কলের সাহায্যে তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। শুকাইবার পরে গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করা হয়। কলে ডাঁটাগুলি কাটিবার সময় তাহার যে আটা বাহির হয়, তাহাও সংগ্রহ করিয়া অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

পুরাতন সিল্কের কদর।

জাপানে জনৈক চিকিৎসক পুরাতন সিল্ক হইতে উত্তম শ্রেণীর সিল্ক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুরাতন সিল্কগুলিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গলাইয়া তরল করিয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে কাদার ন্যায় করা হয়, পরে আঠার ন্যায় অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। এই অবস্থা হইতে সুন্দর সুতা বাহির করা হয়।

শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক যন্ত্র।

বক্তৃতা-সভা, থিয়েটার ইত্যাদির পিছনের দিকে বসিয়া অনেক সময় বক্তৃতাদি শুনিতে পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা নিবারণকল্পে আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক সহজবহ অল্পমূল্যের শ্রবণ-শক্তিবর্দ্ধক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে যেমন দূরের জিনিষ স্পষ্ট দেখা যায়, এই যন্ত্র সাহায্যেও তেমনি দূরের কথা স্পষ্ট শোনা যাইবে।

পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবহার।

কাঠের কারখানায় কাঠের গুঁড়া ও টুকরা টুকরা কাঠ অনেক সময় অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। উইলিয়ম এইচ ম্যাসন এগুলিকে কাজে খাটাইবার একটী বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কাঠের টুকরা ও গুঁড়াগুলিকে একত্র করিয়া বারুদের সাহায্যে একটি চাপে পরিণত করা হয়; তখন ইহা অনেকটা পশমের মত দেখিতে হয়। এই জিনিষটিকে লইয়া যথাযথ চাপ প্রয়োগে নানা কাজে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

অল্পমূল্যে ফল।

আফ্রিকার পশ্চিমাংশে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে ফল মূলাদি বিক্রয় হয়। সেখানে বিনা আয়াসে অপর্য্যাপ্ত আনারস উৎপন্ন হয়। উক্ত প্রদেশে ১০০ একশত কদলীর মূল্য এক আনা।

আলুর সংবাদ।

বর্ত্তমান সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আলু তরকারীর মধ্যে প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সেজন্য ইহার চাষের প্রসার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দোষমুক্ত প্রচুর আলুর বীজের অভাবে চাষ আশানুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। গ্রীষ্মকালে আলুর দর অনেকদিন ধরিয়া বেশী থাকে সেজন্য গরীব লোকে তখন আলু খাইতে পারে না। কিন্তু সুখের বিষয় আলুবীজকে দোষ মুক্ত করিতে অনেকেই সচেষ্ট হইয়াছেন। যাহাতে আলু মাঠে কিংবা গুদামজাত হইয়া বেশী নষ্ট না হয় সে বিষয় অনেক জিলাতেই বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। আসাম প্রদেশের আপার শিলং ফার্ম্মের নানা প্রকারের পরীক্ষিত আলু বীজের সুনাম বিস্তার লাভ করিয়াছে। কি সমতল ভূমিতে, কি পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বত্র ইহার আদর সমভাবে হইয়াছে। পূর্ব্বতন ভাল বীজের মধ্যে আলুরাজ বা ইংরাজী King of potatoes এর চাহিদা বা (Demand) খুব বেশী। নূতন আমদানী বীজের মধ্যে British queen ব্রিটীশ কুইন ও Arran chief আরান চিফের বেশ সুনাম আছে। গোবর সারে আলুর পরিমাণ বেশ বাড়ে। সারা ভারতে হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। অন্যান্য রকমের সারে সেরূপ উপকার হয় না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। আলুর পোকা বিনাশার্থ ক্ষেতে প্রতিষেধক ঔষধ ছিটাইবার ব্যবস্থা অনেক স্থানেই হইতেছে।

নূতন কৃষি ফার্ম্ম।

সম্প্রতি আগ্রা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশে ফরাক্কাবাদ অঞ্চলে একটী নূতন কৃষিফার্ম্ম খোলা হইয়াছে। ইহার মূল উদ্দেশ্য লাভজনক এবং প্রচুর শস্য উৎপাদনের সহায়তা কল্পে গবেষণা এবং গুদামজাত করিয়া শস্যকে ভাল অবস্থায় রাখিবার উপায় বা প্রণালী নির্দ্ধারণ করা। সেজন্য একটী ছোট বরফ কল খুলিবারও প্রস্তাব চলিতেছে। কানপুরের ন্যায় এখানেও বরফ দিয়া ঘর ঠাণ্ডা করিয়া শস্য রাখিলে কত দিন ভাল থাকে তাহাতে কি খরচা পড়ে, সেই খরচা ব্যবস্থা হিসাবে বহন করা যায় কিনা প্রভৃতির আলোচনা চলিতেছে।

আলুর কয়েকটী সার।

বোম্বাই প্রদেশে আলুর পোকা নিবারণার্থে গন্ধকের গুঁড়া ব্যবহৃত হইতেছে। মাদ্রাজ অঞ্চলের নানজানাণ্ড (Nanjanad) নামক স্থানের কৃষিফার্ম্মে নানা প্রকার

সারের গবেষণা আলুর চাষ বৃদ্ধি কল্পে চলিতেছে। দেখা গিয়াছে ওই সকল স্থানে মাছের ও গবাদির সার বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে।

রেশমের চাষ।

গভর্ণমেণ্ট নার্সারিগুলির প্রধান কাজ হইতেছে ব্যাধিমুক্ত "নিস্তারি ও ছোট পলুর" বীজ বাহির করা। বহরমপুরের প্রধান আড্ডা হইতে অন্য নার্সারিগুলিকে ও বাছিয়া বাছিয়া "পালক" বিশেষকে যোগান দিবার জন্য নিস্তারির বংশ বাড়ান হইয়াছে। অধিকন্তু জাতপালকদের ও বীজ যোগান দেওয়া হইয়াছে। নার্সারিগুলি উৎপাদন করিয়াছে ২১২৬২ কাহন বীজ "গুটি" আর আদায় হইয়াছে ৭১২৪২ টাকা। রেশমের বাজারে মাল জড় হওয়ায় গুটির দর নামিয়াছে। তাই আদায়টা কম হইয়াছে। এ বছর বিভাগীয় পরিদর্শকদের তাঁবে নির্ব্বাচিত "পালক"রা ১৮০০০ হইতে ১৯০০০র মধ্যে বীজ উৎপন্ন করিয়াছে। মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কোন কোন গ্রামে উন্নত প্রণালীতে ব্যাধিমুক্ত বীজ উৎপাদন সম্বন্ধে প্রদর্শনী ও প্রচার হইয়াছে। বাঁকুড়ায় রেশমের ব্যবসা পুনর্গঠিত হইতেছে এবং ৫৩টা গুটি উৎপাদক গ্রাম বিভাগীয় সহায়তা পাইতেছে।

বাঙালীর মৎস্য চিন্তা।

বাংলা দেশে মৎস্য হিন্দু মুসলমানের নিত্যকর খাদ্য। নিত্য যে পরিমাণে মৎস্য লোকে আহার করে বোধ হয় অনুপাতে তদপেক্ষা কম জন্মে। মৎস্য আহারের ন্যায় মৎস্য উৎপাদনে লোকের আর পূর্ব্বের মত আগ্রহ নাই। এই লাভজনক ব্যবসা নদী মাতৃক বাংলা দেশে বর্ত্তমান থাকিলেও দেশের লোকের উৎযোগের অভাবে মৎস্য ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য হইতে চলিতেছে। বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে মাছের নূতন ডিম হয়। বর্ষাকালে নূতন জলে ডিম হইতে বহুল পরিমাণে মৎস্য জন্মায়। সরকার যদি আইন করিয়া বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস নদীতে মৎস্য ধরা নিবারণ করেন তাহা হইলে নদী ও দেশ মৎস্যে ভরিয়া যায়।

বঙ্গের মিউনিসিপালিটি সমূহ।

এ বৎসর মিউনিসিপালিটির সংখ্যা হইতেছে ১১৫। বিগত বৎসর উহাই ছিল। ২৫টি মিউনিসিপালিটিতে নূতন করিয়া নির্ব্বাচন হইয়াছে।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।



সীলেট চুণ

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা
বীজ! বীজ!! বীজ!!!
সকল রকম সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।
সত্বর হউন! সত্বর হউন!!
বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
আসল
কলেন চারা কলেন।
এইই প্রকৃষ্ট সময়, বিলম্ব করিবেন না।
প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।
আসুন! আসুন!! আসুন!!!
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

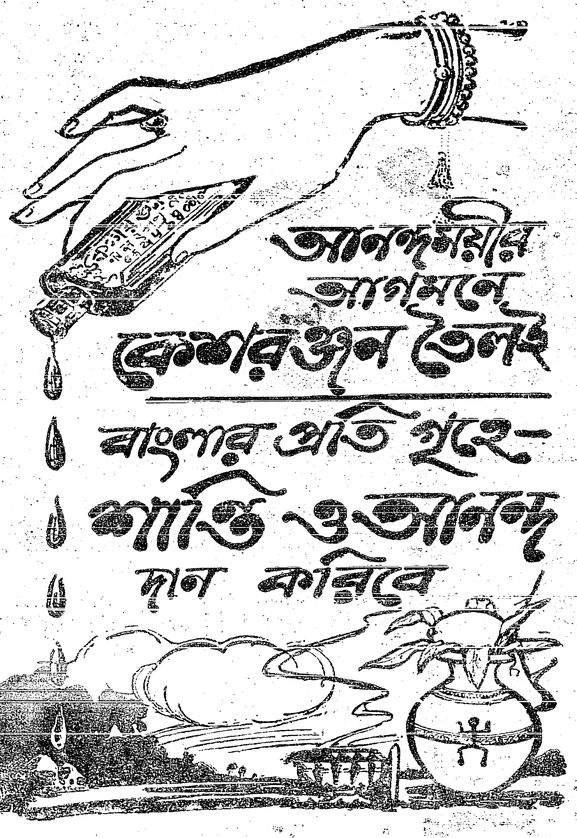

কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮৫ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED No. C 192.

২৮ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল [৭ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা।



OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।৵০ বার্ষিক ৩৲০

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department HOWRAH. **BURN & Co. Ltd.** Howrah Iron Works HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূপ ক, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন, তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আলুর সময় আগত প্রায়।

দেশী, পাটনাই, গৌহাটী, নাইনিতাল, দারজিলিং মাদ্রাজি প্রভৃতি সকল রকম আলুর বীজ এইখানে পাইবেন।

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কার্ত্তিক।—সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক		পত্রাঙ্ক।
১।	বিজয়া (প্রবন্ধ)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২৬১
২।	তামাক (সংবাদ)—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	...	২৬২
৩।	আমার চাষ (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী	...	২৬৪
৪।	দেবীর কোপ (গল্প)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	...	২৬৮
৫।	গোজনন ও গোজাতির উন্নতি (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার	...	২৭৬
৬।	গোল আলু (প্রবন্ধ)—শ্রীএককড়ি ঘোষ	...	২৭৯
৭।	পত্রাদি	...	২৮৮
৮।	সংগ্রহ	...	২৮৯
৯।	চা বাগান—	...	২৯৫
১০।	শাকের চাষ (প্রবন্ধ)—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ পারাল	...	২৯৬
১১।	বাগানের মাসিক কার্য্য (অগ্রহায়ণ)	...	২৯৯

বেঙ্গল পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ।১০ টিউব ৷৷৹ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক, পাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথ

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০

উত্তরবঙ্গের একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—ডাক্তার শ্রীশিশিরকুমার চৌধুরী এম্-বি (হোমিও)

পত্রিকাখানি বৈশাখ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাবতীয় সংবাদ ও শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথদিগের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরই আদরের বস্তু সন্দেহ নাই। অদ্য গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—হোমিওপ্যাথ, জলপাইগুড়ি।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
কৃষি কথা	৵০
পান চাষ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধ্যে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরন কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, মাথ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৷৵০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷৵০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৷৵০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷৵০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৷৵০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৷০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৵০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য-জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীটল্ টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তেয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারু-জীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ষ্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বহুল প্রশংসিত।

মেদিনীপুর-হিতৈষ সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জলা—সংজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইতেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না। যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৷৷৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিনী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ।০ আনা।

আত্মিকজগৎ—মেস্‌মেরিজম ও হিপনোটিজম শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি ফল, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা ফাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী আফিস, মেদিনীপুর।

প্রাচ্য ভিষগ সম্মিলনী।

SEVENTH CONGRESS OF FAR EASTERN

TROPICAL ASSOCIATION

আগামী ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় বসিবে। আপনি আজই সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হোন।

রোগ নিবারণ এই মহাসভার মূলমন্ত্র।

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট-হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য-জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীটল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক ক্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বহুল প্রশংসিত।

মেদিনীপুর-হিতৈষ সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জলা—সহজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইতেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না। যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৷৷৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিনী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ।৹ আনা।

আত্মিকজগৎ—মেসমেরিজম ও হিপনোটিজম শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি ফল, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা ফাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী আফিস, মেদিনীপুর।

প্রাচ্য ভিষগ সম্মিলনী।

SEVENTH CONGRESS OF FAR EASTERN

TROPICAL ASSOCIATION

আগামী ৫ই ডিসেম্বর কলিকাতায় বসিবে। আপনি আজই সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হৌন।

রোগ নিবারণ এই মহাসভার মূলমন্ত্র।

বিজ্ঞাপন।

শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ

রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের ভূমিকা সহ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহঃ সম্পাদক ও প্রবীণ কর্ম্মী ডাঃ নিশিকান্ত বসু প্রণীত বহু সংবাদপত্রে প্রশংশিত। সন্তান পালন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য ॥০ আনা উপহারের জন্য বাঁধাই ॥৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান,
৭০নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG. "দৈববল" No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।
দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	৷৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃদি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার।

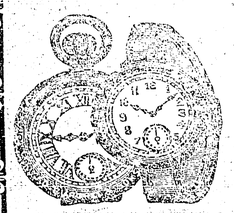

১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ।৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৸৵০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স
৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বহু পরীক্ষিত মূল্য ১ শিশি।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।
(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুস্তকাবলী।

জ্বর	মূল্য	১৲
স্বাস্থ্য	”	৸০
খাদ্য ও স্বাস্থ্য	”	৸০
সংক্রামক রোগ	”	৸০

প্রাপ্তিস্থান;—কৃষক অফিস
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশবাসীর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনর্গঠন মন্ত্র লইয়া আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক সচিত্র মাসিক "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম, এ, এল, এম, এস, রায়বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু সি, সি, আই, ই প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার নিয়মিত লেখক এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরত্নগুন ইহার সম্পাদক। প্রতিমাসে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন গাছ গাছড়ার গুণাগুণ পরীক্ষিত ঔষধ ও টোটকা মুষ্টিযোগ সমূহ বাহির হইয়া থাকে; এবং ইহার সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভুষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রীর "খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ" নামক একখানি গ্রন্থ শ্রাবণ মাস হইতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ মাত্র। নমুনা সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ কলেজের সহঃ অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পত্রিকাদ্বয়ের সহযোগী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী প্রণীত নূতন পুস্তক "পারিবারিক চিকিৎসা" প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য পাঠ্য প্রত্যেক নরনারীর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইবে না! সুবৃহৎ ও সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।
ম্যানেজার "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।
১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

সাম্পাদিকা শ্রীমতি লতিকা বসু বি, লিট (অক্সন)
নারী জাতি কল্যাণমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার পাঠ্য।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। কন্যা, বধূ, গৃহিনী সকলের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সকলপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষালয়ের জন্য অনুমোদিত এবং সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ভিঃ পিতে ২৵০ টাকা। গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার বঙ্গলক্ষ্মী

নরঞ্চস হ্যাণ্ড গার্ডেন কালটীভেটরস।

চাষ আবাদের কার্য্যে যুগান্তর আনিয়াছে।

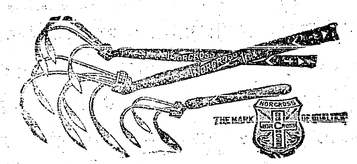

ইহাদের ফালাগুলি ইস্পাতের তৈয়ারী। ইহা তিন সাইজের হয়। ইহাদের দ্বারা সাধারণ যন্ত্রের অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী কাজ হয়। **নরঞ্চস** কালটিভেটরের দ্বারা কর্ষিত জমিতে অনেক বেশী ফসল উৎপাদন হয়; কারণ জমি এমন ভাবে খুঁড়িয়া যায় যাহাতে বাতাসের নাইট্রোজেন অংশ ফসলের মূলে গিয়া পৌঁছে। প্রাচীন প্রথার চাষে জমি হইতে যে পরিমাণ ফসল হয় তাহা হইতে বেশী ফসল উন্নত প্রণালীতে সুকর্ষিত জমি হইতেই পাওয়া যায়।

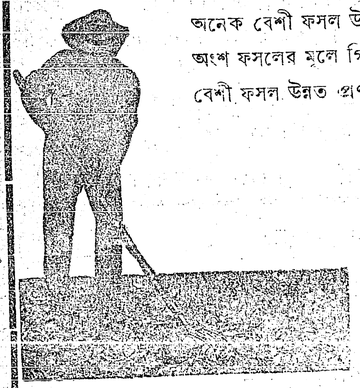

নং ১, ৪ ফলাযুক্ত ৪ ফুট হাতল
নং ২, ৩ ,, ,, ,,
নং ৩, ৩ ,, ৯ ,, হাতল।

একত্রে ৩টির মূল্য ১২৲

দি লিমাই ব্রাদার্স লিমিটেড।

৫, পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পোঃ বঃ ২০৮৫।

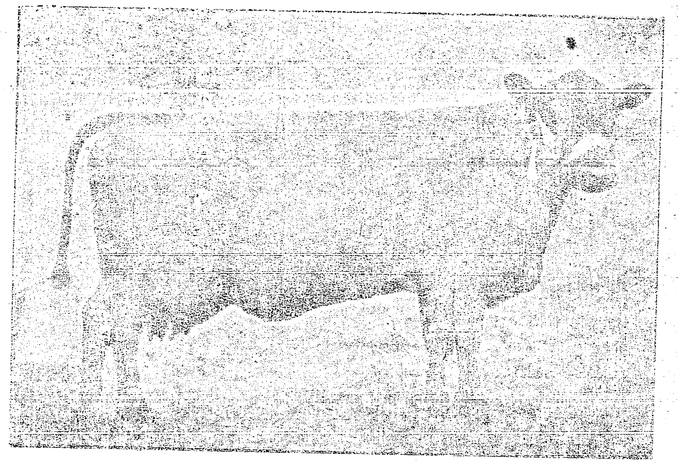

বিলাতী গাভী।

এই জাতীয় গাভী বিলাতে প্রত্যহ প্রায় অর্দ্ধমণের উপরে দুধ দিয়া থাকে। উক্ত দুধ পাইবার জন্য গাভীকে বেশ উত্তমরূপে খাদ্যাদি দেওয়া ও উপযুক্তরূপে সেবা করা হইয়া থাকে। এই কাজ করিয়া তাহাদের দেশের কৃষকেরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।



২৮ খণ্ড। { কার্ত্তিক, ১৩৩৪ সাল। } ৭ম সংখ্যা।

বিজয়া।

সমস্ত বছরের অবসাদগ্রস্থ ক্লান্তিময় কর্ম্মপূর্ণ জীবনের আনন্দ এই এক বিজয়ার দিনেই নিঃশেষ হ'য়ে গেল। এ আনন্দের দিনে যে যেমন ক'রে পারে সে তেম্নি ক'রেই এতে যোগদান করে। আবহমানকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত এ আনন্দ চ'লে আস্‌ছে, কিন্তু পূর্ব্বের মত এখন আর সে সার্ব্বজনীন আনন্দ নেই। এ আনন্দেও নিরানন্দের ছায়া প'ড়ে ম্লান হ'য়ে গেছে।

বাঙ্গলার যারা মেরুদণ্ড, সেই কৃষিকুল, শ্রমজীবিকুল আজ দারিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, তা'দের মুখের হাসি, প্রাণের শান্তি, হৃদয়ের সুখ সমস্তই হাহাকারে পরিণত। তাই তা'রা প্রাণ খুলে এ আনন্দেও যোগদান ক'র্ত্তে না পেরে ম্লানমুখে নিজেদের পর্ণকুটীরে ব'সে দারিদ্রতার অসহনীয় জ্বালার কথা ভাব্‌ছে, আর হায় হায় ক'রে কপালে করাঘাত ক'চ্ছে। জানিনা এ দারিদ্রতার অবসান কতদিনে সম্পূর্ণ হবে।

মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, শুধু তিনদিনের জন্য নয়, তুমি তো প্রত্যহই এ সমস্ত অবলোকন ক'চ্ছো, কিন্তু তবুও কেন যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছ তা' জানিনা। মা তোমার সন্তানরা প্রতিনিয়তই তা'দের মনের বেদনা তোমাকে জানাচ্ছে, কিন্তু তুমি তা' শুনেও শোননা। কেন মা', তোমার সন্তানরা কি এতই অপরাধ ক'রেছে? তাই যদি হয় তা' হ'লে এখনও কি রোগে জর্জ্জরিত হ'য়ে দারিদ্রের ক্রোড়ে শয়ন ক'রে, জীবনব্যাপী হাহাকার ক'রে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি। মা আর তুমি সন্তানদের উপর অভিমান ক'রে থেকো না, তা'দের সমস্ত অপরাধ ভুলে যাও। মা সন্তানরা যতই অপরাধ করুক না কেন, মা তো কখনো তা'দেরকে পায়ে ঠেলে দেয় না। আদর করে আবার তা'দের কোলে তুলে নেয় তাই সকলে বলে "কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনো নয়।" তাই মা আজ এই বিজয়ার দিনে তোমার শ্রীচরণ পাদপদ্মে এইমাত্র প্রার্থনা জানাচ্ছি যে,—"তোমার সন্তানদের সমস্ত অপরাধ ভুলে যাও আর আশীর্ব্বাদ কর, যেন তা'রা মনের সুখ, হৃদয়ের বল, দেহের স্বাস্থ্য সমস্তই পূর্ব্বের মত ফিরে পেয়ে দেশের ও দশের কাজে অগ্রসর হ'য়ে বছরে বছরে প্রাণের উদ্দীপনায় তোমার অর্চ্চনা ক'র্ত্তে পারে।"

(ঈশ্বর ভবন) শ্রীজহরলাল বিশ্বাস।
বৃহস্পতিবার, ১৯শে আশ্বিন।

তামাক।

(শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক।)

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে তামাকের চাষে অনেকে বেশ লাভবান হইয়াছেন। সংক্ষেপে তামাক সম্বন্ধে গুটিকতক কথা জানাইতেছি। এই মূল্যবান ফসলের চাষ সারা ভারতের মধ্যে মান্দ্রাজ, বাঙ্গলা, বিহার এবং বোম্বাই অঞ্চলে সাধারণতঃ হইয়া থাকে। প্রায় দশ লক্ষ একর ব্যাপিয়া ইহার চাষ বর্ত্তমান আছে। সাধারণ তামাক বিড়ি এবং হুক্কার পক্ষে বেশ চলিতে পারে বটে, কিন্তু ভাল জাতের না হইলে সিগারেটের জন্য লাগে না। দেশের জনসাধারণ যে ভাল ভার্জ্জিনিয়া এবং অপরাপর ভাল জাতের তামাক এখন উত্তরোত্তর পছন্দ করিতেছে তাহার প্রমাণ এই গত বৎসর দুই কোটী ১৩ লক্ষ টাকার সিগারেট বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। যদি এদেশে ভার্জ্জিনিয়া প্রভৃতি ভাল বৈদেশিক স্থানের বীজ আনিয়া চাষ করা যায় তাহা হইলে কেবল যে এদেশে সিগারেট ফ্যাক্টরীতে উহা চলিবে তাহা নহে, বহির্বাণিজ্য রূপে পৃথিবীর অপরাপর স্থানেও বহুল পরিমাণে চালান দেওয়া যাইতে পারিবে। বর্ত্তমানেই প্রায় ১ কোটী ১১ লক্ষ টাকার তামাক বিদেশে চালান যায়। বিলাতে সম্প্রতি আইন করিয়া ব্রিটিশ-সামাজ্য হইতে আনীত তামাকের উপর শুল্ক কমাইয়া এই ব্যবসার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এদেশেও ভাল তামাকের প্রসার হইলে অনেক সিগারেট ফ্যাক্টরী আপনা আপনিই স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের সরকারী কৃষি বিভাগ, গন্ধে, বর্ণে এবং আকৃতিতে ভার্জ্জিনিয়ার তামাকের সমকক্ষতা রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সঠিক বাজার জ্ঞান ও সঠিক রকমারী মালের চাহিদার সংবাদ না জানায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। এবং এ বিষয়ে হাতে কলমে বাজার ঘাঁটিয়াছেন এরূপ অভিজ্ঞ লোকের অভাবও অন্যতম কারণ। গত ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে পুসাতে বোর্ড অব এগ্রিকাল্চার বা কৃষি সভার বৈঠক বসে, তথায় একজন অভিজ্ঞ বাজার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তির নিয়োগের প্রস্তাব উঠে; এবং নিখিল তামাক সমিতি স্থাপনেরও কল্পনা দেখা যায়। উক্ত সমিতি সারা ভারতবর্ষের তামাকের জমি নির্ব্বাচন, নিরূপণ ও তামাকের উন্নতি সাধন ও বাজার উঠা নামা সম্বন্ধে আলোচনা

প্রভৃতি সুসম্পন্ন করিবেন এরূপ জল্পনা চলিতেছে। উক্ত স্কীম (scheme) বা মতলব এক্ষণে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন। পুসাতে পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে আমেরিকান এড্‌কক্ (Adcock) এবং বার্‌লি (Barlye জাতীয় তামাক বিহার অঞ্চলে অনায়াসে রোপণ করা যাইতে পারে। এবং চেষ্টা করিলে উহার বর্ণেরও উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। উক্ত তামাক সেবন করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে সব স্থানে ভিজা বাতাস সে সব স্থলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাতাসের temperature বা পরিমাণ (controll) বা দমন করিলে ভাল তামাক প্রস্তুত করিতে কোন বেগ পাইতে হইবে না। পুসা ২৮নং তামাক বীজের সহিত আমেরিকান বীজের সংমিশ্রনে যে সঙ্কর তামাক উৎপন্ন হয় তাহা সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে। সুমাত্রা দেশ হইতে আনীত বীজ এদেশের (বঙ্গদেশ) জল হাওয়ার উপযুক্ত করিয়া চাষ করান হইতেছে। ঐ চাষের তামাক সিগারেটের গাত্রাবরণরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হওয়ার জন্য বাজারে বেশ চাহিদা চলিতেছে। দেশী বীজের মধ্যে মাতহারী ও ভেঙ্গীর (Bhengi) চাহিদা বেশ চলিতেছে। সারা বাঙ্গলা এমন কি আসামেও মতিহারীর আদর ও চাষ বাড়িতেছে।

ব্রহ্মদেশে তামাকের পাতার উৎকর্ষ ও রোগ নিবারনার্থ Saing সাএয়িং নামক স্থানে একটি তামাকের পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই অঞ্চলের Gandiw No. 6 গাণ্ডিইউ নং ৬ নামক তামাকের প্রসার বাড়িয়াছে। আমেরিকান বীজের তামাক চাষ মান্দ্রাজ অঞ্চলে ভারতীয় তামাক পাতা বিস্তার সমিতি (Indian Leaf Development Co.) কর্ত্তৃক হইতেছে। তাঁহারা গুণ্টর জিলাতে এডক এবং সাদা বার্লি (white Barley) নামক আমেরিকান বীজ প্রায় ৫০০০ হাজার একর্ জমিতে করিতেছেন। ইহাতে পটাস সার দিয়া বেশ সুফল হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেস্থ টার্ণার্ ফার্ম্মেও উক্ত দ্বিবিধ বীজের চাষের চরম উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে। এই তামাক চাষ আমাদের দেশে একটি আয়কর ব্যবসা। আশা করি এ বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি পড়িবে।

আমার চাষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী]

চাষের আয়োজন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে মাটির অবস্থা এবং জল। জলের অভাব নানা কৌশলে পুরণ করা যাইতে পরে, কিন্তু উপযোগী মাটি না হইলে কেবলমাত্র সার, জল ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারাও লাভবান হওয়া যায় না। হয়ত সার, জল ও মজুরের মূল্য এত অধিক হইবে যে, যথেষ্ট ফসল পাইয়াও লভ্যাংশের কিছুই ঘরে ফিরিবে না। বরং ঘরের অর্থ শষ্যক্ষেত্রেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দারিদ্র বৃদ্ধি করিয়া জাতি উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

সহুরে বাবুদের সখের বাগানের মালী ১৫।২০ টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিয়া তাহার গৃহ পূর্ণ করিতেছে কিন্তু বাবুর তাহাতে একটা পুঁই চরচরীরও সাহায্য হয় না, এইরূপ বাগান বাড়ী হওয়া খাওয়ার পক্ষে অনুকূল হইতে পারে; কিন্তু দুমুষ্ঠি অন্ন গিলিবার সহায়ক হইবে না। যাহারা গৃহিণীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য সুদৃশ্য বাগান করিতে বলিয়াছেন, তাহারা একটা নিতান্ত অকেজো হাসনা হানা গাছেও সোণার তারের বেড়া দিয়া লক্ষপতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন সত্য; কিন্তু ঐরূপ একটা বাহুল্য খরচই চাষ সাফল্যের নিদর্শন নহে।

যাহাকে চাষ করিয়া খাইতে হইবে, যাহার প্রাত্যহিক ক্ষুন্নিবৃত্তি সুধুই তাহার ক'বিঘা জমির উপরেই নির্ভর করে, তাহাকে সখের বাগান সাজাইলে চলিবে না। অথবা কোনও নূতন জমি সংগ্রহ করিতে হইলে সহস্র বার চিন্তা করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমার মত জমির প্রসারতায় মুগ্ধ হইলে চলিবে না। যিনি নূতন চাষী তাহার চিন্তার বিষয় অনেক। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা হইয়াছিল, হয়ত আমার পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াছেন।

আমি আমার বাঁকুড়ার জমিতে নিজ হাতে চাষ করিতে যাইয়া ঠেকিয়া ঠেকিয়া যাহা শিখিয়াছি কিম্বা উপলব্ধ করিয়াছি আমার প্রবন্ধ সমূহে আমি তাহাই বিবৃত করিতে

চেষ্টা করিতেছি। আমার যে চেষ্টা ও উদ্যমের সাহায্যে কতকটা সাফল্যের পথে আসিয়াছি, তাহা আমার বাঙ্গালী ভায়াদের জানানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। আজ কাল অনেকেই চাষের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু চাষানভিজ্ঞ ভদ্র লোকের পক্ষে চাষে নামিয়া আমার মত কোথায় কিরূপ অসুবিধা হইতে পারে, তাহা আমার এই সব প্রবন্ধ পাঠ করিলেই অনেকটা জানিতে পারিবেন। আমার এই সব প্রবন্ধ অন্য পুস্তকের নকল নহে, ইহা আমার জীবনের প্রত্যক্ষকৃত বিষয়।

চাষের সাফল্যের প্রধানতম বিষয় ভূমি নির্ণয়। যাহারা কোনও একটি বিশেষ ফসলের জন্য জমি চাহেন, যেমন সুপারী, নারিকেল, আলু, তামাক; শাক সব্জী অথবা আম কাঁঠাল তাহাদের জমি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন না হইয়া বিশেষ বিশেষ ফসলের উপযোগী হইলেই যথেষ্ট! কিন্তু যাহাদের জমি দোফসলী তেফসলী হওয়া চাই, তাহারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জমিই বুঝিয়া লইবেন। আমার মতে জমির শত অভাব হইলেও জলহীন জমি যেন কেহই সংগ্রহ না করেন। জলের অভাব না থাকিলে জমি যতই মন্দ হউক না কেন, তাহাকে ইচ্ছা মত গড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। অবস্থা বিশেষ অতি কদর্য্য জমিও অধিক মূল্যে কিনিয়া ততোধিক মূল্যে তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। যেমন রাঁচি, বৈদ্যনাথ, শিমূলতলা প্রভৃতি স্থানের স্বাস্থ্যাবাস। ধনী মহাজন হাওয়া খাইবার জন্য বাড়ী করিয়াছেন, তিনি কিছু দু চারিটি ফলের গাছ কিম্বা দু কাঠা সব্জী চাষ না করিয়া ছাড়িবেন না। সুতরাং ঐ সব দেশের মাটি হইতে আবার পাথর কণা সমূহ বাছিয়া ফেলিয়া ভাল মাটি ও গোবর সার প্রভৃতি মিশাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। ইহা ধনীর ব্যবস্থা।

কিন্তু যাহারা গরীব অথচ চাষই উদরের আগুন নিবাইবার একমাত্র ভরসা স্থল, এইরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল জমিই সংগ্রহ করা উচিত। তারপর অভাবের লোকের যাহা হয় তাহাই হইবে।

অত্যন্ত বেলে কিম্বা এঁটেল উভয় প্রকার মাটিই চাষের পক্ষে অহিতকর। বেলে মাটিতেই জলের প্রয়োজন অধিক। কারণ উহাতে স্বাভাবিক ছিদ্রপথ রহিয়াছে, তদ্বারা জল সহজেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও নিম্ন দিকে চলিয়া যায়, এবং সারের সহিত যে সমুদয় শুষ্ক পদার্থ রহিয়াছে, যাহা জলে দ্রবনীয় এবং ফসলের অঙ্গপুষ্টি ও ফল প্রদানে সাহায্য করে তাহা সহজেই জলের সহিত বৃক্ষমূল হইতে সরিয়া পড়ে এবং অত্যধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিয়াও উপযুক্ত ফলের আশা করা যায় না। বিশেষতঃ বেলে মাটি সহজেই উত্তপ্ত হয় বলিয়া, মাটির সহিত মিশ্রিত সারের কতক অংশ জলীয় বাষ্পের সহিত বাতাসে উড়িয়া যায়। সারের যত অংশ জলের সহিত নিম্ন ভূমিতে প্রবেশ করে, ততটা বাষ্পের সহিত চলিয়া যায় না।

সে স্থানের মাটি অতিরিক্ত পরিমাণে বালি মিশ্রিত হইতেও তন্নিম্নস্থ জলস্রোত

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
89, Manick Bose's Ghat St. Calcutta.

উর্দ্ধস্তর হইতে এতই নিকটে যে, সর্ব্বদাই কৈশিক আকর্ষণের দ্বারা জল টানিয়া বেলে মাটিকেও উপযুক্ত পরিমাণে জল দান করিতে পারে, ঐ বাষ্প জমিতে বালির পরিমাণ যতই অধিক হউক না কেন, ফসলের পক্ষে অহিতকর হইবে না। যেমন বড় বড় নদীর বরা।

পদ্মার নদীতে এমন সব বরা জমি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে এক এক উক্ত ছোট খাঠ মরুভূমি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ঐ সব স্থানে ২।৩ হাত খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায় এবং এক বিন্দু জল সেচন ব্যতীতও যথেষ্ট ফসলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর গোয়ালন্দ হইতে যে হাজার হাজার বৃহদাকার তরমুজ ও শত শত মন পটোল আমদানী হইয়া থাকে, উহা পদ্মা নদীর বরা জমির ফসল। ঐ সমুদয় জমিতে প্রতি বৎসরই পলি পড়িয়া থাকে বলিয়া সার ব্যবহারের যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনই দিন রাত্রি নদীর শীতল বায়ু হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প আহরণ করিয়া ফসলের সাহায্য করে। একমাত্র রাত্রিকালীন শীতল বায়ু হইতে সংগৃহীত জলকণা সমূহই শষ্য ক্ষেত্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, যদি নিম্নস্থিত জল স্রোত উর্দ্ধতম ভুস্তর হইতে নিকটে থাকে। বালি মাটি রাত্রিকালে শীতল বায়ু হইতে কত পরিমাণ জল সংগ্রহ করিতে পারে, প্রভাত ও সন্ধ্যায় একই স্থানের মাটি ওজন করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

যে সমুদয় দেশের মাটিতে শষ্য সমূহ জল সিঞ্চন ব্যতীতও পৌষ হইতে বৈশাখের অনাবৃষ্টিতেও ফলদানে বঞ্চিত করে না, সে সমুদয় দেশের মাটি কতক পরিমাণে (৩।৪।৫ ৬ সের) লইয়া ওজন করিতে হইবে এবং সমস্ত দিনে ঐ মৃত্তিকাকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে, ওজনের যে প্রভেদ হইবে উহাই মৃত্তিকাস্থিত জল। যে পরিমাণ মাটিতে যে পরিমাণ জল পাওয়া গেল, কোনও সম্পূর্ণরূপে বালিপূর্ণ ভূমিতে যদি প্রত্যহই উক্ত পরিমাণ জল সঞ্চিত পাওয়া যায় তবে ফসল বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কস্মিনকালেও জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হইতে পারে না। কিন্তু যদি দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্র জমিতে পড়িবার পূর্ব্বেই সঞ্চিত জলরাশি শুকাইয়া যায় তবে বৃক্ষ সমূহ প্রাণে নাও মরিতে পারে, কন্তু ফল প্রসবে যে কৃপণতা করিবে ইহা নিশ্চিত সত্য। আমি আমার বাঁকুড়ার জমিতেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহারা অবর্ষার দারুণ ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়াও (বাঙ্গালীর মত) কঠিন প্রাণ লইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা বর্ষার বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এমনই অসম্ভব বৃদ্ধি (growth) লইয়া বাড়িতে থাকে যে, সমস্ত বৎসরের কাজ ২।৩ মাসের মধ্যেই হইতে দেখা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ মূল (deep rooted) বৃক্ষ ব্যতীত প্রায় কোন গাছই বাঁচে না। গত বৎসর জলাভাবে আমার ২৭টী কণ্টকী বৃক্ষ স্বর্গারোহণ করিয়াছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। যথারীতি জল সেচ দিতে পারিলে একটী গাছও মরিয়া যাইত না।

যে বালিতে ফসলের খাদ্যের পরিমাণ অল্প এবং জলেরও সম্পূর্ণই অভাব, নেহাৎ বিপন্ন না হইলে তেমন জমি কখনও বহন করা উচিৎ নহে। তবে যদি কোনও কারণে ঐরূপ জমি আসিয়া স্কন্ধে চাপিয়া বসে তবে ঐ জমিতে অত্যধিক পরিমাণে চুণ ও গোবর সার ব্যবহার করিয়া কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়া সময় মত যথারীতি চাষ করিতে হইবে। তৎপরে কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

যে দেশে বারিপাত অধিক সে দেশে ফসল ভালই হইবে। কিন্তু ঐরূপ এক ফসলী জমির ভরসা করিয়া ছোট গৃহস্থ নিশ্চিন্ত মনে সংসার চালাইতে সমর্থ হইবে কি?

আমি আমার বাঁকুড়ার জমির এক অংশে প্রায় এক বিঘা জমিতে কুমড়ার চাষ দিয়াছিলাম। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ঐ জমিটুকু সমতল এবং পরিষ্কার দেখিয়াই ঐ জমিটুকুর উপর চাষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু নির্ব্বিকার কাজ করিয়া তাহার পরিণামে ফসল এতই সামান্য হইল যে, খরচের কথা ভাবিয়া কুমড়া চাষের প্রতি বিরক্তি আনিয়া দিয়াছিল।

বৈশাখের মধ্য সময়ে ক্রমান্বয়ে ২।৩ দিবস বৃষ্টি হওয়াতেই মনে করিলাম যে, এখন বীজ বপন করিলে আর কোনই অসুবিধা হইবে না। কিন্তু বীজ বপনের পরে ক্রমান্বয়ে ১৫।২০ দিবস বৃষ্টি না হওয়াতেই জমি এমনই শুষ্ক হইয়া গেল যে, যে সমুদয় চারা আধ হাত পরিমাণ উচ্চ হইয়াছিল, তাহাও মরিয়া গেল। জল সুলভ হইলে সেচ দিয়া ফসল রক্ষা করিতে পারিতাম, কিন্তু তখন জলের এতই অভাব ছিল যে, পানীয় জলটুকুও সিকি মাইল দূর হইতে বহিয়া আনিতে হইত। সুতরাং জমির পিপাসা অথবা ফসলের ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। একটি বাড়াল আতা গাছের ছায়াতে যে দু একটি মাচা ছিল তাহাতেই কিছু ফল ফলিল।

তৎপরে ঐ জমিতেই পুনর্ব্বার খৈল ও গোবর যথেষ্ট পমিমাণে ব্যবহার করিয়া আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আবার বীজ বপন করিলাম। এবারে জল বৃষ্টির অভাব নাই। মাটি সেঁৎসেতে। বীজ বপন করিতেই ৫।৬ দিনের মধ্যে শত শত চারা উঠিয়া গেল। এদিকে অন্য স্থানেও বীজ তলা করিয়া প্রায় ৩০০ চারা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। যদি ক্ষেত্রের কোনও বীজে অঙ্কুর না হয়। অথবা কোনও জন্তুতে কতক নষ্ট করিয়া ফেলে, যেন কোনও মাদা শুন্য পড়িয়া না রহে। অথবা কিছু দিবস পশ্চাতে বীজ লাগাইবার দরুণ, চারা ছোট বড় না হয়। নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে ত্রুটী হইল না এবং ফসল ভালই হইল। কিন্তু হইল না—লাভ।

(ক্রমশঃ)

দেবীর কোপ।

(গল্প)

[শ্রীজহর লাল বিশ্বাস।]

(১)

"হাঁ বাবা কাল্‌কে তো পুজো, তা' তুমি কই আমার নতুন কাপড়, জামা কিনে আন্‌লে না, কি প'রে কাল ঠাকুর দেখতে যাব?"

"ঐ যা' আছে তাই প'রে এবার ঠাকুর দেখে এস; দেখছো তো এবার টাকার কি রকম টানাটানি, আবার জমীদার হয়তো আজই টাকার জন্য লোক পাঠাবে, হাতে তো একটাও পয়সা নেই, কি ক'র্ব্বো বাবা বল। তোমাদের বরাত খারাপ না হ'লে আর এই হতভাগার ঘরে এসে জন্মাও।"

"আচ্ছা বাবা আমি কাপড় চাই না, কিন্তু ছুল্টিকে একটা ভাল জামা কিনে দিও, সে ছেলেমানুষ পেলে কত খুসী হবে।"

"আচ্ছা বাবা দেখবো'খন, যদি জমীদার-বাড়ী থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কেউ না আসে, তা'হ'লে রাত্তিরে গিয়ে ছুল্টির জন্য একটা জামা কিনে আনবো।"

"জমীদারকে আজকে টাকা না দিলে কি হবে না বাবা?"

"বোধ হয় নয়।"

"কেন বাবা তিনিতো মানুষ, তাঁ'র কত পয়সা, কত গাড়ি, কত ঘোড়া, তিনি কি গরীবদের দয়া না ক'রে থাকতে পারে। না বাবা তুমি জমীদারের দোষ দিও না, তিনি কত বড় লোক আর এই গরীবদের ওপর তিনি নজর দেবেন না, এও কি কখনো হয় বাবা?"

"হয় রে হয়। মানুষ কি সবাই সমান। কেউ দয়ালু, কেউ নিষ্ঠুর; কেউ শান্তিপ্রিয়, কেউ অত্যাচারী! তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আর কি বুঝবে। যাও খেলা করগে, আমি একটু ক্ষেত থেকে ঘুরে আসি।"

"না বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাব; তুমি সে দিন ব'লেছিলে যে কেমন ক'রে আলু



চায়ের খবর।

নিম্নে আমরা ২২ অক্টোবর তারিখের এ বৎসরের ও তৎপূর্ব্ব বৎসরের চা আমদানীর খবর দিলাম।

(সহস্র পাউণ্ড করিয়া হিসাব)

কলিকাতায় সকল পথ দিয়া চা আমদানী	১৯২৭	১৯২৬
	৮৩২২	৯১৯২

রপ্তানি চায়ের হিসাব নীচে দেওয়া হইল, ২২ এ অক্টোবর, হাজার পাউণ্ডের হিসাব গণনা।

সমুদ্র দিয়া রপ্তানি	১৯২৭	১৯২৬
কলিকাতা বন্দর	৫৭৮৪	৯৯০
চট্টগ্রাম বন্দর	৩২১৪	

গত তিন মাসের হিসাব সকল বন্দর হইতে।

হাজার পাউণ্ড ধরিয়া হিসাব গণনা।

	জুন ১৯২৭	জুলাই ১৯২৭	আগষ্ট ১৯২৭	জুলাই ১৯২৬	জুন ১৯২৭
ইউনাইটেড্ কিংডম	১৪৩৪৯	২৯২৫৮	৩৭২৩৮	২৮৯৭৩৫	
উত্তর এমেরিকা	১৬৭	৭১৪	১৬৯৬	১৯০১৬	
মেসোপটেমিয়া আরব পারশ্য	১৬৬	৪৯৫	৬৯৬	১০২৮৬	
অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড	—	১২৮	২৬৮	৮৭৬৯	
সিংহল	৩৩০	২৮১	৭২৮	৪০২৭	
মিশর	২৫	৮৬	১৯২	৩০৩৯	
অপরাপর দেশ	৭০০	১৪২৯	২৫৬৮	১১৯২০	

	আ—পাই
কলিকাতার বাজার দর তারিখ ১৮ই অক্টোবর	
সেল গড়্‌পড়তা প্রতি পাউণ্ড	১৪—৯
লণ্ডন ৩০এ সেপ্টেম্বর প্রতি পাউণ্ড	শি—পেন্স
দারজিলিং	২—৪½
আসাম	২—৩½
কাছার শ্রীহট্ট	১—৬½

বিলাত হইতে ভারতীয় চা পুনরায় বিভিন্ন দেশে রপ্তানি

হাজার পাউণ্ডের হিসাব

	জুন	জুলাই	আগষ্ট	জানুয়ারী—আগষ্ট
	১৯২৭	১৯২৭	১৯২৭	১৯২৭
রুসদেশে	৮৭৪	২২২	৩৮৫	৭৮২৭
আয়ারলণ্ডে	১১২৮	১০১৭	৯৬৯	১০৬২৬
অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে	৮২২	৬১৩	৫৩৯	৭৪২৫
যুক্ত রাজ্যে (U. S. A.)	৩৯৩	৪৬১	৩০৮	৩৫৩১
মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে	১৩৪	১৩৮	১০০	১২৪৬
কানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	১৮৩	১৪৩	১৭৮	২৩২০
অপরাপর দেশে	১৭০	১৪২	৬৪	৯৩৭

কলিকাতা চায়ের নিলামের সংবাদ।

মেসার্স কাগরিট্ মোরান কোম্পানী চায়ের বড় দালাল বা বিক্রেতা, তাঁহারা গত ১৮ই অক্টোবর তারিখে পাতা চা ৬১৩১ বাক্স ও গুঁড়া চা ১০৭২ বাক্স বিক্রয় করিয়াছেন। ৫৭০৮ বাক্স পাতা চা গড়পড়তা ১৫ আনা এক পাই দরে প্রতি পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় হইয়াছে।

ঐ তারিখেই (w. s. Cresswell ডবলিউ এস্ ক্রেস্‌ওয়েল নামক অপর চা নীলাম ব্যবসায়ী কোম্পানী খবর দিতেছেন যে তাঁহারা বিক্রয়ার্থ ৭১১০ বাক্স পাইয়াছেন। তন্মধ্যে ৬৭৯১ বাক্স বিক্রয় হইয়াছে।

কলিকাতা ১৮ই অক্টোবর তারিখের নীলামের বাজারে উক্ত ক্রেসওয়েল কোম্পানীর রিপোর্ট নীম্নে প্রদত্ত হইল।

ঐ দিবস ৩৫৭০০ প্যাকেজ বা বাণ্ডিল বিক্রয়ার্থ নীত হইয়াছে তন্মধ্যে ৪৪০০ বাক্স গুঁড়া চা। সব স্থান হইতেই ভাল বাছাই চা (selection প্রেরিত হইয়াছিল। আসাম ও ডুয়ার এই দুই স্থানের মধ্যে আসামের চা'ই ভাল রকমের (quality) আসিয়াছিল। ডুয়ারের চা ক্রমে যেন খারাপ হইতেছে।

চায়ের বাজার বেশ গরম ছিল। সব রকমের চায়ের খোঁজ বেশ ছিল। ভাল Orange পিকো এবং পিকোর বেশ চাহিদা ছিল। দরে তিন পাই বেশী উঠিয়াছিল। পরিষ্কার ফ্যানিঙ্ (Fannings) বিক্রেতার সুবিধাজনক দরেই বিক্রয় হইয়াছিল। সাধারণ চলনসই চা ও বেশ সুবিধায় বিকাইয়াছে। গুঁড়ারও বেশ ভাল বাজার ছিল। ঐ কোম্পানীর বিলাতের সংবাদ দাতা খবর দিতেছেন যে ১৭ই তারিখের বিলাতের বাজার ভাল ছিল না।

১১ই অক্টোবর ১৮নং সেলে ৪৭,৯৮১,৩০০ পাউণ্ড চা বাজারে বিক্রয় হইয়াছিল। গত ১৯২৬ সনের ২৮এ সেপ্টেম্বরের ১৮নং সেলে ৪৩,১২৩,৫০০ পাউণ্ড বিক্রী এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ২৫ সালে ১৭নং সেলে ৩৮৬২৫৪০০ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল।

অতএব মোটের উপর উত্তরোত্তর চায়ের ব্যবসার পসার বাড়িতেছে। গড়পড়তা হিসাবে তিন বৎসর প্রতি পাউণ্ডের দর প্রদত্ত হইল।

	আ—পাই
১৯২৭	১৫—৪
১৯২৬	১৩—১০
১৯২৫	১১—৮

এই সকল দেখিয়া বেশ বলা যাইতে পারে এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ ভালই। চায়ের বাগানের পরিচালকগণ উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন করিলে দরে চা বিক্রয় করিতে পারিবেন। এ বিষয় মনোযোগ দেওয়া দরকার; কারণ অন্যান্য দেশেও চায়ের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে।

শাকের চাষ।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পারাল)

শাক অনেক রকম ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ফল হয়, আবার অনেকের হয় না। যাহাদের ফল হয় যথা ঃ—লাউ, কুমড়া। নটিয়া, পালং; পুঁই ইত্যাদির ফল হয় না। ইহা ছাড়া আরও অনেক লতানে গাছ আছে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে শাক বলা যায় না। যথা ঃ—শশা, চিচিঙ্গা, ধুঁদুল ইত্যাদি। এখন প্রথমে পুঁই শাকের বিষয় আলোচনা করা যাক। পুঁই শাক ঃ—ইহার বীজ গোলমরিচের ন্যায়।

পুঁই শাকের চাষ করিতে হইলে প্রথমে মাটীটি ভাল করিয়া কোপাইয়া ফেলিয়া তাহা বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া ফেলা উচিত। এইরূপে মাটী গুঁড়ান হইলে পর তাহাতে বীজগুলি পুতিয়া দিতে হয়। মাটীতে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে জল দিবার কোন আবশ্যক নাই। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে জল দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইহার দুই তিন দিন পরে বীজগুলি হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। যখন গাছটা আধ হাত হয়। তখন যদি সেই জমিতে ১০।১২টা গাছ থাকে, তাহা হইলে সেখানে ৪টা কি ৫টী মাত্র গাছ রাখিয়া বাকীগুলি অন্য জায়গায় নাড়িয়া বসাইয়া দিতে হয়। কারণ এইরূপ না করিলে গাছগুলি যদি এক সঙ্গে থাকে তাহা হইলে বাড়িতে পারে না। এবং রৌদ্রও ভালরূপ লাগিতে পারে না। যখন গাছগুলি এক হাত কিংবা দেড় হাত হয় তখন প্রত্যেক গাছের অতি নিকটে একটী করিয়া কঞ্চি পুতিয়া দিয়া সেই কঞ্চির উপরে একটী মাচা করিয়া দিতে হয়। কারণ যদি এইরূপ না করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে গাছটী মাটীর উপরে থাকিলে গাছগুলি অনেক স্থানেই নষ্ট হইয়া যায়। যদি ভূমির উপর গাছটী থাকে তাহা হইলে ইহাকে পোকায় বা পিপঁড়েতে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। এই জন্য মাচা করিয়া দেওয়া উচিত। পুঁই গাছ ডগা দিয়া কঞ্চি বা মাচাকে জড়াইয়া ধরে কারণ লাউ ইত্যাদি গাছের মত ইহার আকষী নাই। এইজন্য ইহার ডগা লাউ বা কুমড়া গাছ অপেক্ষা সরু হয়। পুঁই গাছ যখন প্রথম জন্মে তখন ইহার গাত্র গাছের পাতার মত রং থাকে। ইহার সমস্ত কচি অঙ্গই এইরূপ। ইহার ডগা সাদা রঙ্গের হয়। ক্রমে যখন গাছটী পাকিয়া যায় তখন গাছটীর রং একবারে লাল হইয়া যায়। ইহার ফল :—আপনারা হয়ত বলিবেন যে পুঁই গাছের আবার ফল হয় নাকি?" কিন্তু ইহার ফল হয়। আমরা ইহার ফলকে সাধারণ কথায় "মেটুলি" বলি। এই ফল ইহার বীজ অপেক্ষা সামান্য বড়। ফলটী কাঁচা অবস্থায় Green রং থাকে এবং ছোট থাকে, কিন্তু যখন ফলটী পাকে তখন কাল রং হয়; এবং ফলটীকে টিপিলেই ভিতর হইতে বীজটী এক দিকে ছিটকাইয়া যায় ও একরূপ লাল রং বাহির হইয়া পড়ে। যাহারা পুঁই গাছ বসাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা এইরূপ কতগুলি "মেটুলি" লইয়া টিপিয়া বীজগুলি বাহির করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া বর্ষাকালে বসাইয়া দিলে গাছ হয়।

পুঁইশাকের পাতা :—

ইহার পাতা লাউ, কুমড়া গাছের পাতা অপেক্ষা ছোট। এই পাতার গাত্রে কাল কাল ছিদ্র থাকে, প্রত্যেক পাতায় প্রায় ৪০।৬০টী করিয়া ছিদ্র থাকে। পাতার মধ্যে দুই, তিনটী শিরা আছে। এই শিরাগুলি লাল। এই পত্রকোন হইতেই "মেটুলী" বাহির হয়। ইহার পাতাগুলি একটু ধরিলেই ছিঁড়িয়া যায়। শীঘ্র ছিড়িয়া যাইবার কারণ এই যে ইহার গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। পাতাগুলিও লাল ওGreen রং এর হয়।

(ক্রমশঃ)

বুনতে হয় তা' শিখিয়ে দোবো। আজ আমায় ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তাই শিখিয়ে দাও। এবারে আমি খানিকটা জমীতে নিজে আলুর চাষ ক'র্ব্বো।"

"তা' বেশ তো। ও শেখার জন্য আর ক্ষেতে গিয়ে কি হবে। এই খানেই বল্‌ছি শোন। বেশ ক'রে মনে ক'রে রেখো তারপর যখন চাষ ক'র্ব্বে তখন আবার ব'লে দোব'খন। বেলে দোঁয়াস মাটিতেই আলু ভাল হয়। মাটী বেশ ভাল ক'রে চ'ষে মই দিয়ে সমান করে প্রায় দেড় হাত মত নালি কেটে এক একটা নালিতে ৮।৯ ইঞ্চি তফাৎ করে আলু বসাতে হয়। এখন থেকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আলু বুনতে পারা যায়। গাছগুলো ৯।১০ ইঞ্চ বড় হ'লেই তা'তে মাটী দিতে হবে, আবার মাসখানেক পরে সব গাছগুলোর গোড়ায় বেশ ক'রে মাটী চাপা দিতে হয়।"

"জল দিতে হবে না?"

"হাঁ দিতে হবে বৈ কি! আলু বসাবার ৫।৬ দিন বাদে জল দিতে হবে, তারপর দরকার মত জল দিলেই চ'লবে। তবে যে জমী খুব শুক্‌নো, সেখানে কিছু বেশী জল দিতে হয়।

"সার কি দিতে হয়?"

"রেড়ির খোল দিলেই যথেষ্ট।"

"কতখানি দিতে হয়?"

"বিঘে প্রতি পাঁচ থেকে ছ'মণ।"

"বীজ আলু কত চাই।"

"বিঘে প্রতি আড়াই মন থেকে তিন মণ।"

"আচ্ছা বাবা আমি এবার পাঁচ সের আলুর চাষ নিজে ক'র্ব্বো। আর কোন নিয়ম নেই তো?"

"না মোটামুটি এই নিয়ম।"

সেদিন শারদীয়া ষষ্ঠী গ্রামের অনেকেই জমীদারের বাটীতে পূজা দেখিবার জন্য ভাল ভাল কাপড় জামা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাদের পুত্রকন্যাকে লইয়া হাটে ছুটিয়াছেন, কেহ তাহাদের বিদেশীয় আত্মীয়গণের মুখ চাহিয়া আছে আবার কেহ কেহ এই আনন্দের স্রোতে গা ভাসাইতে না পারিয়া ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছেন। উপরে যাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তাহারা এই ম্রিয়মান শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের কথোপকোথন হইতে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহাদের উভয়ের একজন পিতা এবং একজন পুত্র। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে এমন সময় একজন ভীমাকার পশ্চিম দেশীয় লোক আসিয়া তাহাদের বাধা দিয়া বলিল,—"কেয়া শ্বশুরা, বৈঠকে বৈঠকে গপ্ করতা হ্যায়, ক' বাজা ইয়াদ হ্যায়। হাম্ খাড়া হোনে নেহি সেকেঙ্গে, তোমারা বাকী রূপেয়া লে আও।"

তাহার এই কথা শুনিয়া সুধীর হতভম্ব হইয়া গেল এবং ধীরে ধীরে বলিল,—"সব টাকা তো যোগাড় হয় নি, অনেক কষ্টে এই পাঁচটা টাকা যোগাড় ক'রেছি আজ নিয়ে যাও, আর পূজো বাদে বাকী টাকা দিয়ে আস্‌বো।" এই বলিয়া একখানি পাঁচ টাকার নোট তাহার হস্তে প্রদান করিল।

"রাখ্‌দেও তোমারা রূপেয়া, হামকো সমুচা রূপেয়া নেহি দেনেসে হাম নেহি লেগা।" এই বলিয়া নোটটী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

"কি ক'র্ব্বো বাবা যোগাড় হয়নি। এমন পূজোর দিনে এই দুধের ছেলেমেয়েকে একখানা কাপড় কিনে দিতে পাল্লুম না। অনেক কষ্টে ঐ ক'টা টাকা যোগাড় ক'রেছি।"

এমন সময় একটী ছোট্ট মেয়ে আসিয়া সুধীরের কাপড় ধরিয়া বলিল,—"আমাল পূজোর দামা কোথা বাবা।"

হবে মা হবে, এখন তুমি বাড়ী যাও"

"না বাবা আদ্ আমাল তাই।"

"আচ্ছা আচ্ছা হবে'খন, তুই এখন আয়।" এই বলিয়া তাহার দাদা প্রভাত তাহাকে কোলে লইবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু সে তাহার পিতার কাপড় ধরিয়া নূতন জামার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, কারণ আজ তাহার চাই-ই। সুধীর তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তখন জমীদারের দরওয়ান বলিল,—"কেয়া তোম্ খেলা করোওগে, আউর হাম হিঁয়া খাড়া হোকে তোম্ লোক্‌কা খেলা দেখেগা। রূপেয়া দেগা কেয়া নেহি ওবাত্ বোলো।"

"আমি তো ব'লে দিয়েছি বাবা।"

"কেয়া—হা-মি তো বোলে দিহেছি—চল্ হামারা সাথ্।" এই বলিয়া সুধীরের হস্ত ধারণ করিয়া টানিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মেয়েটী আরো চীৎকার করিতে লাগিল এবং প্রভাত বলিল,—"হ্যাঁগা তুমি মানুষ না জানোয়ার যে তোমার একটু দয়ামায়া নেই।"

"হাঁ বে হাঁ। তু যেসা লেড়কা হ্যায় ওসাই বাত বোল্, নেহি তো এক থাপ্পড়মে তেরা জান নিকাল দেগা। ছোড় বে ছোড়।" এই বলিয়া মেয়েটীকে ছাড়াইয়া দিয়া সুধীরকে লইয়া চলিয়া গেল। মেয়েটীকে এমন ভাবে ফেলিয়া দিল যে, তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

(২)

"কি হে ললিত তুমি আবার এ বাজারে কেন?"

"এই ক'খানা কাপড় কিন্‌তে এসেছি; কিন্তু মনের মত কাপড় পাচ্ছি না তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"এই এত রকম বিরকম কাপড় র'য়েছে আর তোমার পছন্দ হ'চ্ছে না। বলিহারী যাই তোমার পছন্দকে।

"রকম বিরকম কাপড় র'য়েছে তা বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি রমেশ, হাজার হাজার লোক এই সব রকমের চটকে প'ড়ে লাখ লাখ টাকার জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে তাও দেখছি। কিন্তু বেশ ভাল ক'রে মনে বুঝে দেখ দেখি রমেশ এই যে জিনিষগুলো নিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে তোমার দেশের জিনিষ কিছু দেখতে পাচ্ছ কি। তোমার দেশের নিরাশ্রয় দীন-দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট শ্রমজীবিদের জন্য ক'টা পয়সা দান ক'র্চ্ছে। ভেবে দেখ দেখি তোমার দেশের হাহাকার প্রপীড়িত কাঙ্গাল ভায়েরা যে সব জিনিষ বুকের রক্ত দিয়ে তৈরী ক'রে পূজার বাজারে এসে ব'সেছে, সে দিকে কি কেউ গেছে, সে সব জিনিষ কি কেউ ছুঁয়েছে, তাদের দিকে কেউ কি একবার ক্ষীণ দৃষ্টিপাত ক'রেছে! ঐ যে রাশি রাশি খদ্দরের কাপড় নিয়ে তোমার অভাবগ্রস্থ ভায়েরা ব'সে আছে, সে দিকে কেউ তাকিয়েছ কি। শুধু রংবেরঙের চটকে ভুলে নিজের সর্ব্বনাশ তো ক'র্চ্ছোই তা' ছাড়া দেশেরও কতখানি সর্ব্বনাশ ক'র্চ্ছো তা, বুঝতে পাচ্ছো কি?

"যে মোটা তোমার খদ্দর, তা, গায়ে দিলে গায়ে ফোস্কা প'ড়ে যায়, ওসব ভাই আমাদের পোষায় না, দেখ দেখি এই কাপড় জামাগুলো কি সুন্দর, কেমন রং কেমন চকচকে। এ সব ছেড়ে কে তোমার ঐ খদ্দর পরে ভাই। যাক্ এখন একটা কথা জিজ্ঞেস করি—তোমার কাপড়ের দরকার কি?"

"আছে হে আছে, পূজোর সময় তোমাদের কাপড় দরকার হয়, আর আমার হ'তে নেই?"

"কি জানি ভাই তোমার আবার কা'কে কাপড়-চাপড় দিতে হয় তা'তো জানি না। যাক্ এখন চল্লুম।" এই বলিয়া রমেশ প্রস্থান করিল। ললিত তাহার পর একটী খদ্দরের জামা, কাপড় এবং একটি ছোট পেনি ক্রয় করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

(৩)

"মাফ্ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না বাবু।"

"দোহাই ধর্ম্মাবতার আমি পূজোর পর আপনার টাকা ক'টা মিটিয়ে দোব। এ ক'টা দিন আমায় রেহাই দিন।" এই বলিয়া সুধীর কাছারীবাবুর পা' দুটী জড়াইয়া ধরিল। তিনি তাহার পা দু'টী এমন ভাবে ছাড়াইয়া লইলেন যে, সুধীর প্রায় তিন হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল, এবং তখনই উঠিয়া বলিল,—"অনেক কষ্টে পাঁচটা টাকা যোগাড় ক'রেছি, আজ এই নিয়ে আমায় রেহাই দিন, তারপর চেষ্টা ক'রে যত শীগ্‌গীর পারি বাকী টাকা কাছারীতে জমা দিয়ে যাব।" এই বলিয়া সেই নোটখানি খাজাঞ্চিবাবুর বাক্সর উপর রাখিয়া দিল। কাছারীবাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া খাজাঞ্চিবাবুকে বলিলেন,—

"ছুঁড়ে ফেলে দাও ধীরেন। এতকাল পরে নিয়ে এল কিনা পাঁচটা টাকা। এ কি ভিক্ষা করা হচ্ছে। এই ব্যাটা সুধীর সেদিন মার খাবার পর কি ব'লেছিলি মনে আছে।"

"এখনো মারের দাগ গুলো শুকোয় নি হুজুর আর এর মধ্যে ভুলে যাব। কিন্তু কি ক'র্ব্বো হুজুর, সেই মারের চোটে পরিবারের কাণের মাকড়ি দুটো বিক্রি ক'রে এই টাকার যোগাড় ক'রেছি। ঘরে এমন একটা পয়সা নেই যে, দুবেলা পেট ভ'রে খাই। তাই ব'লছি হুজুর আমায় মাফ্ ক'র্ত্তে হবে।"

কাছারী বাবু রোষ কষায়িত লোচনে বলিলেন,—"আমি কোন অজুহাত শুন্তে চাই না। বার বার ব'লে দিয়েছি যে, ষষ্ঠীর দিন সকলের খাজনা কাছারীতে জমা হওয়া চাই-ই। কিন্তু তোদের তা' খেয়াল নেই। খেয়াল হয় কিনা, তা' দেখবার কল এই আমার কাছে। এও সুন্দর লাল, ইস্‌কো গারদমে লে যাও, আটরোজ বাদ তব খালাস করো।"

"যো হুকুম মহারাজ।" বলিয়া সুধীরকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে এমন সময় পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ানক বজ্রাঘাতের শব্দ হইল। বিনামেঘে হঠাৎ বজ্রাঘাতের শব্দ শুনিয়া সকলেই কিয়ৎক্ষণের জন্য ভীতি বিহ্বলনেত্রে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দেখিল।

(৪)

"কিছু মনে ক'র্ব্বেন না, দেবার মত জিনিষ এতে একটাও নেই।"

"নেই কি ব'লছেন দাদা, এ জিনিষই বা কে কা'কে দেয়। আপনি যে আমাদের মত দুর্ভাগ্যমণ্ডিত অভাগাদের স্মরণ ক'রে এ পূজোর জামা কাপড় দিয়েছেন, এতে আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবো।

"না বাবা এ বড় ভাল কাজ হ'লো না।"

"মা—দামাটা আমায় পলিয়ে দাও না, আমি থাকুল দেত্তে দাব।"

"আচ্ছা আচ্ছা হবে'খন এখন আয়।" এই বলিয়া তাহার মাতা ছুন্টিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাত ও ললিত বাবু সেইস্থানে বসিয়া রহিল। সুধীরের পুত্র প্রভাতের বয়স মাত্র দশ বৎসর কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সে কিরূপ বুদ্ধিমান। সুধীর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইলেও, এই পুত্রটীর মুখ দেখিয়া সমস্ত জ্বালা ভুলিয়া যাইত। এই পুত্রটীর কার্য্যকলাপে কথাবার্ত্তায় সুধীরের ক্ষুদ্র কুঁড়েটীতে আনন্দের উচ্ছাস বহিয়া যাইত। অনেকদিন হইল ললিত বাবুর সহিত তাহাদের কোন সূত্রে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সেই হইতে ললিত বাবু তাহাদের নিজের লোকের মতই যত্ন করিতেন। ললিত

বাবু যখন দেখিলেন যে, এত বড় হিন্দুর একটা পর্ব্বে—যে পর্ব্বে সমস্ত জাতের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া প'ড়িয়া যায়, সেই পর্ব্বে তাহারা একখানি নূতন কাপড় পরিয়া আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে পারিবে না। অথচ কখনও একটা ভাল কাপড় জামা পরিতে পায় না। তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের জন্য কয়খানি কাপড় জামা কিনিয়া তাহাদিগকে উপহার দিয়াছেন। ললিতবাবু এক মনে বসিয়া তাহাদের এই সমস্ত দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় প্রভাত বলিল,—

"দাদা ওদিকটা কি রকম অন্ধকার হ'য়েছে দেখছেন, বোধ হয় ঝড় আসবে।"

"এলেও আসতে পারে, কারণ অকস্মাৎ একটা বজ্রঘাত প'ড়েছে। দেবচরিত্র কিছু তো বোঝবার যো নেই। ঐ যে মেঘ উঠেছে দেখছো, হয় তো ঐ মেঘ সমস্ত আকাশে গাঢ় জমাট বেঁধে একটা প্রলয়ের সূচনা ক'র্ত্তে পারে।"

"ভগবান করুন যেন তা' না হয়। বিশেষতঃ এই পূজোর সময়। কত লোকের কত আনন্দ, কত পয়সা সমস্ত নষ্ট হবে।"

"সে তো আমরা বুঝলুম, কিন্তু প্রলয়ের অভিপ্রায় যদি ভগবানের থাকে, তা'হ'লে কেউ তা নিবারণ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না।"

"যাক্‌গে দাদা ওসব অমঙ্গলের কথা ব'ল্‌বেন না। আপনি বসুন আমি বাড়ীর ভেতর থেকে একটা আলো নিয়ে আসছি।" এই বলিয়া প্রভাত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং ললিতবাবু সেইস্থানে বসিয়া পকেট হইতে একটি গীতা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

প্রভাত যখন আলো লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইতেছে এবং জমীদার বাটীর পূজার বাজনার শব্দে সমস্ত গ্রামটীকে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত করিয়া আনন্দময়ীর আগমন জানাইয়া দিতেছে। প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল,—

"দাদা রাত্তির হয়ে গেল বাবা এখনো এলো না কেন? মা বড় ভাবছেন।"

"কোথায় গেছেন?"

"জমীদার বাড়ী গেছেন। জমীদারের দরোয়ান যে রকম ক'রে টেনে নিয়ে গেছে, তা'তে আমার বড় ভয় ক'চ্ছে। আপনি একটু এগিয়ে দেখবেন?"

"আচ্ছা।" এই বলিয়া ললিত বাবু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং দরজার বাহিরে যাইতেই এক প্রবল ঝড় আসিয়া তাঁহার চোখেমুখে কতকগুলি ধূলা প্রবেশ করাইয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে কোন এক অজানা দেশের দিকে ছুটীয়া চলিয়া গেল। ললিতবাবু রুমাল দিয়া চোখ মুখ মুছিয়া ৺দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে জমীদার বাটি অভিমুখে গমন করিলেন।

(৫)

"এ আচ্ছা ঝড় এলো তো? একটা আলো থাকবার যো নেই।"

"এর মধ্যে দুটো বটগাছ ঝড়ে প'ড়ে গেছে।"

"গাছ প'ড়ে গেছে কি, ওদিকে কি হয়েছে জান? সুন্দরলালের ঘরের চাল উড়ে গেছে।"

"তাইতো এ বড় মুস্কিল হ'লো তো।"

জমীদার বাটীর বৈঠকখানায় বসিয়া এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ললিতবাবু সেই প্রবল ঝড় উপেক্ষা করিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিল। দলের মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"কি দরকার মশাই?"

"আজ্ঞে এইটেই কি জমীদার বাড়ী?"

"হ্যাঁ, কি চান আপনি?"

"সুধীর পোদ্দার নামে জমীদারের এক প্রজা এখানে এসেছিল কি?"

"হ্যাঁ এসেছিল, কিন্তু তার তো আট দিনের জন্য গারদ হ'য়ে গেছে।"

"অপরাধ?"

"আমরা তো তোমার বাবার চাকর নই যে সব কথার জবাব দিতে হবে।"

"যান্ যান্ এখান থেকে সরে পড়ুন।"

"থাক্‌বার জন্য আমি এখানে আসিনি, শুধু এই কথাটা জানবার জন্যই এসেছিলেম কিন্তু আপনাদের ব্যবহার দেখে, লজ্জায় আমার মুখখানা মাটীর মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে মানুষ কি এই রকম ব্যবহার আশা করে।

সহসা অপর ঘর হইতে কাছারী বাবু এই কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, ——"এই দুর্য্যোগে আবার বক্তিমে কে দিচ্ছে হে, সেই লোলতে ছোঁড়া বুঝি; বের করে দাও এখান থেকে। না যায় সুন্দরলালকে ডেকে ঘাড় ধ'রে বের ক'রে দাও।"

"যে আজ্ঞা হুজুর। মশাই আপনি এখনো দাঁড়িয়ে র'য়েছেন, অপমান না' হ'য়ে যাবেন না বুঝি।"

"যাচ্ছি—কিন্তু আপনাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় পেয়ে, আজ বড় দুঃখিত হলেম। মনে রাখবেন এ মনুষ্যত্বের অবমাননার জন্য একদিন না একদিন আপনাদের অনুতাপ ক'র্ত্তেই হবে।" এই বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একটী ছোট ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া কাছারীবাবুকে বলিল,—"বাবা—বাবা—শীগ্‌গীর এস, আমাদের ঘরের চাল উড়ে গেছে, আর একখানা বাঁশ প'ড়ে মায়ের কপাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে।" ইহা শুনিয়াই

কাছারী বাবু ছুটিয়া যেমন বাহিরে আসিয়াছেন, অমনি ঝড়ের সহিত একখানা টিন উড়িয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল, এবং দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ললিতবাবু ছুটিয়া গিয়া নিজের উড়ানি খানা তাঁহার পায়ে চাপিয়া ধরিলেন কিন্তু তিনি দাঁড়াইতে না পারিয়া, অবসন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন ভয়ানক প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে, একটার পর একটা তারপর আবার একটা প্রবল হাওয়া লাগিয়াই রহিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। দূর দূরান্তর হতে লোকের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে, সকলেই হায় হায় করিয়া ইতঃস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এবং ঝড়ের মুখে পড়িয়া অনেকেই প্রাণ হারাইতেছে। ললিতবাবু যেমন কাছারীবাবুর পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন সেই ভাবেই ধরিয়া তাঁহার মুখে জল ও দান করিতেছেন, এবং বৈঠক খানার ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন। হঠাৎ জমীদার বাবুর গৃহ হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কে কোথায় আছ শীগ্‌গীর এস ঠাকুরঘরের চাল খানা বুঝি উড়ে গেল।" ইহা শুনিয়াই ললিতবাবুর নিকটস্থ ব্যক্তিরা ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। ললিতবাবু সেইভাবেই কাছারী বাবুর সেবা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইবার পর শুনিতে পাইলেন,—"তাইতো ঠাকুর ঘরের চালখানা উড়ে গেল, এখন প্রতিমাটীকে রক্ষা ক'র্ত্তে হবে।" কিন্তু পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন, —যাঃ ঠাকুর খানাও নষ্ট হ'য়ে গেল।" ইহা শুনিয়াই ললিত বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উর্দ্ধদকে চাহিয়া করযোড়ে বলিলেন,—"মা দুর্গে,—দুর্গতি নাশিনী এ কি খেলা ক'র্চ্ছো মা। তোমার সন্তানরা এত কি অপরাধ ক'রেছে যে, তাদের প্রতি এত অপ্রসন্না হ'য়েছো" এই বলিয়া পুনরায় তাঁহার সেবায় রত হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জমীদার গৃহিনীর করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহাকে জানাইয়া দিল যে, তাঁহার গৃহখানিও ঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে; ইহা শুনিয়া তিনি সেই দিকে যাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় বোধ হয় তাঁহার পথাবরোধ করিবার জন্য এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া গেল।

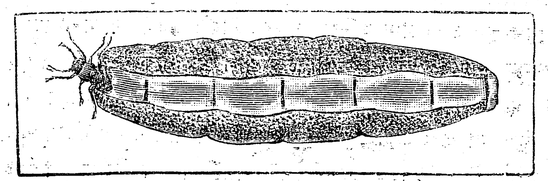

গোজনন ও গোজাতির উন্নতি।

(শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার)

সমগ্র ভারতে ১৪৭ কোটী গোবল বিদ্যমান থাকিলেও প্রতিবৎসর দশ লক্ষ গাভী কষায়ের ছুরিকায় অকাল কালগ্রাসে নীত হয় এবং ঐ পরিমাণে দেশকে দিন দিন নিঃস্ব করিতেছে। আমাদের দেশের যাবতীয় কৃষিকার্য্য গোবল দ্বারাই সমাহিত। মল্লিখিত "গোপাল বান্ধব" ও লীগ এবং কাউ-কন্‌ফারেন্সের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই সবিশেষ জানা যাইবে। গোজাতির রক্ষা এবং উন্নতি করিতে হইলে (১) দেশের প্রাচীন গোপ্রচার গুলি রক্ষা করিতে হইবে, (২) অবাধ গোহত্যা ও বিদেশে গো রপ্তানি বন্ধ করিতে হইবে, (৩) সুলভ চিকিৎসা বিধিদেশে প্রারব্ধ করিতে হইবে, (৪) বৃষ সংকট ঘুচাইতে হইবে, (৫) রেশ নালিয়াস্ নজীর গুলিকে নব আইন দ্বারা সমীকরণ করিতে হইবে, (৬) রেলে বা জলযানে গো ও গোখাদ্য সুলভ করিতে হইবে এবং (৭) দুগ্ধ দাত্রী ছানা উৎপাদন জন্য বৈজ্ঞানিক জননীতি শিক্ষা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এই সকলের শিখিবার বিধিব্যবস্থা থাকিলেও আমাদের দেশে আদৌ নাই। এ হতভাগা দেশে এ সম্বন্ধে একটী সম্পূর্ণ পুস্তক পর্য্যন্তও নাই।

১। গোপ্রচার সম্বন্ধীয় আইন বিষয়ে লীগের সাহায্য জন্য মিঃ এস আর দাস এড্‌ভোকেট জেনারেল মহাশয় মতামত দিবেন। এ সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি মতে মতামত নিম্নে বিবৃত করিলাম। হিন্দুরাজাগণের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালমধ্যে গোপ্রচার ছিল এবং আজও স্থানে স্থানে আছে। লোভী জমীদারবর্গ বা অর্থলোলুপ প্রজাকুল তাহা গ্রাস করিতে পারে নাই। এই কাল মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান শাসন সময়ে দেশের গোপ্রচার গুলি অস্থামীক সম্পত্তিরূপে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। রাজা তাহা কদাচ গ্রাস করেন নাই, গ্রাস করিতে পারেন না, তাঁহার সে ক্ষমতা ছিল না এবং প্রজাও তাহা স্বতন্ত্র মাল সম্পত্তি বলিয়া ভোগ দখল করিতে পারে না বা করে নাই। ১৭৫৬ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে দিল্লীর বাদসাহ ইংরাজ

বণিক্ কোম্পানিকে যে দেওয়ানী ভার অর্পন করেন তাহাতে মধ্যবর্ত্তী প্রজাদের কোন সত্ব উচ্ছেদ না করিয়া রাজস্বেরই সুব্যবস্থা করা হয়। এখানে বেশ দেখা যায় যে "নীমো হ্যাবেট্ নীমো ড্যাট" (যাহার যাহা নাই তাহা সে অপরকে দিতে পারে না এই আইনের প্রাচীন নীতি বলে বাদসাহ সাহ আলম ইংরাজ রাজকে দেশের যাবতীয় গো গ্রাসগুলি যে কদাচ দেন নাই তাহা প্রমাণিত হয়। কারণ যদি ইংরাজের এই সত্বদান বলে সিদ্ধ ও অক্ষুন্ন থাকিত তাহা হইলে প্রজাদের ও জোৎদার-দের রক্ষার জন্য ১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশনের ৭ ধারায় ৮ ক্লজের ২ উপ ধারায় গভর্ণমেণ্ট অধিকার নিজ হাতে রাখিতেন না। তাহা ছাড়া ৯ক ৬৯৮, ৩১ক৫০১, ১৮ ক,উ,নো, ৭৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত নজীরগুলি বঙ্গদেশের গোপ্রচারগুলি রক্ষা ও তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছে। আমার মনে হয় রাজা যদি প্রজাবর্গের হিতের জন্য তাহাদের অনুরোধে ও আন্তরিক আবেদন দেশের যাবতীয় গোপ্রচার তাহার নিদর্শন দশ সাল বন্দোবস্তী চিঠায় আছে, আইন করিয়া অবাধে রক্ষা করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্টের সাপক্ষে রক্ষাশীলবিধি থাকায় তামাদী আইন তাহার বিপক্ষে লাগিতে কদাচ পারে না, এই আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু জমীদার কুলের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ হইলেও তাহা রাজা অব্যাহত রাখিতে পারেন।

অবাধ গোহত্যা ঃ—ইহা দেশের গোবলের ধ্বংসের ও হ্রাসের একটি প্রকৃষ্ট রাজপথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের মধ্যে গোবল শনৈঃ শনৈঃ কিরূপে প্রত্যহ হ্রাস পাইতেছে তাহা যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে অখিল ভারতীয় গো কনফারেন্সের তথা গো রক্ষা সংঘের (Cow Protection League) সম্পাদকদের কাছ হইতে রিপোর্ট আনাইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র মতে গোবধ ওয়াজেব নহে, তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক ও কোরাণাদিতে এমন অনুশাসন কোন খানেই পাওয়া যায় না যে গোবধ করিতেই হইবে। সে সম্বন্ধে ভাই ওয়াহেদ্ হোসেনের লেখা গুলি আনাইয়া পাঠ করিলে মুসলমান ভ্রাতাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হইবে। বাদসাহ, বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতির গোবধ প্রতিষেধক ফারমান আছে তাহা কোন ঐতিহাসিকের অপরিজ্ঞাত নাই। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সময়ে সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অশান্তি উপস্থিত হয়, তাহার ফলে বহু নির্দ্দোষী লোক আইন আদালতে প্রপীড়িত হয়, কৃষক কুলের সমূহ ক্ষতি হয়, এবং ধর্ম্মের নামে দেশের মধ্যে এই সকল কাজ দ্বারা অশান্তির বীজ রোপিত হয়। এই অশান্তির কারণ আমারমনে হয় ইংরাজ বিচারালয় সমূহের কতিপয় বিভিন্ন নজীর এবং দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ও তৎপরবর্ত্তী কতিপয় ধারার অর্থ বিশ্লেষণে বিভিন্ন হাইকোর্টের বিভিন্ন ও পৃথক মত। এই নজীরগুলির নাম "রেস্‌নলিয়স্" নজীরসমূহ। এইগুলির আশু

সমীকরণ চাহি। ১৭ক ৮৫২, ৮এ ৫১, ৯এ ৩৪৮, ১০এ ১৫০, ১১ মাদ্রা ১৪৫ পৃষ্ঠা সমূহে এই নজীরগুলি লিপিবদ্ধ আছে। দেশের গোবল রক্ষাকল্পে এই বিশাল ভারতের হীন প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি কোন মহানুভব স্বরাজ্যদলের নেতা কি কৃপাদৃষ্টি করিয়া এই অস্বামীক আইনগুলির ভাবি সামঞ্জস্য বিধান জন্য কোন নূতন আইন কাউন্সিলে পেশ করিবেন? হিন্দুমহাসভা এ সম্বন্ধে কি করিতেছেন। লালা সুখবীর সিংহ একবার গানাড়া দিয়া কি গোমাতার কথা ভুলিয়া গেলেন? বিলাতের গোবংশের হ্রাস হওয়ায় ১৯১৫ সালে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বৎসহননর বিরুদ্ধে বিধি এই বর্ত্তমান সম্রাটের রাজত্বকালের মধ্যেই প্রবর্ত্তিত করা হয়।

এই নব বিধি দ্বারা প্রাচীন অষ্টম হেনরীর (২১ হে ৮ চ্যাপ্‌৮) বিধিকে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা হয়। বিগত সন ১৯১৮ সালের ২রা মার্চ্চের বেঙ্গলী সংবাদপত্র পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে মিশর দেশের গো কুলের ধ্বংস হওয়ায়, তথায় ৫ বৎসরের জন্য গোহনন রহিত করিবার জন্য বিধি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। যাহা গোখাদক দেশে সম্ভব তাহা হতভাগ্য হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে সম্ভব নহে! প্রত্যেক বৎসর মাদ্রাজ কলিকাতা করাচি চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর হইতে সহস্র সংখ্যক ভারতের দ্রোণদুগ্ধা গাভী ব্রেজল, আর্জেণ্টাইন রেপাব্লিক জাভা বোর্ণিও আদি দেশে নীত হয়। বহুসংখ্যক বর্ম্মা দেশে শুষ্কমাংস প্রস্তুতের জন্য প্রেরিত হয়। শুষ্কমাংস ব্যবসার জন্য কি পরিমাণে প্রতি বৎসর ভারতীয় গোবল নষ্ট হয় তাহা গোসভাদ্বয় দ্বারা প্রকাশিত রিপোর্ট এবং ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি পাঠ করিলে জানা যাইবে যে মুসলমান ভায়াদের নামের দোহাই দিয়া কি সংখ্যা গোহত্যা ভারতে সাধিত হইতেছে এবং কত অর্থ বিদেশী বণিকদের হাতে যাইতেছে। আকবর বাদসাহের সময় ৪৲ (২) দুগ্ধ দাত্রী দ্রোণ ক্ষীরা গাভীর মূল্য ছিল দশ সিক্কা টাকা, আর আজ ভারতে এরূপ গাভী নাই বলিলে অসত্য ও অবাস্তব ভাষন হয় না। এত সভ্য ইউরোপ দেশের গোপালকগণ হলষ্টীন ফ্রিজিয়ান জাতীয় ২৷৷০৲ মন দুগ্ধদাত্রী গাভী এই ৪০০ শত বৎসর চেষ্টার পর উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন; আর আমাদের ধেনু মাত্র ৴৸০ পোয়া দুগ্ধ দেয়। এসব আমাদের স্বচক্ষের দেখা।

৩। দেশে ঘোড়া কুকুর বিড়ালের রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে কারণ এই সকল জন্তুগণ আমাদের শাসককুলের প্রিয়। কিন্তু গো মেষ ছাগাদির সুচিকিৎসা ও সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই ইহার অপেক্ষা আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য কি হইতে পারে; গবাদি পশুর সুচিকিৎসা সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক পর্য্যন্ত নাই। যে ২।৪ খানা আছে তাহা পড়ে কে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য যে গোপালন বিষয়ক যাহা যাহা আছে তাহা আই এস্ সি, ম্যাট্রিক, আপার প্রাইমেরী প্রভৃতিতে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করা।

৪। বঙ্গদেশে বহু সংখ্যক গাভী আছে কিন্তু ইহাদের সংজনন জন্য সামান্য মাত্র বৃষ আছে। এই বৃষ সংকট দূর হয় কিসে? অস্বামীক বৃষের প্রভু দেশের রাজা, তাঁহাকে খোদাই ষাঁড় বা শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত বৃষগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য নববিধি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। খোঁয়াড় আইন ঢীলা বা শিথিল করিতে হইবে, এবং অস্বামীক নজীর গুলিকে প্রতিষেধ করিতে হইবে এবং হিন্দুগণকে তাঁহাদের শাস্ত্র লিখিত মত বৃষোৎসর্গে লওয়াইতে হইবে। উৎসর্গ কর্ত্তার মন্তব্যের বিপরীত উদ্দেশ্যে এইগুলি যাহাতে প্রয়োজিত না হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দু মহাসভা কি এই সকল দিকে মনোযোগ দিবে?

৫। গোজাতির উন্নতির জন্য এবং সুলভ খাদ্য সংস্থান জন্য রেলে শুল্ক সুলভ করিতে হইবে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, রুশিয়াদি দেশে শুষ্ক গাভীকে দূর দেশস্থ র‍্যাঞ্চে বা চারণ ভুমিতে লইয়া যাইবার স্বতন্ত্র সুলভ নয়ন শুল্ক রেলে ও জলে ব্যবস্থিত আছে। আমাদের দেশে এইরূপ সর্ব্বাগ্রে হওয়া প্রয়োজন। দেশের লোকের কি এদিকে সত্বর দৃষ্টি পড়িবে?

গোল আলু।

(Solanum tuberosum).

(শ্রীএক কড়ি ঘোষ)

সাধারণ বিবরণ।

গোল আলু আমাদের দেশীয় ফসল নহে। ইহার আদিম উৎপত্তি স্থান চিলি ও নিউগ্রানেডা। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পর ১৫৮০ অব্দ হইতে আলু পোর্টুগাল, স্পেন, ইটালী ফ্রান্স জর্ম্মনীতে চাষ হইতে থাকে। খৃষ্টীয় ১৬০০ শতাব্দীর শেষ ভাগে আলু স্পেন হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে সুরাটে চাষ হইতে আরম্ভ হয়। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অধুনা একটী লাভবান ফসলরূপে পরিণত হইয়াছে।

উৎপত্তি স্থান।

অধুনা আলু ভারতের বঙ্গদেশ, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বর্ম্মা প্রভৃতি বহু স্থানে চাষ হইতেছে। পার্ব্বতীয় প্রদেশের দার্জ্জিলিং, খসিয়া ও গাড়ো পাহাড়, নেপাল, কমায়ুন, সিমলা, কুলু ও কাঙ্গাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দাক্ষিণাত্যের বাঙ্গালোর হইতে বহু পরিমাণ আলু কলিকাতায় প্রেরিত হয়।

মৃত্তিকা।

বালুকাময় দোঁয়াশ মাটী আলু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নিম্ন ভূমিতে আলু ভাল হয় না; বৃষ্টি হইলে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়! সরস মৃত্তিকা আলু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বালুকা ও প্রস্তরময় এবং এঁটেল মৃত্তিকা আলু চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। বালুকাময় মাটীতে পুকুরের পাঁক মিশাইলে উহাতে আলু প্রচুর জন্মিয়া থাকে। আলু চাষের জমি নদীর ধার কিংবা পুকুরের কিনারায় হওয়া আবশ্যক এবং যাহাতে জমি হইতে বেশ জল নিকাশ হয় এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। জমির জল নিকাশ করিতে না পারিলে চাষ বৃথা হয়।

চাষ ও জমি প্রস্তুত প্রণালী।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে প্রচুর আলু উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলু চাষ করিতে হইলে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যেন জমীর মাটীর বেশ পাইট হয় ও মাটী শুষ্ক ও ধূলার ন্যায় গুঁড়া হয়। ৭।৮টী চাষের কম আলু কিছুতেই জমিতে রোপণ করা চলে না। প্রত্যহ একটী করিয়া চাষ ও দুইবার মৈ দিয়া মাটী বেশ গুঁড়া করিতে হইবে। এইপ্রকারে ক্রমাগত ৮ দিন চাষ ও মৈ দিলে মাটী বেশ গুঁড়া হয়। আলুর জমিতে প্রাতে চাষ দেওয়া অপেক্ষা বৈকাল বেলা চাষ দিয়া জমিতে মৈ না দিয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে আল্‌গা মাটী ফেলিয়া রাখিলে ও পর দিন প্রাতে ২।৩ বার মৈ দিলে মাটীর ডেলা বেশ ভাঙ্গিয়া যায় ও রাত্রির শিশিরে মাটী সরস ও উর্ব্বরা হয়। আলু চাষীর পক্ষে এ বিষয়টীতে বেশ মনোযোগ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। যখন দেখা যায় যে মাটীতে ডেলা নাই ও মাটী বেশ গুঁড়া ও শুষ্ক হইয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে যে মাটী তৈয়ারী হইয়াছে। তাড়াতাড়ি করিয়া একদিনে ২।৩ চাষ ও মৈ দিলে আলুর জমি তৈয়ারী হয় না। ক্রমে ক্রমে চাষ দিলে মাটী বেশ তৈয়ারী হয় ও হাল্‌কা হইয়া যায়। আলুর জমির পাইট হইয়া যাইলে যদি দেখা যায় যে উহার মাটীতে বেশ রস নাই, তবে উহাতে সামান্য জল সেচন পূর্ব্বক মাটী সরস করিয়া একবার চাষ ও ২বার মৈ দিয়া মাটীর পাইট শেষ করিবে। মাটীর রস কম থাকিলে আলুর 'কলা' গুলি বাহির হইতে দেরী হইবে ও অনেক আলু রৌদ্রের উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। জমির পাইট শেষ করিয়া জমি বীজ রোপণের উপযুক্ত করিবার সময় ক্ষেত্রটীকে উচ্চ হইতে নিম্নদিকে ৫ হাত অন্তর দাঁড়া কাটিতে হইবে, এই

কার্য্য লাঙ্গলের দ্বারায় সকল চাষিতেই সমাধা করিয়া থাকে। এই দাঁড়াগুলি দ্বারা সেচের জল জমিতে প্রবেশ করে। এইরূপে বিভক্ত এক একটী খন্দকে আলুর "পেড়ে" বলে। প্রত্যেক পেড়েতে ২০ ইঞ্চি অন্তর সারিতে ও ৪ ইঞ্চি তফাৎ করিয়া ৪ ইঞ্চি মাটীর ভিতর এক একটী আলু বসাইতে হয়। নৈনীতাল, পাটনাই আলু ও ইটালী দেশীয় আলু কাটিয়া বসাইতে হয়। এই আলুগুলির সর্ব্বপ্রথমে বাড়ীতে কলা বাহির করিয়া সোজাসুজি ভাবে একটী আলুকে ২।৩ খানি করিয়া কাটিয়া জমিতে বসাইতে হয়। পাটনাই আলু ৪ ইঞ্চি অন্তর না বসাইয়া ৫ ইঞ্চি অন্তর বসান বিশেষ আবশ্যক। কলা বাহির করিয়া আলু না বসাইলে সকল আলু গাছগুলি ক্ষেত্রে বাহির হয় না ও অল্প গাছ বাহির হওয়ার জন্য ফলন কম হয়।

সার।

সার ব্যতীত আলুর চাষ করা বিফল। আলুর জমিতে যত অধিক সার দেওয়া যায় ফসলও তত অধিক হয়। বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্র হইতে পরীক্ষিত সার প্রয়োগের উপকারিতার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল (Agricultural Department Bengal, Leaflet No. 6 of 1909)।

	একর প্রতি সার। মন	উৎপন্ন ফসল। মন
সুরক্ষিত গোবর	২৪০	১৮৬
সাধারণ "	২৪০	১৬৫
রেড়ির খইল	২২	২১৩
সরিসার খইল	২৪	১৮০

১৯০৬—০৭ অব্দে একর প্রতি ২০০ মন গোবর সারে সুপার ফসফেট ৩ মন ও সোরা ২ মন প্রয়োগ করিয়া ২০৩ মন আলু পাওয়া গিয়াছিল।

১৯০৭—০৮ অব্দে নিম্নলিখিত সার প্রয়োগে তালিকা অনুযায়ী ফসল পাওয়া গিয়াছিল।

	একর প্রতি সার। মন	উৎপন্ন ফসল। মন
রেড়ির খইল	২২	২০৩
গোবর সার	২০০	
সুপার	৩	
সালফেট অব এমোনিয়া	২	১৮১
কাইনাইট	১	
গোবর সার	২০০	
সুপার	৩	২০০
সোরা	২	

বিভিন্ন সার প্রয়োগে কি প্রকার ফসল হয় এবং কি পরিমাণ খরচ হয় তাহার ৫ বৎসরের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল (Agricultural Department Bengal, Leaflet No. 4 of 1907).

		সারের পরিমান মন		উৎপন্ন ফসল মন	সারের দাম টাকা
১।	রক্ষিত গোবর	২৪০		১৮৬	১০৲
২।	অরক্ষিত „	২৪০		১৮৫	৮৲
৩।	রেড়ির খইল	২২		২১৩	১৩০৲
৪।	রেড়ির খইল	১১	৬০৲	২০৬	১১০৲
	সোরা	৭	৪৫৲		
৫।	সরিষার খইল	২৪		১৮০	৯০৲
৬।	সরিষার খইল	১২	৪৫৲	১৭৭	৯০৲
	সোরা	৭	৪৫৲		
৭।	হাড়ের গুড়া	২১		১৬৬	৭৩৲

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে বিঘা প্রতি ৭৷৷০ মণ খইল দ্বারা বেশ ফসল উৎপন্ন হয়। অতএব বিঘায় ৭.৮ মণ রেড়ির খইল দেওয়াই আলুর পক্ষে প্রসস্থ।

আলুর জমিতে কদাচ কাঁচা সার দেওয়া উচিত নয়। উহাতে আলুতে পোকা ধরে। বেশ শুষ্ক ও পচা সার দেখিয়া আলুর জমিতে প্রয়োগ করা উচিত।

আলুর জমিতে ধনিচা বুনিয়া সেই ধনিচা ৪।৫ ইঞ্চি পরিমাণ হইলে ধনিচাগুলি চাষ দিয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া ও পচাইয়া দিলে উর্ব্বর হয় ও আলু প্রচুর জন্মিয়া থাকে। উক্ত জমির ফসল আরও বাড়াইবার ইচ্ছা করিলে উহার সহিত বিঘা প্রতি ৪০ মণ গোবর ও ৪ মণ রেড়ির খইল দিলে ১২।১৩ মন অধিক আলু পাওয়া যায়।

চাষের সময়।

বঙ্গদেশে বর্ষা শেষ হইলেই অক্টোবর (কার্ত্তিক) মাসে আলু চাষ করিবার সময়। কেহ কেহ জেঠ (Early potato) আশ্বিনের শেষ ভাগেই বসাইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলে ঐ সকল আলু ভাল জন্মে না। নৈনীতাল ও পাটনা জাতীয় আলু কার্ত্তিকের ১৫।১৬ হইতে আরম্ভ করিয়া মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত বপন করা চলে।

জাতি।

বঙ্গদেশে দেশী ঠিকরে, কালগাঁ ঠিকরে, ফুল ঠিকরে, পাটনা, নৈনীতাল ও গৌহাটী আলুর চাষ হইয়া থাকে। দেশী আলুর মধ্যে বাঁঙ্গাঝাড়া (Bangajharh) ও ঝাঁটি ফুল উৎকৃষ্ট; কিন্তু আজ কাল উহার চাষ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

বিঘায় বীজের পরিমাণ।

দেশী আলু কলা সমেত এক একটী বসাইতে হয়। ইহা আকৃতির তারতম্য অনুযায়ী বিঘা প্রতি ত্রিশ সের হইতে দেড় মণ পর্য্যন্ত বীজের আবশ্যক করে। পাটনা ও নৈনীতাল আলুর বীজ কাটিয়া বসাইতে হয়, পাটনা বিঘা প্রতি দেড় মণ ও নৈনীতাল আলুর বীজ বিঘায় আড়াই মণ তিন মণ আবশ্যক করে।

বীজ কাটিবার নিয়ম।

বীজ যখন কাটিয়া বসাইতে হয় তখন যেন কর্ত্তিত খণ্ডগুলি একটু বড় ও এক একটী খণ্ডে দুইটী চোখ থাকে এরূপ ভাবে কাটিতে হইবে। আলুগুলি কাটিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে বসান আবশ্যক। রৌদ্রের উত্তাপে ও খোলা বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে বীজের অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি কমিয়া যায় ও অনেক গাছ বাহির না হইয়া "পোট" পড়িয়া থাকে।

পরবর্ত্তী চাষ।

আলু জমিতে বসাইবার সময় ১/৩ অংশ পরিমাণ খইল ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া করিতে হয় এবং প্রত্যেক সারিতে খইল ছড়াইয়া কোদাল দ্বারা কোপাইতে হয়। খইল মাটির সহিত বেশ মিশ্রিত করিয়া এক একটী আলু ৪ ইঞ্চি অন্তর সারি দিয়া বসাইয়া দিবে। আলু বসান হইলে জমির রস যদি কমিয়া যায় তবে দাঁড়া দিয়া জল আনিয়া সেচন করা আবশ্যক। এই প্রকারে ২।৩ টী সেচ দিলে গাছগুলি বাহির হয়। গাছ ২ অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে আর একবার জল সেচন দ্বারা উহার পার্শ্বদেশগুলি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া গাছের অবশিষ্ট ১/৩ অংশ পরিমাণ যে খইল রাখ। হইয়াছিল ঐগুলি গাছে লাগাইয়া দিবে। পুনরায় ৫।৬ দিন পরে গাছ একটু বড় হইলে আবার সেচ দিয়া গাছের গোড়ায় মাটি টানিয়া দিবে উহাকে বাঙ্গলার চাষীরা "কানী" দেওয়া বলে। আবার ৫।৬ দিন পরে গাছ একটু বড় হইলে আবার সেচ দিয়া সরু কোদাল দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটী ও দুই সারি গাছের মধ্যে জল সেচনের জন্য দাঁড়া তৈয়ারী করিয়া দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে চাষীরা গাছে "তলা" দেওয়া বলে। তলা দেওয়া হইলে আলুতে সেচ দেওয়া ছাড়া আর কোন পাইট নাই। যে পর্য্যন্ত না আলু গাছগুলি মরিয়া যায় তদবধি আলুতে প্রথমতঃ ৩।৪ তৎপরে ৫।৬ দিন ও এক সপ্তাহ অন্তর সেচ দেওয়া উচিত। মাটীর অবস্থা বুঝিয়া এই জল সেচনের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি বৃষ্টি হয় তবে যে পর্য্যন্ত না জমির মাটী শুষ্ক হয় তদবধি জল সেচন করিবে না। যদি রৌদ্রের তেজ বেশী হয় তবে ৫।৬ দিন অন্তর জল সেচন না করিয়া ২।১ দিন পূর্ব্বে সেচন করা উচিত।

আলু তুলিবার সময়।

দেশী আলু ২ বার তোলা চলে। গাছগুলি একটু পাকিয়া গেলে এবং গাছে আলু ধরিলে পৌষ মাসের ১৫।১৬ কিংবা শেষ ভাগে গাছ হইতে আলুগুলি বাহির করিয়া গাছের ডগাটী বাহির করিয়া ডাঁটাগুলি চাপা দিতে হয়। এইরূপে সময়ে আলু তুলিতে পারিলে আলু অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যায় এবং গাছগুলিতে পুনরায় একটী সেচ দিলে গাছে অনেক বীজ আলু জন্মিয়া থাকে। এই বীজ অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহাকে দোভাসার বীজ বলে। দোভাসার বীজ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। নৈনীতাল আলু একবার তোলা হইয়া থাকে। আলুর গাছ শুকাইয়া আসিলে মাঘ মাসের শেষ ভাগে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগে লোকে কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া অথবা লাঙ্গল দ্বারা আলু ভাঙ্গিয়া থাকে। কোদাল অপেক্ষা লাঙ্গলে আলু ভাঙ্গিলে আলু গোটা গোটা বাহির হয় ও কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি আলু বেশ ভাল উৎপন্ন হয় তবে বিঘা প্রতি ৬০ মণ হইতে ১০০ মণ পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে।

ফুল বীজ ও (Corrosine subliment)

আলু বীজ ক্ষেত্রে বসাইবার পূর্ব্বে উহা (Corrosine subliment) এ ভিজাইয়া ক্ষেত্রে বসাইলে আলুতে পোকা লাগিতে পারে না। ৪ আউন্স করোসিভ সাবলিমিট ৩০ গ্যালন জলে গুলিয়া একটী গামলাতে অল্প পরিমাণ আলু ১॥০ ঘণ্টা রাখিয়া উহা তুলিয়া লইতে হয়। আবার কতকগুলি আলু উক্ত জলে ডুবাইয়া দেড় ঘণ্টা বাদে তুলিয়া লইতে হয়। ইহার পর যতবার আলু উক্ত জলে ডুবাইবে প্রত্যেক বারে ১৫ মিনিটের অধিক সময় দিয়া উহা উঠাইয়া লইবে। এই প্রকার প্রস্তুত আরকে আলু ৪।৫ বার ডুবান চলে। যদি আলু অধিক ডুবাইবার অবশ্যক হয় তবে আবার নূতন করিয়া আরক প্রস্তুত করিতে হইবে। পুরাতন আরকের তেজ কমিয়া যায় এইজন্য উহাতে আর ভাল কাজ হয় না।

আরক অতি বিষাক্ত জিনিষ, কাষ্ঠের হাতা ও কাষ্ঠের পাত্রে রাখিয়া বীজগুলি ভিজান আবশ্যক। ধাতুপাত্রে আরকের তেজ নষ্ট হয়। আরক বিষাক্ত এই কারণে কদাচ ইহাতে হাত দেওয়া উচিত নহে। এই প্রকার ভিজান বীজ ১ সপ্তাহ বাটীতে রাখিয়া ক্ষেত্রে রোপন করিবে। (Experiment st. Washington, Bull. 132 of 1925)

বীজ নির্ব্বাচন।

বীজের ভাল মন্দ অনুযায়ী কখন বেশী কম হইয়া থাকে। বীজ ভাল হইলে আলুর ফলন বেশী হয়। অতএব ফলন বাড়াইতে হইলে যেমন জমিতে সারের আবশ্যক

আলুর বীজ রক্ষা।

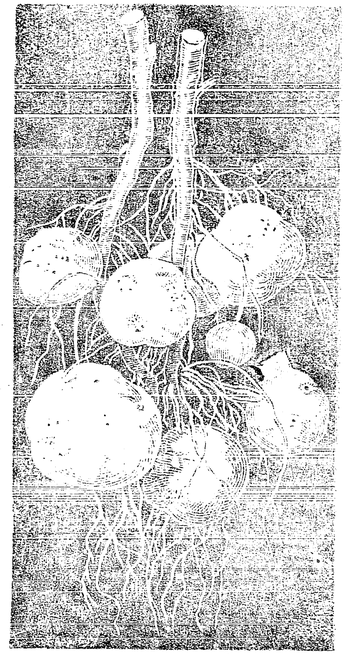

বীজ আলু।

আলু, চিনাবাদাম প্রভৃতি কতকগুলি শস্যের বীজ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া থাকি, ইহাতে ফল ভাল পাওয়া যায় কিন্তু বীজের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত আলু বা চীনাবাদাম হইতে অধিক ফসল পাওয়া যায় তাহা আপনাদের জানা আবশ্যক। উপরোক্ত চিত্রটী হইতে বুঝিতে পারিবেন যে কি প্রকারে শিকড় সমেত আলু রাখা হইয়াছে। এই আলুগুলি যখন শিকড় হইতে আপনা আপনি খসিয়া পড়ে, তখনই ইহা উৎকৃষ্ট বীজ রূপে পরিগণিত হয়।

তেমনই ভাল বাছাই বীজেরও বিশেষ আবশ্যক করে। আলু ভাঙ্গিবার সময় যে সকল গাছ হইতে বড় বড় আলু বাহির হয় ও গণনায় অধিক পরিমাণে ফলন হয় সেই গাছ হইতে বীজ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। আলু দোভাসা করিবার সময় যে সকল গাছে ফলন ভাল হয় নাই সেই গাছগুলি জমি হইতে উঠাইয়া ফেলা বিশেষ আবশ্যক। নৈনীতাল ও পাটনা আলুর বীজ পার্ব্বতীয় অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশের কলিকাতা ও সেওড়াফুলিতে চালান আসে। উক্ত বীজ হইতে ভাল বীজ দেখিয়া লওয়া উচিত। ভাল বীজের দর কিছু বেশী হইলেও তাহা ক্রয় করা বুদ্ধিমান চাষীর কর্ত্তব্য। নৈনীতাল আলু দেখিতে বেশ লম্বা লম্বা ও বহু চোক বিশিষ্ট দেখিয়া লইতে হয়। গোল গোল নৈনীতাল আলুর বীজ ভাল নহে। পাটনা আলুর বীজ আকৃতিতে একটু বড় দেখিয়া লওয়া ভাল। এইগুলি কাটিয়া বসাইলে খণ্ডগুলি বড় বড় হয় তাহাতে গাছ বেশ মোটা মোটা ও বলিষ্ঠ হয়। ছোট বীজের গাছ বেশী সবল হয় না। দেশী আলুর বীজ বেশ ভাল চাষীর নিকট হইতে খরিদ করা উচিত। প্রতারক চাষীর নিকট হইতে দেশী আলুর বীজ কদাচ কিনিবে না তাহাতে চাষে খরচ হইবে অথচ আলুর ফলন হইবে না।

বীজ রক্ষা প্রণালী।

আলু তোলা হইলে বীজগুলি ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া বেশ পরিস্কৃত বায়ু এবং আলোক চলাচল করিতে পারে এমন ঘরের মেঝেতে চারাইয়া রাখিতে হয়। বীজগুলি মধ্যে মধ্যে সরাইয়া নীচের আলু উপরে ও উপরকার আলু নীচে করিয়া দিতে হয়। এইরূপে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মেঝের মাটীতে ফেলিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। মেঝের মাটী হইতে বৈশাখ মাসে বীজ মাচায় তোলা যাইতে পারে। বীজগুলি তুলিবার পূর্ব্বে পচা আলুগুলি ভাল করিয়া বাছিয়া ফেলা উচিত। ঘরের মেজের উপর বাঁশ পুঁতিয়া উপর্য্যুপরি ৪.৫ স্তবক মাচা প্রস্তুত করিতে হয়। একটী মাচা হইতে অপরটীর উচ্চতা ১ হাতের কম হইবে না। মাচা গুলিতে বাঁশের নির্ম্মিত "বাড়" বুনিয়া তাহার উপর আলু বীজ রাখিয়া দিবে। মাচার বীজ যেন ২ ইঞ্চির অধিক ঘন না হয়। বেশী ঘন হইলে বীজ বেশ ভাল থাকে না। বীজ তুলিবার পূর্ব্বে বীজগুলি তুঁতে ফরমালীন দ্বারা সোধিত করিয়া তুলিতে হয়। ইহাতে বীজে পোকা ধরে না। ফরমালীনে বীজ ভিজাইলে বীজ বেশ সবল থাকে ও উহার শক্তি নষ্ট হয় না। "লা" পোকার উপদ্রব হইতে বীজ রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে, সকল চাষীকে এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। বীজগুলি মাচায় রাখিয়া ঘরের দরজা ও জানালা খুলিয়া রাখা ও মধ্যে মধ্যে বীজ গুলি দেখাশুনা করা ভিন্ন অপর কিছু আর করিবার আবশ্যক নাই।

আলু বীজের মাচা ঘরের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া উহার উপর কর্দ্দম দ্বারা লেপ দিয়া

তদুপরি বালি কিংবা কয়লার গুঁড়া ঢালিয়া বীজগুলি চারাইয়া রাখিলে বেশ ভাল থাকে বীজের উপর সামান্য পরিমাণ Napthaline ছড়াইয়া দিলে পোকা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আলু গাছে পোকা।

আলু গাছে এক প্রকার পোকা ধরে উহাকে "কাল রোগ" অথবা আলুর মড়ক কহে। ইহা অতি সংক্রামক রোগ বায়ু ও বৃষ্টির দ্বারা চালিত হইয়া উহা এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। এই রোগ ধরিয়া প্রথমে পাতাগুলিতে ধূসর বর্ণ দাগ হয় ও ক্রমে দাগগুলি বড় হইয়া পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। যখন রোগটী খুব বাড়িয়া উঠে তখন পাতা ও গাছের ডাঁটাগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ও গাছ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। কখন কখন আলুতেও এই রোগ ধরিয়া যায় এবং আলুর গাত্রে কাল ও ধূসর বর্ণ দাগ ধরে, আলুটী সিদ্ধ করিলে সিদ্ধ হয় না ও ভোজন করিবার অনুপযুক্ত হয়। আলু চাষের সময় বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা হইলে এই রোগ সত্বর বিস্তার লাভ করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত এই পোকা দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রতিকার।

রোগ ধরা আলু কদাচ ক্ষেত্রে রোপন করিবে না। এক জমিতে পুনঃ পুনঃ আলু চাষ করা উচিত নহে। Bordeax Mixture দ্বারা পাতাগুলি ধৌত করিবে। এই কার্য্যের দ্বারা গাছ হইতে পোকা ছাড়িয়া যাইবে। আলু গাদা দিয়া রাখিলে উহাতে কখন কখন "ল" পোকা ও চসী পোকা ধরে। এই পোকাগুলি আলুতে ধরিবামাত্র আলুর গাদায় মণ প্রতি ১ পাউণ্ড হিসাবে নেপথেলিন ছড়াইয়া দিলে পোকা ছাড়িয়া যায় ও আলু বেশ ভাল থাকে। নেপথেলিন বড় উপিয়া যায়। যখন দেখিবে যে গাদা হইতে উহা কমিয়া গিয়াছে তখন আবার কিছু নেপথেলিন বাজার হইতে আনিয়া উহাতে ছড়াইয়া দিবে। এইরূপ কার্য্য মধ্যে মধ্যে করিতে পারিলে আলু বেশ ভাল থাকে।

চাষের খরচ ও লাভ।

আলু একটী লাভবান ফসল। একটু যত্ন লইয়া ইহার চাষ করিতে পারিলে এই চাষে চাষীর অবস্থা অনেক ফিরিয়া যায়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে আলু যত 'জেঠ' (early) তৈয়ারী করিতে পারা যায় লাভও তত বেশী হয়। জেঠ আলু বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। নিম্নে বিঘা প্রতি আলু চাষের খরচ ও লাভ সম্বন্ধে একটী তালিকা দেওয়া গেল।

জমির খাজনা	...	৪৲
৮ বার চাষ ও মৈ	...	৪৲

নৈনীতাল আলুর বীজ ৩ মন ১০৲ হিঃ	...	৩০৲
রেড়ির খইল ৮ মন ৬৲ হিঃ	...	৪৮৲
বসাইবার কৃষাণ ৮টা	...	৪৲
কাটিবার কৃষাণ ২টা	...	১৲
খইল ধরাইবার কৃষান ৬টা	...	৩৲
কাঁনি দেওয়ার কৃষান ৪টা	...	২৲
তলা দেওয়ার কৃষান ৪টা	...	২৲
১২ বার জল সেচন প্রত্যেকবার ২টা হিসাবে কৃষান ২৪টা		১২৲
আলু তুলিবার কৃষান ৬টা	...	৩৲
ঘরে আনিবার খরচ ও নিজের গাড়িভাড়া ইত্যাদি খরচ	...	৭৲
মোট খরচ	...	১২০৲ টাকা
উৎপন্ন ফসল ৮০ মন ৩৲ হিঃ	...	২৪০৲ টাকা
লাভ	...	১২০৲ টাকা

পাটনা বা দেশী আলুর বীজের দাম কিছু কম। উৎপন্ন ফসল নৈনীতাল অপেক্ষা কিছু বেশী, বিক্রয় দর নৈনীতাল অপেক্ষা ১৲ টাকা কম, এই হিসাবে উহাদের লাভ হইতে পারে।

আলু দোভাসা করিয়া তুলিয়াই বিক্রয় করা উচিত। আবার আলু বাজার দেখিয়া সদ্য তুলিয়া বিক্রয় অথবা একমাস রাখিয়া বিক্রয় করা ভাল। অধিক দিন গৃহে রাখিয়া আলু বিক্রয় করা বুদ্ধিমান চাষীর উচিত নহে। ইহাতে লোকসান হইবার সম্ভাবনা বেশী। সময়ে ২ অধিক লাভ হইতে পারে কিন্তু এরূপ বিপদজনক কার্য্য সামান্য চাষীর পক্ষে উচিত নহে।

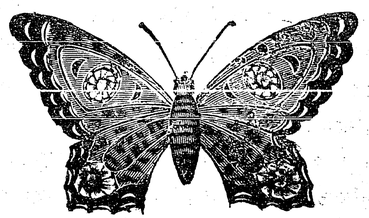

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত 'কৃষক' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সমীচীনেষু সংখ্যা 'কৃষক' এ শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় "কলাবাগান" সম্বন্ধে দুটী প্রশ্ন করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিম্নে জানাইতেছি। আপনার মনোনীত হইলে সোমেন্দ্র বাবু এবং সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

(১) বানর, বাদুড় এবং অন্যান্য পক্ষীর আক্রমণ বা উপদ্রব।—বাদুর বা অন্যান্য পক্ষীর উপদ্রব নিবারণ করিতে হইলে, জমির চতুর্দ্দিকে এবং মাঝখানের এখানে সেখানে জাল টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। একটা অনুমান দশ হাত দীর্ঘ বাঁশের উপরের অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে দড়ি বাঁধিয়া অপরাংশ মাটিতে পুতিয়া মাঝে মাঝে দড়ি ধরিয়া টানিলে উচ্চ শব্দ হইবে। তাহাতে পাখীরা ভয়ে পলাইবে।

শোনের মিহি সুতা পাকাইয়া জাল বুনিতে পারা যায়। এরূপ জাল বাজারেও কেনা যায়। জমির চারি ধারে ১০।১৫ হাত অন্তর ১৫।১৬ হাত লম্বা বাঁশ পুতিয়া তাহাতে জাল বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হয়। এই উপায়ে নানা স্থানে আম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি রক্ষা করে। রৌদ্র বৃষ্টি ও শিশিরে জালের সুতা পচিয়া যায়। মাঝে মাঝে সেগুলিতে গাবের কস জল মাখাইয়া লইলে বহু দিন স্থায়ী হইবে। মাছ ধরিবার জালগুলিকে এইরূপে রক্ষা করা হয়।

বানরের উপদ্রব নিবারণ করা বিশেষ শক্ত। মানুষকে ইহারা ভয় করে না। ইহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত—রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি তচ্‌নচ্‌ করিতে দেখিয়াছি। লাঠি বা ঢিলের ভয়ও করে না। ইহাদের একমাত্র ঔষধ বন্দুক। গুলি চালাইয়া হত্যা করিতে বলিতেছি না (হিন্দুর মনে আঘাত লাগিবে) মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনিলে ইহারা সে দেশ ছাড়িবে।

(২) শূকর এবং গবাদির আক্রমণ—উপযুক্ত বেড়া। কলাবাগানে শূকরের উপদ্রব হইবে কেন বুঝিতে পারিতেছি না। কোন কলাগাছই শূকরে নষ্ট করে না। উপদ্রবটী বোধ হয় কাল্পনিক। মোট কথা বেড়া দিয়া শূকর নিবারণ করা যায় না। এদিকে শশা ও মানকচুর জমি শৃগাল ও শূকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য

লোহার জাল দিয়া জমি ঘিরিতে দেখিয়াছি। জমির মাঝখানে আলো জ্বালিয়া রাখিলে শূকর আসিবে না। যশোহর জেলায় ইক্ষু ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য জমির চারিধারে প্রশস্ত খানা (পগার) কাটিয়া রাখে। খানার মাটি জমির উপর আইলের মত উচু করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রথাই সব চেয়ে ভাল। প্রথমে খানা ডিঙ্গাইয়া পরে উচু জমিতে শূকর ও গবাদি পশু উঠিতে পারিবে না। ইহার উপর মাঝে মাঝে বাঁশ পুতিয়া বেড়া দিবার ব্যবস্থা করা যায়। মুদি, ভ্যারাণ্ডা ও চিতাগাছ ইত্যাদির বেড়া দেওয়া সঙ্গত নয়। কারণ ঐ আগাছাগুলির জন্য জমির অনেক সত্ত্ব নষ্ট হইবে। তবে খানার উপর জমির ভিতর দিকে পেঁপে, অড়হর ও কার্পাস গাছ লাগাইয়া বেড়া দেওয়া যায়। তাহাতে উভয়তঃ ফল পাওয়া যাইবে। নিবেদন ইতি—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস।

সংগ্রহ।

কীট কর্ত্তৃক ক্ষেত্রের পোকা বিনাশ।

সম্প্রতি বিলাতে কৃষি বিশেষজ্ঞগণ কীট দ্বারা ফসলের ধ্বংস নিবারনার্থ ইংহণ্ডের একটি পুরাতন বাগানবাড়ীতে ফসলকীট বিনাশের উপযুক্ত কীটের চাষ করিতেছেন। ইহাতে ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই চাষবাসের বিশেষ উপকার হইবে শুনা যাইতেছে। শুনিলে অবাক হইতে হয় যে কীট দ্বারা সমগ্র সাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ ফসল বৃথা বিনষ্ট হইয়া অপচয় হয়। উইণ্ডসর নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী ফারনাম হাউস (Farnum house) নামক বাটীকায় (Imprial Bureau of Entomology) ইম্পিরিয়াল বুরো অব্‌ ইণ্টোমলজি বা বিলাতের নিখিল কীটতত্ত্বপরিষদ কর্ত্তৃক বহু যত্নে এই সকল পোকার আবাদ চলিতেছে।

পোকার সাহায্যে বৃক্ষের অনিষ্ট নিবারণ।

কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এক প্রকার বৃহৎ মাকড়সা আছে, উহারা ভাল ভাল তক্তার উপযুক্ত গাছে বাসা করে ও ডিম পাড়ে। এবং ক্রমশঃ বংশ বৃদ্ধির সহিত

গাছ ছিদ্র করিয়া গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। ইহার নিবারনার্থে পূর্ব্বোক্ত ফারনাম হাউসে গবেষণা আরম্ভ হয়। এক প্রকার কীট পাওয়া গিয়াছে যাহারা উক্ত প্রকার গাছের বিনাশকারী পোকা ও তাহার ডিম খাইতে খুব ভালবাসে। কিন্তু গাছের বিশেষ অনিষ্ট করে না। তাহাদের সাহায্যে উক্ত পোকা নিবারিত হইবে সেজন্য এই সকল বিশেষ পোকার আবাদ ওই ফার্ম্মে চলিতেছে। এই কীট নিবারণ সমিতির ও কীট তত্ত্বানুশীলনের সমস্ত ব্যয় Empire marketing Board এম্পায়ার মারকেটিং বোর্ড বহন করিতেছেন।

এক হাজার বৎসরের পুরাতন গাছ।

বিলাতের রাজকীয় বোটানিকাল বাগানে একটি গাছ আছে সেটি নাকি নরমান কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের সময় রোপিত হইয়াছিল। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার গাছ। সেখানে (Kafir bread) কাফির রুটি নামে অভিহিত। কৃষি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া ইহার বয়স অন্ততঃ এক সহস্র বৎসর বলিয়াছেন। ইহাকে বিশেষ যত্ন করিতে হয় না। নিজেই শিকড় সাহায্যে মাটী হইতে খাদ্য ও পানীয় নিষ্কাষন করিয়া লইতে সমর্থ হয়।

ইংলণ্ডের বাগানের খবর।

ইংলণ্ডে উদ্যানজাত দ্রব্যের তত মূল্য নাই, সেখানকার কৃষি কার্য্যের উৎপন্নের প্রকৃত মূল্য লোকে দেয় না প্রভৃতি অপবাদ আমরা কিছুদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু বিগত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পড়িলে উদ্যানজাত দ্রব্যের বেশ চাহিদা আছে বুঝা যায়। ২২৫০০০০০০ পাউণ্ড ইংলণ্ডের ভূমি হইতে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ধরা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে কৃষির সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত হাঁস মুরগীর ডিম তাহাদের বাচ্চা বিক্রয়ের ব্যবসা হইতেও বাৎসরিক ন্যূন পক্ষে ২০০০০০০০০ পাউণ্ড আয় হইয়া থাকে। হাঁস মুরগীর ব্যবসা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। কিন্তু তাহার তুলনায় ফলকর বৃক্ষের চাষ কমিতেছে বলিতে হইবে। বিগত ১৮ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ইংলণ্ডে বাগানের জমি ৭৭০০০ একর হইতে কমিয়া ৬৮০০০ একরে দাঁড়াইয়াছে। বিলাতে পূর্ব্ব প্রান্ত (Eartern countries) পশ্চিম প্রান্তকে ফল চাষ সম্বন্ধে অনেকটা পরাস্ত করিয়াছে। ডিভনশায়ার অঞ্চলে এখনও ২২০০০ একর ফল চাষের জমি আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই আপেল বৃক্ষ। কিন্তু গাছগুলি এত অযত্নে পড়িয়া আছে, যে বেশী ফল ধরিতেছে না। সেজন্য প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ গাছ হইতে বিশেষ আমদানী হয় না। স্থানীয় ফল চাষে বিশেষজ্ঞ বলেন এখন ঐ স্থানের গাছের এত দুরবস্থা হইয়াছে যে বৎসরে ২০০০০ হাজার বৃক্ষ নূতন রোপন করিয়া চলিলে ১৮ বৎসর বাদে তবে পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে পারে, ইহার পূর্ব্বে নহে। কোনও কোনও স্থানের চেরী ফল এত মূল্যবান যে চাষ করিলে বেশ লাভবান হওয়া যায়। ফেবারসাম (Febersham) অঞ্চলের চেরী বৃক্ষের জমীতে একর প্রতি

১৭৫ পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। অবশ্য এতটা লাভ সব স্থানে অসম্ভব। আপেল গাছ লাল জমিতে ভাল ফলে। ডিভনশায়ার হইতে কাম্বারলাণ্ড সর্ব্বত্রই লাল জমি এবং আপেল গাছে ভরপুর। পেয়ারা প্রতি একরে বারো হইতে ১৬ টন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আপেল প্রতি একরে ছয় হইতে পনের টন, ষ্ট্রবেরি দুই হইতে চারি টন, গুজবেরি দুই হইতে তিন টন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে হাঁস, মুরগী ও গবাদি পালন।

হাঁস মুরগী প্রতিপালন বিলাতে কৃষকদিগের মধ্যে প্রধান জীবিকা অর্জ্জনের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বৎসরে কৃষকগণ ১১০০০০০ গ্যালন দুধ যোগাইয়া থাকে। মাংস, হাঁস মুরগী, ডিম, মাখন, পনির এবং পশম প্রভৃতির ব্যবসা ফল, শাকসব্জী, শস্য প্রভৃতির ব্যবসা হইতে অর্থ বেশী আনে বলিয়া ঐ সকল ব্যবসাতে দেশের কৃষক সম্প্রদায় ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। ভাল বিলাতী গাভী বৎসরে ৩০০০ গ্যালন দুধ দিতেছে। একটি গাভী ২৭৯ দিনে ২৮৮৭ গ্যালন দুধ দিতেছে।

ইংলণ্ডের চাষ বাসের সংবাদ।

ফসল চাষ (যথা গম) কমিতেছে কিন্তু চিনি উৎপন্নের জন্য বীট চাষ খুব দ্রুত বাড়িতেছে। বীট চাষের খরচা অনেক। একর প্রতি সাত আট পাউণ্ড খরচ পড়ে। গম চাষে মোটে দুই পাউণ্ড দশ শিলিং একর প্রতি পড়ে। তথাপি বীট চাষে শুষ্ক না থাকায় ও চিনির দর থাকায় বীট চাষে লোকের মনোযোগ পড়িয়াছে। ইংলণ্ডে তামাক চাষ ও আরম্ভ হইয়াছে। বালুকাময় ভূভাগে কঙ্করময় স্থানে, যেখানে অপর শস্য প্রায় অসম্ভব তামাক বেশ চাষ হয়।

চাষীরা তামাক চাষে একর প্রতি ১৭ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কাচের ঘরে রক্ষিত বৃক্ষের উৎপন্নের লাভও ইংলণ্ডে বড় কম হয় না। সমগ্র ইংলণ্ডে প্রায় ২৭০০০ একর জমী কাচের ঘরে আচ্ছাদিত। ইহাতে উৎপন্নের আয় পাউণ্ড ৩৫০০০০০। উক্ত চাষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল টম্যাটো বা বিলাতী বেগুন, তাহার পর যথাক্রমে গোলাপ, ও (Chrysanthemum) ক্রিসান্থিমাম্।

(Mum) মাম্ বৃক্ষের চাষ খুব বাড়িতেছে। উহার ফুলের বিশেষ সমাদার হইয়াছে। ইহা কাঁচ ঘরের বৃক্ষ। গত বৎসর পাউণ্ড ২০০০০০০ মূল্যের উৎপন্ন হইয়াছিল। আগামী বৎসর শুনা যাইতেছে ইহার দ্বিগুণ হইবে।

মালদহে রেশম সমবায়।

মালদহের রেশম শিল্পের উদ্ধার কল্পে বাংলা গভর্ণমেণ্ট ঐ স্থানে একটি সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ করিতেছেন। বন্দোবস্ত শেষ হইয়া আসিয়াছে ও মূলধন এক

কোটি টাকা ঠিক হইয়াছে। উহার সমবায়ের জন্য উক্ত এক কোটি টাকা উঠাইবার চেষ্টা চলিতেছে। মালদহের রেশমশিল্পের আয় বার্ষিক এক কোটি টাকা। এখানে এতকাল মাড়োয়াড়ীগণের প্রভুত্ব বর্ত্তমান থাকায়, যাহারা তুতু জন্মায় তাহাদের অনেক অসুবিধা ছিল। সঙ্কল্পিত সমিতি সদস্যেরা উক্ত অসুবিধা দূরীকরণ করিতে চেষ্টা সর্ব্বপ্রকারে করিবেন এবং যাহাতে তুত গুটি নীরোগ ও দোষ হীন হয়, রেশমের সুতা নির্দ্দোষ ও অসমান না হয় সে বিষয়েও বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

নিখিল ভারতের কৃষিসংবাদ।

ভরেতবর্ষের জনসংখ্যা ৩১০ কোটিরও বেশী, শতকরা ৭৫ জনের আয় কৃষি হইতে। ব্রিটিশ ভারতে উৎপন্ন সমগ্র কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ১০০ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক।

ভারতের মাল কেনা বেচা।

১৯২৫-২৬ সনে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বিদেশীদের কাছ হইতে আমরা ২৫ কোটি টাকার মাল বেচিয়াছি ও কিনিয়াছি ১৫ কোটি টাকার মাল। এই বেচা কেনা অধিকাংশই বিদেশীয় মহাজনদিগের হাত দিয়া হইয়া আসিতেছে।

আনন্দ সংবাদ।

হাওড়া অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের সুবিধার জন্য ২৭৮ নং হ্যরিসন রোডে (হাওড়া পুলের সম্মুখে) "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের" একটী শাখা অফিস খোলা হইয়াছে। ঐ স্থানে কৃষি কার্য্যোপযোগী যাবতীয় পুস্তক, বীজ, সার, যন্ত্রাদি সমস্তই পাওয়া যাইবে।

রাজকীয় কৃষি কমিশন।

রাজকীয় কৃষিকমিশন কৃষির উন্নতিকল্পে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিলাত হইতে ভারতে ফিরিয়াছেন। কমিশনের সভাপতি মারকুইস অব লিনলিথগো, সদস্য স্যার টমাস মিডলটন, স্যার জেনস ম্যাকেলা, প্রফেসার গঙ্গোপাধ্যায়, মিঃ এইচ ক্যালভার্ট ডাঃ হাইদার প্রভৃতি গত ২১শে অক্টোবর বোম্বাই আগমন করেন। সেখান হইতে তাঁহারা গত ২৪শে করাচী পৌছেন। করাচী, কলিকাতা, রেঙ্গুন, মান্দালয়, পাটনা, ডেরাডুন ঘুরিয়া কমিশন দিল্লীতে বসিবে। দিল্লীতে সপ্তাহকাল অধিবেশনের পর ইহা মহাবালেশ্বরে গমন করিবে। সেখানে বসিয়া কমিশনের রিপোর্ট লেখা হইবে।

পশম বৃদ্ধির উপায়।

আলজিরিয়ার আলজিয়ার্সের নিকটে প্রোফেসার ভোরেনফের একটী কৃষিক্ষেত্র আছে। সেখানে তিনি কৃষি সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়া থাকেন। তিনি নাকি মেষের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া বানরের মাংসগ্রন্থি তাহাদের শরীরে যোজনা করিয়া

মেষের পশম বৃদ্ধির এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এইরূপে না কি শতকরা ১৫ ভাগ অধিক পশম পাওয়া যাইতেছে। শুনা যাইতেছে, বৃটীশ বৈজ্ঞানিকদের এক ডেপুটেশন আগামী নবেম্বর মাসে সেইখানে গিয়া সত্য মিথ্যা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন। যদি ব্যাপার সত্য হয়, তাহা হইলে স্কটলণ্ডের উত্তরাংশে ঐ সকল বৈজ্ঞানিকেরা আগামী বৎসর মেষের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া একবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন।

লঙ্কা গাছের রোগ নিবারণ।

লঙ্কা গাছে পোকা লাগিয়া সারা বাঙ্গলাদেশে অনর্থ উপস্থিত করিয়াছে। ইংরাজীতে উহা curl বা কুঞ্চিত রোগ বলা হয়। লঙ্কা গাছের কচি কচি ডালের পাতায় ঐ রোগ ধরে। ঐ রোগাক্রান্ত হইলে পাতাগুলি বক্র হইয়া ক্রমশঃ তাল পাকাইয়া যায়। রোগটী এত ভীষণ যে একবার গাছে ধরিলে রক্ষা নাই। ক্রমে একটি হইতে আর একটি করিয়া সারা মাঠ জুড়িয়া সমস্ত গাছ নষ্ট করিয়া দেয়। এই রোগের মূল এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকা, উহা খালি চোখে সহজে দেখা যায় না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বেশ ধরা পড়ে। ইহার নিবারণার্থ চূণ এবং গন্ধকের সমাবেশে "Horola" হরলা নামক লোসন বা সংমিশ্রিত জল ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে বেশ সুফল লাভ হইয়া থাকে। গাছে পোকা ধরিলেই উক্ত ঔষধ ব্যবহার আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। তাহার পর ১৫ দিন অন্তর পুনর্ব্বার ব্যবহার করা বা ছিটান দরকার। এক পক্ষের পর মাসে একবার করিয়া প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ ৩ হইতে চারি বার ছিটাইলেই চলিবে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

চূণ	...	আট পাউণ্ড।
গন্ধক	...	আট পাউণ্ড।
জল	...	৫০ গ্যালন।

প্রস্তুত করিবার প্রণালী হইতেছে এই—প্রথমতঃ ভাল আট পাউণ্ড চূণ ও তদুপযোগী প্রচুর জল মিশ্রিত করিয়া একটী ব্যারেল বা ঢাকনি যুক্ত পাত্র মধ্যে রাখিয়া নাড়া চাড়া দিতে হইবে। জলে এবং চূণে অনেকটা মিশ্রিত হইলে গন্ধক দিতে হইবে। গন্ধক দিয়া আবার প্রচুর জল দিতে হইবে। তাহার পর ঢাকনা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

গন্ধক এবং চুণের সম্মিলনে উত্তাপের সঞ্চার হয়। ঢাকনি বন্ধ করিয়া নাড়া চাড়া এবং প্রবল ঝাঁকুনি দিতে হইবে। ইহার পর আরো জল দিয়া বেশ ঠাণ্ডা করিতে হইবে। ক্রমশঃ ৫০ গ্যালন অবধি জল দিয়া ঔষধটি প্রস্তুত হইয়া যায়। উহা তাহার পর আবশ্যক মত ব্যবহার চলিতে পারে।

পাটের মত অন্যান্য সূত্রোৎপাদক বৃক্ষের চাষ।

পাটেরই মত আঁশ উৎপাদক বৃক্ষের নাম শণ। ইংরাজীতে চারি প্রকার শণের মোটামুটি নাম সচরাচর পাওয়া যায়। যথা—

(১) Cannabis Sativa ক্যানেবিস স্যাটিভা।

(২) Agava Sisalna এগাভা সিসাল্না।

(৩) Hibiscus Cannabinus হিবিস্কাস্ ক্যানাবিনাস্।

(৪) Crotalaria Juncea ক্রটালারিয়া জুনাকা।

শেষোক্তটীকে আবার San-hemp বা স্যানশণ নামে অভিহিত করা হয়। ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার চাষ জমির সারের জন্যও হইয়া থাকে। ইহার অগ্রভাগ হইতে শণ প্রস্তুত হইয়া পুসা কৃষি ফার্ম্মে এ বিষয়ের প্রথম গবেষণা হয় ও ইহার কার্য্যকারিতা প্রথম উপলব্ধি হয়। যুক্তপ্রদেশে কানপুর বারো নামক উন্নত প্রকারের বীজ চাষের জন্য বিতরিত হইয়া সুফল আনয়ন করিয়াছে।

(সিডা—Sida) পাটের অনুরূপ আর একটি পাট জাতীয় বৃক্ষের তন্তুর নাম সিডা। ইহা ডাণ্ডিতে Dundee (স্কটলণ্ডের বিখ্যাত পাটের বাজার।) পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, পাটের বদলে ইহার সুতা চলিতে পারে। ইহা প্রায় পাটের সমকক্ষ। যে সব স্থলে বৃষ্টি প্রচুর হয় না সেই সমস্ত স্থলে ইহার চাষ চলিতে পারে।

বাংলার তুলার পূর্ব্বাভাষ।

দুই প্রকারের তুলা বাংলা দেশে উৎপন্ন হয়। একটি শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয় তাহার নাম ইংরেজীতে (early) বলে ও আর একটি বিলম্বে হয় তাহার নাম লেট (late)।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও ত্রিপুরা রাজ্যে early নামক (or শীঘ্র) তুলার চাষ হইয়া থাকে অন্যান্য জিলাতেও উহা অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। late বা দেরীর ফসল বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে হইয়া থাকে।

প্রথমাবস্থায় অনাবৃষ্টি বশতঃ মেদিনীপুর এবং মৈমনসিংহ জিলাতে ও অতিবৃষ্টি বশতঃ চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে ক্ষতি হইয়াছিল। যাহাই হউক পরে জল বায়ুর অবস্থা উন্নতি হওয়ায় ক্ষতি অনেকটা কমিয়াছে। এ বৎসর early ফসল ৭৬৭৭৩ একর জমিতে চাষ হইয়াছে গত বৎসর ৭৫১৫৮ একরে হইয়াছিল। লেট (late) ফসল গত বৎসরের ন্যায় ৮০৩ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

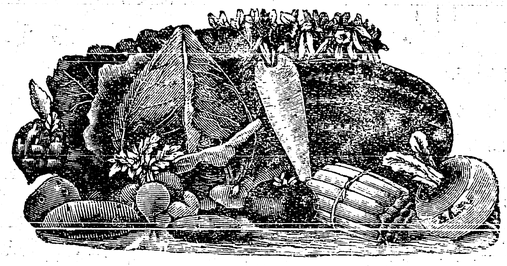

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জীবাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের এখনও সময় যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যথায় জমিতে রস অধিকদিন থাকে—যথা উত্তর আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি দোআঁস জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্ত।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া ন্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্র।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারার আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সব্জীর বীজ লাগান এই মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বিট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নীরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল একভাগ, পচা গোময় সার একভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভূষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভূষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভূষা যথেষ্ট। ভূষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।



সিলেট চুণ

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সিলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং
২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ! বীজ!! বীজ!!!

সকল রকম সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন! সত্বর হউন!!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলম চারা কলম।

এইই প্রকৃষ্ট সময়, বিলম্ব করিবেন না।

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন! আসুন!! আসুন!!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।
১৮।১ ও ৩।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

REGISTERED No. C 192.

২৮ বর্ষ] অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সাল [৮ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৶০

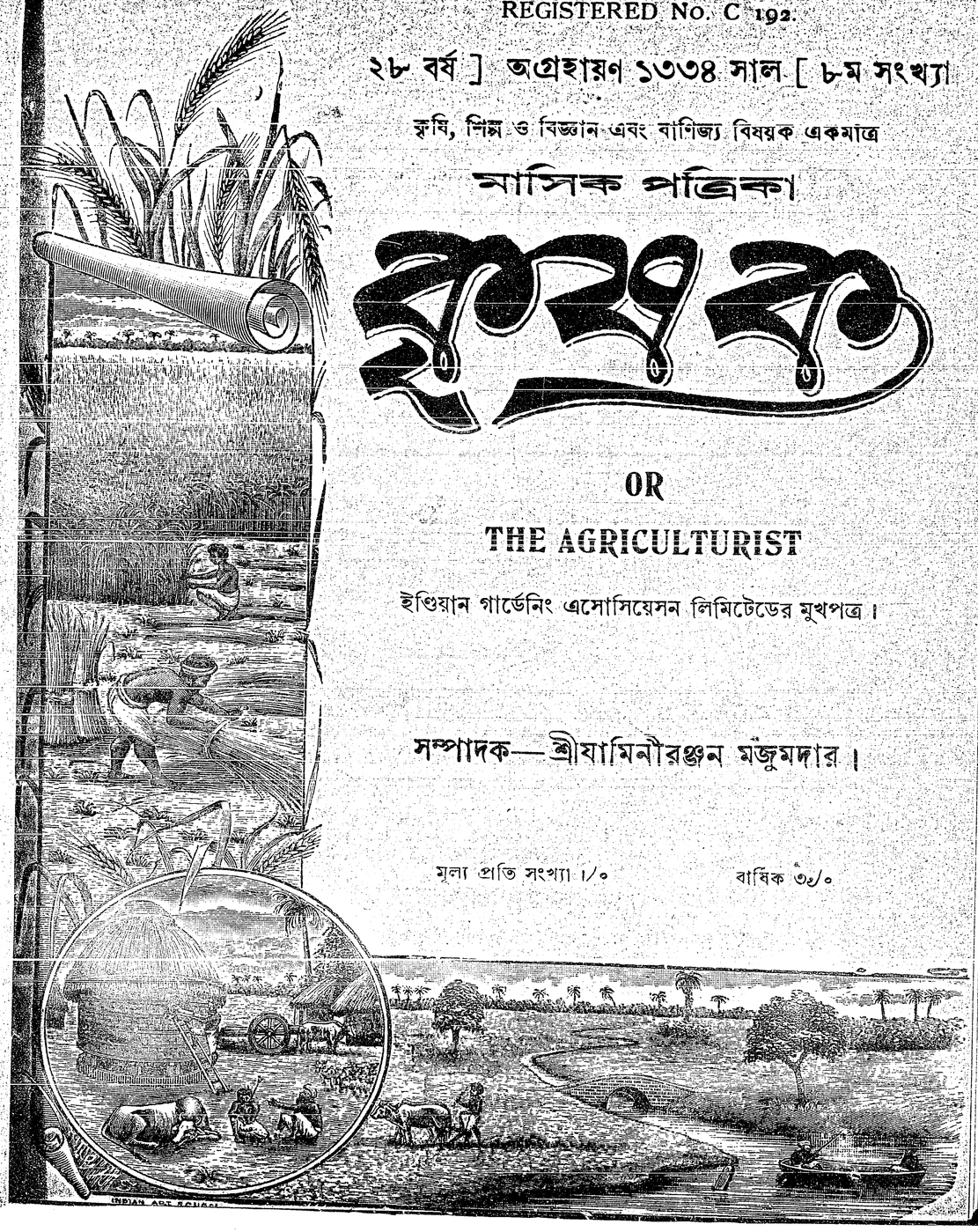

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

আলুর সময় আগত প্রায়।

দেশী, পাটনাই, গৌহাটী, নাইনিতাল, দারজিলিং মাদ্রাজি প্রভৃতি সকল রকম আলুর বীজ এইখানে পাইবেন।

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ।—সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সান্ত্বনা (কবিতা)	শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	৩০১
২। কৃষি ও শিক্ষা	সম্পাদক	৩০২
৩। কৃষিকথা (কাশ্মিরের কৃষি)	ঐ	৩০৭
৪। পেঁপের চাষ (প্রবন্ধ)	শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	৩১১
৫। তরুণের বাণী (কবিতা)	শ্রীকিশোরীমোহন সরখেল	৩১৫
৬। বাংলার গো মহিষ (প্রবন্ধ)	শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	৩১৫
৭। শীতঋতু বাহার (প্রবন্ধ)	শ্রীগোপালচন্দ্র আঢ্য	৩২০
৮। কৃষাণ (গল্প)	শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল	৩২২
৯। ভারতে চিনির ব্যবসা (প্রবন্ধ)	শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক	৩২৫
১০। বৈচিত্র সংবাদ	...	৩২৯
১১। চা বাগান	...	৩৩২
১২। পত্রাদি	...	৩৩৩
১৩। সমালোচনা	...	৩৩৫
১৪। শাকের চাষ (প্রবন্ধ)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পারাল ...	৩৩৬
১৫। সংগ্রহ	...	৩৩৮
১৬। বাগানে মাসিক কার্য্য (পৌষমাস)	...	৩৪

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ।১০ টিউব মাট সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

পাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান— বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথ

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০

উত্তরবঙ্গের একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—ডাক্তার শ্রীশিশিরকুমার চৌধুরী এম-বি (হোমিও)

পত্রিকাখানি বৈশাখ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাবতীয় সংবাদ ও শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথদিগের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরই আদরের বস্তু সন্দেহ নাই। অদ্য গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—হোমিওপ্যাথ, জলপাইগুড়ি।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ!

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ	,,	৵০
ইক্ষু চাষ		।০
কৃষি কথা		৵০
পান চাষ		৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শ পতিব্রতা শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১৷০ বাঁধাই ১৷৷০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বানুসাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।৷০

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও অশ্চর্য্য সস্তা। ৵০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৵০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷৷/০ এক টাকা নয় আনা

পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৵০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	৷৷৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৷/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্ত বর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	৷৷/০ নয় আনা।

লোম সংহার।



আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশে উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রক পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহ ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অ অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যা গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পা বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অ ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভ কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৷০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য অ অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, নগদে সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্বস্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য-জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔষধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীটল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বহুল প্রশংসিত।

মেদিনীপুর-হিতৈষি সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ **শ্রীকৃষ্ণ** (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জল্য—সহজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইতেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না! যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৷৷৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিণী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ।০ আনা।

আত্মিক জগৎ—মেস্‌মেরিজম ও হিপনোটিজম শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি ফল, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা ফাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী অফিস, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এস সম্পাদিত।

ভগ্নশ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

বিজ্ঞাপন।

শিশুমঙ্গল ও প্রসূতি কল্যাণ

রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের ভূমিকা সহ

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহঃ সম্পাদক ও প্রবীণ কর্ম্মী ডাঃ নিশিকান্ত বসু প্রণীত বহু সংবাদপত্রে প্রশংশিত। সন্তান পালন ও প্রসূতি পরিচর্য্যা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য ॥০ আনা উপহারের জন্য বাঁধাই ॥৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান,
৭০নং আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG "দৈববল" No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।
দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলি।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার।

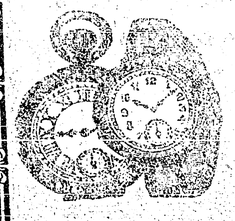

১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ।৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৵০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স
৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বহু পরীক্ষিত মূল্য ১ শি শ।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।
(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুস্তকাবলী।

জ্বর	মূল্য	১৲
স্বাস্থ্য	„	৸০
খাদ্য ও স্বাস্থ্য	„	৸০
সংক্রামক রোগ	„	৸০

প্রাপ্তিস্থান;—কৃষক অফিস
১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান
১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

সাম্পদিকা শ্রীমতি লতিকা বসু বি, লিট (অক্সন)
নারী জাতি কল্যাণমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ট সচিত্র মাসিক পত্রিকা
প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার পাঠ্য।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। কন্যা, বধূ, গৃহিনী সকলের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সকলপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষালয়ের জন্য অনুমোদিত এবং সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ভিঃ পিতে ২৷৵০ টাকা। গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার বঙ্গলক্ষ্মী

কবিরাজ শ্রীসরোজ মোহন সেন কবিভূষণ, বি,এ,

বৈদ্যশাস্ত্রী

ঔষধালয় ও চতুষ্পাঠী ১৭।১ হালসী বাগান রোড, কলিকাতা।

মকরধ্বজ

সর্দ্দি গা বেদনায়—আদার রস মধু।

মাথা ধরায়—পানের রস মধু।

পেটের অসুখে—চাউল ধোয়ার জল নেবুর রস ও চিনি।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে গাঢ় ভিজান জল, কাবাব চিনির গুড়া ও ইক্ষু চিনি।

ঘুম না হইলে বড় এলাচির গুড়া ও মধু।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে মাখম ও মিছরি সহ।

মূল্য প্রতি তোলা—৪৲ টাকা।

দ্রাক্ষারিষ্ট

শ্বাস, কাস, উদরাময়, ও দৌর্ব্বল্যে ব্যবহার্য্য মূল্য—বড় বোতল (২৪ দিনের) ৩৲ টাকা

অশোকারিষ্ট

যাবতীয় স্ত্রী রোগের মহৌষধ

মূল্য—বড় বোতল [২৫ দিনের] ৩৲

মদনানন্দ মোদক

ধ্বজভঙ্গে, ডিসপেপসিয়ায় ব্যবহার্য্য

মধ্যমনারায়ণ তৈল

বায়ুরোগের মহৌষধ

মূল্য প্রতি সের ৮৲ টাকা

এবং অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রীয় ঔষধ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

জানলা, দরজা, কড়ি বরগা ইত্যাদি "ইংলিশ মার্কা সেগুন সর্ব্বোশ্রেষ্ঠ" সেই ইংলিস মার্কা কাঠে প্রস্তুত জানলা দরজা ও সর্ব্ব-প্রকার সাইজ কাঠ বিক্রয় করিয়া রাজা, জমিদার, ডিঃ বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির নিকট বহু প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত শাল, সেগুন, জারুল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কাষ্ট বিক্রেতা

ডি, এন, মজুমদার।

৪নং নিমতলা ষ্ট্রীট।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

এই দারুণ শীতে যদি আপনি

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আপনার গাত্রচর্ম্ম বেশ মসৃণ থাকিবে, এবং ইহার মধুর গন্ধ ও আপনাকে আনন্দিত করিবে অদ্য এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (লেবুতলা—ঈশ্বরভবন)

কলিকাতা।

মুকুল

২৮ খণ্ড { অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল। } ৮ম সংখ্যা

সান্ত্বনা!

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

উদাস অন্তরে হাহাকার ক'রে
কেনরে ফেলিস্ নয়ন-লোর ;
কর্ম্ম-জগতে এখনো যে অনেক
পড়িয়া র'য়েছে করম তোর।
কি এক কাজেতে ভেঙ্গে গেছে বুক
তাই ব'লে কি ওরে ও অলস,
জড়ের মত থাকিয়া জগতে
কাটাবি কি সব রজনী দিবস ?
জাগ্—ওরে জাগ্, ফেলে দেরে মুছে
অতীতের স্মৃতি গিয়াছে যাহা ;
সে স্মৃতি স্মরিয়া অবসাদ প্রাণে
চলিবে না শুধু করিলে হা—হা।
ঐ যে ও'দিকে কৃষিকুল আজ
মরণের পথে যেতেছে ছুটিয়া,
কে আর তা'দের ফিরাবে পুনঃ
র'বি যদি তোরা অলসে মজিয়া ?
তাই বলি আজ সুদৃঢ় করিয়া
বেদনা-হত ব্যথিত পরাণ,
যা'রে ছুটিয়া করম-সমরে
গাহিবারে আবার বিজয় গান।

JOTINDRO NATH DUTTA
MANABHUMI OFFICE

কৃষি ও শিক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[গত শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের কৃষি ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার এইবার শেষ হইল। কৃষি ও শিক্ষা সম্বন্ধে ইনি যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে সময়োপযোগী হইয়াছে সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই। আশা করি সহৃদয় দেশবাসীগণের ঐ বিষয়ে সত্বর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। দেশে কৃষির পুনঃ প্রচলন ভদ্র এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হইলে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। ভগবান সত্বর সেই শুভ দিন আনয়ন করুণ এই আমাদের প্রার্থনা রহিল।]

উপরে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছি তদনুসারে একটী আদর্শ কৃষিবিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রয়োজন হইবে যথা, ৫০৲ বিঘা জমি (একবন্দে) চারিটী হালের গরু, চাষবাসের দ্রব্যাদি, শিল্পযন্ত্রাদি, পাঠ্যপুস্তকাদি, অন্ততঃ দশটী গাভী, একটী উৎকৃষ্ট ষাঁড়, ছাগল, হাঁস, মোরগ, মুরগী ইত্যাদি। একটী পুষ্করিণী, পানীয় জলের জন্য একটী "টিউবওয়েল" (Tube well) একটী প্রশস্ত পাঠ গৃহ, পাঁচটী শিল্পশাসন, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রও শিক্ষকদিগের জন্য দুটী পাকশালা, গোয়ালঘর, গোলাঘর ও ছাগলাদির জন্য পৃথক খোঁয়াড় থাকিবে। প্রধান পাঠগৃহের সম্মুখে প্রশস্ত উঠান রাখিয়া নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় ফল মূলের গাছ লাগাইয়া বিদ্যালয়টী এরূপভাবে সুসজ্জিত করিতে হইবে যেন বনদেবীর নির্জ্জন অথচ মনোহর মন্দিরটী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গৃহগুলি রাজপ্রাসাদ না করিয়া, প্রচুর অর্থ ব্যয়ে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমাবেশে অনর্থক শোভাবর্দ্ধনের ব্যবস্থা না করিয়া, নিরীহ কৃষকের সরল শান্তিময় কুটিরখানি নির্ম্মাণ করিতে হইবে; বৃথা জাঁকজমকের জন্য অর্থ ব্যয় হইবে না, ছাত্রেরা বিলাসিতার লেশমাত্র দেখিতে পাইবে না। মোটাভাত, মোটা কাপড় দিয়া সুদৃঢ় দেহে উদার প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এখন সদাশয় দেশভক্তদিগের প্রতি আমার অনুরোধ প্রজার মঙ্গলের জন্য এবিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহর হইতে দূরে অথচ কোন রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে কৃষকপল্লীর মধ্যে ৫০৲ বিঘা জমি ও উপযুক্ত আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করুন। পল্লীতে ২০০০৲ হইতে ৩০০০৲ টাকার মধ্যে ৫০৲ বিঘা জমি চেষ্টা করিলেই

পাওয়া যাইবে। গৃহাদি নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, ও অন্যান্য আসবাব পত্রাদির জন্য আরও ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। নানাবিষয়ে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে কিন্তু যাহারা দেশের স্তম্ভস্বরূপ সেই বাঙ্গালার কৃষকের জন্য একটী কপর্দ্দকও ব্যয় হইতেছে না। প্রতি মহকুমায় একটী করিয়া আদর্শ কৃষিবিদ্যালয়ের প্রয়োজন; অন্ততঃ প্রতি জেলায় একটি করিয়াও পরীক্ষা করিয়া-দেখা উচিত। একটী জেলার জন্য এই ৮০০০৲ আট হাজার টাকা সংগ্রহ করুন অন্যান্য আয় ব্যয়ের পথ ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম হইতে ৫ম মান পর্য্যন্ত যেরূপ শিক্ষাকার্য্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ ১৪ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষকদিগের যোগ্যতা, কার্য্য ও বেতন নিম্নলিখিত তালিকাভুক্ত করা হইল।

নং	শিক্ষক	কার্য্যকাল	কার্য্য	মাসিক বেতন
১	প্রধান কৃষি শিক্ষক	প্রাতে ৬—৯	ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের	
	আমেরিকা বা হল্যাণ্ডের		পরিদর্শন	
	কৃষিপ্রণালী অভিজ্ঞ	মধ্যাহ্নে ১২॥—১॥	চরখা	
		বৈকালে ২—৫	বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান	
		সন্ধ্যা ৭—১০	৪র্থ ও ৫ম মানে বক্তৃতা দেওয়া	১০০৲
১	সহকারী কৃষি শিক্ষক	প্রাতে ৬—৯	হল চালনা ইত্যাদি চাষবাস	
	শিক্ষিত ও স্থানীয়	১২॥—১॥	চরখাকাটা	
	কৃষি কার্য্যে অভিজ্ঞ			
		বৈকালে ২—৪	কোন হস্ত শিল্প	
		সন্ধ্যা ৫—৭॥	গবাদি পশুর তত্ত্বাবধান	
			জাব দেওয়া ইত্যাদি।	২০৲
২	প্রাথমিক শিক্ষক	প্রাতে		
১	জন হিন্দু ও	৬—৯ ও	১ম ও দ্বিতীয় মানে	
১	জন মুসলমান	বৈকালে ১—৪	যাবতীয় শিক্ষা	
		সন্ধ্যা ৮—১১	রন্ধনকার্য্য ও পরিবেশন ২০৲ হিঃ	৪০৲
২	ব্যায়াম শিক্ষক	প্রাতে ৮—১১	রন্ধনকার্য্য ও পরিবেশনাদি	
১	জন হিন্দু ও	বৈকালে ১—৪	শিল্প কার্য্য	
১	জন মুসলমান			
		সন্ধ্যা ৭—১০	বিদ্যালয়ের যাবতীয়	
			হিসাব রক্ষণ ২০৲ হিঃ	৪০৲

নং	শিক্ষক	সময়	কার্য্য	মাসিক বেতন
৪	সাধারণ শিক্ষক	প্রাতে ৬—৯	২য় ও ৩য় মানের (i)	৩৫৲
	(i) ১ জন মোক্তারশিপ পাস বা ফেল মধ্যাহ্নে		শিক্ষকতা (ii)	৩০৲
	(ii) ১ জন হিন্দি অভিজ্ঞ ১২॥—৪॥		চরখা, হস্তশিল্প ও (iii)	৩৫৲
	(iii) ১ জন কবিরাজ		চিকিৎসা ইত্যাদি (iv)	৩৫৲
	(iv) ১ জন হোমিও ডাক্তার অন্ততঃ আই, এ বা এণ্টান্স পাশ হইবেন	৭—১০	৪র্থ ও ৫ম মানের শিক্ষকতা	
৪	শিল্পশিক্ষক			

(i) তন্তুবায়, (ii) দর্জ্জি (iii) সূত্রধর, (iv) কর্ম্মকার ইহারা অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৪ পর্য্যন্ত নিজ নিজ বিভাগে শিক্ষা দিবেন। অন্য সময় নিজেই ২।১ জন দক্ষ ছাত্রের সাহায্যে স্ব স্ব কার্য্য করিবেন। বিদ্যালয় ইহাদের কার্য্যের ব্যবস্থা, গঠিত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। ৩৫৲ হিঃ ১৪০৲

৪র্থ ও ৫ম মানের প্রতি বার্ষিক শ্রেণীতে অনুমান ১২ জন করিয়া মোট ৬০ জন ছাত্র ও ১৪ জন শিক্ষকের মাসিক খোরাকী ৭৷৷০ হিসাবে ৫৫৫৲

অথবা বার্ষিক ব্যয়— ১২৩৬০৲

আয়—ছাত্রের মাহিনা।

মান	আনুমানিক ছাত্র সংখ্যা	মাসিক বেতন	মাসিক মোট	বাৎসরিক মোট
১ম বর্ষ	২৫	৷৷০	৬৲০	৭৫৲
২য় বর্ষ	২০	৷৷০	১০৲	১২০৲
২য় মান				
১ম বর্ষ	১৬	৸০	১২৲	১৪৪৲
২য় বর্ষ	১৬	৸০	১২৲	১৪৪৲
৩য় মান				
১ম বর্ষ	১৫	১৲	১৫৲	১৮০৲
২য় বর্ষ	১৬	১৲	১৫৲	১৮০৲

৪র্থ মানের ১ম বর্ষের প্রতি ছাত্রের এককালীন ১৫৲ করিয়া আনুমাণিক ১২ জন ছাত্রের ভর্ত্তি ফি ... ... ১৮০৲

১০২৩৲

সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করিলে ৬০ জন ছাত্র এবং ১০ জন শিক্ষক চরখা কাটিয়া ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যাদিতে দৈনিক ।০ চারি আনা করিয়া অনায়াসেই উপার্জ্জন করিতে পারেন। এই হিসাবে অন্ততঃ মাসিক ৭৲ করিয়া ৭০ জনের বার্ষিক উপার্জ্জন ... ... ৫৮৮০৲

চাষের উৎকর্ষ সাধন হইলে, ও উৎপন্ন দ্রব্য যথা সময়ে প্রকৃত বাজার দরে বিক্রয় করিলে প্রতি বিঘায় ১০০৲ টাকার ফসল অনায়াসেই পাওয়া যায়। সেই হিসাবে পুষ্করিণী ও ঘর বাড়ীর জন্য ৫/০ বিঘা জমি বাদে ৪৫/০ বিঘা জমির বার্ষিক আয় ... ... ৪৫০০৲

৪ জন শিল্প শিক্ষকের ২।১ জন ছাত্র সাহায্যে দৈনিক আয় অনায়াসেই ১৷৷০ হইতে ২৲ টাকা হইতে পারে। তন্মধ্যে ছাত্রের অংশ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষকের আয় ১।০ করিয়া দৈনিক ধরিলেও ৪ জনের বার্ষিক আয় ... ১৮০০৲

একুন ১৩২০৩৲

ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে আন্তরিক চেষ্টা করিলেই কৃষি বিদ্যালয় নিজের অভাব নিজেই পূরণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া যখন সকল বিদ্যালয়ই গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া থাকে তখন কৃষি বিদ্যালয়ও কিছু দাবী করিতে পারে। উপরিলিখিত উপার্জ্জন ভিন্ন সার বিক্রয় কৃষকদিগের মধ্যে বিতরিত অর্থের সুদ, বিবাহাদি কার্য্যে দান, শালিসী আদালতের জরিমানা, দুগ্ধ ও ছাগাদি বিক্রয়ের আয় থাকিবে। ক্রমে শিল্পবিভাগ যত উন্নতি লাভ করিবে, কৃষি বিভাগে যত উন্নত পদ্ধতি প্রকাশিত হইবে ততই বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি পাইবে। তখন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রয়োজন থাকিবে না, অধিকন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য খরচের টাকাও উসল হইতে পারে। তবে উপস্থিত যদি একেবারে এত অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে আমার অভিমত একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ক্রমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষি ও বিভিন্ন শিল্প বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ৪র্থ ও পঞ্চম মান আরম্ভ করা যাইতে পারে।

স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে, "বাঙ্গলার কৃষক" বলিতে হিন্দুমুসলমান সকলকেই তুল্যরূপে লক্ষ্য করিয়াছি, এবং কৃষিবিদ্যালয় যে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গলার কৃষকের সংশিক্ষার কেন্দ্র হইবে ইহাই আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য। যাহারা বাঙ্গলায় শিক্ষার বহুল প্রচলন, বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে একতা এবং উন্নত জাতীয় জীবন গঠন করিতে অভিলাষী তাহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন এইরূপ পন্থা অবলম্বন ভিন্ন উপায় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আংশিক অপ্রয়োজনীয় ও অসম্পূর্ণ

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। উপস্থিত শিক্ষায় আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সুসম্পন্ন হয় না। ছাত্র বিদ্যালয় হইতে বাহিরে আসিয়া একটি নূতন জগৎ দেখে এবং তাহার স্থান সে জগতের কোন্ প্রান্তে তাহা সন্ধান করিতে পারে না। সমাজ, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য কি ব্যবহারিক রীতিনীতি ইত্যাদি কোন বিষয়ে তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। সুতরাং শিক্ষার প্রহসন পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ শিক্ষার অবতারণা করাই মঙ্গল।

আজকাল প্রথমিক (Primary) শিক্ষার বহুল প্রচলন জন্য দেশের মধ্যে আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়াই অনেকের ইচ্ছা। কিন্তু অত্র প্রবন্ধে "বাঙ্গালার কৃষি-বিদ্যালয়ে" ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্রশিশুর ভরণ পোষণ ও শিক্ষার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া পিতামাতার পক্ষে বড়ই অসম্মানজনক যিনি এরূপ একটি ক্ষুদ্র শিশুর ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম তিনি জনক নামের অযোগ্য। অন্য পক্ষে যদি ১১ বৎসরেই নিজের পুত্র স্বাবলম্বী হইবে—আর তাহার কোন ভার গ্রহণ করিতে হইবে না—এরূপ নিশ্চিত আশা থাকে, তাহা হইলে পিতামাতা আগ্রহের সহিত প্রাথমিক শিক্ষার স্বল্পব্যয় সরবরাহ করিতে পারেন। আজকালকার শিক্ষায় ভবিষ্যৎ অন্ধকার, শিক্ষান্তে ছাত্রের গতি কি হইবে তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই, অথচ বহু ব্যয়সাধ্য। এজন্য সাধারণ লোকে পুত্রকে শিক্ষার পথে প্রেরণ করিতে প্রধানতঃই অনিচ্ছুক। আর একটী কথা, যাহারা মধ্যশ্রেণীর (Middle Class) বেকার সমস্যার সমাধান ও দুর্দ্দশা মোচন করিতে চাহেন, তাহারাও দেখিবেন, এইরূপ শিক্ষার প্রচলনই মঙ্গলকর। কারণ কেরাণীগিরির জন্য আজকাল চতুর্দ্দিক হইতে আবেদন আসিতেছে এবং বঙ্গদেশের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশের উপর কৃষিজীবী। কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক চাকুরীর দুয়ার পরিত্যাগ করিবে সুতরাং বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব হইয়াছে বাঙ্গালার কৃষকের সর্ব্ব দিক আলোচনা করিয়াছি এবং যথাসাধ্য উপায় নির্দ্ধারণও করিয়াছি। এখন যদি দেশের ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তবেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। বঙ্গবাসী মনে রাখিবেন বাঙ্গালার কৃষক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভ। আজ ইন্দ্রপ্রস্থের বিরাট সৌধ কি অনাদরেই ভূমিসাৎ হইবে?

কৃষি কথা।

কাশ্মীরের কৃষি।

কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেকের অতিরঞ্জিত ধারণা রহিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে ভূস্বর্গ বলিয়া থাকেন। কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক শোভায় কাশ্মীরের কতকগুলি স্থান জগতে অদ্বিতীয়। কিন্তু কতিপয় ইংরাজ গ্রন্থকারের পুস্তকে কাশ্মীর দেশের যে সমুদয় চিত্রিত বর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত কাশ্মীরে তাহাদের অধিকাংশেরই তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সমুদয় চিত্র যে কতকটা কল্পনাসম্ভূত তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত কাশ্মীর দৃশ্যে একটা সঙ্কীর্ণতার ভাব নাই; গাছ ঘর অথবা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সজ্জিত গাছপালার মত একটা কৃত্রিম পারিপাট্য নাই ইহা—বিশাল, বিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী, অপরাপর সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় ইহাতে নগ্নতার চিহ্ন নাই; এখানে প্রকৃতি দেবী নানাবর্ণে বিভূষিত।

যাহা হউক এক্ষণে কাশ্মীর দেশের বিবরণ সংক্ষেপতঃ আলোচনা করা যাউক। কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত প্রদান করা এখানে অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কাশ্মীর অনেক বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে। হিন্দুর পর মুসলমান, মুসলমানের পর শিখ এবং শিখের পর ইংরাজ কাশ্মীর অধিকার করিয়াছে। কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজা ডোগরা বংশীয়। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা গোপাল সিংহ প্রায় দেড় কোটী টাকা মূল্যে ইংরাজের নিকট হইতে কাশ্মীর কিনিয়া লন। পুরাতন হিন্দু রাজ্যের চিহ্ন স্বরূপ এখনও মার্ত্তণ্ডের বিশাল মন্দির, রামপুরের মন্দির ও আরও কয়েকটি ছোট খাট মন্দির কঙ্কাল সার হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাণ্ডবদিগের নামের সহিত কাশ্মীরের অনেক স্থানের নাম ঘন সংশ্লিষ্ট। ইহার মূলে যাহাই থাকুক, ইহা স্থির নিশ্চয় যে পুরাতন কাশ্মীর পাণ্ডুপুত্রগণের পরাক্রম ও শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় অনবগত ছিল না।

কাশ্মীর প্রবেশ করিবার দুইটি রাস্তা আছে—তাহার মধ্যে মোগল সম্রাটগিগের রাস্তা একটি। ইহা কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়া পীরপঞ্জল পাহাড় অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরকে পঞ্জাবের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই রাস্তা এখন অল্প লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনেক স্থানে ইহা দুরারোহ। অপর রাস্তাটি রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ইহা ১৮ ফুট বিস্তৃত

এবং ইহাতে দুইটি টোঙ্গা, অর্থাৎ দ্বি-অশ্ব পরিচালিত বিশেষ প্রকারের যান চলিতে পারে। রাওয়ালপিণ্ডি যে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলের একটি সুবৃহৎ ষ্টেসন তাহা অনেকেই জানেন। সাধারণ লোকে ইহাকে পিণ্ডি বলিয়া থাকে। কাশ্মীর যাইতে হইলে প্রথমতঃ পিণ্ডি হইতে ৩৯ মাইল ব্যবধানে মরী পাহাড়ে যাইতে হয় এবং পুনরায় মরী হইতে (২০ মাইল দূরে) কোহালা নামক স্থানে ইংরাজ রাজ্য ছাড়িয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে হয়। কোহালা একটী নদী তীরবর্ত্তী স্থান, এখানে যে লৌহ সেতু আছে তাহার পর পারেই কাশ্মীর রাজ্য। কোহালা হইতে শ্রীনগর ১৩২ মাইল। ইহার মধ্যে ৯৭ মাইল রাস্তা (অর্থাৎ কোহালা হইতে বারমূলা) ঝিলম (পুরাতন চিতস্তা) নদীর পার্শ্বদেশ দিয়া গিয়াছে। বাকি ৩৫ মাইল রাস্তা অনেকটা সমতল ভূমির উপর দিয়া ও জনপদের মধ্য দিয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঝিলমই কাশ্মীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নদী। ইহা কাশ্মীরের দক্ষিণে ভেরীনাগ নামক পার্ব্বত্য অঞ্চলের ঝরণা সমূহের ক্রোড়ে জন্ম লাভ করিয়া কাশ্মীর, সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে ১২২ মাইল অর্থাৎ ভেরীনাগ হইতে বারমূলার নিম্নে কিয়দ্দূর কিচ্ছমা নামক একটী স্থান পর্য্যন্ত ঝিলম বাহনোপযোগী। তাহার পরেই ইহার বারি রাশি উন্নতাবনত শৈলরাজির ক্রোড় অতিক্রম করিয়া ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান হইতে কোন প্রকার জল যান চলা অসম্ভব। কিচ্ছমা হইতে অনতিদূরে মোহরা নামক স্থানে এই উদ্দাম জল প্রবাহ হইতে তড়িৎ শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে ও তড়িৎও সংগৃহীত হইতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত রাজপ্রাসাদ আলোকিত করা ব্যতীত এই তাড়িৎ শক্তি কোন কল কারখানায় নিয়োগ করা হয় নাই।

কাশ্মীরের চারিদিকেই বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী। উত্তরে নাঙ্গা পর্ব্বত ২৬১৮২ ফুট উচ্চ, দক্ষিণে গোয়াম্‌ব্রারী (১৭৮০০ ফুঃ) ও অনন্ত নাথ (১৭২২১ ফুঃ); শেষোক্তটী একটী বিখ্যাত তীর্থ। পূর্ব্বদিকে হরমুখ পর্ব্বত (১৬৯০৩ ফুঃ) ও পশ্চিম দিকে পঞ্চনদ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পর্ব্বতমালা যাহাকে প্রকৃত কাশ্মীর অথবা কাশ্মীর উপত্যকা বলে, তাহা প্রায় ৪৮ মাইল লম্বা ও ২০—২৫ মাইল চওড়া। সমস্ত কাশ্মীরের বর্গফল ৮০৯০০ বর্গ মাইল। উত্তর হইতে দক্ষিণে ৩১০ মাইল এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ৪০০ মাইল। জবু, কাশ্মীর ও কয়েকটি সীমান্ত জেলা লইয়া কাশ্মীর রাজ্য। ইহাদের বর্গ ফল যথাক্রমে ৫২২৩, ৭১২২ ও ৪৪৩ বর্গ মাইল হইবে। তিনটি সমান্তরাল পর্ব্বতমালা কাশ্মীর দেশের উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সর্ব্ব উত্তরে কারাকোরাম পাহাড়; কারাকোরাম পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ—মাউণ্ট গডউইন্ অষ্টেন। ইহাই পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। কারাকোরামের নিম্নে দুইটী সমান্তরাল পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর পশ্চিমে ধাবিত হইয়াছে। এইগুলি হিমালয়ের অংশ।

সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশেই দেশের বর্গফলের অনুপাতে প্রকৃত পক্ষে চাষের জমি

অনেক কম। কাশ্মীরেও তদ্রূপ। ঝিলমের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী অনুন্নত তটে পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া স্তরে স্তরে জমি প্রস্তুত করা হয়। তাহাতেই চাষ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সিন্ধু ও গঙ্গার অন্তঃবর্ত্তী বিশাল সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হইলেই এই প্রকার স্তর চাষ (Terrace cultivators) অচিরেই নয়ন পথে পতিত হয়। পঞ্চনদের বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সমূহের পৃষ্ঠ ওয়াজিরাবাদ ষ্টেসন ছাড়াইলেই ঈষৎ আন্দোলিত বলিয়া বোধ হয়। রাওয়ালপিণ্ডির ২।৪ ষ্টেশন পূর্ব্ব হইতেই ভূপৃষ্ঠের এই আন্দোলন বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতেই ভূপৃষ্ঠ অসমতল আরম্ভ হইয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়াইয়া মরী পাহাড়ে যাইতে যাইতে কতকগুলি সুবিস্তৃত ময়দান দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি সমতল নহে। মরী পাহাড়ে পৌছিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই স্তর চাষ নয়ন গোচর হয়। টঙ্গা রাস্তার দিকে ঝিলমের তীরে এইরূপ চাষ অপেক্ষাকৃত অল্প, অন্য তটেই অধিক। এই সমুদয় স্থানের গৃহগুলির একটুকু বিশেষত্ব আছে। গৃহগুলি স্তর গাত্রেই নির্ম্মিত। দেওয়াল কাষ্ঠের, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা, অথবা মৃত্তিকা এবং টুকরা পাথরের তৈয়ারী। দরজা প্রভৃতি স্তরের উন্মুক্ত দিকে অবস্থিত এবং পশ্চাতের দেওয়াল একেবারে পর্ব্বত গাত্রে সংলগ্ন। ছাতের উপর মাটি ফেলিয়া পিটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার উপরবর্ত্তী স্তরের সহিত সমক্ষেত্রে অবস্থিত। প্রধানতঃ ইহার কারণ এই যে, বৃষ্টির জল উপরবর্ত্তী স্তর হইতে নামিয়া আসিয়া ঘরের প্রাচীরে আঘাত করিতে পারে না। ছাত বহিয়া ঘরের সম্মুখে পড়িয়া নিম্নবর্ত্তী স্তরে চলিয়া যায়। গৃহগুলি প্রায়ই অত্যন্ত নিম্ন এবং জানালার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এইরূপ তৈয়ারী করার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, দারুণ শীতের সময় তুষার-কণা-বাহী প্রচণ্ড বাতাস ঘরের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হইয়া পুরবাসীগণকে আকুলিত করিয়া তুলিতে পারে না। অবশ্য এই প্রকারের গৃহ মফঃস্বলেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহরের মধ্যে গৃহ অন্যভাবে প্রস্তুত।

কোহালা ছাড়াইয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলে প্রথমতঃ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বড় বেশী চাষ আবাদ রাস্তার ধারে দৃষ্ট হয় না। দোমেল পর্য্যন্ত প্রায় এরূপ। দোমেলেই কৃষ্ণাঙ্গ আসিয়া ঝিলমের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দোমেলের পর হইতে ক্রমশঃ চাষ আবাদ বেশী হইয়াছে এবং সেখানে টঙ্গা রাস্তা নদী তট হইতে নামিয়া গিয়াছে, সেইখানেই প্রায় ধান, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোহালা হইতে বারমূলা পর্য্যন্ত টঙ্গা রাস্তা ঝিলমের তট দিয়া গিয়াছে। রাস্তার এক দিকে গগনস্পর্শী হিমালয়ের পর্ব্বতরাজি; অন্য দিকে ২০০ হইতে ৫০০।৬০০ ফুট নিম্নে ঝিলম নদী বিষম বেগে প্রবাহিত হইতেছে। অনভ্যস্ত পথিকের অনেক স্থানে ইহা দেখিয়া হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এই সমুদয় স্থানের স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপ নহে যে, অধিক চাষবাষ হইতে পারে। কিন্তু বারমূলা হইতে টঙ্গা রাস্তা উপত্যকা

অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ঐ স্থানে রাস্তার উভয় পার্শ্বে ধান, মকাই, লঙ্কা মোরগফুল প্রভৃতির চাষ পথিকের নয়নগোচর হইয়া থাকে। যাঁহারা সখের জন্য কাশ্মীর পর্য্যটন করিতে যান তাঁহারা ইহার অধিক কাশ্মীরের কৃষি দেখিতে পান না। তবে গুলমার্গ নামক পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যাবাসে গমন করিলে ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক চাষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদিগকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কাশ্মীর যাইতে হইয়াছিল। এই কার্য্য জঙ্গল-সংক্রান্ত। সুতরাং নিকটবর্ত্তী টঙ্গা রাস্তা হইতে অধিকাংশ সময়েই ৫০।৬০ মাইল দূরে এবং সময়ে সময়ে এমন কি দেড়শত দুইশত মাইল দূরেও যাইতে হইত। সুতরাং কাশ্মীর বাসীগণের কৃষিপ্রণালী দেখিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছিল। উপত্যকার মধ্যে অনেক স্থানেই সামান্য আন্দোলিত ক্ষেত্র আছে। অপরাপর ক্ষেত্রগুলি পর্ব্বত হইতে দূরে কিংবা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। শেষোক্ত প্রকারের ক্ষেত্রকে খাড়ওয়া বলে। সমতল ক্ষেত্রের ও খাড়ওয়ার মৃত্তিকার মধ্যে গঠনপ্রণালীর তফাৎ আছে। পর্ব্বত হইতে দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রের জমি অপেক্ষা খাড়ওয়ার জমি সময় সময় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। খাড়ওয়ার জমির গঠন অনেকটা আল্‌গা; সমতলের জমি অপেক্ষা কঠিন। ইহাদিগকে যথাক্রমে বেলে দোঁয়াশ ও কাদা দোঁয়াশ বলিতে পারা যায়। আমরা বিশ্লেষণ দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে কতিপয় স্থানের জমি সমধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন যুক্ত। এই সমুদয় প্রায় নিবিড় অরণ্যের নিম্নভাগে অবস্থিত।

[ক্রমশঃ]

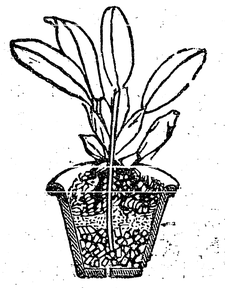

পেঁপের চাষ।

(বিনা দাসত্বে ২০০ টাকা আয়)

(শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য)
[ডিমনেষ্ট্রার হুগলী কলেজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বার্ষিক ব্যয়

মাঘ ও বৈশাখ মাসের লাঙল খরচ	...	৭৲
Cylone বা বোম্বাই পেঁপের বীজ	...	২৷৷০
চারা তুলিয়া বসাইবার খরচ	...	৷৷০
আষাঢ় ও ভাদ্র মাসের নিড়াইবার খরচ	...	১৫৲
কার্ত্তিক মাসের কোপাইবার খরচ	...	৫৲
জমির খাজনা (এক বিঘা)	...	৫৲
৬ গাড়ি গোবর সার ক্রয় ও ছড়ান খরচ	...	২০৲
খইল ২৷৷০ মণ ৪৲ হিসাবে	...	১০৲
চাকর—মাসিক ১৫৲ হিসাবে	...	১৮০৲
মাস টিকিট (মাসিক ৬৲ হিসাবে)	...	৭২৲
চারি ধারে পগার কাটা	...	৯৲
চারিধারে বেড়া দেওয়া (বাঁশ, কাতা, মজুরী)	...	৯৲
	মোট	৩৩০৲

বার্ষিক আয়

পেঁপে কলিকাতায় খুব দরে বিক্রয় হয়। বড় বড় পাকা পেঁপে চারি আনার কমে একটি পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পেঁপে তিন দফায় পাকে। প্রত্যেক দফায় প্রত্যেক গাছ হইতে অন্ততঃ দশটী বড় ও মাঝারি পেঁপে পাওয়া যাইবে। কলিকাতায় মাঝারী পাকা পেঁপের পাইকারী দর হচ্চে ২৷৷০।৩৲ করিয়া কুড়ি। ছোট

পেঁপে ১৷৷০ ও বড় পেঁপে ৪৲ কুড়ি। একটি গাছ হইতে বৎসরে অন্ততঃ ৩০টি পাকা পেঁপে পাওয়া যাইবে। খুব ছোট ছোট পেঁপেগুলি তরকারী খাইবার জন্য সংসারে ব্যবহৃত হইতে পারে। অথবা কলিকাতার বাজারে তরকারী হিসাবে বিক্রয় হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ৮০ হাত×৮০ হাত জমির পরিমাণ এক বিঘা। ৪ হাত অন্তর পেঁপে গাছ বসাইলে এক বিঘা জমিতে ৪০০ পেঁপে গাছ বসিবে। গড়ে ২৷৷০ কুড়ি ধরিলেও একটী গাছ হইতে প্রাপ্ত দেড় কুড়ি পেঁপের দাম ৩৸০। সুতরাং ৩৸০ হিসাবে ৪০০ পেঁপে গাছ হইতে ১৫০০৲ টাকা পাওয়া যাইবে। একটী পেঁপে গাছ ৫।৬ বৎসরে বেশ ফল দেয়। তিন বৎসর অন্তর বড় বড় গাছের মধ্যে মধ্যে একটী করিয়া পেঁপের চারা লাগাইবে। তবেই দেখ—এক বিঘা পেঁপের চাষ হইতে ১৫০০৲ টাকা প্রতি বৎসর পাওয়া যাইতে পারে। এক বিঘার পেঁপের চাষে বাৎসরিক খরচ ৩৩০৲। সুতরাং এক বিঘা পেঁপের চাষ হইতে খরচা বাদে বাৎসরিক খাঁটি আয়= ১৫০০৲—৩৩০৲=১১৭০৲। দুই বিঘা পেঁপের চাষ করিলে খরচা বাদে বাৎসরিক খাটি আয় ২৩৪০৲ হইবে। তবেই দেখ—মাত্র ২ বিঘা জমিতে পেঁপের চাষ করিলে খরচা বাদে মাসে প্রায় ২০০৲ টাকা আয় হইবে।

বেড়া।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে বাগ্‌ভেরাণ্ডা, জিউলি, চিতে, কাঁটামুদি প্রভৃতি পুতিয়া বাগানের বেড়া দেওয়া হয়। ইহাতে বেড়ার উদ্দেশ্য সাধিত হয় বটে, কিন্তু বেড়া হইতে উপসত্ব কিছু পাওয়া যায় না। আমার মতে বেড়া মজবুত করিবার জন্য ১০ হাত অন্তর অন্তর এক একটী সজিনা ডাল ও নাজিনা ডাল পোতা লাভজনক। দুটী সজিনা ডালের মধ্যে একটী করিয়া কাগ্‌জী বা পাতি লেবুর কলম্ বসাইবে। লেবু গাছের পাশে দুই হাত তফাতে বেড়ার লাইনে বেড়ার সঙ্গে এক একটী জবাফুলের গাছ দেওয়া ভাল। মধ্যে মধ্যে শ্বেত করবী ও লাল করবী বেড়ার সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে, বাগানের চারিধারে শ্বেত করবী গাছ থাকিলে বাগানে সাপের উপদ্রব প্রায় হয় না। সজিনা গাছ বেশ লাভজনক। ১০ হাত অন্তর সজ্‌নে গাছ বেড়ার সঙ্গে বসাইলে এক বিঘার চারিধারে প্রায় ৩০টি গাছ বসিবে। ৫ বৎসর পরে এক একটী সজ্‌নে গাছে অন্ততঃ ৮ পণ করিয়া সজ্‌নে ডাঁটা (খাড়া) ফলিবে। ফাল্গুণ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বারাসাত, দমদমা প্রভৃতি কলিকাতার উপকুলে পাঁচ আনা করিয়া সজ্‌নে ডাঁটার পণ বিক্রয় হয়। সুতরাং ৮ পণ সজ্‌নে ডাঁটার দাম=২৷৷০ টাকা। একটি গাছ হইতে ২৷৷০ পাওয়া গেলে ৩০টি গাছ হইতে ৭৫৲ টাকা পাওয়া যাইবে। কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিলে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ হইবে। পাঁচ বৎসর পরে এক একটী লেবু গাছ হইতে অন্ততঃ ২০০ লেবু পাওয়া যাইবে। ছয় আনা করিয়া লেবুর 'শ' (১০০)

ধরিলেও একটি গাছ হইতে বার আনা পাওয়া যাইবে। এক বিঘা জমির চারিধারে যদি ৩০টা লেবু গাছ থাকে, তবে উহা হইতে ২২৷৷০ টাকা পাওয়া যাইবে। জবাফুল প্রায় বারমাসই ফোটে, বিশেষ একমুখী জবা। পঞ্চমুখী জবা অপেক্ষা একমুখী জবা প্রচুর পরিমাণে ফোটে। যদি এক বিঘা জমির বেড়ায় ৫০টি জবা গাছ থাকে, এবং গড়ে প্রত্যেক গাছে দৈনিক যদি ৪টি করিয়াও ফুল ফোটে, তাহা হইলে দৈনিক ২০০ ফুল পাওয়া যাইবে। চারি আনা করিয়া জবাফুলের 'শ' ধরিলেও ২০০ জবা ফুলের দাম আট আনা; সুতরাং জবাফুল হইতে মাসিক আয় ১৫৲ এবং বাৎসরিক আয় ১৮০৲ টাকা। ইহা ছাড়া করবী ফুল আছে। ফুলের আয় হইতেই চাকরের মাহিনা উঠিয়া যায়। বৌবাজারে ফুল ব্যবসায়ীদিগকে বা কালীঘাটে ফুল ব্যবসায়ীদিগকে ফুলের যোগান দেওয়া চলিতে পারে। কালীঘাটে সময়ে সময়ে একটা জবাফুল দুই পয়সায় কিনিতে বাধ্য হইয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে বেড়া হইতে বৎসরে (৭৫৲+ ২২৷৷০+১৮০৲)=২৭৭৷৷০ পাওয়া যাইতে পারে।

শত্রু।

পেঁপে গাছের প্রধান শত্রু হনুমান। যেখানে হনুমানের উপদ্রব আছে, সেখানে পেঁপের চাষ না করাই ভাল। ইহার অপর শত্রু গরু ও ছাগল; বিশেষ চারা যখন ছোট থাকে। ফাল্গুণ মাস হইতে বৈশাখের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত গরু বাছুর ছাগল মহিষ ছাড়িয়া দিবার প্রথা এখনও পল্লীগ্রামে চলিত আছে। ঐ সময়ে ধান, কড়াই মুগুর প্রভৃতি রবিশষ্য কিছুই না থাকা দরুণ চাষীরা গরু ছাগল ছাড়িয়া দেয়। তাহারা অবাধে চারিদিকে চরিয়া বেড়ায়। ইহাতে গরু ছাগলের স্বাস্থ্য ভাল হয় বটে; কিন্তু বাগ্‌বাগিচার বড় ক্ষতি হয়। বেড়া ভাঙ্গিয়া, পগার ডিঙাইয়া দলে দলে গরু ছাগল বাগানে ঢুকিয়া কলা, পেঁপে, তুলা গাছের বিশেষ ক্ষতি করে। ছাগলের স্বভাব প্রথমেই গাছের ডগাটি খাবে। সেই জন্য চলিত কথায় বলে—ছাগলের মুখ লাগিলে গাছ মরিয়া যায়। অতএব বেড়া খুব ভাল করিয়া দেওয়া দরকার; যেন ছাগল পেঁপে-বাগানে না ঢুকিতে পারে। এই দুই মাস সর্ব্বদাই বাগান চৌকী দেওয়া আবশ্যক। পেঁপে গাছ বড় হইয়া গেলে তখন আর গরু ছাগলে অত্যাচার করিতে পারে না।

পরিশ্রম।

প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির পর সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া ও এক অধ্যায় বাংলা গীতা পাঠ করিবার পর বাগানে যাইবে। প্রত্যহ প্রাতে ৬টার পূর্ব্বে বাগানে যাওয়া চাই। ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত কোদাল কোপাইবে প্রত্যহ ১০ হাত×১০ হাত জমি কোপাইয়া উহা হইতে ঘাস ও বন জঙ্গলের শিকড় বাছিয়া ফেলিবে। হাত কোদাল দিয়া খুসিয়া জমিটি ধুলার মত করিবে। বাগানে কাজ করিবার সময় ধুতি

পরিয়া যাইও না। শীতকালে খাকি হাপ্ প্যাণ্ট ও সার্ট পরিয়া কাজ করিবে; গ্রীষ্মকালে খাকি হাপ্ প্যাণ্ট ও গেঞ্জি পরিয়া কাজ করিবে। ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াইতে পারা যায়, অথবা চরকা কাটিবে। এক ঘণ্টায় পাঁজ প্রস্তুত করিয়া ১০০ গজ সূতা কাটা হইবে। বৎসরে ৩৬৫০০ গজ সূতা প্রস্তুত হইবে। ইহাতে দুইখানি প্রমান কাপড় প্রস্তুত হইবে। চরকায় সূতার কাপড় এক বৎসর টেকে। দুইখানি কাপড় বোনাইতে তোমার ২৷৷০ টাকা খরচ পড়িবে। যদি বেড়ায় ধারে ধারে দেব কাপাসের গাছ বসাও, তাহা হইলে তুলা কিনিতে হইবে না; উহা হইতে প্রায় আড়াই সের বীচিহীন তুলা পাইবে। দুই ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ চরকা কাটিলে ঐ তুলা এক বৎসরে কাটিয়া ফেলিতে পারিবে। উহাতে ৪ খানি কাপড় প্রস্তুত হইবে। বাগানের তুলা, স্বহস্তে কাটা সূতায় প্রস্তুত কাপড় ব্যবহারে প্রাণে বড় আনন্দ পাইবে। তোমার কাপড়ের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না; নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। মনে রাখিও "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্॥" ৯টার পর দৈনিক খবরের কাগজ পড়িয়া ১০টায় উত্তমরূপে সরিসার তৈল আধ ঘণ্টা ধরিয়া গায়ে মাখিয়া কুয়ার জলে বা পুকুরে স্নান করিবে। পরে আহারাদির পর ১২টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিবে। ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত মেয়েদের গল্পচ্ছলে শিক্ষা দান করিবে। কোন দিন টোটকা চিকিৎসা, কোনো দিন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা, কোনো দিন রামায়ণ মহাভারতের উপদেশপূর্ণ গল্প বা গীতার অর্থ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিবে। কেবল পাঠ না করিয়া প্রত্যহ কিছু লিখিতে চেষ্টা করিবে। ৪টার পর আবার বাগানে যাইবে। কোদাল কোপান, বেড়া মেরামত, পেঁপে পাড়া ইত্যাদি কাজ করিয়া ৬টার সময় বাড়ী আসিবে। তার পর সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া চাকরের সহিত বাগানের পেঁপের হিসাব নিকাশ রাখিয়া গ্রামস্থ চাষীগণের সহিত তাহাদের সুখ দুঃখের সংবাদ লইবার ছলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদির আলোচনা করিবে এবং খবরের কাগজের প্রধান প্রধান সংবাদ সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচনা করিবে। রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গ্রামস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত গ্রামের মঙ্গল কিসে হইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করিবে। ১০টার পর আহারাদি করিয়া ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক শয়ন করিবে।

তরুণের বাণী।

[শ্রীকিশোরীমোহন সরখেল।]

সন্তান হারা পল্লী জননী ভাসিছে নয়ন নীরে।
জাগহে বঙ্গ চলহে তরুণ মার কোলে পুনঃ ফিরে॥
একে একে সবে ত্যজিয়া মায়েরে করিছ সহরে বাস।
শ্যামলতা মা'র যায় বুঝি সব ফুরায় সকল আশ॥
সাধ ক'রে সবে দাসত্ব শৃঙ্খল পরিবারে চাও চরণে।
স্বাধীন জীবিকা নহে কিহে ভাল থাকিয়া আপন ভবনে।
ত্যজিয়া বিলাস সাজিয়া কৃষাণ চলহে মাঠের পরে।
লাঙ্গল ধরিয়া সোনার ফসল ফলাও নিজের করে॥
কিসের লজ্জা কেন অপমান কেন হীন ভাব আপনায়।
দাসত্ব হইতে নহে কিহে ভাল এ হেন স্বাধীনতায়॥
ধুম-ধুলি-মাখা সহরের বুকে যাপিতেছ দুঃখে দিন।
তবু কিহে লাজ হয়না তোমার জীবন হ'তেছে ক্ষীণ॥
কোন আশা ল'য়ে আছ পড়ে হেথা বিষাদ লভিবে ফলে
ভুলি বিলাসিতা চল ফিরে যাই, পল্লী মায়ের কোলে।

বাংলার গো মহিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক]

গোমহিষাদির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য রংপুরে বাংলা গভর্ণমেণ্ট একটি ফার্ম্ম বা আদর্শ গোশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কেবল রংপুরে নহে ঢাকা নগরীতেও গোপ্রজননের

জন্য একটী গোশালা গভর্ণমেণ্ট রাখিয়াছেন। যাহাতে দুগ্ধবতী গাভী ও চাষের উপযুক্ত বলদ সৃষ্টি হয় সে বিষয় এই সকল ফার্ম্মে সুব্যবস্থা আছে।



চিত্র—ব্রাহ্ম বেঙ্গল।

রংপুর ফার্ম্ম—এখানে দেশী গাভীর সহিত দেশীয় ভাল ষাঁড়ের ও আনীত পশ্চিম দেশীয় ষাঁড়ের সহিত সংমিশ্রনে ভাল দুগ্ধবতী গাভী উৎপন্ন করা হইতেছে। বিখ্যাত হানসি (পশ্চিমাগত) বৃষের সহিত দেশী গাভীর সহযোগে যে সকল গাভী উৎপন্ন হয়

তাহারা বেশ দুগ্ধবতী হইয়া থাকে। ইহারা একাদিক্রমে ৪০০০ পাউণ্ড দুধ দিতে পারিয়াছে ইহা পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে উত্তম খাদ্য ও যত্ন, গোদুগ্ধ বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু ভাল ষাঁড়ও অত্যাবশ্যক ইহাও নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুলক্ষণযুক্ত বলবান ষাঁড় জেলাবোর্ড, লোকাল বোর্ড, মিউনিসি-



শিক্ষিত গাভী।

পালিটি সমূহে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিতরিত হইতেছে। ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে। উৎকৃষ্ট হিস্যার দেশীয় সংমিশ্রণে উৎপন্ন বৃষ স্থানীয় সরকারী ফার্ম্মে সাধারণের উপকারার্থ বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের সাহায্যে দেশীয় গাভিগণ প্রচুর দুগ্ধবতী হইতেছে।

কেবল মিউনিসিপালিটি কেন জেলবিভাগের সাহায্যেও ভাল ষাঁড় প্রজনন-কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। চিত্রে যে বৃষটিকে দেখিতেছেন উহা খাঁটী পশ্চিমাগত সুপ্রসিদ্ধ হিস্যার অঞ্চলের ষাঁড়। উহার সহিত দেশীয় গাভীর সংমিশ্রণে যে বৃষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার নাম হিস্যার-বেঙ্গল দেওয়া গেল। উক্ত ফার্ম্মে দেশী গাভীর সহিত হিস্যার ষাঁড়ের, হিস্যার দেশী ষাঁড়ের সহিত দেশী গাভী প্রভৃতি নানাপ্রকার গাভী ও ষাঁড়ের সহিত সংমিশ্রণে গোজাতি সৃষ্টি হইতেছে। উহার ফলাফল ভালমন্দ বলিবার বা বিচার করিবার সময় আসে নাই।

ঢাকা ফার্ম্ম—লাল সিন্ধি গোজাতি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও দুধ প্রচুর দেয় এবং খুব কর্ম্মঠ। সাদা সিন্ধি গরু থারপরকার (Tharparkar) নামে অভিহিত।

উভয় প্রকারের বৃষই সাধারণের হিতার্থে ঢাকা ফার্ম্মে প্রজনন-কার্য্যের জন্য রক্ষিত আছে। বিনামূল্যে ঐ সকল বৃষ প্রজনন-কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। ছবিতে যে দুইটী দেখিতেছেন, তন্মধ্যে একটী খাঁটী সিন্ধিগাভী অপরটি খাঁটী সিন্ধি বৃষ। গাভীটি ৩০০ দিনে ৩৫০০০ পাউণ্ড দুধ দিয়াছে।

সংমিশ্রণে উৎপন্ন সিন্ধিদেশী গাভী দৈনিক ১০ পাউণ্ড দুধ দেয়। খাঁটী দেশী ইহার মতে দৈনিকমাত্র চারি পাউণ্ড দুধ দিত। অতএব সংমিশ্রণে দুধ বৃদ্ধি পায় স্বীকার করিতে হইবে। সম্প্রতি একজন গোজাতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের নিয়োগ ব্যবস্থা হইবে শুনা যাইতেছে। ইহাতে আশা করা যায় ফার্ম্মসমূহের আরও উন্নতি হইবে।

গোজাতির জন্য প্রচুর খাদ্যের যাহাতে সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য কৃষিবিভাগের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সমগ্র জগতের নানাদিক হইতে গোজাতির উপযুক্ত শস্য আনাইয়া সেগুলির চাষ ভারতে সম্ভব কি না তাহার গবেষণা চলিতেছে।

প্রায়ই এরূপ অভিযোগ শুনা যায় যে গোজাতির অবনতির অন্যতম কারণ হইতেছে খাদ্যের অভাব। ইহার অন্যতম কারণ জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। যে সকল স্থান গোচারণ ভূমি ছিল সেগুলি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এক একর পরিমিত জমিতে যদি গরুর খাবারের জন্য শস্যের (পশুর খাদ্যের উপযুক্ত) চাষ করা যায় তবে সাধারণ চাষের উৎবৃত্ত পশুখাদ্য অপেক্ষা প্রায় চারিগুণ খাদ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে।

চাষের বলদের হিসাব-নিকাশ

নীচে চাষের বলদের হিসাব দেওয়া যাইতেছে ইহাতে অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে, দেশে বলদ বাড়িতেছে না কমিতেছে।

কলিকাতা

ষাঁড় (ব্রাহ্মণী ষাঁড় ব্যতীত)—দেশী+১৭০, বিদেশী+৪৬৯ বলদ—দেশী+৪০৯৩, বিদেশী+৬১৯৬

পুরুষ মহিষ+৪৬৭০

উক্ত হিসাবের + চিহ্ন অর্থে বেশী, — চিহ্ন অর্থ কম্‌তি।

কলিকাতার এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হইতেছে ১৯২০ সালের গো-গণনার পর কলিকাতা মিউনিসিপালিটির আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে।



নদীয়া—

ষাঁড় (ব্রাহ্মণী বাদে)—দেশী—৩৬২৭; বিদেশী+২৪৩ বলদ—দেশী+৪০৬৫০; বিদেশী ৮৭৯

পুরুষ মহিষ—৮৩৯৮

উচ্চ জিলাতে ষাঁড়ের হ্রাস হওয়ার কারণ চাষের জন্য বলদের আবশ্যকতা লোকে অনুভব করিয়া ষাঁড়কে বলদে পরিণত করিয়াছে। আরো বেশী জমী চাষ হওয়ায় ঐ অঞ্চলে বলদের চাহিদা পড়িয়াছে। মূল্য বৃদ্ধির জন্য লোকে এখন পশ্চিম অঞ্চল হইতে বিদেশী ষাড় বলদ কিনিতে পারে না। ইহা অন্যতম কারণ।

পুরুষ মহিষ কমিবার কারণ লোকে মহিষের দাম অপেক্ষাকৃত অধিক মনে করিয়া গো-বলদই পছন্দ করে।

(ক্রমশঃ।)

শীতঋতু বাহার।

(শ্রীগোপালচন্দ্র আঢ্য)।

শীতঋতু বাহার বলিতে শীতের বিলাতী মরসুমী ফুল (Winter annuals) বুঝায়। এই সকল পুষ্প শীতকালে প্রস্ফুটিত হইয়া বসন্তকাল পর্য্যন্ত পুষ্প প্রদান করিয়া মরিয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে শীতঋতু বাহার দুই ভাগে বিভক্ত—১ম—যে সকল জাতি বিলম্বে পুষ্প প্রদান করে যথা;—য়াষ্টার, কার্ণেশন, সালভিয়া প্রভৃতি। ইহাদের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। সেইজন্য ইহাদের বীজ শীঘ্র শীঘ্র বপন করিতে হয়; নতুবা ইহাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতেই শীত ফুরাইয়া যায় এবং অপুষ্পিত অবস্থায় মরিয়া যায়। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে এই জাতীয় বীজ বপনের প্রকৃষ্ট সময়। ২য়—যাহারা অল্প দিনের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিয়া পুষ্পিত হয়—যথা প্যান্সি, কস্‌মস, ফ্লকস, এনটেরিনাম ইত্যাদি। ইহাদের বীজ বিলম্বে বপন করিলেও চলে। তবে কার্ত্তিকের মধ্যেই বপন করিলে ইহারা সারা শীতকাল ধরিয়া পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে।

এদেশজাত মুরসুমী ফুলবীজ অপেক্ষা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স হইতে আনীত বীজই উৎকৃষ্ট। দেশীয় বীজ হইতে যে ফুল হয় তাহা প্রায়ই নিকৃষ্টা হয় এবং রংএর সে বাহার থাকে না। যে বীজই ক্রয় করা যাউক না কেন, পরিচিত ও বিশ্বস্ত

বীজ বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রয় করাই উচিত। নচেৎ প্রবঞ্চনা হইবার আশঙ্কা আছে।

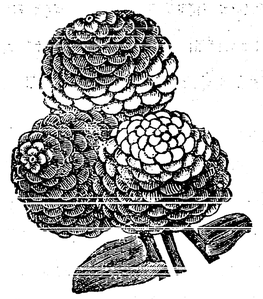

(জিনিয়া)

মরসুমী ফুল বীজ উত্তোলন করা নিতান্ত সহজ নহে। অসাবধান এবং চঞ্চল ব্যক্তি এ কার্য্যে সফলকাম হইতে পারে না। অতএব সতর্কতার সহিত এ কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। উদ্যানের কোন বোদপীঠে স্থানে ৮ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া জমী বাছিয়া লইয়া, উত্তমরূপে কোপাইয়া উপরের ছয় ইঞ্চ মাটি চালিয়া লইতে হয়। এই চালা মাটির সহিত সম পরিমাণ সুক্ষ পাতা সার ও দুই এক ঝুড়ি চরের বালি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে; তৎপরে জমী সমতল করিয়া আবশ্যক মত ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে এক এক প্রকার বীজ ফেলিতে



(আইপোমিয়া)

হয়। বীজ পাতলা করিয়া ছিটান কর্ত্তব্য, ঘন হইলে চারা লম্বা হইয়া যায়। বলা বাহুল্য বীজ ফেলার সঙ্গে সঙ্গে Lable (লেবেল) আঁটিয়া দেওয়া উচিত। বীজের উপর কতটুকু মাটি চাপা দিতে হয় তাহার একটী নিয়ম আছে—যে বীজের ব্যাস যতটুকু আছে তাহাতে তত পুরু মাটি চাপা দিতে হয়। বৈকালে বীজ বপন করাই

প্রশস্ত সময়। রাত্রিকালে বীজতলা খুলিয়া রাখিতে হয় এবং দিনের বেলা চোগলা দ্বারা এমন ভাবে আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয় যাহাতে রৌদ্র না লাগে, অথচ বেশ হাওয়া খেলে। অনেকে বীজ বপনের পরেই জল-সেচন করে না। তাঁহারা বপনের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে বীজতলা উত্তমরূপে ভিজাইয়া দিয়া থাকেন। ইহা একটী উত্তম প্রণালী; তবে মাটী শুষ্ক হইলে বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় আবার বেশী ভিজা হইলে বীজ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

কৃষাণ।

(শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

কেষ্টা ক্রমে ক্রমেই বেশ সুন্দরভাবে জমিতে লাঙল দিতে শিখ্‌লো, তখন সে এক এক করে' নিজেদের ভাগে-বিলি-করা জমিগুলো ছাড়িয়ে নিলে। তারপর লোক লাগিয়ে আর নিজে খেটে জমিতে চাষ করতে আরম্ভ কর্ল। যখনি কেষ্টার টাকার দরকার হ'ত—দেবীশঙ্কর তাকে সাহায্য করতো; তাই চাষের খরচের জন্য তাকে ভাব্‌তে হ'তনা,—সে নিশ্চিন্তে চাষের কাজ বাড়াতে লাগ্‌লো।

বছর খানেকের মধ্যে সে তার জমিতে—ধান থেকে আরম্ভ ক'রে 'বার-মাসে বাহান্ন ফসলের' আবাদ লাগালো। একখানার জায়গায় পাঁচখানা লাঙল কর্ল—এক জোড়া বলদ থেকে পাঁচ জোড়া বলদ হ'ল; সে একলা সব দিকে দেখ্‌তে পার্ব্বেনা আর মার সুবিধে হবে বলে বাড়ীতে একটা চাকরও রাখ্‌লে। এমনি করে সে দিন-দিন উন্নতির পথে আরোহণ করতে লাগলো! প্রাণে তার অফুরন্ত আনন্দ—অনন্ত উদ্দাম এসেছে; —সে চায় জীবনটাকে মধুময় করে তুল্‌তে,—কর্ম্মের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে জাগাবে—এইটাই তার একমাত্র লক্ষ্য। সে 'মানুষ' হ'য়ে জন্মেছে—মানুষের মত তাকে হ'তেই হবে।

চাষ করতে করতে মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্য-তাপে যখন সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌তো—মাঠের ধারে বটগাছটার তলায় ব'সে একটু জিরিয়ে নিতো। দূর থেকে গ্রাম্য রাখাল-

বালকের মেঠো-সুরে-গান তার কাণে ভেসে আস্‌তো;—সে আড় হ'য়ে পড়ে' একমনে সেই গান শুন্‌তো,—একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি তার মুখে-চোখে ছড়িয়ে পড়্‌তো!

—বৈকালে মাঠের কাজ সেরে কখনো কখনো সে গ্রাম-প্রান্তে-ব'য়ে-যাওয়া ছোট্ট নদীটীর কূলে গিয়ে বস্‌তো;—একটা বাঁশ-ঝাড় নদীর একধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে,—অস্তোন্মুখ দিনকর রাঙা মুখে ধীরে ধীরে ধরণীর কোলে ডুবে যাচ্ছেন—বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে সেই রাঙা-ছবি দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট জেলে-ডিঙীগুলো ভেসে চলেছে—জেলেরা মাছ ধর্‌ছে,—তাদের মুখেও আনন্দের গান!—শুন্‌তে শুন্‌তে তার সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি লয় পেয়ে যেত! সে খানিকক্ষণ সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিত, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে' সেইখানে দাঁড়িয়েই ভগবানের উদ্দেশ্যে কপালে হাত দুটো ঠেকিয়ে নিয়ে, নদীর জলে মুখ হাত ধুয়ে বাড়ী পানে পা-দুটোকে চালিয়ে দিত।

[৭]

সেদিন যখন কেষ্টা শুন্‌লে যে, সহরে একটী কৃষি-বিদ্যালয় হয়েছে—সে দেবীশঙ্করের কাছে গিয়ে বল্লে—"দেবী দা, আমি ওই কৃষি-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হব!"

দেবীশঙ্কর বল্লে—"তাহ'লে তোর্ চাষের কাজ কে দেখ্‌বে?"

কেষ্টা একটু হেসে বল্লে—"কেন, তুমি ত রয়েছ।"

কৃত্রিম-কোপ প্রকাশ করে' দেবীশঙ্কর বল্লে—"কেষ্টা, তোর্ বড্ড বাড় হয়েছে;—জানিস্ আমি জমিদার,—একটু বুঝে-সুঝে কথা বলিস্ না!—আমি তোর জমিতে লাঙল ধর্‌তে যাব!"

কেষ্টা হেসে বল্লে—"আহা, তা কেন? লোক খাট্‌বে—তুমি মাঝে মাঝে তদারক কর্‌বে!—এ আর পার্‌বে না!—তবে আমার 'দাদা' হয়েছ কি জন্যে? ভাইয়ের জন্য কত ত্যাগ-স্বীকার করতে হয়—নিজেকে কত 'নত' কর্‌তে হয়,—তবে বড় ভাই হওয়া যায়।

এর ওপর আর কথা কওয়া চলে না।

পরদিন কেষ্টা সহরে যাবার জন্য দেবী-শঙ্করের কাছ থেকে কিছু হাত-খরচ নিলে। যাবার সময় সে দেবীশঙ্করের পানে চেয়ে বল্লে—"এই যে যখনি যা দরকার তোমার কাছে হাত পাত্‌ছি—তুমিও চোখ কাণ বুজে যা হাতে ওঠে দিয়ে দিচ্ছ।—এ সব শোধ হবে কি করে' দেবী-দা?"

দেবীশঙ্কর একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—"এ সব তোর কাছে জমা রাখ্‌ছি! যখন বড়লোক হবি—সুদ-শুদ্ধ তোর ঠেঙে আদায় কর্ব্ব!

"বেশ—তাই কোরো" ব'লে সে একটু হেসে দেবীশঙ্করের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল।

কেষ্টার গমন পথের দিকে চেয়ে দেবীশঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল। একটা সামান্য কৃষকপুত্রের এই উন্নতি-কামনা দিন দিন তাকে বিস্ময়ের শিখরে নিয়ে চলেছে! যখনি সে কেষ্টার কথা ভাবে,—কি একটা আনন্দে—একটা স্নিগ্ধ-তন্ময়তায় সে ডুবে যায়! এক আঁধার গহ্বরের মধ্যে থেকে এই আলোক-স্ফুরণ মাঝে মাঝে তাকে চমৎকৃত করে দেয়! তখনি সে তার নিজের দিকটা চেয়ে দেখে।—জমিদারের ছেলে হ'য়ে জন্মেছে,—শত আনন্দ শত বিলাস-বিভবের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, জীবনে কখনো 'দুঃখের আঁচ' গায়ে লাগেনি —নির্ভাবনায় দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে!—এ কী জীবন! সংসারের সঙ্গে যুদ্ধই যদি কর্‌তে হ'লনা, একটু ভাবতে হ'লনা—অর্থ উপার্জ্জনের পথ খুঁজতে হ'লনা,—তেমন জীবনে প্রয়োজন কি? না, এ জীবন লোভনীয় নয়—এ জীবনের কোন মূল্য নেই। যে জীবনে জাগবার একটা স্পৃহা আসে না, তেমন একঘেয়ে জীবন নিয়ে জগতে আসাই মিথ্যা!

কেষ্টা চ'লে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে' সে আপনার ঘরটিতে বসে' একটা কিছু কর্‌বার কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লো। অনেক ভেবে সে ঠিক কর্‌লে যে, দেশের দীন-দরিদ্র প্রজাদের জন্য একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে—দেশের অর্থহীন পীড়িতরা সেখান থেকে ওষুধ নিয়ে যাবে, আর একটি অনাথ ভাণ্ডার খোলা হবে,—অসহায় যারা—যাদের অনশনে দিন কাটে,—তারা মাসে মাসে সংসার চালাবার মত চাল পাবে।

সে আপন মনে বল্লে—'কেষ্টা ফিরে আসুক, তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাল থেকেই কাজে লাগা যাবে।'

[৮]

কেষ্টা এক সপ্তাহ ধরে' বিদ্যালয়ে যা' শেখে—প্রতি রবিবারে সেই ভাবে চাষের কাজ করে' বেশ বুঝ্‌তে পার্ল্ যে, শিক্ষা আর প্রণালীর মধ্যে দিয়ে কাজ কর্‌লে প্রত্যেক কাজেই এমনি উন্নতি হয়। আগেকার চেয়ে এখনকার প্রণালীতে কাজ করে, তার আবাদ বেশ ভাল রকমই হ'তে লাগ্‌লো।

এদিকে দেবীশঙ্করও নিজেকে কাজে লাগিয়ে দিলে। তাদের বাড়ীর সাম্‌নে একটা পোড়ো জমি; সেইখানে পাশাপাশি দুটো ঘর করাবার বন্দোবস্ত হ'ল। একটাতে রোগী দেখা হবে,—আর অপরটায় চাল বিতরণ করা হবে।

কেষ্টা বিদ্যালয়ে চলে' যাবার পর দেবীশঙ্কর—কেষ্টার চাষের তদারক করে' এসে, সমস্ত দিন ধরে' লোক খাটায়। বেশী রোজ পাবার লোভে ঘরামীরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ কর্‌তে লাগ্‌লো!

দেবীশঙ্কর আর অপেক্ষা কর্‌তে পাচ্ছেনা,—কাজ আরম্ভ না হ'লে তার মনে শান্তি আস্‌বে না।

—কত অমূল্য সময় অতীত হ'য়ে গেছে—ভাব্‌লে তার মনে অনুতাপ হয়! লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করে' এই যে মানব-জন্ম লাভ হয়েছে—একে সার্থক করে' তুল্‌তে হবে, নইলে জন্মটাই ত মিথ্যা হ'য়ে যাবে।

কাজ—কাজ কাজ ভিন্ন দুনিয়ায় আর কিছু নেই! কত বড় বড় লোকের জীবনী সে পড়েছে,—প্রত্যেকেই কাজের মধ্য দিয়ে জগতে 'অমর' হ'য়ে আছেন, সেও অমর হ'তে চায়;—

কেষ্টার অধ্যবসায় আর কর্ম্ম-স্পৃহা আজ তাকে সজাগ করে' দিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

ভারতে চিনির ব্যবসা।

(শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক)

আবহমানকাল হইতে ভারতবর্ষে ইক্ষুর চাষ চলিয়া আসিতেছে। উহা হইতে প্রচুর গুড় তৈয়ারী এখনও হইতেছে। আখের চিনি প্রস্তুত ব্যবসায়ও এককালে বেশ পসার হইয়াছিল। ইহাতে ভারতের অধিবাসীর অন্ন সমস্যারও এক পন্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব এখন স্বপ্নে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বিদেশী বাজারের প্রতিযোগিতায় দেশী চিনির ব্যবসা হটিয়া গিয়া নামমাত্র ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকই কি এ ব্যবসার পুনরুত্থানের আর কোনও আশা নাই? এ বিষয়ে কি আমরা স্থির চিত্তে, অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি? আমাদের বিবেচনায় এত নৈরাশ্যের কারণ নাই। এখনও সময় আছে। চেষ্টা করিলে এই ব্যবসায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নহে। যাভার চিনি ভারতের চিনিকে প্রতিযোগিতায় হঠাইয়াছে ইহা সকলেরই বিশ্বাস। এদেশে এক্ষণে গুড় হইতে অনেকস্থলে চিনি প্রস্তুত হয়। ইহাতে যে খরচা পড়ে তাহা বেশী হয়, প্রতিযোগিতায় মূল্যে হটিয়া যায়। কিন্তু তাহা বাদে একেবারে আখ হইতেও ত চিনি প্রস্তুত চলিতেছে। দেখা যাক তাহার হিসাব নিকাশ করিয়া কত থাকে। হিসাব

করিয়া দেখা গিয়াছে উক্ত চিনি প্রতি একরে ২·৫০ টন করিয়া পাওয়া যায় ও উহার মূল্য মণ প্রতি ৭·৫০ টাকা হয়। অবশ্য যাভা দেশে কখনও কখনও প্রতি একরে ৪·৬৬ টন চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সে দেশের শ্রমিকের দাম ভারতের শ্রমিক অপেক্ষা অনেক বেশী। সেখানকার মূল্য এবং ট্যাক্স, কর প্রভৃতির হারও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী। যতই চেষ্টা হউক না কেন যাভাতে সেখানেই পড়তা বা cost price মণ প্রতি ৫৲ টাকা পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার বন্দর অবধি মাল পৌঁছানর অনেক খরচা আছে। কেবল তাহাই নহে ভারতের বন্দরের শুল্ক আছে। তাহাতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতা বন্দরের নিকটস্থ গুদামের দর নয় টাকা ছয় আনার কম পড়ে না এবং মাল দূরে যাইতে হইলে মণ প্রতি দশ টাকা চৌদ্দ আনা পড়িয়া যায়। সুতরাং দূরদর্শিতাসহকারে দেখিলে বুঝা যায়, ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে আশাপ্রদ। কারণ ভারতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য এখনও অবধি না লইয়াই চিনি প্রস্তুত চলিতেছে। উহার সাহায্য লইলে খরচা ঢের কম পড়িবে ও মাল অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী বাহির হইবে। কেবল তাহাই নহে ভারতে ইক্ষু চাষের জমি যাভার তুলনায় অনেক বেশী পতিত রহিয়াছে। তাহাতে চাষ করিলে অনেক আখ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু গভীর চাষ বাবত (intensive cultivation) ক্রমশঃ জমীর উৎপাদিকা শক্তি শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, যাভাতে নূতন নূতন ইক্ষু চাষের উপযুক্ত জমীর অন্বেষণ চলিতেছে এবং সে জন্য নূতন ক্ষেত্রের দামও বাড়িতেছে।

ভারতবর্ষ ও যাভার জমির তুলনা।

ভারতের জমী বা মাটি কোনও অংশে যাভার মাটি হইতে নিকৃষ্ট নহে। পরন্তু ভারতের ঋতু বা জল হাওয়া ইক্ষু চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল, বিশেষজ্ঞগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে বিজ্ঞানবলে প্রাকৃতিক নিয়মেরও উপর মানুষ এখন কতকাংশে আধিপত্য করিতেছে। প্রয়োজন অনুসারে সার প্রয়োগে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হইতে পারে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাভার চিনির ব্যবসা এত ভাল ছিল না। যাভা প্রুফ ষ্টেশন নামক স্থানের পরিমাণ একর প্রতি মাত্র ০·৮৮ টন অর্দ্ধশত শতাব্দী পূর্ব্বে ছিল। মানুষ সাধনার বলে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে যাভার চিনির ব্যবসা তাহার এক নিদর্শন। এখনও পর্য্যন্ত যাভার কৃষকগণ তাহাদের প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করিয়াই অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে স্থানীয় কারখানাকে হঠাইয়া দিয়া একর প্রতি ৩০।৩৫ মণ গুড় উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কেবল জল বাতাস নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ ও যত্ন চেষ্টা,

অধ্যবসায় সকলেরই সমবেত শক্তিতে অসাধ্য সাধন হইতেছে। যাভার চিনির ব্যবসায় তাহার অন্যতম নিদর্শন।

অপরাপর দেশের চিনির ব্যবসায়।

অন্য দেশের চিনির ব্যবসাতেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত মত সত্য বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয় অনেকেই জানেন, আমাদের স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমির তুলনায় মিশরের (Egypt) ভূমি ইক্ষু চাষের পক্ষে অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু অধ্যবসায় ও যত্নে মিশরবাসী কৃষক সে জমীর উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন সে সকল নিকৃষ্ট জমীতেও একর প্রতি এক হইতে ২·২৮ টন উৎপন্ন হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া দেশের জমী ইক্ষু চাষের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাহা সত্ত্বেও পরিশ্রম, বৈজ্ঞানিক প্রণালী, ও অধ্যবসায় সহকারে চাষ করিয়া এক্ষণে যে চিনি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র দেশের অভাব মোচন হইয়া ১০০,০০০ টন বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে।

ভারতে চিনি ব্যবসার অন্তরায়।

কালের কুটিলাগতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যে ভারতের চিনি এককালে জগদ্বিখ্যাত ছিল তাহার স্থান আজ কোথায়? ইক্ষুদণ্ডের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। কিন্তু আজ চিনির ব্যবসা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ। কারণ কি? বোধ হয় আমরা তলাইয়া ভাবি নাই। কারণ হইতেছে প্রকৃত পথে না চলাই এই দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার যুগে যাহা করা উচিত তাহা করা হয় না। কেবল তাহাই নহে, এদেশে ধনী ও বুদ্ধিমান কিন্তু দরিদ্র কৃষিজীবি বা ব্যবসায়ীর সঙ্গে অসহযোগ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। অর্থাভাবে দেশের যত বুদ্ধিমান লোক তাহাদের বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্র নাই। এদেশে চিনির কারখানার মালিক ও কৃষক উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক। যাভাতে ক্ষেত্রের সত্বাধিকারী ও কারখানার মালিক একই ব্যক্তি। এদেশে ওজনে কিংবা ক্ষেত্রের পরিমাণ হিসাবে দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া আখ বিক্রয় হইয়া থাকে। চাষী বা কৃষক ফসল ভাল কি মন্দ হইল তত দৃষ্টি রাখে না। অর্থাৎ আখ হইতে বেশী চিনি যাহাতে উৎপন্ন হয় সেরূপ ধরণের আখ উৎপন্ন করিবার চেষ্টা তাহার নাই, কারণ যাভার ন্যায় তাহার কারখানার মালিকের স্বার্থ জড়িত নাই। কিন্তু সেখানে আখ কিসে ভাল হয়, সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি বিদ্যমান থাকায় আখ চাষের এতটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভারতে চিনির কারখানার মালিকগণকে কৃষকদিগের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সেজন্য পরের দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার পর চিনি প্রস্তুত করিতে পড়তা বা তৈয়ারী

খরচই মণ প্রতি নয় টাকা পড়িতেছে। ভবিষ্যৎও আশাপ্রদ হইতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা হইতেছে ভারতের চাষের জমীর খাজনার আইন প্রণালী। কৃষকের কোনও স্বার্থ স্বীকার নাই। ভারতের মত কৃষিজীবি দেশে কৃষকের উন্নতির জন্য আইনকানুন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের প্রয়োজনিতা এখনও সম্যক্ উপলব্ধি হইতেছে না ইহা দুঃখের বিষয় বলিতেই হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতেই হইবে নিরাশার কারণ নাই। যদি এই সময় আমরা সকলে সমবেত হই, গভর্ণমেণ্ট, কৃষক, জমিদার, কারখানার মালিক, সকলের সহযোগিতায়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করি আবার পূর্ব্বেকার সমৃদ্ধ ফিরিয়া আসিবে সন্দেহ নাই। কারণ ইক্ষুচাষের সব সুবিধাই ভারতে বিদ্যমান। অনুকূল জল বাতাস, মাটী, নানাপ্রকারের বীজ, জল নিকাশের সুব্যবস্থার সম্ভাবনা, শ্রমিক ও বিক্রয় ব্যবস্থা সবই ভারতে সম্ভব।

ইহার সহিত যদি বিজ্ঞানের সাহায্য ও প্রয়োজনানুরূপ মূলধন সংযোগ হয় বিশ্বের হাটে ভারতের চিনির ব্যবসা বাংলার পাটের ন্যায় প্রভাবশালী হইতে পারিবে আশা করা যায়। আজ এই বেকার সমস্যার দিনে আমরা দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্ট উভয়কেই এ বিষয়ে চিন্তা করিতে বলি। আশা করি শীঘ্রই সাধারণের দৃষ্টি পড়িবে ও ভারতের চিনির ব্যবসায় আবার নবজীবন লাভ করিবে।

নিবেদন।

যাঁহারা গত বৎসরের পৌষমাসে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহাদের চাঁদা সম্পূর্ণ হইল। আশা করি আগামী ২০শে পৌষের মধ্যে পরবর্ত্তী বৎসরের দেয় চাঁদা ৩৲০ মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া সুখী করিবেন, নতুবা আগামী সংখ্যা ভিঃ পিঃতে প্রেরণ করা হইবে। অবগতির জন্য নিবেদন করিলাম। ইতি—

কার্য্যাধ্যক্ষ—"কৃষক"

বৈচিত্র সংবাদ।

ভারতের পূর্ব্ব গৌরব।

সম্প্রতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধুদেশের সহর মহেঞ্জোদায়োকে খনন করা হইতেছে। তাহার ফলে একটী রূপার কৌটা পাওয়া গিয়াছে। কৌটাটী একটী বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ছিল। সেই বস্ত্রের টুকরা এখনও কৌটাটীর গাত্রে লাগিয়াছিল। পাঁচ হাজার বৎসর মাটির তলে থাকিলে বস্ত্রের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা বোম্বাইয়ের কার্পাস সমিতির ডিরেক্টর মিঃ টার্ণার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা খাঁটি কার্পাস। যখন লোহের আবিষ্কার হয় নাই তখন সেই প্রাচীন যুগেও সিন্ধুদেশে বস্ত্রের জন্য কার্পাস ব্যবহৃত হইত।

কলের মানুষ।

নিউইয়র্কের কার্ণেগি কোম্পানী কয়েকটী কলের মানুষ তৈয়ারী করিয়াছেন। এই মানুষগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে প্রশ্নের উত্তর দান করে এবং আদেশ পালন করে। উক্ত মানুষগুলির একটী এরূপভাবে তৈয়ারী যে, "সিসেম দ্বার খোল" বলামাত্র মানুষটী দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল এবং অনেকগুলি বিজলী বাতি ও পাখা চালাইয়া দিয়াছিল। যে সমস্ত শব্দ যথোপযুক্ত স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়, কলের মানুষ কেবল সেইগুলিই বুঝিতে পারে। খুব জোরে কিম্বা আস্তে শব্দ করিলে মানুষটী কিছুই বলিবে না। উপস্থিত এইরূপ তিনটি কলের মানুষকে জল সরবরাহের কাজে লাগান হইয়াছে।

মীরা নক্ষত্র।

মীরা নামক নক্ষত্রের রহস্য ভেদ করিবার জন্য গত তিন বৎসর ধরিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গভীর গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এই রহস্যজনক নক্ষত্রটীর

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
Municipal Bazar (East) 86, Calcutta

উপর বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছেন। খোলা চোখে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রায় দশ মাস পরে ইহার মধ্যে এমন কিছু সংঘটিত হয়, যাহার ফলে উহার দীপ্তি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং লোক লোচনের সমীপবর্ত্তী হয়। তখন ইহাকে খোলা চোখেও দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যাইত না, কিন্তু আজকাল যন্ত্রের সাহায্য ভিন্নও নক্ষত্রটি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই নক্ষত্রটি পৃথিবী হইতে ছয় হাজার কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়, এবং তিন ঘণ্টা পরে দক্ষিণ দিকে অস্তমিত হয়। দশ মাস পর পর এই অদ্ভুত নক্ষত্রে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত একটা কিছু প্রাকৃতিক ব্যাপার সংঘটিত হয়, যাহার ফলে ইহার দীপ্তি বাড়িয়া যায়।

রঙ্গিন কাঠ।

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রিজ ভন বের (Fritz von Bher) একটি রঞ্জক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রয়োগ করিয়া নেইন প্রদেশের মেকিয়ার্স নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী বনের বৃক্ষগুলির স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বৃক্ষগুলির কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটি পীত কোনটি কমলালেবু বর্ণে পরিণত হইয়াছে, রং এরূপ স্থায়ী হইয়াছে যে তাহা জলে বা কোন এসিড দ্বারা বিবর্ণ হয় না। বার্চ্চ (Birch), বীচ (Bech) মেপাল (Maple) প্রভৃতি বৃক্ষগুলিকে এইরূপ রঞ্জিত করিয়া, সেই কাঠে গোতাম, ছাতার বাঁট ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। কাঠগুলি কাটিয়া কেবলমাত্র পালিশ ব্যতীত আর কিছু করিতে হয় না। এই রং ব্যবহার করায় বৃক্ষের বৃদ্ধির পক্ষে কোন বাধা জন্মে না; তবে কাঠ কিছু শক্ত হয়। বৃক্ষের কাণ্ডদেশে রঞ্জক পদার্থ ধারণ জন্য যে ৫৬টী ছিদ্র করা হয় তাহাদের ২টী ছিদ্র মধ্যে গ্যাস জেট প্লাগ (Gas jet plug) গ্যাস উদ্গারক ফিনকির ছিপী সকল প্রবিষ্ট করান হয়। তারপর কতকগুলি সাধারণ ক্যানিষ্টার মধ্যে এই রঞ্জক পদার্থের দ্রবণ পূর্ণ করিয়া রাখায় তাহাদের তলস্থ ছিদ্র দিয়া এই রঙ্গিন দ্রব গাছের গাত্র বহিয়া পতিত হওয়ার সময় গাছের গাত্র মধ্যে পেষিত হইয়া তাহার রসের সঙ্গে মিশ্রিত ও সর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট হয়। এক্ষেপে দুই হইতে চারিদিন মধ্যে বৃক্ষের সমগ্রভাগ রঙ্গিন হইয়া উঠে।

চন্দ্রলোকের কথা।

বহুদিবস হইতে বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্রলোক সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন; ইহার ফলে এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, চন্দ্রলোকে পানি, ও বায়ু নাই, সেজন্য

কোন প্রাণীর বাসও নাই; তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণাদি আছে। ইহা ব্যতীত বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই।

অভিনব সেভিংস ব্যাঙ্ক।

ফিনিক্সের ইউটিকা নামক লুপ্ত সহরের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে এক প্রকার সেভিংস ব্যাঙ্কের একটী নমুনা পাওয়া গিয়াছে। উহা একটী পোড়া মাটির পাত্র, ভিতরে ফাঁপা এবং চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ। মাথার উপর কেবলমাত্র একটী ছিদ্র আছে। বোধ হয় উক্ত ছিদ্র দিয়া ভিতরে পয়সা রাখা হইত। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, পাত্রটী অনুমান আড়াই সহস্র বৎসরের পুরাতন।

ঘড়ের ঘড়ি।

আজকাল ঘড়ি দেখিয়া সমস্ত কাজকর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু যখন ঘড়ির সৃষ্টি হয় নাই, তখন লোকে সূর্য্য বা রৌদ্র দেখিয়া, বেলা, এবং চন্দ্র বা গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি দেখিয়া রাত্রির সময় নির্ণয় করিত। পরে সূর্য্য ঘড়ির প্রচলন হয়, তাহা হইতে দিবামান অনুমান করা যাইত। আজকাল ক্রমশঃই ঘড়ির বহুবিধ সংস্করণ হইতেছে। সম্প্রতি এক পাশ্চাত্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক এক অভিনব দেওয়ালে টাঙান ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়িটীর সমস্ত কলকব্জা নাকি ঘড় দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার স্থায়িত্ব কতদিন বা বিশেষ গুণাগুণ কি, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই।

আগামী পৌষ সংখ্যা হইতে
ডাঃ বেণ্টলীর অপূর্ব্ব গ্রন্থ
ম্যালেরিয়া ও কৃষি
(Malaria and Agriculture in Bengal)
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ
কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়া
বাহির হইবে।



চায়ের খবর।

বিখ্যাত চায়ের দালাল ডবলিউ এস্ ক্রেসওয়েল কোম্পানী বিগত ২৯শে নভেম্বর তারিখের খবরে বলিতেছেন যে উক্ত তারিখে ৩৮৫০০ প্যাকেজ বা বাণ্ডিল চা বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৯০০ বাণ্ডিল গুঁড়া চা। বেশীর ভাগ চলতি চায়ের আমদানী হইয়াছে। বিলাতে বাজার দর কম খবর আসাতে এখানকার বাজার দরও কম হইয়াছিল। তবে বাজার মোটের উপর মন্দ যায় নাই। ভাল পাতা চা ও ভাল চায়ের দর ভালই ছিল। সাধারণ চায়ের দর ৬ পাই হইতে তিন পাই নামিয়াছে। গুঁড়া চায়ের চাহিদা বেশ ছিল। তিন পাই হইতে ৬ পাই দাম বেশী ডাক হইয়াছিল। গত ২২এ নভেম্বর তারিখের ২৪নং সেলে বা নীলামের দিনে ৬৮৯৯৬০০০ পাউণ্ড বিক্রী হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব নীলামের দিনে ১৬ই তারিখে ৬০৭৫৭৭০০ পাউণ্ড চা বিক্রী হইয়াছিল।

বিগত ১৯২৫ সালের ২৪নং সেলে ১৭ই নভেম্বর তারিখে ৫৯২৭৮১০০ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল।

দর

দর প্রতি পাউণ্ড নিম্নে প্রদত্ত হইল

	আ—পাই
১৯২৫—১২—৫	
১৯২৬—১৩—২	
১৯২৭—১৫—২	

২৪নং সেলের গড় পড়তা দাম প্রতি পাউণ্ড ১৫ আনা ১ পাই ছিল। তাহার পূর্ব্ব বৎসর গড়ে ঐ সেলের দিনে দর ১১ আনা ১০ পাই ছিল। ১৯২৫ সালে দর অনেক বেশী ছিল, প্রতি পাউণ্ডে এক টাকা। সুবিখ্যাত ক্যাপিটেল পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা লণ্ডন হইতে খবর দিতেছেন যে সাধারণ চায়ের দর প্রতি পাউণ্ডে অর্দ্ধ পেনি হইতে সিকি পেনি মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। সাধারণ ভাঙা ও গাঢ় লাল রঙের চায়ের বাজার প্রায় এক রকমই ছিল। গত ২৮এ নভেম্বরের টেলিগ্রাম হইতে উক্ত খবর জানা গিয়াছে।

এ, ডবলিউ ফিজিল কোম্পানী ২৯এ নভেম্বর তারিখে সেলের খবর দিতেছেন যে উক্ত সময়ে এ বৎসর ৭৬৪৩৪৯ প্যাকেজ বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে। ১৯২৬ সালে ৬৮৮১৩২ বাণ্ডিল আনীত হইয়াছিল ও তৎপূর্ব্ব বৎসর ৬৭২১২০ বাণ্ডিল বিক্রয়ার্থ আসে। এ সপ্তাহের নীলামের দিনে ৩৮৪৫৩ প্যাকেজ বিক্রয়ার্থ আসিয়াছিল। খুব ভাল পাতা চা বাদে সব রকম চাই দরে অর্দ্ধ আনা কমের দিকে ছিল। ভাল দার্জিলিং চায়ের চাহিদা বেশ ছিল। গুঁড়া চায়ের দর গত সপ্তাহের মতই ছিল।

পত্রাদি।

(১)

কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়

সাধারণতঃ কৃষকের ধারণা, বীজ যেমন তেমন হউক না কেন ভাল জোরাল মাটী ও সার এবং নিয়মিত জল প্রদান করিলে ফসলের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু আমার কয়েক বৎসর পরীক্ষার ফলে যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

চিচিঙ্গে—ইহার উর্দ্ধ, অধঃ, মধ্যমাংশের বীজ পৃথক পৃথক বপন করিয়া দেখিয়াছি যে মধ্যমাংশের বীজে ফসলের ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। কয়েক বৎসরে নির্ব্বাচিত বীজ

স্থানীয় কৃষকগণের ২।১ জনকে দিয়াছিলাম (বাবু তরণীচরণ মাইতি, গ্রাম আয়মা, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মাইতি) উহাদের এবং আরও ২।১ জনের ফসল প্রায় দীর্ঘে ২॥০ হাত হইয়াছিল এবং এক একটী গাছ হইতে ৪॥০ পণ চিচিঙ্গা হইয়াছিল। কিন্তু উর্দ্ধভাগের যে বীজ হইতে ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্থূল হইয়াছিল এবং নিম্নাংশের বীজোৎপন্ন ফসল সরু ও ছোট হইয়াছিল। আমি মধ্যমাংশের একই রকম বীজ পৃথক পৃথক কৃষককে দিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কাহারও ফসল অপেক্ষাকৃত সাদা, কাহারও ফসল অপেক্ষাকৃত সবুজ হইয়াছিল। উহাতে মনে হয় যে রৌদ্রের অভাব বশতঃ উত্তরাংশের বীজোৎপন্ন ফসল অপেক্ষাকৃত সাদা এবং অধিকাংশ সময় রৌদ্র পাওয়ার জন্য দক্ষিণাংশের ফসল অপেক্ষাকৃত সবুজ হইল। সদাশয় পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার কারণ জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীরামজীবন গুছাইত।
আয়মা কৃষিসমিতি।

---

(২)

কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

কৃষকের এই বৎসরের শারদীয় সংখ্যায় শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য লিখিত পেঁপে চাষের বিবরণ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। কিন্তু আমার বোধ হয় একটা বিষয় কালীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে মোটেই উল্লেখ করেন নাই। সেটী বিশেষ দরকারী।

অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন যে পেঁপে গাছে Male বা রাঁড়া ফুল, female বা স্ত্রী পুষ্প হয়। কখনও আবার Hermaphrodite বা উভয়লিঙ্গ যুক্ত ফুল ও দেখা যায়। সুতরাং আমাদের পেঁপে চাষ করিতে হইলে কোন রকম বীজ পুতিলে ঠিক ফল পাওয়া যাইবে ইহাও জানা দরকার। আরও আমার বোধ হয় এই জন্যই অনেকে নিরাশ হইয়া পেঁপে চাষ ছাড়িয়া দিতেছেন। ইতি

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার
প্রফেসর অফ্ বোটানী
আশুতোষ কলেজ।

সমালোচনা।

পথিক—খয়েরাবাদ, বরিশাল হইতে প্রকাশিত "পথিক" আমরা নিয়মিতভাবে পাইতেছি। বর্ত্তমান বর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা পথিকে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীজহরলাল বিশ্বাস মহাশয় লিখিত "যৌব-ধর্ম্ম" গল্পটি এবং সম্পাদক মহাশয় লিখিত "পল্লী প্রসঙ্গ" প্রবন্ধটি অতীব মনোরম হইয়াছে। চিত্রগুলিও বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। "সদ্‌গুরু প্রসঙ্গ" পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। পল্লীর এই মাসিকপত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি, জনসাধারণ এই পত্রিকাখানির বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা দিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার পরিচালনে সহায়তা করিবেন।

স্বভাবের পথে—স্বাস্থ্য ও স্বভাব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল। ২০।এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার হইতে শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ২।০।

পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। প্রত্যেক প্রবন্ধটিই উপদেশপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। আশা করি, জনসাধারণ পত্রিকাখানির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বভাব চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবেন।

গৃহস্থ মঙ্গল—পল্লী মঙ্গল সমিতির মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৬৯নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩॥০।

গত বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকাখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, সমস্তগুলিই প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ, ডাঃ জে, এল, বিশ্বাস, এল, এম, এইচ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, বি, (হোমিও), শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রভৃতি কৃতবিদ্য লেখকগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, পত্রিকাখানির গ্রাহক হইলে প্রত্যেক গৃহস্থেরই প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

স্বাস্থ্য-সখা (১ম ও ২য় ভাগ)—গ্রন্থকার—শ্রীবিপিন বিহারী মণ্ডল, মূল্য—১৲ প্রাপ্তিস্থান—ভারত বান্ধব লাইব্রেরী, ১৩।১ রামচাঁদ নন্দী লেন, কলিকাতা।

পুস্তকখানি বেশ মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইলাম। গ্রন্থকার পুস্তকখানির প্রথম ভাগে—স্বাস্থ্যর ক্ষণোপযোগী নিয়মগুলি বেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এবং দ্বিতীয় ভাগে—সদাচার, কর্ম্ম-বিপাক, কোন পাপে কোন রোগ হয়, ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা আশা করি যে এই স্বাস্থ্য-বিষয়ক পুস্তকখানি দেশবাসীর প্রতি গৃহেই সাদরে স্থান লাভ করিবে, এবং নিয়মগুলি পালন করিয়া প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যের উন্নতিতে মনযোগ প্রদান করিবে।

শাকের চাষ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পারাল]

লাউ শাক—লাউ শাকের ও পুঁই শাকের বীজ, পাতা, ডাঁটা প্রভৃতিতে অনেক প্রভেদ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পুঁই শাকের বীজ মরিচের ন্যায়। কিন্তু লাউয়ের বীজ গোল ত নয়ই তাহা ছাড়া ইহার বীজ চারি কোনা, তবে মাঝে খাঁজ কাটা আছে। লাউয়ের পাতা পুই পাতা অপেক্ষা বড় ও পাতলা। পুই পাতায় লোম নাই, লাউ পাতায় কোমল লোম আছে। লাউ পাতার বোঁটা লম্বা এবং পুই পাতার বোঁটা ছোট। তবে বসাইবার প্রথা উভয়েরই একরূপ। তবে আমরা লাউ গাছকে শুধু শাক বলিতে পারিব না। কারণ ইহার ফল হয়। কোনও দ্বিবীজদল বৃক্ষের এরূপ বড় ফল হয় না।

কুমড়াও ঠিক এইরূপ। তবে কুমড়া গাছের গায়ে কর্কশ লোম থাকে। কুমড়ার ভিতর হলুদের মত রং, কিন্তু লাউ যতই পক্ক হউক না কেন, ইহার ভিতর সাদাই থাকিবে। ইহার বীজের উপরের হলদে আবরণটি উঠাইলে, একটি সবুজ রংএর পাতলা আবরণ বাহির হয়। সেই আবরণের মধ্যেই অঙ্কুর জন্মায়। এই তিনটি ছের গা বসাইবার একই নিয়ম। তবে নটিয়া শাকের একেবারেই অন্যরূপ।

নটিয়া শাক—নটিয়ার বীজ দেখিতে ঠিক সরিষার মত এবং একবারেই কাল দেখিতে খুব চক্‌চকে। নটিয়া গাছ বসাইতে হইলে প্রথমে ছয় সাত হাত লম্বা এবং দুই তিন হাত চওড়া একটি জমী খুড়িতে হয় এবং তাহার মাটিগুলি একবারে গুড়া করিয়া ফেলিয়া তৎপরে তাহার মধ্যে বীজগুলি ছড়াইয়া দিতে হয়। খুব কম পরিমাণ জমীতেও এই বীজ বসান চলে, কিন্তু গাছগুলি অত্যন্ত ছোট হয় বলিয়া সহজেই পচিয়া মরিতে পারে, সেই জন্য এতগুলি বীজ ছড়াইতে হয়। বীজ রোপনের একদিন পরে জমীতে জল ছড়াইয়া দিতে হয়। প্রায় দুই দিন পরে গাছগুলির অঙ্কুর উৎপাদিত হয়।

নটিয়ার আবার অনেকরকম ভাগ আছে ঃ—কণকা, পদ্ম, লাল। পদ্ম নটিয়া বেশী লম্বা হয় না, তবে খুব ঝাঁকড়া হয়। গাছগুলি দেড় হাত কি দুই হাত লম্বা হয়। এই ঝাঁকড়া গাছগুলির অনেক ফুল শাখা বাহির হয়। কণকা নটিয়ার গাছগুলি বেশ লম্বা হয়, কিন্তু বেশী শাখা বাহির হয় না, তবে এইগুলির স্বাদ ভাল। লালগুলিও বেশ লম্বা হয় এবং এই সকল গাছগুলি দেখিতে লাল।

বীজাবরণ—নটিয়া গাছের পত্রকোন হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। পত্রকোন হইতে বীজাবরণটি বাহির হয়। বীজাবরণের রংটী লাল এবং লম্বা, দেখিতে পোস্তর ঢেঁরীর ন্যায়; তবে পোস্তর ঢেঁরীর ন্যায় শক্ত নয়, টিপিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। এক একটি বীজাবরণের ভিতর অনেক বীজ থাকে।

বীজ বিবরণ—পূর্ব্বোক্ত বীজগুলি দেখিতে যে সরিষার ন্যায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যখন বীজগুলি বীজাবরণের মধ্যে থাকে, তখন ইহা দেখিতে সবুজ এবং থরে থরে সাজান থাকে। এইখানেই জীবের চিরারাধ্য ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশল। এই সবুজ বীজগুলি টিপিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু যখন বীজগুলি শুষ্ক হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তখন বীজগুলি ত ভাঙ্গিয়া যায় না; পরন্তু বুঝিতে হইবে যে, এই বীজ রোপণের উপযোগী। গাছগুলি যখন মরিয়া যাইবার উপযোগী হয়, তখন বীজগুলি একবারে বীজাবরণ সমেত তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বীজগুলি লইয়া বীজাবরণটি ফেলিয়া দিতে হয়।

বীট পালং—বীট পালং আমাদের দেশে শাকের মধ্যে গণ্য। ইহা দেখিতে মূলা, গাজর ইত্যাদির ন্যায়। ইহা ওজনে এক সেরের কম হয় না। বীট পালং হইতে আমাদের অনেক উপকার হয়। ইহা হইতে আমরা অতি অল্প পরিশ্রমে এবং অল্প ব্যয়ে ভাল চিনি পাই। বীটের মূল শুষ্ক করিয়া রাখিয়া যখন ইচ্ছা চিনি প্রস্তুত করিতে পারি। ইহাতে আখের ন্যায় অপব্যয়ের ভয় থাকে না।

বীট চিনি প্রস্তুত প্রণালী—খুব পাকা বীট একটি বড় পাত্রের মধ্যে রাখিয়া ঈষৎ গরম জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। কারণ ইহা না করিলে মাটি ঐ মূলের গায়ে লাগিয়া থাকে। এইরূপ ধোয়া হইলে অন্য জায়গায় বীটগুলি রাখিয়া,

একরূপ যন্ত্রের দ্বারা চূর্ণিকৃত করিতে হয়। এইরূপ চূর্ণ করিবার কারণ এই যে, মূল হইতে রসটি সংগ্রহ করিতে হয়। অবিলম্বে রস পাক করিতে হয়।

রস পাক করিবার সময় চুণের জল দিয়া গাদ কাটাইতে হয়। পরে রসটি একটি কাপড়ে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করা হয়। পরে সেই রসকে আবার পাক করিতে হয়। এইরূপে বীট হইতে চিনি প্রস্তুত করা হয়।

আমাদের দেশে ইহা মৃৎ পাত্রে সাধিত হয়, কিন্তু তাম্র পাত্রে একান্ত উচিত।

সংগ্রহ।

রাজকীয় কৃষি-কমিশন।

রাজকীয় কৃষি-কমিশন কৃষির উন্নতি কল্পে এতকাল ধরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, ইহা পাঠকগণের অবিদিত নহে। বিলাত হইতে কৃষি-কমিশন ভারতে প্রত্যাগমন করার পর করাচীতে ইহার এক অধিবেশন হয়। সেখানেও সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ-এ মুস্তো প্রমুখ ৬ জনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ,—আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে কৃষি কমিশনের ঘোরাফেরা শেষ হইয়া যাইবে। তখন কমিশন মহাবালেশ্বর পৌছিবে এবং সেখানেই ইহার রিপোর্ট লেখা হইবে। এই কৃষি-কমিশনের সদস্যেরা বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে ইহার সকল কার্য্যই সমাধা হইবার কথা।

জাপানী ভাষায় মহাভারত।

"ইয়ং ইষ্ট" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, জাপানী ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, কোমাযাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন রেভারেণ্ড শোজেন ইয়ামাকামি এই অনুবাদ করিতেছেন। প্রফেসর সোজেন ২০ বৎসর পূর্ব্বে

একবার ভারতে আসিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর বুঝি ভারতে অবস্থানও করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। জাপানে কিই-মিই-কাই নামে এক প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠান হইতে শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি ও উৎসাহকল্পে অর্থ সাহায্য করা হইয়া থাকে। প্রকাশ,—প্রোফেসার সোজন সেই প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার মহাভারত অনুবাদ কার্য্যের জন্য প্রভূত অর্থ সাহায্য পাইবেন।

কৃষকদিগের হাসপাতাল।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তাঁহার মাতুল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ ইচ্ছা পূরণ কল্পে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকাটী ও তাহার মূল্যবান আসবাবপত্রাদি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়াছেন। তৎসহ আরও বাৎসরিক ৩০০৲ করিয়া দান করিবেন। অবিলম্বে মিশন এই গৃহে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সরী ও হাসপাতাল খুলিবেন। এইখানে বিনা ব্যয়ে কৃষকদিগকে চিকিৎসা করা হইবে। রাঁচী টাউনের ৩ মাইল দূরে মোরাবাদী পাহাড়ের শীর্ষদেশে ঐ অট্টালিকা অবস্থিত। প্রাসাদখানি স্থাপত্য-কলা-শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ

সংবাদ আসিয়াছে যে, বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের অধীন করঞ্জিয়া মহকুমার একস্থানে প্রাচীন দেবালয় ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে নিবিড় জঙ্গল ছিল। গত বন্যার ফলে সমস্ত জঙ্গল ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং একস্তর মৃত্তিকা ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। ইহার ফলে বৈতরিণী তীরে একটি প্রাসাদ, কয়েকটি দেবালয় এবং প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছু-দিন পূর্ব্বে খরখাই নদীর তীরে আর একটি সৌধের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ ইহা হইতে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

রাস্তা নির্ম্মাণ যন্ত্র।

কানপুরে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ আইবো ইলিয়ট স্থানীয় রাস্তাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য দুইটী রাস্তা তৈয়ারী মেসিন (কল) আনাইয়াছেন। উক্ত মেসিন দুইটিকে এক্ষণে চিনহাট নামক স্থানের কাঁচা রাস্তাগুলির সংস্কার কার্য্যে লাগান হইয়াছে। নানা বিভাগের কর্ম্মচারী প্রত্যহ এই দুইটীর কার্য্য দেখিতে যাইতেছেন। মেসিন সাহায্যে মেরামত বা নির্ম্মাণের কার্য্য চলিলে ডিষ্ট্রীক বোর্ডের সমূহের সহজে ও সুলভে রাস্তা তৈয়ারী সমস্যার সমাধান হইবে সন্দেহ নাই।

কয়লা হইতে তৈল।

ইংলণ্ডের সেনট্রাল ইলেক্‌ট্রিসটি বোর্ডের সদস্য মিঃ ফ্রাঙ্ক গোজেস্ সম্প্রতি নিউকাসেলে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, কয়লা হইতে তৈল পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে তৈলের পরিবর্ত্তে কয়লার পরিত্যক্ত গুঁড়ার ব্যবহার চলিবে, কারণ তাহার মধ্যে তৈল রহিয়াছে। ঐরূপ কয়লার গুঁড়া দ্বারা পরিচালিত হইয়া "মার্কা"র নামে একখানি সদাগরী জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া হলাণ্ডে যাইতেছে। ঐ কয়লার তৈলে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কাজ চলিবে।

বাগানের

মাসিক 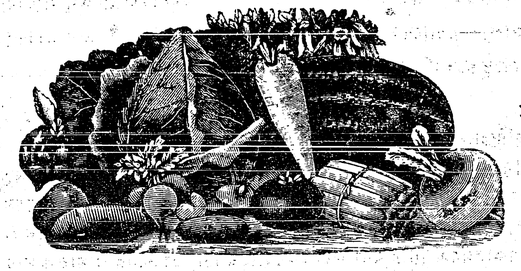 কার্য্য।

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্ সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারসলি (parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজড়, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। গোড়ায় এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুগাছে মাটী দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। এই সময় ফসল কোদালী দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে, ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িবে। আলুক্ষেত্রে এ মাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক। তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

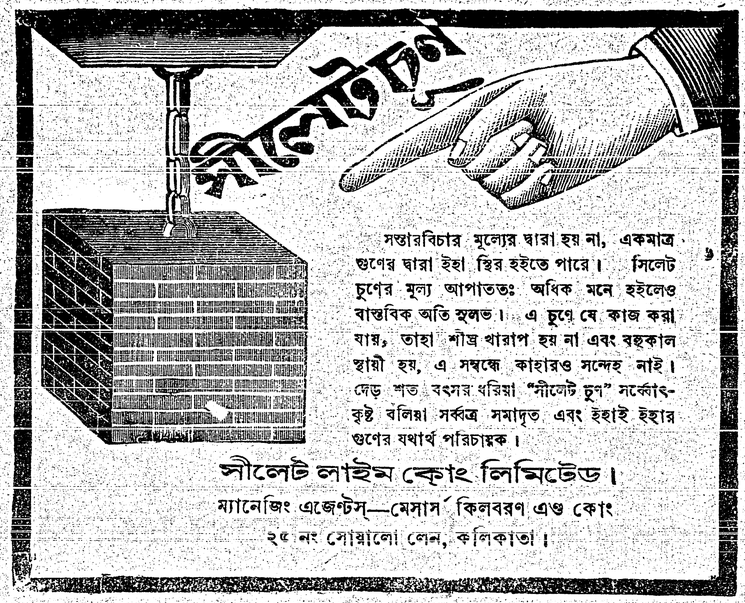

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ ! বীজ !! বীজ !!!

সকল রকম সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন। সত্বর হউন !!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলম চারা কলম।

এইই প্রকৃষ্ট সময়, বিলম্ব করিবেন না।

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন ! আসুন !! আসুন !!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

১৮।১ ও ১৯ • বেনিয়ার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

REGISTERED No. C 192.

২৮ বর্ষ] পৌষ ১৩৩৪ সাল [৯ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

কৃষি-কথা

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৲০

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা×৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ ×৫ , ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লোহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ ×৭ মাপেরও একটী ৬×৪ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢালাই এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত কৃষি সহায় বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যক সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

পাটের সময় আগত প্রায়।

লালতে পাট, কাকিয়া বোম্বাই, মিঠে পাট, ধঞ্চে, শণ ইত্যাদি বীজের জন্য

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

	বিষয়	লেখক
১।	কৃষিকথা—(কাশ্মীরের কৃষি)	—সম্পাদক
২।	ছাগল (প্রবন্ধ)	—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার
৩।	বাঙ্গালার অবস্থা (প্রবন্ধ)	—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস
৪।	আমার চাষ (কৃষি প্রবন্ধ)	—শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গু
৫।	রেলওয়ে ও কৃষি (প্রবন্ধ)	—শ্রী :—
৬।	শীতঋতু বাগার (প্রবন্ধ)	—শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘ
৭।	মাটি টাকা, টাকা মাটি (প্রবন্ধ)	—শ্রীকালীদা
৮।	বাঙ্গালা দেশে গোজাতির পালন ও উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা (প্রবন্ধ)	—মিঃ ি
৯।	পত্রাদি	
১০।	শস্যের ছাতারোগ নিবারণের সাধারণ ঔষধাবলী (প্রবন্ধ)	—শ্রীপ্রবোধের
১১।	উদ্ভোলন	
১২।	সংগ্রহ	
১৩।	বাগানের মাসিক কার্য্য (মাঘ মাস)	

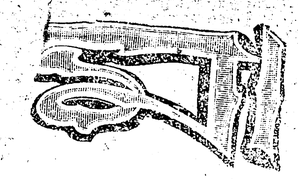

সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

ক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

াদি খরচ ॥৶০ এগার আনা।

ত্র তিন শিশি মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কমাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব!

শোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, পেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্ত-সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত-রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন।

বিঃ দ্রঃ—কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ "ম্যাদে"ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি ॥৵০ নয় আনা।

লোম সংহার।

বেঙ্গল পাব্লিক হেল্‌থ ল্যা
নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ ক
ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ হুই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ
বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ছ যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার
প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত নসমূহ ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি
ল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়।
কি, কিম্বা বিনা ব্যবহার করা যাইতে পারে।
সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট
কারে সেরূপ কোন ভয়ের

কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর
কুইনাইন ও ট্যাবলেট
ট্রেড মার্ক
৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ১০ টিউব ১ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক
সুলভ ও সুবিধাকারী দর স্বতন্ত্র

আমরা

প্রাপ্তিস্থান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট,
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা×৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ ×৫ , ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ ×৭ মাপেরও একটী ৬×৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত কৃষি সহায় বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি [illegible] চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যক সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

পাটের সময় আগত প্রায়।

লালতে পাট, কাকিয়া বোম্বাই, মিঠে পাট, ধঞ্চে, শণ ইত্যাদি বীজের জন্য

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "শ্রীরাম প্রেস" হইতে শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

	বিষয়	লেখক
১।	কৃষিকথা—(কাশ্মীরের কৃষি)	—সম্পাদক
২।	ছাগল (প্রবন্ধ)	—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার
৩।	বাঙ্গালার অবস্থা (প্রবন্ধ)	—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস
৪।	আমার চাষ (কৃষি প্রবন্ধ)	—শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাহ
৫।	রেলওয়ে ও কৃষি (প্রবন্ধ)	—শ্রী :—
৬।	শীতঋতু বাগার (প্রবন্ধ)	—শ্রীগোপাল চন্দ্র ৎ
৭।	মাটি টাকা, টাকা মাটি (প্রবন্ধ)	—শ্রীকালীদা·
৮।	বাঙ্গালা দেশে গোজাতির পালন ও উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা (প্রবন্ধ)	—মিঃ f
৯।	পত্রাদি	
১০।	শস্যের ছাতারোগ নিবারণের সাধারণ ঔষধাবলী (প্রবন্ধ)	—শ্রীপ্রবো·
১১।	উদ্ভালন	
১২।	সংগ্রহ	
১৩।	বাগানের মাসিক কার্য্য (মাঘ মাস)	

বিঃ দ্রঃ—কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ "ম্যাং[illegible] প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। কৃঃ সঃ।

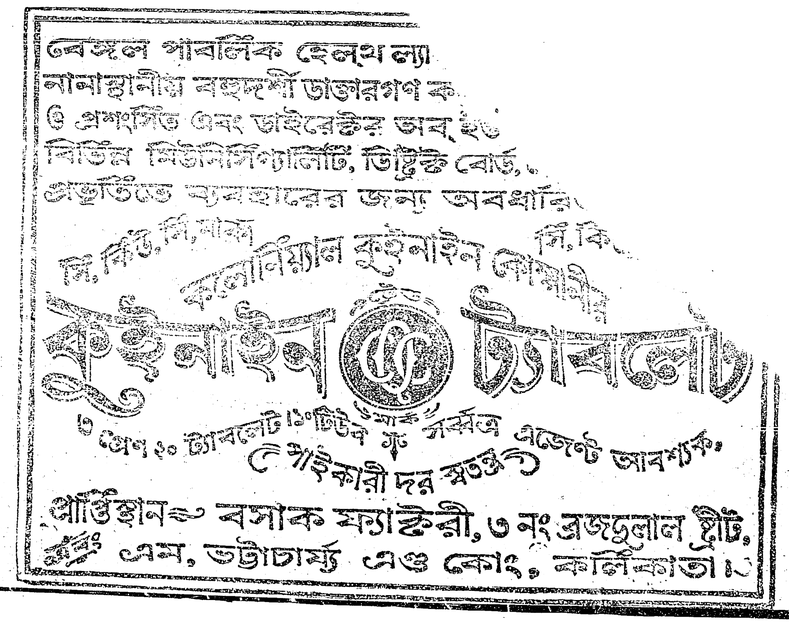

থ

নংখ্যা।৵০

ত্তপ্যাথিক

ী

হানিও)

হইতেছে।

যাবতীয়

প্রকাশিত

ংসকেরই

ন্য পত্র

—

ন

াট

পাধ্যায়।

লা হুগলী।

পুস্তকাবলী।

ার কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের

যুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের

কাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

চাষ	,,	৵০
ইক্ষু চাষ		।০
কৃষি কথা		৵০
পান চাষ		৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪॥০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধ্যে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ॥০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২॥০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২॥০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী বাঁধাই ১॥০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা।০

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য!

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে /০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥/০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥/০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥/০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	॥০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলি

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-tone

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারু-জীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কেল রিলে নিয়মাবলী যায়।

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার, বঙ্গবাসী ও হিতবাদী প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বহুল প্রশংসিত।

মেদিনীপুর-হিতৈষ সম্পাদক—শ্রীমন্মথনাথ নাগ

প্রণীত, বহু রঙ্গীন ছবি সমালঙ্কৃত

বৃহৎগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ (চরিতামৃত)

(ব্রজ ও মথুরালীলা একত্রে) মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷০ (দ্বারকালীলা যন্ত্রস্থ।)

ভাষা প্রাঞ্জলা—সহজ বোধ্য। বর্ণন ভঙ্গীতে বিষয় অতীব মধুর হইয়াছে। পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রমণীগণ একবার একখানি বই হাতে পাইলে ছাড়িতে চান না। বিজ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার ক্ষমতা কাহার? যে রাধাকৃষ্ণ নাম চৈতন্য পাগল হইতেন—চক্ষে অশ্রু জলের উৎস ছুটিত! সে চরিতামৃত পড়িয়া কাহার না হৃদয় মন মজিয়া যায়? সে অমৃতের সন্ধান, পুস্তক না পড়িলে পাওয়া যায় না। যে মরণশীল মানুষ এ অমৃত পান না করে তাহার জন্ম কর্ম্মই বৃথা।

কলঙ্ক—মনোরম উপন্যাস। নারী শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। মূল্য ৷৷৵০।

সদ্ভাবতরঙ্গিণী—এমন খাঁটি কথা, এমন উপাদেয় পুস্তক কমই পাওয়া যায় মূল্য ।০ আনা।

আত্মিকজগৎ—মেস্‌মেরিজম ও হিপনোটিজম শিক্ষার উপাদেয় পুস্তক। যে মৃত্যুটা কি, মৃত্যুর পর লোকে কোথায় যায়? কোন ধর্ম্মের কি ফল, মৃত আত্মীয়ের সহিত কথা কহা যায় কি না, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে কি না, সাধ্বী স্ত্রীর পতিভক্তি কত গভীর ইত্যাদি বিষয় ও মৃত্যু যে একটা ফাঁকিবাজি তাহা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা।

কমলাক্ষী—বহু রঙ্গীন ছবি সমলঙ্কৃত অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে দাম্পত্য প্রেম আছে, ভগবদ্ভক্তি আছে, সংসারের কর্ত্তব্য আছে, এক কথায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আছে। প্রতিবাসীর প্রতি ভালবাসা আছে। হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব সম্প্রীতি আছে, দেশভক্তি আছে, দেশ প্রীতি আছে। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা আছে! মূল্য ১৲ টাকা বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

ভক্তের ভগবান—(সতীর পতিভক্তি) পড়িতে বসিলে ভাবে প্রেমে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসে মূল্য ।০ আনা।

প্রণয়ীর পত্র—(সতীর চরিত্রের মনোরম আখ্যায়িকা) পড়িতে বসিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—মেদিনীপুর-হিতৈষী অফিস, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এস সম্পাদিত।

হতশ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিকপত্র।

আকার প্রবাসী ও ভারতবর্ষের ন্যায়। প্রতিমাসে অন্যূন একশত পৃষ্ঠার প্রবন্ধ থাকে এবং প্রত্যেক সংখ্যাতেই কাজের কথা আলোচিত হয়। একবার সামান্য ৫৷৵০ বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়া দেখুন। এত নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান পাইবেন যে তাহার একটীর মূল্যই বহু সহস্র টাকা। পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে বিবরণ পত্র পাঠানো হয়।

ম্যানেজার—ব্যবসা ও বাণিজ্য।

৯।৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG. **"দৈববল"** No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।

দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	৷৷০
কৃষিক্ষেত্র	১৷৷০
সব্জীবাগ	১৷৷০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১৷৷০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	৷০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১৷৷০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	৷৷০
ভূমি কর্ষণ	৷৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	৷৷০
উদ্ভিদ জীবন	৷৷০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃদি	৷০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	৷০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	৷০

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার।

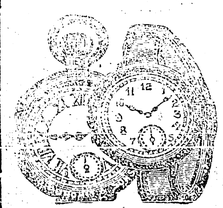

১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ৷৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৵০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স

৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বহু পরীক্ষিত মূল্য ১ শিশি।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

জানলা, দরজা, কড়ি বরগা ইত্যাদি **"ইংলিশ মার্কা সেগুন সর্ব্বোশ্রেষ্ঠ"** সেই ইংলিশ মার্কা কাঠে প্রস্তুত জানলা দরজা ও সর্ব্ব-প্রকার সাইজ কাঠ বিক্রয় করিয়া রাজা, জমিদার, ডিঃ বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির নিকট বহু প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত শাল, সেগুন, জারুল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কাষ্ট বিক্রেতা

ডি, এন, মজুমদার।

৪নং নিমতলা ষ্ট্রীট।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩।৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

সম্পাদিকা শ্রীমতি লতিকা বসু বি, লিট (অক্সন)

নারী জাতি কল্যাণমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার পাঠ্য।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। কন্যা, বধূ, গৃহিনী সকলের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সকলপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষালয়ের জন্য অনুমোদিত এবং সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়মিত ভারে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ভিঃ পিতে ২৷৵০ টাকা। গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার বঙ্গলক্ষ্মী

কবিরাজ শ্রীসরোজ মোহন সেন কবিভূষণ, বি,এ,

বৈদ্যশাস্ত্রী

ঔষধালয় ও চতুষ্পাটী ১৭।১ হালসী বাগান রোড, কলিকাতা।

মকরধ্বজ

সর্দ্দি গা বেদনায়—আদার রস মধু।

মাথা ধরায়—পানের রস মধু।

পেটের অসুখে—চাউল ধোয়ার জল নেবুর রস ও চিনি।

ধাতুদৌর্ব্বল্যে গদ ভিজান জল, কাবাব চিনির গুড়া ও ইক্ষু চিনি।

ঘুম না হইলে বড় এলাচির গুড়া ও মধু।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে মাখম ও মিছরি সহ।

মূল্য প্রতি তোলা—৪৲ টাকা।

দ্রাক্ষারিষ্ট

শ্বাস, কাস, উদরাময়, ও দৌর্ব্বল্যে

ব্যবহার্য্য মূল্য—বড় বোতল (২৪ দিনের) ৩৲ টাকা

অশোকারিষ্ট

যাবতীয় স্ত্রী রোগের মহৌষধ

মূল্য—বড় বোতল [২৫ দিনের] ৩৲

মদনানন্দ মোদক

ধ্বজভঙ্গে, ডিসপেপসিয়ায় ব্যবহার্য্য

মধ্যমনারায়ণ তৈল

বায়ুরোগের মহৌষধ

মূল্য প্রতি সের ৮৲ টাকা

এবং অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রীয় ঔষধ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।

পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)।

এই দারুণ শীতে যদি আপনি

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আপনার গাত্রচর্ম্ম বেশ মসৃণ থাকিবে, এবং ইহার মধুর গন্ধও আপনাকে আনন্দিত করিবে। অদ্য এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য— ১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)

কলিকাতা।

কৃষক

২৮ খণ্ড { পৌষ, ১৩২৪ সাল। { ৯ম সংখ্যা

কৃষি কথা।

কাশ্মীরের কৃষি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাশ্মীরে নিম্নলিখিত ফসলগুলি উৎপাদিত হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রত্যেকে ফসলের নামের পার্শ্বে উহার কাশ্মীরি প্রতিভাষা ও আন্দাজ যে পরিমাণ জমিতে উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহার বর্গফল প্রদত্ত হইল। অঙ্কগুলির অধিকাংশই Dawrence's valley of kashmir হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের অঙ্কের সহিত কিছু পার্থক্য হইতে পারে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য যখন কাশ্মীরের সঠিক কৃষি বিবরণী লেখা নহে, তখন এই অঙ্ক সমুদয় হইতেই কাশ্মীর কৃষির অনেকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

১।	ধান	ধান	১৮৯,৩৫২
২।	ভুট্টা	মকাই	১৩০৬৪৪
৩।	কার্পাস	কাপাস্	১৩০,৪৮৯
৪।	জাব্রাণ	কান্দ	
৫।	তামাক	তামাক	৩৮৬

JOGINDRO NATH DUTT
GOVT. OF INDIA
LIBRARY OF THE
GEOLOGICAL SURVEY
CALCUTTA

৬।	* হপ	হাপিম	
৭।	কাউন	সোল	
৮।	চিনা	পিং	
৯।	† মোরগফুল	গন্‌হার	
১০।	বক হুইট	ক্রুবা	
১১।	মুঙ্গ	মূঙ্গ	
১২।	মাসকলাই	মা	৪৩,৮৭০
১৩।	মাঠকলাই	মোচি	
১৪।	ফরাশ সিম	রাজমা	
১৫।	তিল	তিল	৩,৭২৭
১৬।	গোধূম	কনক	২৯,৮৪০
১৭।	যব	উইস্কা	
১৮।	‡ তিব্বতযব	গ্রিম্	৩০১০৩
১৯।	পোস্ত (আফিং)	আফিং	৫১
২০।	সরিষা	তিলগোগলু	
২১।	ঐ অন্য প্রকার	তরজ তারচপ	
২২।	ঐ ঐ	সুন্দিজি	
২৩।	তিসি	আলিস্	২১৪৮৫
২৪।	মটর	কাইড়	
২৫।	বাকলা সিম	বাগলা	
২৬।	যোয়ান	আজোয়েন	

উক্ত কয়েকটি ফসলই কাশ্মীরের প্রধান ফসল। অনেকে কাশ্মীর চাউলের নাম শুনিয়া হয়ত মনে করিবেন যে কাশ্মীরে অত্যুৎকৃষ্ট জাতীয় ধান্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সমুদয় পোলাওয়ের চাউল হিমালয়ের নিম্ন দেশস্থ দেরাদুন, পিলিভিত্, নেপাল, তরাই প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিয়া থাকে। কিন্তু চাউল অত্যন্ত মোটা। যাঁহারা কলিকাতায় বালাম চাউলে অভ্যস্থ তাঁহাদিগের পক্ষে এক প্রকার অখাদ্য বলিলেও হয়। এখানে বাঁসমতি নামে টাকায় চারিসের দরে যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট চাউল বিক্রয় হয় তাহা পাঞ্জাব হইতে আমদানি হয়। উৎকর্ষের হিসাবে এদেশের কোন ফসলেরই প্রশংসা করিতে পারা যায় না। তথাপি

---

* হপ্ একপ্রার সিদ্ধি জাতীয় গাছ। ইহার কাণ্ড লতানিয়া; ইহা হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়।

† গণ্‌হার মোরগফুল জাতীয় গাছ। প্রায় ৩।৩॥ ফুট লম্বা হয়। শ্বেত ও রক্ত ভেদে ইহারা দুই জাতি। ইহার বীজ দরিদ্র কৃষকগণ চিনা প্রভৃতির ন্যায় ভক্ষণ করে। ফুল, তরকারি প্রভৃতি রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

‡ তিব্বতের যব ছোট জাতীয়, কিন্তু বিশেষ তুষার সহ।

বোধ হয় পুরাকালে এতদ্দেশে উৎকৃষ্ট জাতিয় ফসল উৎপাদিত হইত। ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল রাজকর্ম্মচারীগণ ও জমিদারগণের অত্যাচারে সে সমুদয়ের চাষ কৃষকগণ ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কাশ্মীরি ভাষায় একটী প্রবাদ আছে যে খাঁপুরের মুগ, লালীপুরের ঘৃত, রামপুরের তরি তরকারী, হিরপুরের দুধ, নিপুরের চাউল, নন্দপুরের ছাগ এবং রামপুরের আঙ্গুর—ইহাদের তুলনা কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু এই সমুদয় জায়গায় উক্ত দ্রব্য সমূহ পাওয়া সুকঠিন কিংবা পাওয়া গেলেও তৎসমুদয় উৎকৃষ্টতা অপেক্ষা অপকৃষ্টতার জন্য অধিকতর উল্লেখ-যোগ্য।

ফসলের অপকর্ষতার অন্যতম কারণ এই, এখানে বীজ নির্ব্বাচনের প্রথা অল্পই পরিচালিত। কর্ষণও অগভীর। হলবাহী গবাদি বঙ্গদেশের ন্যায় অনাহারে দুর্ব্বল ও পরিশ্রমে ক্লান্ত। ইহা ব্যতীত কাশ্মীর চাষী অলস ও তাহাদের কার্য্য শৃঙ্খলাবিহীন। কোন গ্রামের পার্শ্বস্থ রাস্তায় প্রভাতে উঠিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিহিতা স্ত্রীলোকগণ পরিধেয় কাপড়ের এক অংশে ভাত বাঁধিয়া লইয়া মাথায় ঝুড়ি করিয়া ক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছে। ইহারাই ধান ছিটান, জমি নিড়ান প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। অগভীর মৃত্তিকার অবহেলায় ধান্য বীজ ছড়াইয়া এবং তাহাতে সামান্য মাত্র সার প্রদান করিয়া যেরূপ ফসল উৎপাদিত হইতে পারে তাহাই হইয়া থাকে। তথাপি মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বরা বলিয়া পরিমাণে ফসল নিতান্ত কম হয় না। কিন্তু উৎকর্ষতায় এই সমুদয় বঙ্গদেশীয় তৃতয় শ্রেণীর ফসল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

জল সেচন সম্বন্ধে কাশ্মীরের অবস্থা প্রায় আমাদের দেশের ন্যায়। খাল ২।৪ স্থানে আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুকুর একেবারেই নাই। ঝরণা (ইহাকে এখানে চম্‌মা বলে) হইতে যে জল আসিয়া স্থানে স্থানে জমিয়া থাকে, তাহা হইতেই অনেক ক্ষেতে জল সেচন করা হইয়া থাকে। বর্ষায় সময় যে পরিমাণ সাধারণ বৃষ্টিপাত হয় তাহা যদি সংগৃহীত হইত তবে জলাভাব হইত না। কিন্তু অনেক স্থলে আমরা দেখিয়াছি যে ফসল সমূহ জলাভাবে খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। অবশ্য পাঞ্জাব হইতে ক্রমশঃ উত্তর দিকে শুষ্ক চাষেরই (Dry cultivation) চলন অধিক। কিন্তু দোঁয়াস জমিতেই শুষ্ক চাষ সুবিধা হয়। উপরের মৃত্তিকা বেশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং নিম্নের মাটির রস সূর্য্যোত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কাশ্মীরের নিম্নতল মাটি প্রায় কাদা দোঁয়াস। সুতরাং ডেলা বাধিয়া যায় এবং রস সংরক্ষণ করিতে পারে না।

পশু খাদ্য কাশ্মীরে অনেকটা সুলভ। উইলো (willow) পাতা ও ডালই অত্যধিক পরিমাণে পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ ইহা সর্ব্বত্রই জন্মায়। মাঘ ফাল্গুন মাসে দারুণ শীত ও নিহার পাতে যখন দেশ একেবারে তুষার ধবল হইয়া উঠে; গাছপালায়

তখন একটী মাত্রও পাতা থাকে না; তখন এই উইলো অথবা দেশীয় ভাষায় বেত পশুগণের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। ইহার সহিত বিচালী ও ভূট্টার ডাঁটা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন অপর অনেক প্রকার গাছের পাতা ও ডাল পশুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। চাষের সময় ধান ক্ষেত্রের ধারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস জন্মায়। এই সমস্ত ঘাস হইতে দড়ি প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বেত-পাতা ঢাকিয়া রাখা হয়। জলাশয়ে নারি নামক যে চাঁচড়া জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে তাহা উৎকৃষ্ট পশু খাদ্য। ক্ষুড় নামক একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদও যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়ান হয়। লোকের বিশ্বাস যে ইহাতে দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হয়। গৃহস্থের গৃহের পার্শ্বে বেত, ফ্রাষ্ট (Pohlar) উপরে সংরক্ষিত রজ্জু আচ্ছাদিত পশুখাদ্য একটি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। আয়তনে এক একটি খাদ্যস্তূপ ৬ হাত চওড়া ও ১০।১২ হাত লম্বা হইবে। মৃত্তিকা হইতে প্রায় ৮।৯ হাত উচ্চে স্তূপগুলি অবস্থিত, মনে হয় যেন কোন বিশাল দেহ বিহঙ্গম স্বীয় অবয়ব অনুসারে বিশাল নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। শাক সব্জীর মধ্যে কাশ্মীরে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার উদ্ভিদ উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের সঙ্গে কাশ্মীরি নাম প্রদত্ত হইল।

বাঁধাকপি (পাতা কপি জাতীয়)	কড়মশাগ
শালগম	গাগ্‌জি
বিলাতী কুমড়া	
কাকড়ি	আলু
শসা	লট্
টোমাটো	রুয়াঙ্গন
লঙ্কা	মুচওয়াঙ্গন
বেগুন	ওয়াঙ্গন
আলু	আলু
অ্যাস্‌পারে গ্যাস্	
এণ্ডিভ্	
লেটুস্	
গাজর	গাজর
পেঁয়াজ	প্রাণ
পালঙ্গ	পালক

ইহার মধ্যে কড়মের শাগ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভাত ও কড়মের শাগ কাশ্মীরের জাতীয় খাদ্য। প্রবাদ আছে যে, যে কাশ্মীরে যাইবে, সে কড়মের শাগ ও ভাত না খাইয়া আর ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু বাঁধা কপি বলিলে ঠিক কড়ম শাগের

প্রতিকৃতি বুঝিতে পারা যায় না। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Brassica Oleracea var canlorapa বাঁধা কপির ন্যায় ইহার সুপুষ্ট কাণ্ড নাই। কেবল পাতা এবং তাহাও খুব বড় নহে। খাইতে যে সুস্বাদু তাহাও নহে; তবে এক শ্রীনগর ভিন্ন অপর কোন স্থানে গৃহস্থের বাটীতে কড়মের শাককে ছাড়াইয়া উঠিবার উপায় নাই। বেগুন অতি নিকৃষ্ট জাতীয়, আমাদের দেশের কুলি বেগুনের ন্যায়। পালঙ্গ শাক সব সময়ে পাওয়া যায় না। একটা সুখের বিষয় এই যে শ্রীনগরের অনতিদূরবর্ত্তী জলহ্রদে বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। ঐ স্থান হইতে শ্রীনগর অধিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ উহাদের আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এখানে আমরা আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। এই দুইটি পানিফল ও পদ্ম এবং শালুক। এই দুইটিই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

কাশ্মীরি ভাষায় পানিফলকে সিঙ্গারা এবং পদ্মের মূলকে পাম্‌পোষ ও শালুকের মূলকে রামপোষ বলিয়া থাকে। পাঞ্জাবে পদ্মের মূলকে নেদ্‌রু বলে। ভারতের সর্ব্ব বৃহৎ হ্রদ উলার কাশ্মীরে অবস্থিত। ইহাতেও অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত সিঙ্গারার জন্য কাশ্মীর দরবার প্রায় পঁয়ত্রিশ সহস্র টাকা পাইয়া থাকেন। পদ্ম ও শালুকের মূলে উক্তরূপ কোন প্রকার আয় নাই, তবুও উহা সাধারণ ও ধনী সকলের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। সিঙ্গারা সাধারণ লোক দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আমাদের পক্ষে এই সমুদয় খাদ্য নূতন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কাশ্মীরবাসীগণের পক্ষে এই সকল নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য।

সামান্য প্রবন্ধের মধ্যে কাশ্মীর কৃষি বিষয়ে সমস্ত বিষয় লিখিয়া নিঃশেষ করা অসম্ভব। তথাপি আমরা এস্থানে কাশ্মীরের ও সাধারণ পার্ব্বত্য প্রদেশের কৃষিপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান সভ্য জগতের নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী সমূহ এখনও সমুদয় অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ কাশ্মীরে সেরূপ উন্নতিশালী কৃষিবিভাগ নাই। যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে চির উর্ব্বর কাশ্মীর উপত্যকা শস্যভারে নিপীড়িত হইয়া উঠিত। যে পরিমাণে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আমাদের কৃষকগণ ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া থাকে এবং বঙ্গদেশের সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গের যেরূপ কৃষি কর্ম্মের উপর লক্ষ্য পড়িয়াছে যদি কাশ্মীরে সেইরূপ অবস্থার অভ্যুদয় হইত তাহা হইলে বাস্তবিকই কাশ্মীর ভূস্বর্গে পরিণত হইত। এই সমুদয় অভাবে কাশ্মীর এখনও দরিদ্র, এখনও কৃষকগণের অভাব, অসীম ও কষ্ট জীবন নিরাশা পরিপূর্ণ।

ছাগল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৩৩ সালের ৪২১ পৃষ্ঠার পর)

[শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার]

আজকালকার সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে ভারতের ছাগ সংখ্যা ২।৩ বৎসরে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা কিছু অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। গো-জাতি সম্বন্ধে এইরূপ কথা সরকারের পক্ষের লোক বলিয়াছিলেন কিন্তু অখিল ভারতীয় গো সভার পক্ষ হইতে বাবু লীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় সে কথার অসারতা প্রমাণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষে নিত্য যেরূপ ছাগকুল মানুষের রসনা তৃপ্তির জন্য ধ্বংস হইতেছে তাহার বেশী উৎপাদনের চেষ্টা যদি আশু করা না যায়, তাহা হইলে কিছু কাল পরে ভারতবর্ষে ছাগকুল বিনাশ হইয়া যাইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। গোপালন ও জনন এবং নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যাহা যাহা মল্লিখিত গোপালবান্ধব পুস্তকে বলিয়াছি তাহা সবই ছাগ পালনে প্রযোজ্য।

উচ্চাবচ ঢালু, শুষ্ক জমীতে ছাগ পালন করা বিধেয়। সাঁওতাল পরগণা, পুর্ণিয়া জেলায় আহিমালয় ব্যাপী কোশী নদীর উভয় তীরস্থ প্রান্তর ঘাসযুক্ত প্রদেশে বা গয়া ও পালামু জেলায় ঢালু পার্ব্বত্য দেশে ছাগ পালন বেশ লাভজনকরূপে করা যাইতে পারে। রাঁচি কমিশনারীর অন্তর্গত সকল জেলাতেই চাষীগণ অবস্থা মত ছাগল পালন করিয়া থাকে। আমাদের দেশে বড় দোদুল্যমান ছাগলদের রামছাগল বলে। ইহাদের দুধের জন্যই পোষা হইয়া থাকে; কিন্তু আজকাল বঙ্গীয় ও বিহারী দেশীয় ছোট ছাগলের আমদানী কলিকাতার বাজারে কম হওয়ায় রাম ছাগলগণই বেশী মাত্রায় কলিকাতায় কাটা হইয়া থাকে।

গাভীদের সিংহোদ্গম যেরূপে বন্ধ করিয়া নেড়া গুঁতান রোগ বিমুক্ত গাভী উৎপাদন করার বিধি গোপাল বান্ধব প্রথম ভাগের একাদশ পরিচ্ছদে উল্লেখ করিয়াছি,

যে উপায়ে গাভী বা মহিষকে 'নেড়া করা যায়, ছাগ বা ছাগীকে সেই বিধি প্রয়োগে শৃঙ্গহীন করা যাইতে পারে।

উত্তম ছাগী বা ছাগ উৎপাদন করিতে হইলে গাভী বা পাখী উৎপাদনে যে সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া সংজনন করিবার কথা বলিয়াছি সেইগুলি ছাগী উৎপাদনেও বিশেষভাবে অনুসরণ করিবে। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে পূর্ণবয়স্কা ছাগী সম্বৎসরে দুই বার সংজনন জন্য ছাগের সহবাস গ্রহণ করে কিন্তু শীত প্রধান পাশ্চাত্য দেশে ১২ মাসের মধ্যে তাহারা একবার মাত্রই ছাগ সহিত সংযুক্ত হইতে দেখা যায়। ছাগ গ্রহণের গড়ে ২২ সপ্তাহ বা ১৪০ হইতে ১৬৩ দিনের মধ্যে ছাগী সন্তান প্রসব করে অর্থাৎ গড়ে ছাগী ১৪৭ হইতে ১৫৩ দিনের ছাগ বিয়ায়। পূর্ণবয়স্ক ছাগ ও ছাগীকেই সংযোগ করা কর্ত্তব্য। যদি দুগ্ধের জন্য উৎপাদন করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে গাভীর দুগ্ধ দায়িকা শক্তি বর্দ্ধিত করিবার যে সব উপায় "বৈজিক তত্ত্ব" এবং "গোজাতির উন্নতি ও বাথান" পর্য্যায়ে বলিয়াছি তাহা ছাগী সম্বন্ধেও অনুসরণ করিতে ত্রুটী করিবে না। যদি কেহ ডাক যোগে বৈজ্ঞানিক পশু সংজনন শিক্ষা করিতে চাহেন তিনি আমাকে সডাক পত্র দিলে আমি তাহার আমেরিকা হইতে করিয়া দিতে পারি; ছাত্রটির আই, এস্, সি, ষ্টাণ্ডার্ডের পাশ করা চাহি।

খাদ্যের তারতম্যের উপর ছাগীর দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণ নির্ভর করে। ছাগগৃহে বা গোগৃহে লবণের 'চাঁই' (বড় খণ্ড) পশুদের চাটিবার জন্য নিশ্চয় রাখা কর্ত্তব্য; যেমন পাখী ও গাভী সম্বন্ধে সেইরূপ ছাগ পালন সম্বন্ধে যত্ন, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যবিল হ্রাস-করণ সাফল্যের মূলমন্ত্র। গাভী পালনে যে সব সাবধানতা, শুশ্রূষা, যত্ন, উপায় আদি অবলম্বন ও অনুসরণ করিবার কথা গোপাল বান্ধব পুস্তকে বলিয়াছি, তাহা ছাগ পালনেও অনুসরণ করিবে।

গাভী ঋতুমতী হইলে যে ২ বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায় ছাগী সম্বন্ধেও তাহাই হয়। ছাগ ও ছাগীকে নিয়মিত ব্রশ দিবে ও প্রসাধন ও "ডলাই মলাই" করিলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তাহাদের শুষ্ক এবং নির্ম্মল বায়ু চলাচল আস্তাবলে রাখিবে। এইখানে এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম। যদি কাহারও বিলাতী, মিশরী বা সুইস ছাগ বা ছাগী আমদানী করিতে ইচ্ছা হয় তিনি আমার সহিত হয় দেখা করিবেন বা সডাক পত্র দিবেন। আমাদের দেশের চাষারা "ছাগ চাষ" সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা রাখে কিন্তু বৌদ্ধ যুগে যেমন গো-অধ্যক্ষগণ গৃহপালিত পশু পালন সংজনন রক্ষাদি সম্বন্ধে যেমন পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন তাহা আজ কাল আদৌ পরি-দৃষ্ট হয় না। তাহার প্রধান কারণ যে আমরা নিজেদের দোষে ঋষি প্রণোদিত জনন নীতিগুলি তথা তাঁহাদের কৃত প্রাচীন মূল পুস্তকগুলি হারাইয়াছি।

JOGINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
99, Maniktala Bose's Ghat St. Calcutta.

মেষ, ছাগ, গাভী, হাঁস মুর্গী আদি গৃহপালিত পশু ও পাখিদের পালক খুব ঘেঁসাঘেঁসি কদাচ যেন না রাখেন। সংক্রামক ব্যাধি প্রসার প্রতিষেধ জন্য যে সকল সতর্কতা অবলম্বনের কথা ছাগ পালন ও গো এবং পাখী পালনে বলিয়াছি তাহা সমস্তই মেষ, মহিষ, গো, ছাগ, অশ্ব পালক ও সংজনকদের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। মেষ এবং ছাগলের চিকিৎসাও একরূপ; কেবল তাহার ইতর বিশেষ আছে। গবাদি পশুর চিকিৎসা সম্বন্ধে গোপাল বান্ধব দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি, তাহা যত্নে দ্রষ্টব্য। ২৫ ভাগ কৃষক পত্রিকায় শ্রীযুক্তরাজনারায়ণ বিশ্বাস বাবু এক বেশ সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে এই অধ্যায় লিখিবার কালীন বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

আজকাল আমাদের দেশে যেরূপ তীব্র অন্নকষ্ট হইয়াছে এবং বেকার সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে স্বাধীন জীবন যাপনের পথ উন্মুক্ত করিতে না পারিলে আমাদের অচিরেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে জাতিরূপে অন্তর্ধান হইতে হইবে। দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তি মাত্রই চাকুরীর জন্য লালায়িত। বাঙ্গালীর চাকরী প্রিয়তা দূর না হইলে দেশের উন্নতিরও আশা করা যায় না। কৃষিবাণিজ্যের দিকে লোকের মনকে ধাবিত না করিলে আর আমাদের জীবন ধারণের উপায় নাই। চাকুরী সীমাবদ্ধ। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে চাকরীর মোহিনী মায়া ত্যাগ করিয়া শ্রমসাধ্য স্বাধীন ব্যবসায়াদি পন্থার দিকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছাগ ব্যবসা খুব লাভজনক; কুড়েমী ও অলসতা করিলে কোন ব্যবসাতেই সাফল্য লাভ করিতে পারা যায় না। এখন যেরূপ ছাগলের মূল্য বাড়িয়াছে এবং ইহার যেরূপ চাহিদা (demand) হইয়াছে, তাহাতে চাষীগণ ইহার চাষ করিয়া সহজেই বেশ ধনোপার্জ্জন করিতে পারেন। ছোট ছোট ছাগ বা ছাগী পল্লীগ্রামে ৩৲ বা ৩৷৷০ টাকা মূল্যের কমে প্রত্যেকটি আজকাল পাওয়া যায় না। আগে আমার বেশ স্মরণ আছে, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গয়া, পালামু প্রভৃতি জেলায় ৷৷০ বা ৷৵০ আনায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট মধ্যবিত্ত আকারের পাঁটা (ছাগ) পাওয়া যাইত। ছাগী ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। ছাগী ৬ মাস বয়সের পর গর্ভধারণ করিয়া ১৫০ দিনে এককালীন দুইটি ছানা প্রসব করে। সচরাচর পশুদের অর্দ্ধেক পুং জাতীয় এবং অর্দ্ধেক স্ত্রী জাতীয় সন্তান বা শাবক প্রসূত হইতে দেখা যায়। মল্লিখিত "গোপালবান্ধব" নামক পুস্তকে এই সকল বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকা মাত্রই তাহা পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন। ছাগী গড়ে বৎসরে দুইবারে চারিটী শাবক প্রসব করিয়া থাকে। ছাগ ও মেষ প্রতিপালনের ন্যায় লাভজনক ব্যবসা আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কৃষকদের পক্ষে আর অপর নাই। বিহার প্রদেশের এবং বাঙ্গালার পার্ব্বত্য জেলা

সমূহের অধিবাসীগণ বিশেষতঃ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার বহুলোক মেষ ও ছাগ চাষ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিত্তশালী হইয়াছেন। এক একজন মেষপালকের হাজার বা দেড় হাজার করিয়া মেষ থাকে; তাঁহারা ৮।১০ জন করিয়া বেতনভোগী মেষপালক, মেষদল চরাইবার জন্য রাখিয়া থাকেন। আমার মনে হয় যে এক এক পালে চরাইবার সময় ২০০ শত করিয়া মেষ বা ছাগ রাখিতে পারা যায়; কিন্তু রাত্রে বাসায় এক এক পালে ৫০টি করিয়া একসঙ্গে রাখা সমীচীন। বেশী একস্থানে রাখিলে সংক্রামক রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী হইয়া থাকে। ছাগ ও মেষের মলমূত্র জমীর উত্তম তেজস্কর সার বলিয়া গণ্য হয়। মূল (নাদী) অপেক্ষা মূত্রই উত্তমতর সার। বর্ষার জলপ্রবাহে অনেক সময় নাদী সার গ্রীষ্মের রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া জলে ভাসিয়া নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু মূত্রসার নষ্ট হয় না! ইহাতে বেশী মাত্রায় ফসল জন্মিয়া থাকে। ছাগ ও মেষবিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সার; এমন কি গোময় অপেক্ষাও তেজস্কর। গোবরে জলীয় ভাগ বেশী পরিমাণে থাকে; ছাগ ও মেষবিষ্ঠায় তাহা থাকে না। গো, ছাগ ও মেষের মল অপেক্ষা মূত্র অধিক তেজস্কর। আমাদের দেশের কৃষকগণ গবাদি পশুর মূত্রকে সাররূপে ব্যবহার প্রায়ই করে না। মূত্র সার মাটির সহিত শীঘ্র এবং উত্তমরূপ মিলিত হইয়া গিয়া মাটীর উর্ব্বরতা সম্পাদন করে ও সেই জমীতে বোয়া ফসলও বেশী পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

ছাগলের চাষের ব্যবসায়ে ৮।৯ শত হইতে হাজার টাকা মূলধনে বেশ একরূপ কাজ চালান যাইতে পারে। যদি একজনের দ্বারা এই টাকা সংগৃহীত বা সরবরাহ না হয়, তবে ২।৩ জনে মিলিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন। এক বৎসরের মধ্যেই এই মূলধনে ৩৷৩৷০ শত টাকা লাভ দাঁড়াইবে। যদি বর্দ্ধিত মাত্রায় এই ব্যবসা করিতে হয় তবে ছাগীদের ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত হাটে পাঠান কর্ত্তব্য নহে। ব্যবসা পার্ব্বত্য অনাবাদী উচ্চ নদীর ধারযুক্ত স্থানে করিবে, যাহাতে পশুগণের বৎসরের সকল সময়েই চরিবার বেশ সুবিধা হয় এবং সহজেই আবশ্যকীয় নির্ম্মল পাণীয় জল পাইতে পারে। বর্ষার সময়ে এবং রাত্রে মেষ ও ছাগলদের আচ্ছাদিত চালার নিম্নে রক্ষা করিবে যাহাতে তাহারা জলে না ভিজে বা ঠাণ্ডা না লাগে। ছাগী ও মেষ বৃষ্টির জল বা অত্যধিক শীতের ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিলে ইহাদের "ঘুঘুয়া" বা "গলাফুলা" রোগ ধরে। ইহা বড়ই সংক্রামক এবং মারাত্মক। সেইজন্য মেষ ও ছাগপালককে আগে হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে পালমধ্যে এই সকল রোগ প্রবেশ না করে বা প্রসার না পায়। হিংস্র জন্তু, সর্প এবং চোর ইহাদের প্রধান শত্রু। ইহাদের কবল হইতে মেষ এবং ছাগকে পালক সদাই রক্ষা করিবে।

এই সকল শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করার পক্ষে মেষ ও ছাগপালকের কুকুর প্রধান

সহায়, সেইজন্য তাহাদের পালের আবশ্যক বুঝিয়া কুকুর পালন করা কর্ত্তব্য। ওয়েল্‌স রমনিমার্শ, বেভিয়ট পার্ব্বত্য দেশ সমূহে বহুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের মধ্যে এবং আমেরিকা ও মিশর দেশে আমি তত্তৎ দেশীয় ছাগ ও মেষ পালকদের পাল সংরক্ষণ ও চোরের আগমনের সময় সতর্কতাসূচক সাড়া দিবার জন্য কুকুর পুষিতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশেও গাড়েরীরা (মেষপালকগণ) কুকুর পুষিয়া থাকে। পালামু ও গয়া জেলায় আমার যে জমী আদি আছে সেইখানকার মেষপালকগণ মেষ ও ছাগপাল রক্ষণ জন্য কুকুর স্বতই পুষিয়া থাকে।

একশত ছাগী ও দশটি ছাগ লইয়া ১০০০৲ টাকা মূলধনে এই ব্যবসা আরম্ভ করিলে তিন বৎসর পরে এত ছাগ ছাগী জন্মিয়া পাল পুরিত হইয়া যাইবে যে রাখিবার স্থানের সংকুলান হইবে না, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ সংক্রামক রোগের আক্রমণ না ঘটে। ছাগলের চাষে "চিড়ার বাইশ ফেরের" ন্যায় ৫।৭ বৎসরের মধ্যে অসংখ্য ছাগল উৎপন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপে সামান্য হইতে অভিজ্ঞতা (experience) লাভের সাথে সাথে পালক কারবার বর্দ্ধিত করিয়া প্রভূত ধনশালী হইতে পারেন। আমাদের দেশের তালুকদার জমীদার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোৎদারদের ছেলেরা মিছা অলসতায় জীবন যাপন না করিয়া যদি এইরূপ কারবার (pastime) অনুসরণ করেন তাহা হইলে যথেষ্ট জাতীয় ধনভাণ্ডার পুষ্ট হইতে পারে এবং তাঁহাদের সময়েরও সদ্ব্যবহার হয়।

বাঙ্গলার অবস্থা।

(শ্রীজহরলাল বিশ্বাস)

দিনের পর দিন বাঙ্গলার অবস্থা যে রকম শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, তা'তে বোধ হয় পঞ্চাশ বছরের পর বাঙ্গলায় আর বাঙ্গালীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বাঙ্গলায় বাঙ্গালী থাকবে না, এ কথা শুনে অনেকেই হয়ত' হাস্য সংবরণ ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না; কিন্তু মনে রাখবেন,—এ হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়। যে দেশে প্রত্যেক বছরে; জ্বরে—প্রায় ১০ লক্ষ, কলেরায়—প্রায় ৮০ হাজার, বসন্তে,

প্রায় ৮ হাজার, শ্বাসরোগে—প্রায় ৩০ হাজার, আমাশয়ে ও উদরাময়ে—প্রায় ২০।২২ হাজার লোক মৃত্যুর করাল বদনে প্রবেশ করে, সে দেশের অধিবাসীদের অস্তিত্ব যে কতদিন, তা' বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই যে ইনফ্লুয়েঞ্জা বাঙ্গলার বুকে পাষাণের মত চেপে ব'সেছে, যক্ষ্মাও ক্রমে ক্রমে আপনার প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা ক'র্চ্ছে, এর কারণ কি?—**বাঙ্গালীর দৈহিক দৌর্ব্বল্য-তাই এর প্রধান কারণ।** বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এমন নিস্তেজ, এমন হীন হ'য়ে গেছে যে, রোগ বিতাড়ণের ক্ষমতা আর তা'র নেই।

যদি পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা যায়, তা'হ'লে আমাশয়, উদরাময় ইত্যাদি রোগ হ'তে নিস্কৃতি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা হয়নি। কোত্থেকে হবে, আর ক'র্ব্বেই বা কে?—আমরা তো থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখবার জন্য, সাবান-এসেন্স মাখবার জন্য, পাতলা জাম-কাপড় পর্ব্বার জন্য, হাজার হাজার টাকা ব্যয় কর্চ্ছি,—আর দেশের স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য, দেশের উন্নতি কর্ব্বার জন্য, দেশের অবস্থা বদলাবার জন্য,—পরের মুখের দিকে হা ক'রে তাকিয়ে আছি!

আজ যদি বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে একটা ক'রে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়, আর তা'র ব্যয়ভার যদি দেশের জনসাধারণ বহন করে তা'হ'লে কত লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন যে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরে আসে, তা'র কোন ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমরা তা' ক'র্ব্বো না। আমরা থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে দেখে, ফিন্‌ফিনে কাপড়-জামা প'রে প'রে ৩০ বছরের মধ্যেই বৈতরণী পারে যাবার বন্দোবস্ত ক'র্ব্বো, কিন্তু দেশের দিকে তাকাব না,—একি কম পরিতাপ!

উঃ সেকালের বাঙ্গালী, আর একালের বাঙ্গালী!—কত শোচনীয় পরিবর্ত্তন। আজ বাঙ্গলার কৃষককুল,—যা'দের হাতে সমস্ত জগতের প্রাণ লুক্কায়িত র'য়েছে, তা'দেরও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অনেক জায়গায় কোল, সাঁওতাল ইত্যাদি শ্রমজীবি এনে চাষের কাজ চালাতে হয়। কলিকাতা ও মফঃস্বলের যে সমস্ত কল-কারখানা স্বগর্ব্বে মস্তকোত্তলন ক'রে ইংরেজ জাতির পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ঘোষণা ক'র্চ্ছে, সেই সমস্ত কলের শ্রমজীবিদের মধ্যে ক'জন বাঙ্গালী আছে? কিন্তু শত বর্ষ পূর্ব্বে পর্য্যটকগণ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও বাঙ্গালীর পরিশ্রম, বাঙ্গালীর সজীবত্ব ইত্যাদি বিষয়ের সুখ্যাতি শত মুখে করে গেছেন।

সে কালে মুটে-মজুর, মাঝি-মাল্লা, পাইক-পেয়াদা, সর্দ্দার-দারোগান সবই বাঙ্গালীরা ক'র্ত্তো;—আর এখন দারোয়ান, মুটে, মজুর কুলি ইত্যাদির জন্য পশ্চিম থেকে লোক আনাতে হয়। কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! তখনকার বাঙ্গালী ৫০।৬০ মাইল পথ অবলীলাক্রমে হেঁটে যেত, আর এখন সেই বাঙ্গালীকে দু' মাইল পথ অতিক্রম কর্ব্বার জন্য ট্রাম, মটরবাস ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এখন কি রকম শোচনীয়, তা' পল্লীগ্রামের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যাবে। এখনও শতকরা ৮০।৯০ জন লোক পল্লীতেই বাস করে, কিন্তু স্বাস্থ্য তা'দের নেই। জীবনখানা কোনরকমে বহন করে যাচ্ছে। কৃষকদের দিকে দেখুন,—তা'দের অবস্থা আরও শোচনীয়। শারীরিক বল, তা'দের দুর্লভ। যেটুকু পরিশ্রম না ক'র্ল্লে অনাহারে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তে হবে, অতিকষ্টে সেইটুকু পরিশ্রমই তা'রা করে।

বাঙ্গলার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যে রকম দাঁড়িয়েছে, এবং শস্য সম্ভার রপ্তানী কর্ব্বার যে রকম সুবিধা হ'য়েছে, তা'তে ইউরোপ বা মার্কিণের মত একাধিক ফসল জমীতে উৎপন্ন ক'র্ত্তে না পার্ল্লে, বাঙ্গলার কৃষকের উন্নতি সুদূর পরাহত। কিন্তু পাশ্চাত্য কৃষকদের মত কাজ কর্ব্বার শক্তি ও উৎসাহ বাঙ্গলার কৃষকের নেই। তা'দের মুখের দিকে বেশ ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌লে মনে হয়,—**মৃত্যু হয় না ব'লে অতি কষ্টে তা'রা জীবনের ভার বহন ক'রে যাচ্ছে।** এ অবস্থা শুধু কৃষকদের নয়, প্রায় শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালীর।

তারপর বাঙ্গলার শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিন্, সেদিকেও তথৈবচ। একখানা চিঠি লিখতে বা প'ড়তে পারে, এই রকম লোককে ধরেও হাজার করা প্রায় ২০২ জন লোক লেখাপড়া জানে। এ'র মধ্যে **পুরুষ ১৮১ জন, আর স্ত্রী মাত্র ২১ জন।** এই সমস্ত দেখে শুনেই কবি অনেক কষ্টে ব'লেছেন ;—

"সপ্তকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী।
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে মানুষ করনি॥"

সেকালের বাঙ্গালীরা, দুর্গোৎসবে—কাদামাটি, চড়কে—সন্ন্যাসী হাওয়া, কাঁটাঝাঁপ দেওয়া ইত্যাদি কত সজীবতার পরিচয় দিত। সন্ধ্যার সময়ে গ্রামে গ্রামে গান, বাজনার দল বসতো, মণসার ভাষাণ, রামায়ন গান, ঢপ, কীর্ত্তন ইত্যাদিতে গ্রাম মসগুল হ'য়ে থাকতো, আবার চোর ডাকাতের অত্যাচার হ'লে বড় বড় লাঠিয়াল বের হ'য়ে গ্রামের শান্তি স্থাপন ক'র্ত্তো ; আর এখন সেই গ্রামের উপর যেন ধ্বংসের একটা ঘোর কালো মেঘ এসে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে। কোন সজীবতার সাড়াই এখন আর গ্রামে পাওয়া যায় না। আজ বাঙ্গলার অবস্থা এমন হ'য়েছে যে—**শতকরা ৪।৫ জন সুস্থ-সবলকায় বাঙ্গালী, বাঙ্গলায় পাওয়া অতীব দুষ্কর।**

ওদিকে বাঙ্গলার ছাত্রদের দিকে চেয়ে দেখুন, শতকরা প্রায় ৭০ জনের স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন। আর অন্যান্য দেশের ছাত্রদের দিকে দেখুন, তা'দের স্বাস্থ্য—অনবদ্য, তাদের উৎসাহ—অপরিসীম, তা'দের স্ফুর্ত্তি—অফুরন্ত।

সুতরাং বাঙ্গলার, এই দুর্দ্দিনকে সুদিনে পরিণত ক'র্ত্তে হবে, আর তা' ক'র্ত্তে

হ'লে, জীবনব্যাপী সাধনায় নিযুক্ত হ'তে হ'বে। হয়ত, সে সাধনা বার বার বিফল হ'য়ে যাবে, কিন্তু তা' ব'লে সে সাধনা ছেড়ে দিলে হবে না, আবার সাধনায় নিযুক্ত হ'তে হবে। একদিন না একদিন তা' সফল হবেই হবে। শুনুন কবি কি বলছেন :—

"যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে,
বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে ?
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল,
আজকে বিফল হ'লে হতে পারে কাল !"

অতএব আমাদের সাধনার সিদ্ধি লাভ কর্ব্বার জন্য তা'তে লেগে থাকতে হবে। কবি আবার ব'লেছেন ;—

"সিদ্ধি নহে মানুষের আজ্ঞার অধীন,
বিফল হ'তেই পারে হৃদয় যতন,
তাই বলে মানুষ কিগো হবে লক্ষ্যহীন ?
শুধুই কি স্বপনেতে কাটাবে জীবন ?

না, স্বপনেতে আর আমাদের জীবন কাটালে চলবে না। বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করে, নিজের বুদ্ধি, দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই পরের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে। যেখানে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, যেখানে কৃষিকুল ঋণভারে জর্জ্জরিত, যেখানে রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই সব জায়গায় গিয়ে কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হ'তে হবে। সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। *

* নেবুতলা ডায়মণ্ড ক্লাবের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

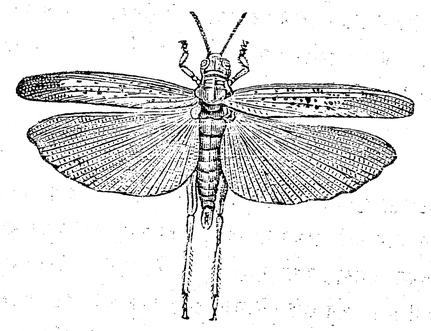

আমার চাষ।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বৈশাখের চারায় যদি ভাল ফসল হইত তবে ঐ আগাম চাষের ফসলে ভাল দর পাইতাম। কিন্তু যখন আমার ফসল নামিল, তখন বাজারে শাক সব্জী ও নানারূপ তরি তরকারীর অভাব ছিল না। এবং বাজারে কুমড়ার আমদানী অত্যধিক বলিয়া প্রতিদিনই মাল ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে বহু কুমড়া ঘরে জমিয়া গেল। যখন বাজার দর অপেক্ষা সস্তায় মাল ছাড়িয়া দিলাম, তখন এই চাষ-প্রয়াসে কটি পয়সা লাভ হইল, অঙ্কশাস্ত্র তাহার হিসাব দিতে কাতর হইয়া পড়িল।

যে জমি বর্ষায় ডুবিয়া যায় এবং জল ৩।৪ মাস কাল বর্ত্তমান থাকে, ঐরূপ স্থানে ধান পাট প্রভৃতি চাষের জন্য বেলে মাটি তত অহিতকর নহে। যে জমি বৎসরের কয়েক মাস ডুবিয়া থাকে, তাহাতে বালির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইলেও উচ্চ স্থানের বালি জমির মত অবর্ষায়ও তত রসহীন হয় না। বিশেষতঃ প্রতি বৎসর দীর্ঘ সময় জলে ভিজিয়া ও পলি পড়িয়া ঐ সব ক্ষেত্রের মৃত্তিকার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়ও কাল-ক্রমে ঐ সব বেলে মাটীই দোঁয়াস মাটিতে পরিণত হইয়া সকল প্রকার চাষেরই উপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। উহা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ বলিয়া প্রথমাবধিই দেখিয়া শুনিয়া কাজ করা উচিৎ।

এঠেল মাটিতেও চাষের অনেক অসুবিধা আছে সত্য; কিন্তু তাহা বেলে মাটির মত নহে। অবর্ষার ফলে মাটি যেমন সম্পূর্ণরূপে রসহীন হইয়া লতাগুল্মের মৃত্যুর কারণ হয়, এঠেল মাটি তেমন রসহীন কখনও হয় না। বাঁকুড়ার মাটি ওজন করিয়াই আমি তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। খুব শুষ্ক হইলেও দেড় হাত দুই হাত পর্য্যন্ত মাটি শুষ্ক হইয়া যায়। বৃক্ষ সমূহকে যে কোনও প্রকারে বছর দুই বাড়াইয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে

আর জল সিঞ্চন না করিলেও চলিতে পারে। তবে যাহার সামর্থ আছে এবং ভাল ফসলের আশা রাখেন তাহাকে বছরের সকল সময়েই তাহার ফসলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বেলে মাটি ছিদ্রযুক্ত বলিয়া উহাতে জল দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু এঠেল মাটিও আবার তেমনই ছিদ্রাভাব বশতঃ জল রক্ষা করিতে পারে না। এবং কোনও প্রকারে একবার জল প্রবেশ করিলে সহজে তাহা নিঃসৃত হয় না বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষমূলসমূহ পচিয়া যায়। আবার অবর্ষায় মাটী শুষ্ক হইলে বৃক্ষমূল সমূহকে এতই কঠিন ভাবে চাপিয়া ধরে যে, বৃক্ষমূল সমূহ রসপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করিলেও উপযুক্ত পরিমাণে রস গ্রহণ করিয়া বৃক্ষের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করিতে পারে না। এবং যখন মাটি ফাটিতে আরম্ভ করে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষমূল সমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহার জীবনীশক্তি কমাইয়া দেয়।

বেলে কিম্বা দোঁয়াস মাটিতে গাছের বৃদ্ধি যেমন দ্রুত গতিতে হইয়া থাকে, এঠেল মাটিতে তেমন হয় না। বৃক্ষমূল সমূহ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মূলের বিস্তার যেমন দীর্ঘ সময়ে ঘটে, তেমনই শাখা প্রশাখার প্রসারেও দীর্ঘ সময় আবশ্যক করে। জীবদেহের পূর্ণ বিকাশ না হইলে যেমন তাহাতে যৌবন সঞ্চার হয় না এবং সন্তান সম্ভাবনাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদিতে ঐরূপই হইয়া থাকে।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে বিক্রমপুরের আমার এক আত্মীয় বাড়ীতে বেড়াইতে যাই। ২।১ দিবস পরে বাড়ীর কর্ত্তা তাহার রোপিত নানারূপ ফলের গাছ সমূহ দেখাইতে লাগিলেন। সবই ভাল হইয়াছে, কিন্তু তাহার ৪।৫ বৎসরের রোপিত লেবুর কলম যেমন ছিল প্রায় তেমনই রহিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত এ মাটিও ফল প্রসব করে নাই। বাড়ীর মাটি অত্যন্ত এঠেল। বৃষ্টিতে নরম হইলে যেমন তাহা অনুক্লিষ্ট ভিখারীর মত পা ছাড়িতে নারাজ, আবার অবর্ষায়ও এননই কঙ্কার কঠোর কাঠিন্য লইয়া পৃথিবী জড়াইয়া পড়িয়া থাকে যে, সবল না হইলে এক কণা মাটি তোলা যায় না। এঠেল মাটিই যে এইরূপ বৃদ্ধি ও ফলহীনতার কারণ ইহা মনে করিয়া ঐ ৪টী লেবুর কলমের চারিদিকে আল বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিলাম। পর দিবস ধীরে ধীরে গাছের গোড়ার মাটি খুড়িয়া যতটা গভীর গর্ত্ত করা সম্ভব তাহাই করিলাম। এই অবস্থায় ২ দিবস রাখিয়া দিয়া, তৃতীয় দিবসে ঐ স্থানটি খৈল, গোবর, মাটি মিশ্রিত করিয়া ভরাট করিয়া দিলাম। পরে জলের সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিলাম। ২ দিবস অন্তর ২ তোলা করিয়া সোরার জল ক্রমান্বয়ে ৪ দিবস ব্যবহার করিলাম এবং প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম। গত শ্রাবণ মাসে সেই বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম যে, প্রত্যেক টি গাছেই ঝাড়াল হইয়া যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে।

মৃত্তিকার প্রকৃতি বুঝিয়া চাষেরও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা যেমন তেমন করিয়া যেখানে সেখানে বৃক্ষ রোপণ করিলেই ঝুড়ি ভরিয়া ফল পাওয়া যায় না। অনেকেরই স্বভাব এই যে নার্শরী হইতে যথেষ্ট খরচ করিয়া নানা জাতীর চারা কিম্বা কলম আনিয়া, স্থান ও অস্থান বিচার না করিয়াই রোপন করেন এবং যথা সময়ে উপযুক্ত ফল না পাইলে অদৃষ্টকে গালি দিয়া নীরবে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সেদিন ময়মনসিংহে একজন চাষী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাড়ীতে এক ঝুড়ি শাক শব্জী বেচিতে আসিয়াছিল। তাহার ফসলের ক্ষীণ দুর্ব্বল অঙ্গশৌষ্টব দেখিয়া মনে হইল যে, বোধ হয় তাহার জমিতে ২।৪ শতাব্দিতেও কোনও প্রকার সার ব্যবহার হয় নাই। আলাপ করিয়া জানিলাম যে তাহার ঐ জমিটা নাকি নিতান্ত হতভাগা। এবং কস্মিন কালেও কাহাকেও নাকি কোনও উৎকৃষ্ট ফলদান করে নাই। সার ব্যবহার করিলে নাকি আরও খারাপ ফসল হয়। আমি তখনই তাহাকে আমার ভ্রাতার বাসার সুপুষ্ট, সুদৃশ্য এবং সুদীর্ঘ ইক্ষুদণ্ড সমূহ ও অন্যান্য ফসল দেখাইলাম। বৃদ্ধ দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। যাহারা আপনার কৃষি ক্ষেত্রকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া পুত্রবৎ উপযুক্ত আহারে ও যত্নে প্রতিপালন না করিবেন, তাহাদের কৃষিক্ষেত্র হতভাগ্য পিতার মাতার—হতভাগ্য সন্তানের মত চিরদিনই করভার বৃদ্ধি করিবে মাত্র। এবং সুখ শান্তির পরিবর্ত্তে দুঃখের কোলেই টানিয়া ফেলিবে। অদাতা বংশ দোষেণ অযথা "পিতৃ দোষেণ মূর্খতা" ইহা চাষীর ক্ষেত্রেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চাষের পক্ষে দোঁয়াস-জমিই উৎকৃষ্ট। উহাতে সার, জল ব্যবহার ও পরিশ্রম সবই অল্প মাত্রায় করিতে হয় এবং জমি যদি বর্ষায় ডুবিয়া না যায় তবে চাষ কুসলী গৃহস্থ উহাতে বার মাসই শস্য উৎপাদন করিয়া গৃহপূর্ণ করিতে পারেন। সর্ব্বত্রই কিছু দোঁয়াস জমি সংগ্রহ করা সম্ভব পর নহে, কিন্তু তাই বলিয়া যে চাষের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে এমন নহে; তবে ইহাও স্বাভাবিক যে, যে জমি যত মন্দ তাহার মূল্যও ততই অল্প। এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ সব মন্দ জমিতে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে যে খরচ হয় তাহা একখানা উৎকৃষ্ট জমির প্রায় সমান পড়িয়া যায়। জমির মূল্যের হিসাবে সমান হইলেও কিম্বা কোনও ক্ষতির কারণ না থাকিলেও ঐ কার্য্যের জন্য যে সময়ের ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা কখনও পূরণ হইবার নহে। এইটুকু জানিয়া বুঝিয়া এবং চাষ-শিল্প সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান (Through knowledge) লইয়া কাজে নামিলে, প্রথম আরম্ভ সময়ে এক আধটুকু ক্ষতি হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু পদে পদে ঠেকিয়া পণ্ডিত (Master) হইতে গেলে, অর্থ ও উদ্যম অপব্যবহার হইবে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। বরং এই আদর্শে অপরেরও ক্ষতি করিবে।

জমি যতই মন্দ হউক না কেন সকল অবস্থায়ই উহাকে পরিত্যাগ করা চলে না

এবং চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখাও অসম্ভব। হয় ত তাহার ঐ জমিটুকুই জীবিকার প্রধান সম্বল। অযথা হয়ত আমার মত নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ জমি নির্ব্বাচন করিয়া বিপদে পড়িয়াছ। এইরূপ ক্ষেত্রে জমির প্রকৃতি বিচার পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সার ও জলের ব্যবস্থা করিয়া কাজ করিতে হইবে। কিন্তু অর্থবল কম থাকে এবং চিরদিনই ক্ষতির সম্ভাবনা মনে হয় তবে ঐরূপ জমি পরিত্যাগ করাই উচিত।

জমি যতই মন্দ হউক না কেন, চাষী যদি শুধুই আপনার পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া অনবরত চেষ্টা করিতে পারে, তবে একদিন উহা সুফল দান করিবেই। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মানভূম প্রভৃতি স্থানের চাষীগণ ২।৪।৫ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এক ২ খানা ধান জমি প্রস্তুত করে। এক একটা জমিতে এত উঁচু আল দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্ন বঙ্গের কোনও লোক ঐ সব উচ্চ আল দেখিয়া উহাকে মনুষ্যকৃত বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। এক একটা আল এত উচ্চ যে উহার পশ্চাতে দাঁড়াইলে ধান জমি ত দূরের কথা আকাশ ব্যতীত কোন পদার্থই দৃষ্ট হইবে না। এইরূপে এমনই সব সুন্দর ও সুবিস্তৃত জমি প্রস্তুত করিয়াছে যে, যাঁহার বর্ত্তমান মূল্য ২০।২৫ হাজার টাকা হওয়াও অসম্ভব নহে। ঐরূপ জমি প্রস্তুত করা অপেক্ষা ক্রয় করাই লাভজনক। কারণ যে দীর্ঘ সময়ে উহা খনিত হইয়াছে, অতকাল ধরিয়া থাকাও অনেকের পক্ষে ভাগ্য পরিচায়ক। এত করিয়াও ঐ সব ধান জমিতে জল সেচ দিবার জন্য যে সব পুষ্করিণী (বাঁধ) খনন করা হইয়াছে, তাহাতে চৈত্র বৈশাখে জল থাকে না। এইজন্যই ঐ সব জমিতে বৎসরে একবার মাত্র শস্য পাওয়া যায়।

সর্ব্বদাই ক্ষেত্রের মাটির প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কাজ করিতে হইবে। আমার বাঁকুড়ার জমির এক অংশের উপরের স্তর বেশ বালি মিশ্রিত ছিল এবং ৪।৫ ইঞ্চি নিম্নেই এটেল মাটি। একবার কোদালী মারিয়া যতদূর গভীর করা সম্ভব, ততটাই ওলট পালট করিয়া, স্থানে স্থানে গোবর সার মিশ্রিত করিয়া কুমড়া, ঝিঙ্গা, শসা পুঁই প্রভৃতি বীজ চাষ করিলাম। চারা বেশ ভালই হইল। কিন্তু ২।৩ হাত লতাইয়া যাইবার পরে পাতা ছোট এবং লতা সরু হইতে লাগিল। গাছের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলাম। ঐ দেশের চাষী মহাশয়গণ কেবল উপযুক্ত সারের অভাব এবং আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে এক আধটুকু সমালোচনা করিয়াই নিরস্ত হইলেন। দু একজন অতি চাষী (Super-Cultivator) এমনও কহিলেন যে, বাপ দাদা যাহা করে নাই তাহা করিলে ফল ফলান দূরের কথা বংশও হানি হইতে পারে। যাহা হউক এ কথায় আমি আদৌ চিন্তিত হইলাম না।

পুনঃ পুনঃ সার জল ব্যবহার করিয়াও চাষের কোনই উন্নতি হইল না। প্রতি চাষেরই কিছু কিছু ফল পাইলাম। কিন্তু তাহার ফসল এতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইল যে, বাজারে পাঠাইয়া হাস্যাস্পদ হইবার সাহস হইল না। যাহা হউক নিজের বাড়ীতে

ব্যবহার করিয়া ও গ্রাম্য বন্ধুদের বিলাইয়া পরলোকের সিড়ি প্রস্তুত করিলাম। তৃপ্তি ঐটুকুই।

কিন্তু আমার ঘরের পাশেই একটা ডোবা নানারূপ জঞ্জাল ও কিছু মাটি দিয়া ভরাট করিয়াছিলাম। ঘর ঝাঁট দেওয়া ময়লার সঙ্গে কয়েকটি কুমড়া ও ঝিঙ্গার বীজ ঐ স্থানে যাইয়া পড়াতে যে সব গাছ উঠিয়াছিল তাহা বিনা যত্নেই এতটা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল যে তাহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। লতা পাতা ফুল ফল সবই উৎকৃষ্ট হইল দেখিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং যাহা জানিলাম তাহাই আমার সাফল্যের কারণ হইল।

পরবর্ত্তি বর্ষায় প্রত্যেকটি মাদা ১ হাত গভীর খনন করিয়া তলার মাটি উপরে তুলিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সার-গোবর মিশ্রিত করিয়া যে সমুদয় বীজ বপন করিলাম সবই ভাল হইল। দ্বিতীয় বার সার ব্যবহার কালে খৈল ও সামান্য পরিমাণে Nitrate of soda সঙ্গে মিশাইয়া দিলাম। হৃষ্টপুষ্ট লতাসমূহ মাচার উপরে কতটা ছড়াইয়া পড়িলেই খৈল পচান জল সহ আবার Nitrate of soda ব্যবহার করিলাম। তৃতীয় বার সার ব্যবহারের সপ্তাহ বাদেই গাছে ফুল দেখা দিল। যথাসময়ে ফলও ভালই পাইলাম। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হইল পুঁই এবং বরবটি সীম।

প্রত্যহই বাড়ীতে ও বাজারে কিছু কিছু বিক্রয় হইতে লাগিল। প্রায় তিন মাস কাল প্রাত্যহিক অর্থাগমে বড়ই আনন্দ হইত। চাষার জীবনে যে কি আনন্দ ঐ কয় মাসই উপভোগ করিয়াছিলাম। যাহারা বারমেসে জমিতে নিজের খাটিয়া শস্য উৎপাদন করে, এবং আপনার পরিবারস্থ পাঁচজন লইয়া মহানন্দে উদর পুরিয়া খাইয়াও প্রত্যহই কিছু কিছু অর্থ ঘরে তুলিতে পারে এবং সারাদিন পরিশ্রমের পর সমস্ত রাত্রি গভীর নিদ্রায় কাটাইবার সুযোগ পায়, পার্থিব জীবনে তাহারাই সুখী।

হে সহরবাসী লম্ব-সার্ট-পটাবৃত, পাশ করচধারী, মাংস-হীন-কঙ্কাল-ভার-বাহি, হে অম্লাজীর্ণ অনিদ্রা সতীর্থ, হে ক্ষীপ্র বাচ্য শর সন্ধানী, তোমার সহিত তুলনায় ঐ চাষা বেটা মুর্খ হইতে পারে। হয়ত দান্তের দর্শন কুশলতার কিছুমাত্র সন্ধানও সে ব্যক্তি পায় নাই, হয়ত তোমার মত নিত্য সাবান মাখিয়া সুন্দর সুবর্ণ দেহ বর্ম্মে আবৃত হইবার সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই কিম্বা চেষ্টাও করে নাই কিন্তু তাহার উদরে লৌহ মাষ পরিপাক পায়। এবং অনিদ্রা দুঃখে ছটফট করিয়া সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে না। একদিন একটি বাবু বড়ই দুঃখ করিয়াছিলেন যে, তাহার বাড়ীতে একটা লাইব্রেরী নাই। তিনি একজন বি, এ। কিন্তু তাহার দেহের অবস্থা দেখিয়া আমার ততোধিক দুঃখ হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ কায়িক পরিশ্রম এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাব।

যে স্থানের মাটি এটেল এবং বহুকাল কিম্বা কস্মিন কালেও উহাতে চাষ হয় নাই, ঐ সব স্থানের মাটি এতই দৃঢ় হইয়া থাকে যে, গুল্ম ও কোমল বৃক্ষ মূল

সমূহ শত বেষ্টন করিয়াও উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং এইজন্যই বৃক্ষ শাখার প্রসার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টতা জন্মিতে পারে না। যে বৃক্ষলতা বিলম্বে বৃদ্ধি পায়, তাহা কখনও কোমল সুদৃশ্য হয় না এবং উপযুক্তরূপে ফলও ফলে না। বিশেষতঃ এটেল মাটিতে (potash) ব্যতীত বৃক্ষ পোষণোপযোগী অন্যান্য খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প বলিয়া বৃক্ষ লতার সর্ব্বাঙ্গিক পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে না। কঠিন মাটিতে (বিশেষতঃ উচু ডাঙ্গায়) ফসল পাইতে হইলে অবস্থা ভেদে উহাকে গভীর চাষ কিম্বা খননের পরে, ছাই, গোবর, ঘাস জঙ্গল, আবর্জ্জনা প্রভৃতি ছড়াইয়া কিছুকাল ফেলিয়া রাখিতে হইবে এবং উহা পচিয়া গেলে মাটির সহিত ওলট পালট করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইলে ক্রমশঃ এটেল মাটির প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু যে দেশে উইয়ের প্রভাব বেশী সে স্থানে ইহাতে ব্যয় বাহুল্য ব্যতীত অন্য কোনই সাহায্য করিবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে হাড়ের গুঁড়া, সোরা, নইট্রেট অব সোডা এবং বৃক্ষ লতা কলোন্মুখ অবস্থায় খৈল পচান জল ব্যবহার করা উচিত। আমার বাঁকুড়ার জমিতে এই উপায়েই উইয়ের ক্ষমতা হ্রাস করিতে হইয়াছে। [ক্রমশঃ]

রেলওয়ে ও কৃষি।

(Railway and Agriculture.)

ভারতীয় কৃষির উন্নতির পন্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্য যে রাজকীয় সমিতি (Royal commission) নিযুক্ত করিয়াছিলেন, গত বৎসর ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া এবং নানাস্থানে কৃতবিদ্য অভিজ্ঞজনের পরামর্শ সাক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা যে বিবরণী (Report) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রেলওয়ে ও কৃষির সম্বন্ধে বেশ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের হাই-কমিশনর হিণ্ডলে সাহেবের সাক্ষে প্রকাশ, ভারতীয় রেলওয়েগুলির মূল উদ্দেশ্যই যতদূর সম্ভব নূতন নূতন কৃষিকর্ম্ম ও কৃষিক্ষেত্রের উদ্ভাবন। রেলওয়ে পরিচালকগণের লক্ষ্যই

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন উৎপাদকগণকে সাহায্য করা (to serve small growers to encourage everyform of traffic) এবং তদ্দ্বারা নূতন নূতন চালানী মালের উদ্ভাবন।

অভাব ব্যতীত অন্য কিছুতেই কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগেনা। আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যাও যেমন অধিক, পতিত জমীর বা অল্প উৎপাদক জমীর পরিমাণও তেমনি অধিক। কিন্তু এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যেখানে ঐ প্রকার জমীর পরিমাণ বেশী, সেখানকার লোকে স্বল্প উৎপন্ন মাল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ের খুব সুব্যবস্থা নাই, কারণ মাল চালানী কারবার করিবার সেখানে খুব অসুবিধা। কাজেই লোকে নূতন শস্য বা বহু শস্য উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ কি দেশের এই সকল সংবাদ রাখেন?

মালের চালানী কারবার ভাল না চলিলে, কৃষকের উৎপাদিত মালকে অপসারিত না করিলে, পুনরুৎপাদনের অথবা অধিক উৎপাদনের কিম্বা নূতন শস্যোৎপাদনের এবৃত্তি তাহার জাগিবেনা, তাহার কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে সে অজ্ঞ হইয়া বসিয়া থাকিবেই। কিছুদিন এইভাবে চলিলে ওই সকল অঞ্চলের জমী প্রয়োজনানুরূপ কর্ষণের অভাবে স্বল্পপ্রসূ হইবেই, এবং স্থানীয় অধিবাসীগণের সেই স্বল্প উৎপন্ন ফসলে অভাব মিটিবার সম্ভাবনা হয় না বলিয়া দিন দিন বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে।

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে এই দিকটি একেবারে চিন্তার বাহিরে রাখিলে চলিবেনা। যে সকল অঞ্চল প্রয়োজনানুরূপ যান-বাহনাদি হইতে অদ্যাপি বঞ্চিত, সেই সকল অঞ্চলে ওই সকলের সুব্যবস্থা করিয়া মাল চলাচলের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে স্থানীয় লোকের মধ্যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগিবে, তাহা হইলে ওই সকল অঞ্চলে ক্রমশঃ কৃষিরও উন্নতি সাধিত হইবে। 'কৃষক'-কর্ত্তৃপক্ষেরও কর্ত্তব্য দেশের এই সকল বিষয়ের সংবাদাদি কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজ আমি এই প্রকার একটি অঞ্চলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এবং বঙ্গীয় কাউন্সিল সভা তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য অনুসন্ধানাদির ব্যবস্থা করিবেন। এ অঞ্চলটির সহিত এতদ্দেশের বাঁকুড়া, হুগলী এবং মেদিনীপুর জেলাত্রয় সংশ্লিষ্ট, সুতরাং উক্ত জেলার বোর্ড তিনটী এবং প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃপক্ষও এ বিষয়ে অবহিত হইবেন আশা করি।

আমি যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি, উহা বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস হইতে মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত অনুমান ৬৬ মাইল দীর্ঘ ক্ষেত্র বিশেষ। ওই অঞ্চলে অনেক কৃষিক্ষেত্র, অনেক অসমৃদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। ওইগুলি নিম্নলিখিত

ক্রমে রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত হইলে ওই অঞ্চলে কৃষির কতই না শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, লোকের কতই না সুবিধা হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ওইরূপ একটি রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে, অন্যস্থানেরও কত সুবিধা হইবে, আমার অভিজ্ঞতানুসারে আমি ক্রমে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

কথিত রেলপথটি পাঁশকুড়া নামক বেঙ্গল-নাগপুর-রেলের ষ্টেসন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মহৎপুর, নস্করদীঘি, পুলসা গোপীমোহনপুর, শ্রীরাধাবল্লভপুর‡, জীয়াখালী, মালীদা, সাপুর, কবিদাসপুর, রামবাটী, সোনামুহী, গৌর‡, বাজুয়া, সরবেড়ে, মহেশপুর, কুনপুর, চাঁদপুর, হরেকৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, উলাসপুর, শকনাজার, মালীসপুর, দাসপুর, ভুরুটপুর, সুনিগর, গোদঘাট, গোপীনাথপুর, গোবিন্দপুর, শ্রীপুর, ঘাটাল‡, রথীপুর, দণ্ডীপুর, সুবাগঞ্জ, সিংহপুর, ক্ষীরপাই†, কৃষ্ণপুর, পাকুলিয়া, পরামাণিকবাটী, মাড়, জামিরিয়া, বেলাদণ্ড, মদনচক, নীলাপাট, রাণীগঞ্জ, নাকেরবাগ, তাতারপুর, হরিনারাণপুর, ভাণ্ডারিয়া, হাজীপুর, রামজীবনপুর†, দেবকুণ্ড, ঠাকুরিয়া, দুয়ারখোলা, কেয়াখালী, গড়মান্দারণ, তারাহাট‡, মেলাইচক, সাতবেড়িয়া, শ্রীপুর‡, ভুরসুবা, পুখুরিয়া, কামারপুকুর*, জটিয়ার বাজার, তাজপুর, বাসুদেবপুর†, দেশরা‡, লাওগ্রাম‡, ক্ষীরি, কোতলপুর‡, মধুবন, ভাগলপুর, খটিনগর, যশদীঘি, ক্ষীরবনী, কুশখুড়ী, ধর্ম্মপুর, ঝিকড়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য বা পার্শ্ব দিয়া চলিয়া ইন্দাস নামক বাঁকুড়া-দামোদর-রেলপথের ষ্টেসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। চিহ্নিত স্থানগুলি সমৃদ্ধগ্রাম। এতদ্ব্যতীত বাসুদেবপুর, দাসপুর, সুজানগর প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন মন্দিরাদি আছে। রামজীবনপুরে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস, ছাপাখানা প্রভৃতিও আছে। অনেক হাট, বাজার অথবা গঞ্জ এই পথে অবস্থিত হওয়ায় স্থানীয় কৃষির উন্নতি এই রেলপথে যথেষ্ট সাধিত হইবে।

এ অঞ্চলে ধান্য যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে, উন্নততর কৃষি প্রণালী অবলম্বনের সুযোগ পাইলে আরও প্রচুর উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে এ অঞ্চলটি বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথের মেদিনীপুর-বাঁকুড়া শাখার সরাসরি অথচ উহা হইতে বহুদূর, প্রায় ২০ মাইল পূর্ব্বে, ইহার পূর্ব্বদিকে ২০।২২ মাইলের মধ্যে কোন রেলপথ নাই, তাহার পর দামোদর পারে হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা ও তারকেশ্বর-মগরা রেল পথদ্বয়। এই রেলপথটী নির্ম্মিত হইলে ইন্দাস এবং উহার নিকটবর্ত্তী বাঁকুড়া-দামোদর রেলপথের স্থান সমূহ কলিকাতার অনেক নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহার পরিমাণ প্রায় ৭৭ মাইল।

---

* ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি, অধুনা সমগ্র ভগতের তীর্থস্বরূপ হইয়া উঠিতেছে।

বলা বাহুল্য প্রাগুক্ত রেলপথটির দ্বারা বাঁকুড়া-দামোদর-রেলপথের কলিকাতা হইতে দূরত্ব ৭৭ মাইল কম হইলে ঐ সকল স্থানের লোকের অনেক উপকার হইবে। ওই সকল অঞ্চল হইতে কলিকাতার বাজারে যে শস্যাদি চালান হয়, এই দূরত্বের হ্রাস হেতু তাহার ভাড়া প্রতি একশত মণে ৬৸৵০ ছয় টাকা তের আনা, বা প্রতি মণে ৵১৫ এগার পয়সা হিসাবে কম পড়িবে। এই ভাড়ার হ্রাস হেতু লাভটী তদঞ্চলের অধিবাসিগণেরই প্রাপ্য হইবে, স্থানীয় উন্নতি সাধনের দিক দিয়া ইহা নিতান্ত কম লাভ নহে। এতদ্ব্যতীত অধিবাসীগণের কলিকাতার বাজারে যাতায়াতে তৃতীয় শ্রেণীর জন প্রতি (নূতন রেলপথের ভাড়া মাইল প্রতি ১০ দুই পয়সা হিসাবে ধরিলেও) ।১০ সাড়ে চার আনা হিসাবে কম পড়িবে, ইহাও বড় কম লাভের কথা নহে। নূতন রেলপথটি যে যে স্থানের মধ্য দিয়া যাইবে, তাহার সংখ্যা খুব কম হইলেও, প্রায় ৪০০।৫০০ গ্রামের অধিবাসীগণের ইহাতে উপকার হইবে, তদ্দ্বারাই রেলপথটির যথেষ্ট আয় হইবে, তাহার উপর বাঁকুড়া-দামোদর পথের সমস্ত যাত্রী এবং মাল এই পথেই বাহিত হইবার একান্ত সম্ভাবনা থাকায়, উহার আয় অত্যাধিক হইবে।

যদি একটী ২ ফিট ৬ ইঞ্চি পরিমাণের রেলপথ এই অঞ্চলে নির্ম্মিত হয়, এবং তাহা পাঁশকুড়া পার হইয়া রূপনারায়ণের নিকটবর্ত্তী তমলুক সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে ইন্দাস হইতে তমলুক পর্য্যন্ত রেলপথের পরিমাণ প্রায় ৮০ আশী মাইল হইবে, এবং উহা বাঁকুড়া-দামোদর রেলপথেরই সমান হওয়া হেতু তদঞ্চলের মাল সমূহ গাড়ী বদল না করিয়া একেবারে সরাসর রূপনারায়ণ নদীকূলে উপনীত হইবে। তথা হইতে সহজেই ষ্টীমার বা নৌকাযোগে স্বল্পব্যয়ে কলিকাতায় পৌছাইবার উপায় আছে। মালপত্র সুলভে চালান করার সুবিধা পাইলে কৃষির পক্ষেও যথেষ্ট সুবিধ হইবে। কিন্তু এ সকল কথা বুঝেই বা কে? এবং প্রতিকারের চেষ্টা করেই বা কে? মেদিনীপুর জেলা বোর্ড, হুগলী জেলা বোর্ড এবং বাকুড়া জেলা বোর্ড এক সঙ্গে কাজ করিলে এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহায়তা পাইলে কলিকাতার মেসার্স ম্যাকলিয়ড কোম্পানী (যাঁহারা বাকুড়া-দামোদর রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন) কি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না? ইহাতে ত উহাদেরই অধিক সুবিধা? অবশ্য তাঁহাদের নিকট অপেক্ষা জেলা বোর্ডের এবং প্রাদেশিক সরকারের নিকটেই আমাদের নিবেদন যোগ্যতর হইবে, কারণ দেশের এ সকল উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহারাই দায়ী। তথাপি আমরা মেসার্স ম্যাক্লিয়ড কোম্পানীকে এই বিষয়টী চিন্তা করিতে অনুরোধ করি, কারণ তাঁহারা এ অঞ্চলে রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং তাহা পরিচালনা করেন ও অধিকন্তু তাঁহাদের নির্ম্মিত রেলপথের এতদ্বারা উন্নতি সাধিত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এ অঞ্চলে রেলপথ নির্ম্মাণের অধিকার আইনতঃ তাঁহাদেরই। সর্ব্বোপরি তমলুক পর্য্যন্ত ২ ফুট ৬ইঞ্চি রেলপথ নির্ম্মাণেরই আমরা পক্ষপাতী, এবং ইহার উত্তরে ঐ

প্রকার রেলপথ তাঁহাদেরই রহিয়াছে; একই প্রকারের রেলপথ হইলে মাল সমূহ গাড়ী বদল না করিয়া চলাচলের অধিকতর সুবিধারই আমারা পক্ষপাতী ও তাহাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমার অনুমান এই প্রস্তাবিত রেলপথে যাত্রী সংখ্যা খুব বেশী হইবে এবং মালও বেশী চলাচল করিবে, সেজন্য গাড়ীর সংখ্যাও ইহাতে বেশী দরকার। আমার ধারণা মাসিক যাত্রী সংখ্যা সমগ্র রেলপথে চারি লক্ষের কম হইবে না। যাঁহারা রেলপথ নির্ম্মাণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে আরও সুবিধার সন্ধান পাইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শুধু কৃষির দিক দিয়াই আমি প্রাগুক্ত রেলপথের প্রয়োজনীতা দেখাইলাম, কেন না 'কৃষক' পরিচালকগণ অন্য দিক দিয়া আলোচনা তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত মনে করিবেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, অন্য দিক দিয়া দেখিলেও এই প্রস্তাবিত রেলপথের আবশ্যকতা অধিকতর পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই। ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড আশা করেন, আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ৬ হাজার মাইল রেলপথ নির্ম্মাণে সহায়তা করিবেন এবং আরও ৩ হাজার মাইল নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। জানি না এই প্রয়োজনীয় প্রস্তাবটী কেহ কেহ সেখানে উপস্থাপিত করিয়াছেন কি না! রেলওয়ে হাই কমিশনর আশা করেন, অতঃপর প্রাদেশিক সরকার এবং জেলা বোর্ডগুলি অধিকতর রেলপথ নির্ম্মাণের সহায়তা কল্পে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রেলপথ-নির্ম্মাণ-ব্যবসায়ী ব্যতীত কে প্রাদেশিক সরকার বা জেলা বোর্ডগুলিকে উদ্বোধিত করিবেন? তাই আমি মেসার্স ম্যাকলিওড কোম্পানীর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, আমি বেলুড় মঠস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টিও এই দিকে আকৃষ্ট হওয়ার আশা পোষণ করি, কেন না তাঁহারাও দেশসেবা তাঁহাদের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন এবং এতদঞ্চলের উন্নতিও তাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন।

যদি এই প্রস্তাবটি অনুসন্ধানক্রমে কার্য্যে পরিণত হয় এবং তদ্বারা এতদঞ্চলের এই অভাবগুলি তিরোহিত হয়, ভবিষ্যতে আমি এতদনুরূপ অন্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার আশা রাখি, এ সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করি।

শ্রী :—

শীত ঋতু বাহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীগোপাল চন্দ্র আঢ্য)

লাল পিঁপড়া বীজতলার পরম শত্রু। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র শত্রুগুলি দুই একটী করিয়া বীজ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে এবং ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে বীজগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেলে। বীজতলার চারি ধারে phynile জলে গুলিয়া ছড়াইলে লাল পিপড়া আর সেদিকে ঘেষে না। বীজতলায় বিশেষ পরিমাণে ক্ষুদ গুড়া ছড়াইলে উহারা আর বীজ লইয়া যায় না, ক্ষুদই লইতে থাকে।

বীজ অঙ্কুরিত হইলে খুব সাবধানতার সহিত জল সেচন করিতে হয়। নচেৎ নবজাত অঙ্কুরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বিলাতি Watering cane for seedlings কিম্বা ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট ঝাঁজরা দ্বারা এ কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হয়। প্রথম প্রথম যাহাতে চারার গায়ে প্রখর রৌদ্র না লাগে সেজন্য উহাদিগকে বেলা ৯টার সময় এমন ভাবে চাপা দিতে হইবে যাহাতে রৌদ্র না লাগে অথচ চারি দিক হইতে আলো পায়। চারা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে অল্পে অল্পে রৌদ্র সহাইয়া লইলে ভাল হয়। বৃষ্টির সময় বীজতলায় গোগলা চাপা দিতে হয়। চারাগুলি ৪।৫টী পত্র বিশিষ্ট হইলে জমীতে স্থায়ীভাবে বসাইতে হয়। মরসুমী ফুলের জমীর বিশেষ পাইট করিতে হয় প্রথমে দেড় ফুট গভীর গভীর করিয়া কোপাইয়া মাটি চুণ ও তৃণাদি বাছিয়া জমীতে ৪।৫ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া লইতে হয়। পরে উপরের ৬।৭ ইঞ্চ মাটির সহিত বিশেষ পরিমাণে পাতাসার মিশাইয়া দিতে হয়। চারা বসাইবার সঙ্গে গোড়ার মাটিতে ২ মুঠা চরের বালি মিশাইতে পারিলে আরও ভাল হয়।

মরসুমী ফুল টবে বসাইতে হইলে নিম্নলিখিত পরিমাণে মাটি তৈয়ার করিতে হয়—

দো-আঁশ মাটি—১৬ ভাগ

পাতাসার—১৬ ভাগ

চরের বালি—২ ভাগ।

পাতাসার ও মাটি চালুনিতে ছাঁকিয়া লওয়া আবশ্যক। টব ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে জলে ডুবাইয়া রাখিয়া উহাদের শোষণ শক্তি সম্পূর্ণরূপে হ্রাস করিয়া লইতে হয়। পরে ছায়ায় রাখিয়া টবের গা শুকাইয়া লইতে হয়। প্রত্যেক টবের এক অষ্টমাংশ ভাল খোলা পাটকিল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরি দুই এক টুকরা কাট কয়লা ও কিঞ্চিৎ ছোবড়া বিছাইয়া তবে মাটি ভরিতে হয়। এরূপ না করিলে টবের মাটী শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।

ঋতু বাহারের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। তবে যে কয়টী জাতির আমাদের দেশে প্রচলন আছে তাহাদের কতকগুলির বিষয় আলোচনা করিব।

ষ্যাষ্টার।

জমী অপেক্ষা টবে ভাল হয়। ইহার জন্য ৭।৮ ইঞ্চ টবের প্রয়োজন।

প্যান্সি।

৬ ইঞ্চ টবে বসাইলে চলে ; জমীতে আধ হাত অন্তর বসাইতে হয়।

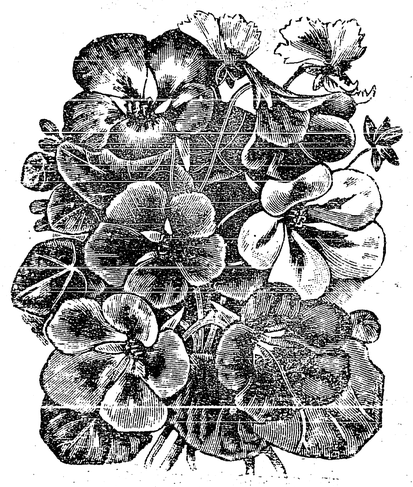

কার্ণেশন।

ইগা সাহেবদিগের অতি প্রিয় পুষ্প। ইহা প্রথমে ৪ ইঞ্চ গেলাস টবে বসাইয়া পরে ৭।৮ ইঞ্চ টবে বসাইতে হয়। জমীতে ১ হাত অন্তর বসাইতে হয়।

ভারবিনা।

জমীতেই ভাল হয়। এক কিংবা দেড় হাত অন্তর বসাইতে হয়। টবে বসাইতে হইলে ১০ ইঞ্চি টবে ১টী করিয়া বসাইয়া মাচা করিয়া দিতে হয়।

পিটুনিয়া।

টবেই ভাল হয়। ১০ ইঞ্চ টবে ১টী গাছ বসাইয়া মাচা করিয়া দিতে হয়।

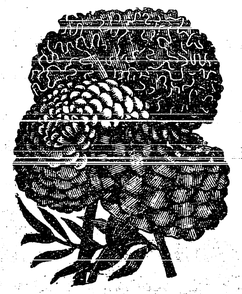

ফ্লক্স্।

জমী ও টব উভয় স্থানেই জন্মে। ইহার জন্য গামলা (Seed pan) প্রয়োজন জমীতে আধ হাত অন্তর বসাইতে হয়।

সুইটপা।

ইহা সাহেবদের বড় আদরের জিনিষ। জমিতেই ভাল হয়। উচ্চ বেড়াই উঠাইয়া দিলে ইহার বাহার খোলে।

ডায়েন্থাস্ বা পিঙ্ক।

এই গাছ দেখিতে অনেকটা কার্ণেশনের মত। ইহা টব ও জমী উভয় স্থানেই ভাল জন্মে। ৬।৭ ইঞ্চি টবে ১টী করিয়া বসাইতে হয়।

মাটি টাকা, টাকা মাটি।

(শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য—ডিমনষ্ট্রেটার হুগলী কলেজ)

রামকৃষ্ণ বলিতেন "মাটি টাকা, টাকা মাটি।" তিনি বার বার এই মন্ত্র জপ করিয়া মাটি ও টাকার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে পারিয়াছিলেন। একখানি খোলার কুচি মানুষ যেমন হেয় বোধে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে, মন্ত্রদ্রষ্টা কলিযুগের ঋষি পরমহংসদেবও একমুষ্টি টাকা গঙ্গাগর্ভে অসঙ্কোচে ফেলিয়া দিতেন। সাধনতত্ত্বে "মাটি টাকা, টাকা মাটি" এই মন্ত্র জপ যেমন আবশ্যক, গৃহীর পক্ষেও ঐ মন্ত্র জপ সেইরূপ আবশ্যক; তবে এক্ষেত্রে মন্ত্রের অর্থ একটু বিভিন্ন। আমাদের দেশের চাষীরাও বলে—"মাটিই আমাদের সোনাদানা।" কথাটার মধ্যে কতকখানি সত্য নিহিত আছে, তাহা ভাবিবার বিষয়।

মাটি হইতেই ধান, চাল ও গমের উৎপত্তি; মাটি হইতেই ডাল কড়াইয়ের উৎপত্তি; মাটি হইতেই আনাজ তরকারির উৎপত্তি। যাবতীয় ফসল মাটি হইতেই উৎপন্ন। মাটিই বিকার প্রাপ্ত হইয়া ফল ফুল ফসলে পরিণত হইয়া থাকে।

সেইজন্য মাটিকে কৃষক দেবতার ন্যায় ভক্তি করে; অশুদ্ধ বসনে অনাচার অবস্থায় পটলক্ষেতে চাষী কখনো যায় না বা কাহাকেও যাইতে দেয় না। মাটিই পাটে রূপান্তরিত হইয়া কৃষকের মুখে হাসি ফোটায়; মাটিই গুড়ে পরিণত হইয়া চাষীকে মিষ্টমুখ করায়। তাই চাষী বলে—"মাটিই টাকা, মাটিই তার সোনাদানা।" তাই সে গান গায়—

"এই লাঙ্গলে শাঁকা সাড়ী
এই লাঙ্গলে গোলাবাড়ী
শিকেয় ওগো উঠবে হাঁড়ী
যদি লাঙ্গল থুই।
নাইকো মোদের সোনাদানা
নাইকো মোদের খাট বিছানা
জানি নাকো বাবুয়ানা
মাটির উপর শুই॥

আজকাল একটা নতুন বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। জমির দিকে নজর পড়িয়াছে। লোকে বাগান পুকুর করিবার বাসনা করিতেছে। কোম্পানির কাগজ অপেক্ষা জমি করিবার প্রবৃত্তি অনেকের জন্মিয়াছে। যাহার জমি আছে, সে আর বিক্রয় করিতে চায় না, লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে জমিতে সোনা ফলে। টাকা চুরি হয়, নষ্ট হয়; কিন্তু জমি নষ্ট হয় না; পুরুষানুক্রমে ভোগ হয়। মাটি যতই খোঁড়াখুঁড়ি করা যায়, ততই ফসল ফলিতে থাকে; যতই দোহন কর, ততই দুগ্ধ পাইবে। মাটিই কামধেনু। মাটিই টাকা; মাটিই সোনাদানা।

বাঙ্গালাদেশে গোজাতির পালন ও উন্নতি সম্বন্ধে সহজ আলোচনা।

মিঃ পি, জে, কার, এম, আর, সি, ভি, এস,
ও
মিঃ কে ম্যাকলীন, বি, এস, সি।

গোজাতির অবস্থা।

পৃথিবীর মধ্যে বাংলার গরু সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া অপবাদ আছে; আর ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে এই অপবাদের জন্য বঙ্গদেশবাসিগণ দায়ী।

বঙ্গদেশে ইহার নিজস্ব বলিয়া কোন গোজাতি কখন ছিল বলিয়া মনে হয় না, আর এখনও নাই। এখানকার গরু পশ্চিম দেশ হইতে আনীত জাতীর বংশ বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশে থাকিয়া এই জাতীর কতদূর অবনতি হইয়াছে তাহা তুলনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

অবনতি।—এই অবনতির কারণ কি? এখানকার জল হাওয়া সুবিধাজনক নহে; আর বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় গোজাতিকে অতিশয় সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয় তাহা মানিয়া লইলেও মনে হয় যে এইরূপ অবস্থা খালি বাংলাদেশে

নহে অন্যত্রও আছে; কিন্তু সেই সকল স্থানে গরু এরূপ খারাপ নহে বরং অনেক ভাল। বাংলাদেশে গরুর যেরূপ অযত্ন হইয়া থাকে এমন আর কোথাও দেখা যায় না; বাছুর অবস্থা থেকেই এই অযত্ন বিদ্যমান। বলবান্ সুস্থ গরুতে পরিণত করিতে হইলে একটী বাছুরের প্রত্যহ অন্ততঃ তিন সের দুগ্ধ আবশ্যক, কিন্তু বাংলাদেশের গরুর দুধ দিনে মোটেই এক সের। আর এই এক সেরের অধিকাংশ দুহিয়া লওয়া হয়, তা' সে বিক্রীর জন্যই হ'ক আর খাইবার জন্যই হ'ক। অন্যান্য দেশে গরুর দুধ বিক্রী করিলে বাছুরের জন্য দুধের পরিবর্ত্তে অন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে তাহাও করা হয় না।

দুর্ব্বল বাছুর হইতে কেবলমাত্র দুর্ব্বল গাভী ও দুর্ব্বল বলদ হইবে। মাঠে চরিয়া সামান্য এবং অপুষ্টিকর দুমুঠা ঘাস এবং গৃহে একমুঠা শুক্‌না খড় এই হ'ল গাই এবং বলদের খোরাক। কোনরূপ দানা গাভী বা বলদের জন্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়।

অনাহার।—অনাহারই বাংলার গরুর অবনতির একমাত্র কারণ। আর ক্রমাগত দুর্ব্বল মাতাপিতার ঔরসে জন্মিতে জন্মিতে বাছুর এবং তৎসঙ্গে সমগ্র গোজাতির অবনতি দিনে দিনে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিতেছে।

এই অবনতি দ্রুতবেগে নীচের দিকে অগ্রসর হবার আরও অন্য কতকগুলি কারণ —অল্প বয়সে জননক্রিয়া, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অসুখ এবং দুর্ব্যবহার।

গোজাতির উন্নতি।

উৎকৃষ্ট জাতির ষাঁড়।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট গোজাতির উন্নতিকল্পে ঢাকা এবং রংপুরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। রংপুরে দুইটী বিভিন্ন জাতি আছে। (১ম) স্থানীয় গাভী,—নির্ব্বাচন দ্বারা এই দলের প্রত্যেকটীর ৩০০ দিনের দুগ্ধের পরিমাণ সর্ব্বনিম্নক্রমেও ২,৫০০ পাউণ্ড (বা দৈনিক ⁄৪ চার সের) পর্য্যন্ত উঠিয়াছে (২য়) দেশী এবং "হিসার" সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি,—অধিক দুগ্ধ প্রদানকারী গাভী হইতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট জাতির ষাঁড় দ্বারা প্রজনিত করিয়া এই দলেরও প্রত্যেকটীর সর্ব্বনিম্নক্রমে দুগ্ধের পরিমাণ ২,৫০০ পাউণ্ড (বা দৈনিক ⁄৪ সের) পর্য্যন্ত হইয়াছে। ঢাকাতে একটি ভাল সিন্ধি গরুর জাতি পালিত হইতেছে। সেখানেও এইরূপেই কাজ হইতেছে।

ইহা আরও দেখা যাইতেছে যে দেয় দুগ্ধের এই নিম্নক্রম শীঘ্রই আরও বাড়িবে। এই সকল গাভী হইতে উৎপন্ন ষাঁড় সাধারণে বিক্রয় করা হয় আর এই সকল ষাঁড়ের কাটতি ও চাহিদাও বাড়িতেছে।

খাদ্যশস্য।—দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার পরীক্ষাক্ষেত্রে নানাপ্রকার খাদ্যশস্যের পরীক্ষা দ্বারা খাদ্যশস্য সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান করা হইতেছে। কৃষিবিভাগ হইতে তন্মধ্যে কোন্‌গুলি বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহা পরে লিখা হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইতেছে। ভাল গরু এবং খাদ্যের মীমাংসা গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়া দিতেছেন। এখন এবিষয়ে জনসাধারণ নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া জাগিয়া উঠিলে তবেই কার্য্য অগ্রসর হইবে। গরুকে পেট ভ'রে খাওয়ান কেবল দয়ার কাজ নহে, তা'থেকে লাভ হবার সম্ভাবনা আছে এটা মনে রাখিও।

ভালজাতির গাভী বা ষাঁড় দেশের মধ্যে বিলি হ'লে যদি সেখানে তাদের অনাহারে মরিতে হয় তবে তাহাতে লাভ কি? গ্রামে গ্রামে সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। তাঁরা সমস্ত সাধারণ লোককে ভাল গোজাতির সৃষ্টি, রক্ষা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সম্যক্ বুঝাইয়া দিবেন। তবেই গোজাতির আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবে এবং দেশের উপকার সম্ভবপর হইবে।

এইরূপ সমিতি আছে এবং ক্রমশঃই গঠিত হইতেছে। কৃষিবিভাগ দ্বারা গঠিত গ্রাম্য কৃষিসমিতি দ্বারা এই কাজ উত্তমরূপে চলিতে পারে। সংঘবদ্ধ হইয়া এই সকল সমিতি নিম্নলিখিত উপায়ে কার্য্য করিতে পারেন:—

(ক) এ বিষয়ে সাধারণ লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত;

(খ) কৃষিবিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট ষাঁড় কিনিয়া গৃহস্থের গাভীগুলিকে তদ্দ্বারা প্রজনন করান। এই উদ্দেশ্যে ভাড়া লওয়া যাইতে পারে;

(গ) গরুর খাদ্যের জন্য খইল, কলাই প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যগুলি পাইকারী দরে খরিদ করা;

(ঘ) খারাপ ষাঁড়গুলি যাহাতে বৎস উৎপাদন করিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত করা। যথা, দমড়া করা;

(ঙ) খাদ্যশস্যের উপকারিতা প্রমাণ জন্য পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন করা;

(চ) বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক গোপালন প্রথা লোককে দেখান। যথা, থাকিবার ঘর, দলাই মালাই, ঔষধ ছিটাইবার যন্ত্রের ব্যবহার। ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু;—

কালীদাস বাবুর গত শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের কলার চাষ পড়িয়া জানিতে পারিলাম বৎসরে খরচ বাদে আয় ৭৭৭৲ টাকা। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন দুই বৎসরে কলাবাগান তৈয়ার হয় (বিক্রি আরম্ভ হয়)

খাজানা হিসাবে ৫৲ বিঘা হিঃ ৫ বিঘা দুই বৎসর	৫০৲
মালির বেতন বৎসরে ২০০৲ হিঃ দুই বৎসর	৪০০৲
যে যুবক চাষ করবেন তাঁহার ২০৲ হিঃ	৪৮০৲
	৯৩০৲

পাঁচ বিঘায় চারা ৭২০টী লাগিবে তাহার মূল্য ধরা হয় নাই টিকিট ও জল খাবারের মূল্য ধরা হয় নাই; কেননা যেমন খরচ হইবে তেমন আয়ও হইবে। ইহার উপর গাড়ী ভাড়া ও মাশুল আছে। কলাবাগান এক ফুটের কম গভীর করিয়া খোঁড়া উচিৎ নয়। কাজে কাজেই এক বিঘা জমি ৫৲ টাকায় কিছুতেই হয় না। আমি আজ প্রায় বার তের বৎসর এই ব্যবসা করিতেছি কিন্তু একজন লোকের দ্বারা পাঁচ বিঘা জমি রক্ষা হয় না। কালিদাস বাবু যদি নিজে পাঁচ বিঘা কলার চাষ করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন ত আমার ধৃষ্টতার জন্য মাপ করিবেন। আর একটী কথা পেঁপে গাছে দ্বিতীয় বৎসরে ফল হইবে কেন? আমার ফাল্গুনের শেষের বীজের চারাতে প্রতি গাছে আট মাসে ৫০।৬০টি ফলিয়াছে।

এইরূপ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার মনের মত হইতেছে না দেখিয়া আমি নিজে গত তিন বৎসর প্রত্যেক ফসলের, সারের বীজের খরচ ইত্যাদি লিখিয়া রাখিয়া নোট করিতেছি; আশা করি আগামী মাস হইতে কৃষকে লিখিব।

ইতি নিবেদক—
শ্রীরেবতী মোহন দাস।
মার্কেট গার্ডনার।

শস্যের ছাতারোগ নিবারণের সাধারণ ঔষধাবলী।

(শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র কর, সরকারী উদ্ভিজ্জানুতত্ত্ববিদ্)

ধানের উফ্‌রা, ডাক, বাণ বা থোর-মরা রোগ।

এই রোগের কারণ অতি সূক্ষ্ম একপ্রকার আণুবীক্ষণিক কৃমি। বাইনকরা জলে ডুবা ধানেই এই রোগের উপদ্রব ঘটে। ইহা আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ধানে লাগে। এই কৃমি ধানের পাতা কি গাছ খায় না, শুধু কচি অংশের রস টানিয়া খায় এবং ধান চিটা করিয়া ফেলে। উফ্‌রা লাগিলে, ধানের পাতার আগা শুকাইয়া যায়; এবং ধানের থোড় বাহির হইতে পারে না। আমন ধানেই ইহা বেশী লাগিয়া থাকে; ইহাদের আক্রমণে প্রতিবৎসরই পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ টাকার ধান্য নষ্ট হয়।

প্রতিকারোপায়।—(১) ক্ষেতের ধান কটিবার পর গোখাদ্যের জন্য নাড়ার উপরের ডাঁটা কাটিয়া নিবে; এবং তৎপর অবশিষ্ট নাড়াগুলি একটি অবধি ক্ষেতে পোড়াইয়া ফেলিবে, কারণ, কৃমিগুলি নাড়ার মধ্যেই অবস্থান করে। যে ক্ষেতের নাড়া পোড়াইয়া ফেলিবার সুবিধা নাই, সেই ক্ষেতের নাড়া একটি অবধি হাতে কুড়াইয়া মাটির ভিতর পুতিয়া ফেলিবে। (২) ক্ষেত পুনঃ পুনঃ চাষ করিবে। (৩) যে স্থানে ব্যাধি না লাগে, সে স্থান হইতেই বীজ সংগ্রহ করিবে। (৪) লবণ-জলে বীজ-ধান ভিজাইলে চিটাধান ভাসিয়া উঠিবে, ঐ চিটাধান ফেলিয়া দিবে এবং যে ধান জলে ডুবিবে তাহা বুনিবে।

ধানের ছেতো বা লক্ষ্মীর গুরোগ।

এই রোগ শুধু শস্য (ধান) আক্রমন করে, এবং ধানগুলিকে কাল ছাইতে পরিণত করে। এই কাল ছাইগুলিই রোগের বহুসংখ্যক বীজাণুর সমষ্টি। বাতাসে এই রোগ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করে এবং নিকটস্থ অন্যান্য ধানক্ষেত আক্রান্ত হয়।

প্রতিষেধক উপায়।—এই রোগ ক্ষেতে দেখিবামাত্র তাহা অতি সাবধানে উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। ছেতোযুক্ত শস্য কিছুতেই বীজের জন্য রাখিবে না।

ধানের গোড়াপচা রোগ।

এই রোগ ধানের বিস্তর ক্ষতি করে কিন্তু তাহা সহসা নজরে পড়ে না, কেননা ইহার লক্ষণগুলি প্রায় গুপ্ত থাকে। আক্রান্ত গাছে ধানের পরিবর্ত্তে চিটা হইয়া থাকে। এবং যখন সুস্থ গাছে ধান পাকিতে থাকে তখন আক্রান্ত গাছগুলির গোড়া হইতে কাঁচা ফেক্‌ড়ী বাহির হইতে থাকে। যে গাছে এইরূপ নূতন ফেক্‌ড়ী বাহির হয় তাহার মৃত ডাঁটাটি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে গাছের গোড়ার রং বদলাইয়া গিয়াছে। ডাঁটাটি চিরিলে ভিতরে অনেকগুলি কাল চক্‌চকে খুব ছোট গোলাকার বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিষেধক উপায়।—শস্য কাটা হইলে পর আক্রান্ত গাছগুলি ক্ষেতের মধ্যে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। পরবর্ত্তী ফসলের পূর্ব্বে যতবার সম্ভব ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া উচিত।

গম, যব ও জইয়ের ছেতোরোগ।

এই রোগ শস্য এবং তুঁষ উভয়কেই আক্রমণ করে এবং সমস্ত জিনিষটা নষ্ট করিয়া কাল ছাইতে পরিণত করে এবং এই ছাইই রোগের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাণুর সমষ্টি, এই বীজাণুগুলি বাতাসে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।

প্রতিষেধক উপায়।—কৃষক খুব সাবধানে সমস্ত ছেতোযুক্ত ডগা একটি থলেতে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে এবং গরুকেও খাইতে দিবে না। বীজ, গম, যব যদি ছেতোর সহিত মিশিয়া যায় তাহা হইলে বুনিবার পূর্ব্বে বীজ ফর্ম্মেলিন কিংবা শতকরা ২ ভাগ তুঁতের জলে ভিজাইলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। যদি প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব হয় তবে যে ক্ষেত্রে এই রোগ আদৌ হয় নাই এমন ক্ষেত্র হইতে বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

পাটের শিকড়পচা রোগ।

গ্রীষ্মকালে যখন দেখা যায়, পাট গাছ শুকাইয়া মরিতে থাকে, তখনই বুঝিবে, এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। এই রোগ স্বভাবতঃ পাটের মূলেই জন্মে; তৎপর ইহার ডাঁটার স্থানে স্থানে একটা সবুজ বর্ণের আবরণ পড়ে এবং তাহাতেই ছোট ছোট কাল কাল গুটিকা জন্মে। এই গুটিকার মধ্যস্থিত জীবাণুই পাটের অংশ নষ্ট করিয়া ফেলে।

ইহা একটা প্রধান মুলজ ব্যাধি। এই রোগের বীজাণু বহুকাল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকে; কাজেই একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর পাট চাষ করিলে সেই জমি এই রোগের বীজাণুতে ভরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। লাল মাটীর ক্ষেতে এই রোগ দেখা যায়, তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসর বিঘা প্রতি ৫/ মণ হিসাবে চুণ দিলে, এই রোগ অনেকাংশে কমিয়া যায়। ভালরূপ জমি চাষ এবং ক্ষেতের জল বাহির করিয়া দিতে পারিলেই, এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প রহে। ঢাকা ফারমে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে ক্ষেতে ক্ষারের (Potash) অংশ কম সেই ক্ষেতেই এই রোগ হয়; কচুরী বা ছাই বিঘা প্রতি ১০/ মণ ক্ষেতে ব্যবহার করিলে এই রোগ কম হয় এবং পাটও খুব টাগইর বেশী হয়।

পাট গাছের কালপটি রোগ।

আক্রান্ত গাছ হইতে ২।৩ ফুট উচ্চে একটী গোলাকার দাগ হয়। এরূপ আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরিয়া যায় এবং কেবল ডাটাটী থাকিয়া যায় এবা সহজেই চোখে পড়ে। রোগের পূর্ণাবস্থায় গাছের ছাল লম্বালম্বি ফাটিয়া যায় এবং আঁসগুলি শুকাইয়া বাদামী রং ধারণ করে। ডাটার কাল অংশ পরীক্ষা করিলে অতি ক্ষুদ্র কাল গোলাকার বস্তু সকল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ডাঁটার উপর হাত ঘসিলে হাতে কাল গুড়া লাগিয়া যায়। বাংলা দেশে এই রোগ খুব কম দেখা যায়।

প্রতিষেধক উপায়।—আক্রান্ত গাছ তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

আকের ধসা-ধরা রোগ।

এক প্রকার উদ্ভিদাণুই এই রোগের কারণ; ইহা আকের ভিতরেই জন্মে এবং আকগাছ মারিয়া ফেলে। ইহাতে প্রথমেই ডগা বা আগার পাতা শুকাইয়া যায়। যখন পাতা শুকাইতে থাকে, তখন আকগাছটি কাটিয়া ফেলিলে দেখা যায়, আকের ভিতরটী লালচে হইয়া গিয়াছে। রোগাক্রান্ত আকগাছের গোড়ার দিকেই প্রথমতঃ ডোরা ডোরা লাল দাগ পড়ে; ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকেই ইহা ছড়াইয়া যায়। আকগাছ মরিয়া গেলে, উহার মজ্জা ফাঁপা হইয়া পড়ে এবং ফাঁপা জায়গা সাদা সাদা সুতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ-বীজাণুতে ভরা থাকে।

প্রতিকারোপায়।—(১) লালচে পলি (বীজ আক) কখন ক্ষেতে লাগাইবে না। (২) রোগধরা গাছগুলি উঠাইয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে, নতুবা এই রোগ ক্রমে সকল ক্ষেতেই ছড়াইয়া পড়িবে। (৩) যাহাতে ক্ষেতে জল আটকাইয়া না থাকে তাহাও দেখিতে হইবে।

আকের ছাতা রোগ।

আকের এই রোগ খুব সহজেই ধরা হয়। গাছের ডগা হইতে ছড়ির মত লম্বা একটী ডাটা বাহির হয়। এই ডাঁটা বেশ লম্বা, কাল গুড়ায় আবৃত, এবং বক্র। ইহা আকের স্বাভাবিক গাছ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকাকৃতি; ইহাতে পাতা থাকে না; ইহা আকের গাছ হইতে চিকণ এবং নমনীয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা একটী পাতলা সাদা চক্‌চকে আবরণে ঢাকা থাকে; শীঘ্রই সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ভিতর হইতে কাল গুঁড়ার মত রোগের বীজ বাহির হইয়া পড়ে।

প্রতিষেধক।—রোগাক্রান্ত সমস্ত গাছ প্রথমাবস্থায় কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক। সেই গাছ হইতে কিছুতেই আকের বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়।

গোল আলুর মড়ক।

লক্ষণ।—এই রোগে প্রথমাবস্থায়, গাছের পাতায় বা পাতার নিচে ছোট ছোট কাল কটা রঙের দাগ পড়ে; ক্রমশঃ ঐ দাগ আয়তনে বাড়িতে থাকে এবং পরে পাতাগুলি কোঁকড়াইয়া যায়। রোগের আক্রমণ বেশী হইলে, গাছের ডাঁটাগুলি ঈষৎ কাল হয় এবং পচিয়া গিয়া খুব দুর্গন্ধ জন্মে। রোগ-ধরা আলু কাটিলে দেখা যায় ইহার ভিতরটা ঈষৎ কাল হইয়া গিয়াছে। ইহা পাক করিলেও ভালরূপ সিদ্ধ হয় না, বরং অখাদ্য হয়। অত্যন্ত শীত বা কুয়াসা হইলে এই রোগ জন্মে। আক্রান্ত ক্ষেতে বোর্দ্দো মিক্‌শ্চার কিংব বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চার পিচকারি দিয়া ছিটাইবে। ঔষধ ছিটাইবার সময় দেখিতে হইবে যেন গাছের সব জায়গায় ঔষধ ভালরূপে লাগে।

তামাক পাতা চলিয়া যাওয়া।

অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার জীবাণু (Bacteria) এই রোগের কারণ। এই রোগ হইলে গাছ নিস্তেজ হইয়া চলিয়া পড়ে।

প্রতিষেধক উপায়।—(১) চারা গাছে যাহাতে বেশী আঘাত না লাগে এবং শিকড়ের যাহাতে খুব কম ক্ষতি হয় সেই জন্য চারা গাছ খুব ছোট থাকিতেই একস্থান হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে লাগাইবে।

২। তামাক পাতার কৃমি (যাহা শিকড়ে ঘা করিয়া রোগের জীবাণু প্রবেশের সুবিধা করিয়া দেয়) কৌশলে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে অথবা কোন প্রকার সার (যেমন Superphosphate) ব্যবহার করিতে হইবে। এমন কোন সার ব্যবহার করিবে না যাহা দ্বারা মাটিতে ক্ষারের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ ক্ষার গাছকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলে গাছের রোগ নিবারণ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইবে এবং সংক্রামক রোগের জীবাণুও বৃদ্ধি করিবে।

৩। রোগযুক্ত চারাগাছ সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

৪। তামাক এবং অন্যান্য কয়েকটী গাছ রোপণের পূর্ব্বেই নার্শারীতে ঢলিয়া যায়, তাহার কারণ গাছের গোড়ায় রোগ লাগে এবং সেই খানেই উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কাজেই গাছ দাঁড়াইয়া থাকিতে অক্ষম হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে জমিতে শুক্‌না ঘাস জ্বালান ইহার একটী উত্তম প্রতীকারোপায়।

(ক্রমশঃ)।

উত্তোলন।

হাসিতে চরিত্রজ্ঞান

সম্প্রতি জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত হাসি সম্বন্ধে এক অভিনব তথ্য দিয়াছেন। হাসি দেখিয়া কিরূপে লোক চরিত্র বুঝা যাইতে পারে তাহাই তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা সমস্ত অন্তর খুলিয়া হাসে তাহারা সকলের বিশ্বাসের পাত্র। চোখ খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া সরল প্রাণের লোকেরাই হাসিয়া থাকে, এরূপ হাস্যে আয়ু বৃদ্ধি হয়। পাতলা মানুষের পাতলা হাসির শব্দ বহুদূর হইতে শোনা যায়।

অবনত মস্তকে ক্ষীণ হাসি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিহ্ন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া প্রায়ই নির্ব্বোধেরা হাসিয়া থাকে।

কান্নার সুরে অনেককে হাসিতে দেখা যায়, সেরূপ লোকেরা প্রায়ই কৃপণ হয়।

যাহাদের হাসি চোখে, মুখে, শিরায় উপশিরায় ও দেহের সমস্ত অবয়বে পরিস্ফুট হয়, তাহারা সাধারণতঃ উন্নতমনা ও পরদুঃখ কাতর হয়।

হাসি গলার ভিতরেই যাহাদের পর্য্যবসিত থাকে এবং মুখ প্রায় অবিকৃতই থাকিয়া যায়, তাহারা সাধারণতঃ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও সতর্ক হয়, কর্ত্তব্যবুদ্ধিও তাহাদের খুব বেশী থাকে না।

যাহাদের হাসি গ্রীবার বিশেষ প্রকার সঞ্চালনে প্রকাশিত হয় তাহারা সাধারণতঃ শান্ত স্বভাব, কিন্তু যাহাদের হাস্য ওষ্ঠাধর উত্তমরূপে সঞ্চালিত হয় না, তাহারা কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর হয়।

অল্প অল্প বাঁকা নিযুক্ত হাসি যাহাদের তাহারা সাধারণতঃ অল্পবুদ্ধি ও অনেক বিষয়ে লোভ দমন করিতে অসমর্থ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের আবার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। এইরূপ লোকই অনেক সময় আবার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যাহারা উচ্চ শব্দ করিয়া অট্টহাস্য করে, তাহাদের হাসি সাধারণতঃ আন্তরিক নহে, এবং তাহাদের উপর সকল সময় বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

উদার হৃদয় লোকেরা খুব বেশী হাসে না। কিন্তু যখন হাসে তখন তাহাদের ওষ্ঠাধর, চোখ ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ। (সম্মিলনী ১৩শ সংখ্যা ১৩৩৪)

সিমুলের গুণ।

সিমুল গাছ কোনও কাজে লাগে না, এই ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, সকলেই তাহাকে নির্গুণ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। যখন কাহারও সহিত নির্গুণ লোকের তুলনা করা হয় তখন সিমুল ফুলেরই উপমা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বুঝি না যে, জগতে কোন জিনিষই হেয় বা অবজ্ঞার পাত্র নহে। আজ যাহাকে নগণ্য ও অপদার্থ বলিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছি, কাল হয়তো তাহাই এমন একটা কাজে লাগিয়া যাইবে যে, যাহা আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য প্রদেশে এইরূপ কত সহস্র সহস্র উপেক্ষণীয় দ্রব্য মানব জাতির কত কাজে লাগিতেছে। যাহারা ভস্ম হইতে রত্ন আহরণ করিতে জানেন, তাহাদের চক্ষে জগতের কোন বস্তুই হেয় ও নগণ্য নহে। যাহা হউক, এই সমস্ত অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। সিমুলের কি কি গুণ আছে তাহাই এক্ষণে বিবৃত করিব।

১। টাট্‌কা সিমুল ফুল ঘৃত ও সৈন্ধব সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে,—স্ত্রীলোকদিগের দুঃসাধ্য প্রদর রোগ আরোগ্য হয়। ইহার শীতল ও সঙ্কোচক গুণ এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত রোগের শক্তিকারক গুণ বলিয়া খ্যাতি আছে।

২। নিস্তেজ ও অবসন্ন অবস্থায় সিমুল মুলের রস সেবন করাইলে উপকার হয়। ইহা বলকারক এবং উত্তেজক। বেশী মাত্রায় এই রস ব্যবহার করিলে বমন হইয়া থাকে।

৩। গাছের ছালের উপর যে সমস্ত নরম কাঁটা হয়, উহার ২।৪টী জলে বাটিয়া ফোড়ার মুখে প্রলেপ দিলে সহজেই ফোড়া ফাটিয়া যায়।

৪। সিমুল গাছ কাটিলে আঠার মত যে রস বাহির হয়, তাহার নাম "মোচরস"। উহা আম, অতিসার ও পেটের পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহার গুণ স্নিগ্ধ ও সঙ্কোচক।

ইহাকে শুকাইয়া গুড়া করিয়া পানের সমলার সহিত ২।৪ রতি চিবাইয়া খাইলে পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার মিছরির সরবতের সহিত এই আঠা ২।১ রতি করিয়া ৪।৫ দিবস ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকের রোহিণী রোগ আরোগ্য হয়।

৫। শ্বেত সিমুলের কোমল শিকড় ছায়াতে শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া পানের মশলার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে পুরুষত্ব শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৬। রাত্রিকালে যাহাদের বার বার প্রশ্রাব হয়, তাহারা প্রাতঃকালে আফুলা গাছের নরম শিকড় খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিষ্কার চিনির সহিত ৫।৭ দিবস চিবাইয়া খাইলে উপকার হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

সিমুলের কাঠ অল্প দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, কেহ ইহা ব্যবহার করে না। কিন্তু যদি চূণের জলে ইহার তক্তা ভিজাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা তক্তপোষ কবাট, ইত্যাদি প্রস্তুত করা যায়। ঐ কাষ্ঠে উই, ঘুণ ইত্যাদি লাগিতে পারে না।

সিমুলের বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। ইহার রঙ ঈষৎ পীতাভ; মূল্যও সরিষার তৈল অপেক্ষা অধিক। এদেশে প্রচুর সিমুল গাছ জন্মিয়া থাকে; অল্প মূল্যে অনেক বীজ সংগ্রহ করা যায়। সুতরাং উহা দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিতে পারিলে, বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে। সরিষা হইতে ঘানি দ্বারা যেরূপে তৈল প্রস্তুত হয়, ইহাও সেই প্রক্রিয়ায় করিতে হয়।

(ডাঃ জে, এল, বিশ্বাস, এল, এম, এইচ।) (পঞ্চায়েৎ ২৯ সংখ্যা ১৩৩৪)।

সংগ্রহ।

কৃষি প্রদর্শনী

আগামী ২৯শে জানুয়ারী তারিখে ফরিদপুর সহরে সরকারী কৃষিফার্ম্মে একটী কৃষি প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে। উক্ত প্রদর্শনী বা মেলাতে গোরু ও হাঁস মুরগীর মেলা বসিবে। কেবল তাহাই নহে কুটিরশিল্প যাহা কৃষকগণ অবসর সময়ে করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন এরূপ সব দ্রব্যেরও আমদানী ও প্রদর্শনী হইবে। ইহা ব্যতীত স্বাস্থ্য ও সমবায় বিষয়ক বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতি

হইবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে পারিতোষিক দান করা হইবে। স্থানীয় জিলার কৃষিবিভাগস্থ কর্ম্মচারী মহোদয়ের উদ্যোগে এই সদনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা হইতেছে।

কৃষির দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান

বর্ত্তমান বাংলাদেশে বেকার সমস্যা ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এ বিষয় নানারূপ জল্পনা কল্পনাও চলিতেছে। যাহা হউক আমরা শুনিয়া আশান্বিত হইলাম গভর্ণমেণ্টেরও এ বিষয় দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফরিদপুর জিলার কালেক্টর মহোদয়ের প্রস্তাবিত scheme বা প্রণালী গভর্ণমেণ্টের গ্রাহ্য হইয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। উহাতে প্রথম এক বৎসর স্থানীয় সরকারী কৃষিফার্ম্মে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে। তৎপর উক্ত শিক্ষিত যুবককে গভর্ণমেণ্ট হইতে চাষ করিবার জন্য ১৫ বিঘা খাস মহল জমি এবং দুই শত টাকা অগ্রিম দেওয়া হইবে। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফরিদপুর জিলার কালেক্টর মহোদয় বা জিলাস্থ কৃষিকর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। ১লা মার্চ্চ হইতে প্রথম ব্যাচ বা দল ছাত্র গ্রহণ করা হইবে।

কৃষি প্রচার

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ফরিদপুর জিলাস্থ পাঁচটী ইউনিয়ন বোর্ডকে কৃষি প্রচারের কেন্দ্র করা স্থির হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বোর্ডের সভা ও সভাপতি মহোদয়কে এ বিষয় পরামর্শ দিতে একটি করিয়া ৫টী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বেসরকারী কৃষিফার্ম্ম

বিশেষ সুখের বিষয় কৃষিকে প্রধান উপজীবিকা করিবার জন্য সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ফরিদপুর জিলাতে রাজবাড়ী নামক স্থানে ত্রিশ বিঘা জমি লইয়া একটি কৃষি ফার্ম্ম প্রতিষ্ঠা হইবে। স্থানীয় জনসাধারণের অর্থেই এই মহৎ কার্য্যের উদ্যোগ চলিতেছে। জমি ঠিক নির্ব্বাচন হইয়াছে ও সত্বর কার্য্যারম্ভ হইবে। ভগবান এই শুভ প্রতিষ্ঠানটির সহায় হউন এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা রহিল।

বাগানের মাসিক কার্য্য

মাঘ মাস

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যেগুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভূঁয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর

গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাহির হইয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুকনা হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডাল ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিক্স, লর্কস্পর পিঙ্কস্, ফ্লাক্স, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

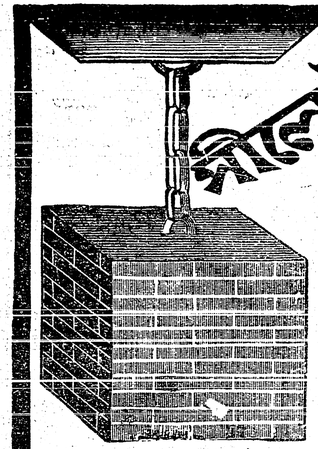

সিলেট চুণ

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সিলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং

২৫ নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ! বীজ!! বীজ!!!

সকল রকম সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন! সত্বর হউন!!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলম চারা কলম।

বিলম্ব করিবেন না।

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন! আসুন!! আসুন!!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।
৭৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

REGISTERED NO. C 192

২৮ বর্ষ] বসন্ত সংখ্যা [১০ম ও ১১শ

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্রিকা

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩/-

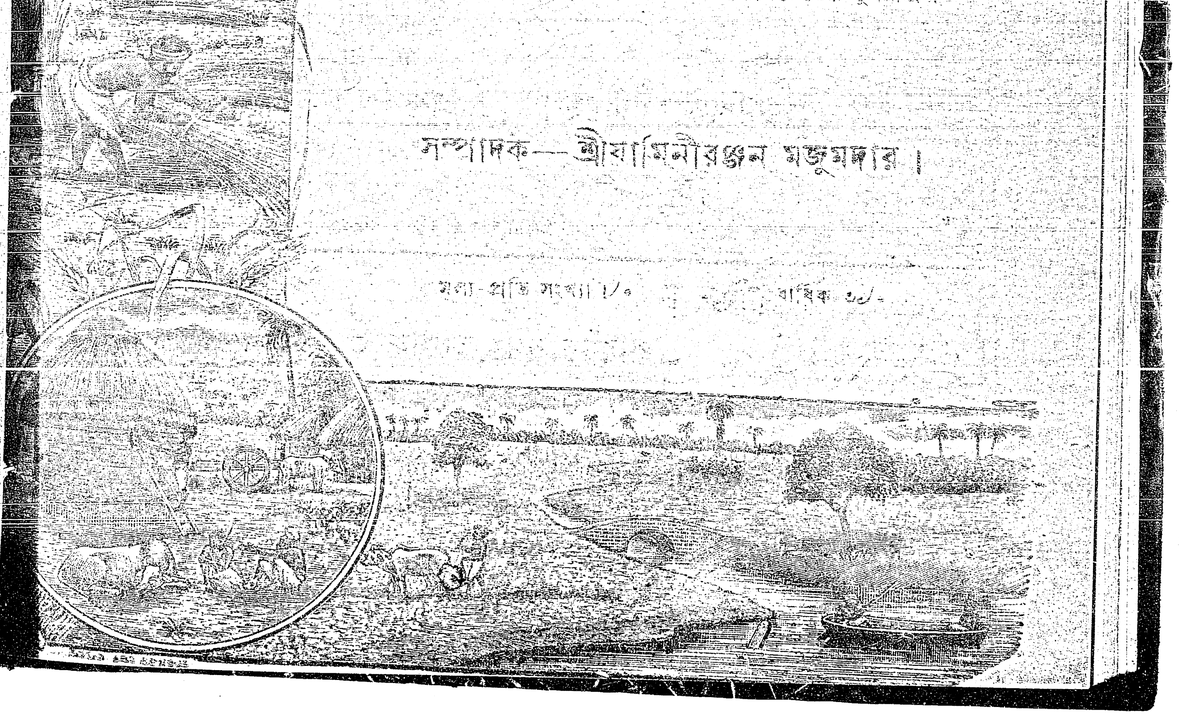

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৫ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন

Sales Department
HOWRAH.

BURN & Co. Ltd.

Howrah Iron Works
HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যক সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৵০ মাত্র।

পাট বীজ। পাট বীজ।

পাটের সময় আগত প্রায়।

লালতে পাট, কাকিয়া বোম্বাই, মিঠে পাট, ধঞ্চে, শণ ইত্যাদি বীজের জন্য

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

সূচীপত্র।

মাঘ— ১০ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	শ্রীপঞ্চমী উৎসব-(নিবন্ধ)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	৩৮১
২।	তের বৎসরের আবাদ—(প্রবন্ধ)—শ্রীরেবতীমোহন দাস	৩৮২
৩।	কৃষি প্রতিষ্ঠান ও তাহার রক্ষার উপায়—(প্রস্তাব)—শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য	৩৮৫
৪।	বঙ্গে ইক্ষুচাষ—(প্রবন্ধ)—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	৩৮৯
৫।	ছাগল—(পশু প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার	৩৯২
৬।	আমার চাষ—(কৃষি প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী	৩৯৫
৭।	কৃষি প্রাণ—(কবিতা)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সরকার	৩৯৭
৮।	কৃষক ও জমীদার—(প্রবন্ধ)—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস	৩৯৯
৯।	কৃষাণ—(গল্প)—শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল	৪০৪
১০।	শস্যের ছাতারোগ নিবারণের ঔষধাবলী—(প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র কর	৪০৬
১১।	সংগ্রহ	৪১০
১২।	সমালোচনা	৪১১
১৩।	বাগানের মাসিক কার্য্য—(ফাল্গুন মাস)	৪১২

ফাল্গুন— ১১ সংখ্যা

১।	নব্য-চাষী—(কবিতা)—শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল	৪১৩
২।	বাংলাদেশে গোজাতির পালন ও উন্নতি সম্বন্ধে সহজ আলোচনা—(প্রবন্ধ—মিঃ পি. জে. কার ও মিঃ কে, ম্যাকলীম	৪১৪
৩।	লাহার চাষ—(প্রবন্ধ)—শ্রীহেরম্বনাথ ভাদুড়ী	৪২০
৪।	নেওন চাষ—(প্রবন্ধ)—	৪২৩
৫।	সার (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভৌমিক	৪৩০
৬।	ভুলের পথে—(উপন্যাস)—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস	৪৩২
৭।	উত্তোলন	৪৩৪
৮।	সংগ্রহ	৪৩৬
৯।	বিবিধ বৈচিত্র	৪৩৯
১০।	পত্রাদি	৪৪০
১১।	বাগানের মাসিক কার্য্য—(চৈত্রমাস)	৪৪৪

হোমিওপ্যাথ

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০

উত্তরবঙ্গের একমাত্র হোমিওপ্যাথিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—ডাক্তার শ্রীশিশিরকুমার চৌধুরী এম্-বি (হোমিও)

পত্রিকাখানি বৈশাখ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যাবতীয় সংবাদ ও শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথদিগের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরই আদরের বস্তু সন্দেহ নাই। অদ্য গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—হোমিওপ্যাথ, জলপাইগুড়ি।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ	,,	৵০
ইক্ষু চাষ		।০
কৃষি কথা		৵০
পান চাষ		৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সস্করণ মূল সস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপবায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৸০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।৷০

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বহু পরীক্ষিত মূল্য ১ শিশি।০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

জানলা,দরজা, কড়ি বরগা ইত্যাদি "ইংলিশ মার্কা সেগুন সর্ব্বোশ্রেষ্ঠ" সেই ইংলিস মার্কা কাঠে প্রস্তুত জানলা দরজা ও সর্ব্বপ্রকার সাইজ কাঠ বিক্রয় করিয়া রাজা, জমিদার, ডিঃ বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির নিকট বহু প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত শাল, সেগুন,জারুল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কাষ্ট বিক্রেতা

ডি, এন, মজুমদার।

৪নং নিমতলা ষ্ট্রীট।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩৷৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সরোজ নলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

সাম্পাদিকা শ্রীমতি লতিকা বসু বি, লিট (অক্সন)

নারী জাতি কল্যাণমূলক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রত্যেক বঙ্গ মহিলার পাঠ্য।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাগণ নিয়মিতভাবে ইহাতে লিখিয়া থাকেন। কন্যা, বধু, গৃহিনী সকলের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সকলপ্রকার শিক্ষা লাভ করিবার একমাত্র মাসিক পত্রিকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বালিকা বিদ্যালয় ও নারী শিক্ষালয়ের জন্য অনুমোদিত এবং সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা ভিঃ পিতে ২৵০ টাকা। গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

ম্যানেজার বঙ্গলক্ষ্মী

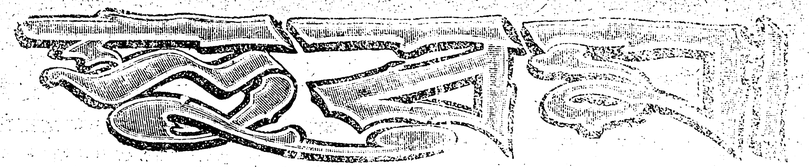

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন ? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে ! বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও অশ্রুত্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে /০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১॥৶০ এক টাকা নয় আনা



পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	॥৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১৸০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।

অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্ত-বর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	॥৶০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	॥০ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা

মাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের
সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং
১৩নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবানু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔষধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীটল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তৈয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারু-জীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড
১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।
৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড
ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট
পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যবস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমা-কারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়; স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক রুল রিলে নিয়মাবলী যায়।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গালা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা বৌদ্ধবাণীর ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রচার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন পুণ্যদ্রব্যের বিবরণ পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হার জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্স নং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা।
প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি-এস্ সম্পাদিত।

হতশ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, সাধক জীবনী, ভক্তজীবনী, পরলোক রহস্য

প্রভৃতি প্রণেতা—

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামীর সম্পাদকতায় বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা ২য় খণ্ডে আপনাপন জীবনী অথবা বংশাবলীর ইতিহাস দিতে চান, তাঁহারা সত্বর পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করুন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
৭২ মাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG "দৈববল" No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।
দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	॥০
কৃষিক্ষেত্র	১॥০
সব্জীবাগ	১॥০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১॥০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১॥০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	॥০
ভূমি কর্ষণ	৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	॥০
উদ্ভিদ জীবন	॥০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃদি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

লেন এই বিনা মূল্যে দুই ঘড়ি উপহার।

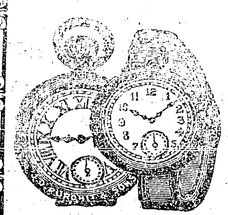

১২ বৎসরের পুরাতন। যাঁহারা দাদ চুলকানী ও অন্যান্য চর্ম্ম রোগে মহৌষধ সিংহ মার্কা দাদের মলম ১২ শিশি একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি উৎকৃষ্ট রেলওয়ে পকেট ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন ও যাঁহারা ২৪ শিশি মলম একত্রে লইবেন তাঁহারা একটি ফেন্সি গোল্ডন হাত ঘড়ি বিনা মূল্যে পাইবেন। ইহা ব্যবহার করিলে ১২ বৎসরের পুরাতন চর্ম্ম রোগ ২ দিনে আরোগ্যলাভ করিবে। প্রতি শিশির মূল্য মাত্র ।৵০। ডাক মাশুল ২টির জন্য ৵০ ও ২৪টির জন্য ১৵০ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—জে, ডি, পুরোহিত এণ্ড সন্স
৭১ ডি নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও
নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত
ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক
বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান
প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট ১৲ টিউব ফ্রি সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক,
সাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট,
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)।

এই দারুণ শীতে যদি আপনি

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আপনার গাত্রচর্ম্ম বেশ মসৃন থাকবে, এবং ইহার মধুর গন্ধও আপনাকে আনন্দিত করিবে। অদ্য এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৶০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।

নবশক্তি

২৮শ খণ্ড | মাঘ, ১৩৩৪ সাল | ১০ম সংখ্যা

শ্রীপঞ্চমী উৎসব।

যখন প্রকৃতি জড়তা পরিহার ক'রে বসন্তের মৃদু-মন্দ চাঞ্চল্যে স্পন্দিত হয়, যখন শীর্ণ শুষ্ক বল্লরী বনস্পতি নবকিশলয়ে সজ্জিত হ'য়ে ও মলয়-পবনে আলোড়িত হ'য়ে প্রকৃতির লুপ্তাযৌবনশ্রী ফিরে আসে, যখন দিকে দিকে শ্যামলতাপূর্ণ সৌন্দর্য্যের আনন্দোচ্ছ্বাস ফুটে উঠে ও কোকিলের কুহুতানে বনভূমি মুখরিত ক'রে শীতের প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয়,—তখনই বাগ্দেবীর আগমন সম্ভব হয়। হিন্দুরা সেইজন্য মাঘ মাসের শুক্লা-পঞ্চমীতে বাণীর আরাধনায় নিযুক্ত হয়। বাস্তবিকই সরস্বতী পূজার এই-ই প্রকৃষ্ট সময়।

সরস্বতী বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি শব্দের অধিষ্ঠাত্রী এবং জ্ঞানের প্রতীক। মনীষিগণ জ্ঞানের বর্ণকে দিব্যোজ্জ্বল শুভ্র ব'লে কল্পনা ক'রেছেন, তাই মা আমার—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরাধরা নিত্যা শ্বেত গন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষ-সুত্রহস্তা চ শ্বেত চন্দন চর্চ্চিতা।
শ্বেত বীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্করা ভূষিতা॥

মায়ের হাতে ঐ যে শ্বেত-বর্ণের বীণা—ঐ বীণাতে ব্রহ্মানন্দের মধুময় অমৃত রাগিণী ঝঙ্কৃত হ'য়ে জগদ্বাসিকে মোহিত করে, ঐ বীণার তন্ত্রী হ'তেই পূর্ণ মাত্রায় ওঙ্কার ধ্বনি প্রকাশিত হয়।

ঐ যে পুস্তক—ঐ পুস্তক সাহায্যেই মনীষীবর্গ যুগ-যুগান্তর ধ'রে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ সাধিত ক'রে গেছেন; আর এখনও আমরা সেই পুস্তকের সাহায্যেই যাবতীয় জ্ঞান লাভ ক'চ্ছি। সুতরাং ঐ পুস্তকই জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার।

আদি সৃষ্টিকর্ত্তার মানসী কন্যা সরস্বতী আজ যখন আমাদের গৃহে আবির্ভূতা হ'য়েছেন, তখন এস আজ এই পুণ্য দিনে আমরা সকলে মিলে মায়ের পদপ্রান্তে ব'সে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'রে ধন্য হই; এবং কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি "মা আমাদের এমন শিক্ষা দান কর, যা'তে তোমার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে, চিরদিনই তোমার আরাধনায় নিযুক্ত থেকে, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন ক'র্ত্তে বিমুখ না হই।" ইতি।

(নেবুতলা-ঈশ্বর-ভবন)
শুক্রবার ১৩ই মাঘ

শ্রীজহরলাল বিশ্বাস।

তের বৎসরের আবাদ।

(শ্রীযুক্ত বতীমোহন দাস)

মার্কেট গার্ডনার, গিরিডি।

(আমাদিগের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বেকার সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ঘরে ঘরে যুবকগণ শিক্ষিত হইয়াও জীবিকা উপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া কালযাপন করিতেছে। কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিলে হেয় হইতে হইবে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আর বোধ হয় নাই। কিন্তু ইহা প্রধান উপজীবিকা লইয়া তদ্রলোকের সংসার চলিতে পারে এরূপ সাহস কয়জনের আছে? আমরা ধারাবাহিকরূপে একটি সত্য ঘটনা এ মাস হইতে কৃষকে বাহির করিব। একটি পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভদ্রলোকের সন্তান প্রায় কপর্দ্দকহীন অবস্থায় দারিদ্রের সহিত সমানে যুদ্ধ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া চাষ বাস করিয়া নিজের অবস্থা ফিরাইয়া লইয়াছেন আমরা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছি। এই প্রবন্ধ পড়িয়া যদি একজনেরও উপকার হয় অর্থাৎ যদি একটি যুবকও চাষ বাস অবলম্বন করিয়া মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পান তাহা হইলেই আমরা আমাদের এই ত্রিশ বৎসরের উদ্যোগ ধন্য বোধ করিব। ভগবান শীঘ্রই শুভ দিন আনয়ন করুন যাহাতে আমরা আবার নূতন করিয়া গ্রামে গ্রামে কর্ম্মী শিক্ষিত যুবকগণের সম্মিলন দেখি। দেশে নূতন আদর্শ আসুক। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া আমরা নিজেরাই অন্ন সমস্যা দূর করিবার ভার গ্রহণ করি। আবার যেন কবিবরের সহিত এক সুরে বলিতে পারি—

আমার সোণার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥) কৃঃ সঃ।

আমার এই তের বৎসরের পরিশ্রম দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছি, যদি তাহা প্রকাশিত করিয়া পাঠকবর্গের যৎসামান্য উৎসাহবর্দ্ধন করিতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব এই আশায় এবং কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

এই তের বৎসরের মধ্যে আট বৎসর অন্যের বাগানে এবং গত ৫ বৎসর নিজের বাগানে (১৩৩০ সাল হইতে) চাষ করিতেছি। প্রথম যখন আমি চাষ আরম্ভ করি তখন বীজ কি প্রকারে লইতে হয় তাহাও জানিতাম না। এখন ভগবানের কৃপায় বাজারে খুব নাম

করিয়াছি। শুধু যে নাম করিয়াছি তাহা নহে, মাসিক শতাধিক টাকা নিজ সংসার খরচ পাইতেছি। বর্ত্তমানে ১৩।১৪ বিঘা আবাদ হইয়াছে।

এখন আমার মোট জমি ৫০ বিঘা। ভবিষ্যতে এই ৫০ বিঘার সমস্তই যখন আবাদ করিব তখন মাসিক ৪০০৲। ৫০০৲ শত টাকা পাইব ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমি কপর্দ্দকহীন অবস্থায় চাষ আরম্ভ করিয়াছিলাম। চাষ করিতে যে খুব বেশী মূলধন আবশ্যক তাহা আমি স্বীকার করি। কেন না আমাদের সাধারণ কৃষকের ন্যায় চাষ করিলে চলিবে না। আমাদের একটু বৈজ্ঞানিক হিসাবে চাষ করিতে হইবে। নচেৎ প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ সম্ভব।

এ বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় আমার প্রতিবেশীদের ধান কিছুই হয় নাই। কিন্তু আমার ও আমার মতানুযায়ী যে দুজন সার দিয়াছিলেন তাহাদের ধান আশাতীত ফলন হইয়াছে।

আমাদের যখন মূলধন কম তেমনি প্রথমে আমাদের শাক শবজীর চাষ করা ভাল। তাহা হইলে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের চাষ আরম্ভ করা সম্ভব। আজ কাল আমরা স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতা যে কিসে আসে তাহা আমরা একবারও ভাবি কি? যদি আমরা নিজে নিজে চাষ করিয়া নিজেদের জমি হইতে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারি এবং এই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য হায় চাকরি, হায় চাকরি করিতে না হয় তবে স্বাধীনতার কি বাকি রহিল!

আমার পূর্ব্বে ও পরে অনেক জন বেশ মূলধন লইয়া চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা সবাই একে একে চাষ উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন চাষে লাভ নাই। চাষ আমাদের জন্য নহে। উহা চাষাদের জন্য। এটা যে মহাভুল আমার এই প্রবন্ধের কয়েকটী কথাই বোধ হয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিবে।

আমাদের যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের, পরিষ্কার জলের ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের আবশ্যক, গাছ-পালারও ঠিক তাই। মালিদের উপর বাগানের ভার দিলে তাহারা হয়ত যে গাছে জল চায় সে গাছে হয়ত সার দিল। কিন্তু সার যে জল ব্যতীত কোন কাজই করে না, তাহা হয়ত তাহাদের জ্ঞানের অতীত অথবা পরের জিনিষ বলিয়া অবহেলা। আবার যে গাছে রৌদ্র ও বায়ুর প্রয়োজন মালি হয়ত তাহাতে খোঁড়া না দিয়াই জল দিয়াছে। কাজেই গাছে শ্রীবৃদ্ধি কোথায়? সেই জন্য মালিককে সর্ব্বদা বাগানে থাকা প্রয়োজন। যাঁহারা শুধু মালির উপর নির্ভর করিতে চান, তাঁহাদের ব্যবসা হিসাবে চাষ না করাই ভাল। যাঁহারা ব্যবসা হিসাবে চাষ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। নচেৎ মালিরা সর্ব্বদা ফাঁকি দিবে।

আমাদের দেশী কৃষকেরা শুধু গোবর সার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গোবর খুব ভাল সার কিন্তু গোবর আমরা যে প্রকারে রক্ষা করি তাহার অধিকাংশ সার ভাগ হয় বৃষ্টির জলে নহেত রৌদ্রের উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায় কাজেই আশানুরূপ ফসল পাই না।

যদি আমরা গোবরের সঙ্গে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার করি তবে আমাদের ফসল বর্ত্তমানে যাহা হয় তাহা হইতে দ্বিগুণ না হউক দেড়গুণ পাওয়া যাইবে তাহার সন্দেহ নাই। ১৩৩০

সালের পূর্ব্বে আমি বরাবর গোবর সার ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম তাহাতে কোন বৎসর কম গোবরেও ভাল ফল পাইয়াছি। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, যে গোবরের সারাংশ চলিয়া গিয়াছে তাহাতে ফসল কম ও যে গোবরের সারাংশ ছিল তাহাতে ভাল ফল হইল।

উক্ত ১৩৩০ সালে আমি একজন ইউরোপিয়ানকে শিক্ষকরূপে রাখিয়াছিলাম। তিনি এক বৎসর কাল আমার এখানে ছিলেন।

তিনি বিলাতের "কিউ" নামক রাজকীয় উদ্যান হইতে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় রাজকীয় উদ্যানের জন্য ভারতে আনীত হন। পরে তিনি ঐ কাজ ছাড়িয়া দিলে ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহাকে পাই। এবং তাঁহার নিকটে সারের ভাগ ইত্যাদি শিক্ষা করি।

আমার রোপিত তরমুজ গাছ ১২ হাত হইলে ফল হইত এবং ফলও এক একটা ১২।১৪ সের হইত। কিন্তু তাঁহার নির্দ্ধারিত ভাগানুযায়ী সার দেওয়াতে দু হাত লতাতেই ঐ পরিমাণ ফল ফলিতেছে। বর্ত্তমানে ফলও আকারে পূর্ব্বাপেক্ষা বড় হইতেছে। "শশা" যে বীজে ১২" ইঞ্চির বেশী হয় নাই সেই বীজে ১৮" ইঞ্চি পর্য্যন্ত ফলাইয়াছে। এই শিক্ষকের সূত্রানুযায়ী সার দিয়া যে প্রকার ফল পাইতেছি তাহা বরাবর লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। কিছুদিন পরীক্ষার পর উহা সাধারণের নিকট প্রকাশিত করা হইবে। এইবার নিম্নে ২টা ফসলের বিষয় জানাইতেছি।

"পেঁপে"

গিরিডি সহরের উপর পেঁপে গাছ দেখিলে সকলে মনে করিবে এখানের মাটিতে পেঁপে খুব ভাল হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমি প্রথম বৎসর ১০০ গাছ লাগাইয়াছিলাম। সহরের বাহিরে কিন্তু গাছ মোটেই বাড়িল না।

দ্বিতীয় বৎসরে আরও ১০০ গাছ লাগাইয়া তাহাতে প্রতি গাছে কিছু ছাই ও গোবর দিয়াছিলাম। তাহাতে শতকরা ৭৫টা গাছ পুং হইয়াছিল, অবশিষ্ট সহরের গাছের ন্যায় তেজাল হইল না ফলও খুব ছোট এবং ৫।৭টা মাত্র।

তৃতীয় বৎসরে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম সহরের উপরের গাছ যত দেওয়ালের কাছে আছে, সেগুলি ততই সতেজ। ফলও বড়। কাজেই তাহাদের চুণ ও সুরকি পায় মনে করিয়া কতগুলি গাছে গোবর ও পোড়ামাটি এবং কতকগুলিতে ছাই গোবর ও পোড়ামাটি এবং কতকগুলিতে গোবর ও ছাই দিলাম। যে সকল গাছে গোবর,ছাই ও পোড়ামাটি দিয়াছিলাম সেই সকল গাছে এক একটী পেঁপে সাড়ে চারিসের পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই সকল গাছে ফুলের সময় প্রতি গাছে অর্দ্ধ সের করিয়া খৈল ও মাঝে মাঝে জল দিয়াছিলাম। এই সকল গাছ বীজ ফেলার দিন হইতে ১৪ মাসের সময় ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু গত ১০ই ফাল্গুন মালে সাধারণ পেঁপের বীজ ফেলিয়া প্রতি আলাতে আমার শিক্ষকের সূত্রানুযায়ী সার দেওয়াতে শ্রাবণ মাস হইতে (মোট ৬ মাসের মধ্যে) ফলিতে আরম্ভ করে। কতগুলি গাছে সেইরূপ সার না দেওয়াতে তাহারা ফলে নাই। গাছও খুব সতেজ ফলও বেশ। কত বড় হইবে জানি না; পরে জানাইব।

"ঢেঁড়শ"

গত ফাল্গুনে অর্দ্ধ বিঘা জমিতে ৯৲ টাকার সার দিয়া গাছ লাগান হইয়াছিল। বৈশাখ মধ্যে ৬"। ৭" ইঞ্চি লম্বা হইয়া ৯" ইঞ্চি করিয়া ফল হইয়াছিল। আমি তাহাতে ৪৮৲ টাকার ঢেঁড়শ বিক্রয় করিয়াছিলাম।

ঢেঁড়শ ক্ষেত্রের সারসহ মোট খরচ মাত্র ২৮৲ টাকা; তাহা হইলে আমার মোট লাভ ২০৲ টাকা। ঐ জমিটী একেবারে অনুর্ব্বর ছিল।

"ধান চাষের বিষয়"

আমি আমার শিক্ষকের সূত্রানুযায়ী সার দেওয়াতে খরচ মাত্র ১০৲ টাকা বেশী হইয়াছিল। তাহাতে যে জমিতে ৮ মণ ধান হইত তাহাতে ১৬ মণ করিয়া ধান হইয়াছিল। তাহা হইলে ১০৲ টাকা অতিরিক্ত খরচের দরুণ ধানও ৮ মণ বেশী হইল। ২৷৷০ টাকা হিসাবে ধানের মণ ধরিলেও ৮ মণের দাম ২০৲ টাকা, কাজেই পূর্ব্বে যাহা খরচ করিতাম তাহার উপর আরও ১০৲ টাকা বেশী খরচ করিয়া ৮ মণ ধান ও ২৲ টাকার খড় বেশী পাইলাম।

মোট কথা ১০৲ টাকা খরচ করিয়া ২২৲ টাকা পাইলাম, খরচ বাদে ১২৲ টাকা লাভ।

(ক্রমশঃ)

কৃষি প্রতিষ্ঠান ও তাহার রক্ষার উপায়।

(শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য)

ডিমনষ্ট্রেটার—হুগলী কলেজ।

বর্ত্তমানে চাকুরির উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালান দায় হইয়া উঠিয়াছে। চাকুরির আয় ব্যতীত অন্য কোনো উপায় দ্বারা অর্থাগমের চেষ্টা সকলেই করিতেছেন বা খুঁজিতেছেন।

মতি ফিরিয়াছে।

চাকুরি ছাড়িতে পারিব না! যাহারা চাকুরি করিতেছে তাহাদের চাকুরি ছাড়িলে সংসার একেবারে অচল হইবে, স্ত্রী পুত্র পরিজন না খাইয়া মরিয়া যাইবে। যাহারা ছেলেমানুষ, পঠদ্দশায় আছে, তাহারা যাহাতে চাকুরির নেশায় না পড়ে, সে বিষয় দৃষ্টি রাখা চলিতে পারে। চাকুরি করিলে যে পেট চলে না, বা আজ কালের চাকরি

বলিলে "পেটভাতার চাকর" বুঝায়—ইহা ছোট ছোট ছেলেদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা চাকুরি করিতেছে, চাকুরিলব্ধ আয়ের উপর নির্ভর করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারা চাকুরি ছাড়িতে পারিবে না, আর উচিতও নয়; তাহাদের চাকুরি ছাড়িতে বুদ্ধিমান উপদেশ দিবে না।

খালি পেট চলিলেই ত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা হইল না। ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, পুত্র কন্যার উপনয়ন, বিবাহ, আত্মীয় স্বজনের সহিত লোক-লৌকুতা এগুলিও ত দেখিতে হইবে। এই সকল বাবদে খরচ বড় কম নয়। চাকুরির আয়ে পেট চালাইয়া এ সকল দিকে দৃষ্টি রাখা চলে না। যাহাদের দু 'শ' পাঁচ 'শ' মাসিক আয়, তাহারা সকল দিক সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ চাকুরে বাবুদের ত দু 'শ' পাঁচ 'শ' আয় নয়। তাহাদের যা আয়, তাতে হয় 'আধপেটা', নইলে বড় জোর পেট্‌টা চলে। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে তাদের আয় বাড়াতে হবে। চাকুরির আয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া আয় বাড়াতে হবে। তাই আজ চাকুরে বাবুকে জমির সন্ধানে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই; তাই আজ চাকুরে বাবুকে বাগানে কোদাল কোপাইতে দেখিতে পাই; তাই আজ চাকুরে বাবু কলার তেউড় মারিতেছেন, লাউ কুমড়া আজাইতেছেন, পালংশাকে জল ঢালিতেছেন, বেগুন গাছে ঝাঁড়া দিতেছেন, আলুর ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

তাই মনে হয়, হাওয়া ফিরিয়াছে। নিজের দিকে নজর পড়িয়াছে। স্বধর্ম্মে আস্থা জন্মিয়াছে। যে দিকে মতি ফিরিলে সুখ স্বচ্ছন্দতার মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দিকে মতি ফিরিয়াছে। জীবনের উদ্দেশ্য শান্তি লাভ। সকলেই চায় সুখে থাকিতে। এই সুখ ও শান্তি জিনিষটা কি—সংসারীরা ইহা কি অর্থে ব্যবহার করে—ইহার একটা স্পষ্ট ধারণা গোড়া থেকেই আমাদের থাকা চাই। লক্ষ্য স্থির হইলে লক্ষ্য ভেদ করা সম্ভব। লক্ষ্যহীন জীবন ভাসমান তৃণবৎ অকিঞ্চিৎকর। সংসারী চায় কি? স্ত্রী পুত্রদিগকে উপযুক্ত ভরণ পোষণে তৃপ্ত রাখিয়া, তাহাদের সুশিক্ষিত করিয়া নিজের বুদ্ধি সুমার্জ্জিত করিয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়া। ইহাতে যতটুকু আয় হওয়া দরকার, তাই করিতে হইবে। তার বেশী আশা করিতে নাই। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি—সংসারী তিনটি জিনিষ চায় যথা—(১) ভরণ পোষণের জন্য অর্থ (২) পোষ্যবর্গকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য অর্থ ও (৩) নিজের বুদ্ধি সুমার্জ্জিত করিবার অবসর ও সাহায্য। (১) ভরণ পোষণের মানে হ'ল খাওয়া পরা। যে খাদ্য আহারে শরীর সুস্থ থাকে, সেই খাদ্যই সংসারী পোষ্যবর্গকে দিবে; বহু মসলাযুক্ত বা পিঁয়াজ রশুন ঘৃতাধিক্য পোলাও কালিয়া প্রভৃতি আহার্য্য সুখাদ্য বা স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য নহে; তার উপর এগুলি ব্যয়সাধ্য। কাজেই সংসারীর পক্ষে এগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য নহে; সাদাসিদে সুসিদ্ধ আহার্য্যই সংসারীর পক্ষে উপযুক্ত, এবং উহাতে শরীর সুস্থ থাকে ও ব্যয় কম হয়। তারপর পোষাকের কথা—বহু লেশদার সামিজ বা মেয়েদের জামা সংসারীর পক্ষে হিতকর নহে—বিলাসিতার পরিচায়ক মাত্র। শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করাই বসনের প্রধান উদ্দেশ্য। অল্প ব্যয়সাধ্য পোষাকই সংসারীর পক্ষে মঙ্গলজনক। বহুমূল্য গহনাদি সংসারে অশান্তি আনয়ন করে। সুতরাং গহনাপ্রিয় হওয়া

জীবনের উদ্দেশ্য।

সংসারীর পক্ষে হিতকর নহে। (২) তারপর পোষ্যবর্গের সুশিক্ষার কথা। সুশিক্ষা মানে বি, এ, এম্, এ, পাশ করা নয়। সুশিক্ষা মানে লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে; একখানা বই পড়ে তার মানে বুঝতে পারে; হিসাব কিতাব বেশ সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারে ও রাখিতে পারে; পরের মনের ভাব চট্‌ করে বুঝ্‌তে পারে। পরের দুঃখে দুঃখানুভূতি জন্মায়; পরের সুখে আনন্দ অনুভব করে। ধর্ম্ম বা ন্যায়ের দোহাই দিয়া ফাঁকি দেয় না। এইরূপ চরিত্র হইলেই সুশিক্ষিত বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বেশীর ভাগ কূটবুদ্ধি খরতর হয়, সরলতা বর্জ্জিত হয়; কাজেই আমি তাহাকে সুশিক্ষিত বলিয়া মনে করি না। সুতরাং স্কুল কলেজে গেলেই সন্তান সুশিক্ষিত হইবে—এরূপ মনে করা ভুল। উপযুক্ত পিতা মাতার নিকট থাকিলে সন্তান স্কুল কলেজে না গিয়াও সুশিক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং কলেজে ছেলে পড়াইতেই হইবে এরূপ সঙ্কল্প মধ্যবিত্ত সংসারীর না রাখাই ভাল। (৩) তৃতীয় কথা—নিজের বুদ্ধি মার্জ্জিত করা। দুই উপায়ে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, যথা—(ক) গীতার ন্যায় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও তাহার চিন্তা (খ) গীতালব্ধ জ্ঞানের কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালনা। গীতা কেবল হিন্দুর জন্য লিখিত নহে, ইহা মানব জাতির জন্য লিখিত। কাজেই হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, সকলেরই গীতা পাঠে অধিকার আছে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে জানিলাম যে ক্রোধ মানুষের প্রবল রিপু; উহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। মনে মনে সঙ্কল্প করিতে হইবে—যে অবস্থায় পড়িলে ক্রোধের উদ্রেক হওয়া সম্ভব, সে অবস্থায় আমি পড়িলে ক্রোধ যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে সে বিষয় তীব্র দৃষ্টি রাখিব। হতে পারে—দু' দশবার সঙ্কল্প চ্যুতি ঘটিল; কিন্তু এইরূপ সঙ্কল্প পালনের প্রবৃত্তি হইতেই মানুষ ক্রমে ক্রমে ক্রোধ শূন্য হইয়া পড়ে। এইরূপে অন্যান্য দোষ ত্রুটি চরিত্র হইতে তাড়াইতে হয়। ইহাতেই বুদ্ধির বিকাশ হয়; সূক্ষ্মতত্ত্বানুভূতি জন্মায়।

জীবনের উদ্দেশ্য প্রভূত অর্থোপার্জ্জন নহে। "হা টাকা! হা টাকা" করিয়া আজীবন ছুটোছুটি করা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ সংসারীর পক্ষে শান্তি লাভে কতকটা সাহায্য করে মাত্র। গৃহীর অর্থ—পিপাসায় ছট্‌ ফট্‌ করা উচিত না হইলেও সংসার প্রতিপালনের জন্য তাহাকে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। চাকুরে বাবুকে অভাব কমাইতে হইবে, আয় বাড়াইতে হইবে। সিগারেট দোক্তা খাওয়া ছাড়িলে অভাব কমে আয় বাড়ে, লেশদার জামা সংসারে আনিলে ধোপার খরচ লেশদার জামার দাম অপেক্ষা বেশী পড়ে। সুতরাং লেশদার জামা সংসারে না আনিলে অভাব কমিবে আয় বাড়িবে। গহনা গড়াইবার প্রবৃত্তি ত্যাগে আয় বাড়িবে। মিহি কাপড়ের পরিবর্ত্তে মোটা কাপড় ব্যবহারে আয় বাড়ে। সদাই থিয়েটার বায়স্কোপে না গেলে আয় বাড়ে। নিত্য চা খাওয়া ত্যাগ করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং পয়সা বাঁচে। পচা বা লোনামাচ না খাইলে ডাক্তারের পয়সা বাঁচে; কাজেই আয় বাড়ে। মেয়ের বিবাহে অন্তসারশূন্য পাশ করা পাঁটা অধিক পণে না কিনিলে আয় বাড়ে। চাকুরি হইতে ফিরিবার পর অবসর সময় তাস পাশা দাবায় মন না দিয়া শিল্প বা কৃষিকর্ম্মে মন দিলে অভাব কমে আয় বাড়ে।

আজ কাল অনেক চাকুরে বাবু অবসর সময় কৃষিকর্ম্মে ব্যয় করিতেছেন। কলিকাতার

উপকণ্ঠে বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, হৃদয়পুর, বারাসাত, বামনগাছি প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি চাকুরে বাবু বাগ্‌বাগিচা করিয়া আয় বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই গুলিকে আমরা কৃষি প্রতিষ্ঠান বলিব। এই সকল কৃষি প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলি বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। ইহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য অনেকগুলি শত্রু অগ্রসর হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানগুলির আশ পাশের জমি মুসলমান চাষীরা চাষ করিয়া থাকে। তাহারা ভদ্র চাষীদিগকে সাহায্য করিতে নারাজ। যিনি কলাবাগান করিবেন, তাহাকে নিরক্ষর চাষীরা কলার তেউড় দেয় না, অতিরিক্ত পয়সার লোভে দিতে রাজি হইলেও কাঁচকলা বা চাঁপাকলার 'তেড়' কিছুতেই দেয় না। মন্দ জাতীয় পাকা কলার 'তেউড়' দেয়। ভদ্র চাষী চাকুরে বাবু হইলে বা স্থানীয় না হইয়া বিদেশীয় সহরবাসী হইলে তাহার পক্ষে প্রত্যহ কলাবাগানে যাওয়া সম্ভব নহে। ফলে, নিকটস্থ মুসলমান চাষীরা বেড়া ভাঙিয়া গরু ছাগল বর্ষাকালে কলাবাগানে চরাইয়া থাকে ও কলাবাগানের পরকাল নষ্ট করিয়া দেয়। স্থানীয় মন্দ প্রকৃতি লোকের অত্যাচারে মালীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাগানের নারিকেল গাছ হইতে ২০০ নারিকেল স্থলে ২০টা নারিকেল ভদ্র চাষীর পক্ষে পাওয়া দুর্লভ। ভদ্র চাষীকে নিরক্ষর চাষী উচিত মূল্যে (বা অধিক মূল্য লইয়াও) উপযুক্ত সময়ে জমির "জো" থাকিতে থাকিতে লাঙ্গল বিক্রয় করে না। হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ঘরে বসিয়া দুঃখের জ্বালা ভোগ করিবে, তথাপি নিরক্ষর চাষী ভদ্র চাষীর বাগানে চাষের কাজ করিতে যাইবে না। নিরক্ষর কূটবুদ্ধি চাষী ভদ্র চাষীকে চাষের গূঢ়তত্ত্ব বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিবে না। যে জমি নিড়াইতে ৫ জন মজুর লাগিবে, সেখানে ১০ জনের উপর মজুর লাগাইবে; যে জমি চষিতে ৪ খানি লাঙ্গল লাগিবে, সেই স্থলে ৮ খানি লাঙ্গল লাগাইবে।

কৃষি প্রতিষ্ঠানে বিঘ্ন।

ভদ্র চাষীকে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পশ্চাদ্‌পদ হইলে সংসারের আয় বাড়িবে না, অভাব ঘুচিবে না; অভাবের কঠোর কষাঘাতে উত্যক্ত হইয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য। ইহার একমাত্র উপায় ভদ্র চাষীগণের সংঘবদ্ধ হওয়া, একজোটে কাজ করা, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা, একজনের অনুপস্থিতিতে অপরের বাগান পর্য্যবেক্ষণ করা, অভিজ্ঞতা দানে অপরকে সাবধান করা, পরস্পর পরস্পরের অসুবিধা দূর করা, মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার সকল ভদ্র চাষী এক স্থানে মিলিত হইয়া পরস্পরের অসুবিধা জ্ঞাপন করা ও তন্নিবারণের উপায় স্থির করা একান্ত আবশ্যক। ২৪ পরগণায় অনেক ভদ্র সন্তান বিরাটী, মধ্যমগ্রাম, হৃদয়পুর, বারাসাত প্রভৃতি ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী জমি লইয়া চাষ আবাদ করিতেছেন। যথা—

বিঘ্ন দূরীকরণের উপায়।

(১) শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকিল, বারাসাত ষ্টেসন।
(২) শ্রীযুত সরোজকুমার রায়, কলিকাতাবাসী, হৃদয়পুর ষ্টেসন।
(৩) শ্রীযুত রামচন্দ্র বসু, কলিকাতাবাসী, হৃদয়পুর ষ্টেসন।
(৪) শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু, কলিকাতাবাসী, হৃদয়পুর ষ্টেসন।
(৫) শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য, হুগলি কলেজ, হৃদয়পুর ষ্টেসন।

আরও অনেক ভদ্র চাষী আছেন, যাঁহাদের নাম ধাম আমার জানা নাই। আমি এই সকল ভদ্র চাষীদিগকে মিলিত হইয়া একটী সংঘের গঠন করিতে অনুরোধ করি। এই সংঘের কয়েকটি উদ্দেশ্য নিম্নে দেওয়া হইল যথা :—

১। শিক্ষার অভাবে ইতর চাষী ভদ্র চাষীকে সাহায্য করিতে চায় না। সেইজন্য স্থানীয় ইতর চাষীর মধ্যে যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয়, তজ্জন্য এই সংঘ দৈনিক বসুমতী, কৃষক ও আত্মশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার সারাংশ তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন।

২। ইতর চাষীরা যাহাতে চাষের সময় অর্থ সাহায্য পায়, সংঘ তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সমবায় সমিতি স্থাপনে সংঘ যত্নবান হইবেন।

৩। অসুখের সময় যাহাতে ইতর চাষী গ্রাম বিনামূল্যে ঔষধাদি পায়, সংঘ তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

৪। চাষের সময় ভাল বীজ যাহাতে ইতর চাষী পায়, সংঘ তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

৫। দুষ্টের দমনে ও শিষ্টের পালনে সংঘ বদ্ধপরিকর থাকিবেন।

৬। পরস্পরের অভাব, অভিযোগ, বাধাবিঘ্ন কিসে দূর হইবে, সংঘ তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

বঙ্গে ইক্ষু-চাষ।

(শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক)

আমরা বিগত সংখ্যায় ভারতে চিনির ব্যবসা নামক প্রবন্ধে আমাদিগের পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইক্ষু চাষ ও চিনি প্রস্তুত এখনও লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, যদি সমগ্র জাতির সহানুভূতি ও দেশের গভর্ণমেণ্টের রাজশক্তির সহায়তা পড়িয়া যায়। অদ্য সংক্ষেপে বঙ্গদেশের ইক্ষুচাষ সম্বন্ধে গুটিকতক কথা পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতেছি, আশা করি ত্বরায় এ বিষয় সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে ও দেশব্যাপি দারিদ্রের ও শিক্ষিত যুবকগণের বেকার সমস্যার কথা আরো সকলে ধীরচিত্তে বিবেচনা করিবেন ও তাহার প্রতিকার কল্পে এই নষ্ট ব্যবসায়টির দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে।

আখের চাষ।

নিখিল বঙ্গে আখের চাষের প্রণালী জলবায়ু ও মাটী হিসাবে প্রত্যেক জিলাতে তারতম্য দৃষ্ট হইলে ও সাধারণতঃ প্রায় একরকম উপায়ই চাষ হইয়া থাকে।

উচ্চ টান জমি, যাহা বন্যায় ডোবে না, এরূপ স্থানই ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
Bose's Ghat St. Calcutta.

প্রায়ই এই প্রকার জমীতে চাষ আবাদ হয় না সেজন্য আখচাষের পূর্ব্বে ভাল করিয়া সার দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

আখের চাষ সম্বন্ধে বক্তব্য।

(১) পূর্ব্ববঙ্গের প্রণালী—

মাঘ মাসের প্রারম্ভে ইক্ষু চারা গুলি লইয়া কৃষকগণ সযত্নে ঝোপের আড়ালে শীতল স্থানে খানিকটা জমীতে বসাইয়া দেয়। ছাই ও গোবর প্রচুর পরিমানে ঐ জমিতে সার রূপে ব্যাবহার করে। বেশ গভীর করিয়া লম্বালম্বি চারা গুলি সাজাইয়া দেয়। তাহার পরে কেবল অগ্রভাগটি বাদ দিয়া সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র ছাই বা খড় দিয়া চারা গুলিকে সূর্য্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা করা হয় এবং প্রচুর জল দেওয়া হয়। বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর ঐ চারা গুলি উঠাইয়া লইয়া ক্ষেতে বপন করা হয়। ঐ সকল ক্ষেতে অন্যপ্রকার চাষ হইয়া গিয়াছে ও তথায় প্রচুর সার দিয়া আখের চাষের উপযুক্ত করিয়া মাটী রাখা হইয়াছে। এক একার পরিমিত জমীতে দশ হাজার চারা লাগান হইয়া থাকে যদি চারা লাগান পর বৃষ্টিপাত না হয় তবে কূপ বা জলাশয় হইতে জল তুলিয়া ছিটাইয়া দেওয়া হয়। যেখানে সাদা পিঁপড়ার অত্যাচার সেখানে চারা প্রস্তুত মাচায় রাখিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিম বঙ্গের প্রণালী—

পশ্চিম বঙ্গে পুষ্করিণীর পাড়ে বা ছোট নদীর কিনারায় ছয় হইতে নয় ইঞ্চি স্থান জুড়িয়া চারিকোণ বিশিষ্ট গর্ত্ত প্রস্তুত করা হয়। চারা গুলি কোন (angle) করিয়া বসান হয় ও মাথা বা অগ্রভাগের আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত প্রচুর সারাল মাটী দিয়া আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ঐ সকল চারাতে প্রচুর জল দেওয়া হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জিলাতে প্রচুর সার ও কৃত্তিম উপায়ে জল সেচন করিয়া গভীর চাষ করা হইয়া থাকে। ইহা ঐ জিলার বিশেষত্ব।

পোকা নিবারনার্থ আদাক্ষেতের জল লইয়া ছিটান হইয়া থাকে।

উত্তরবঙ্গের প্রণালী—

উত্তর বঙ্গে এবং মধ্য বাঙ্গলার স্থানে স্থানে অন্যান্য ফসলের ঠিক পরেই আখের চারা বসাইয়া থাকে। পাট বা আউস ধান চাষের পর প্রচুর সারযুক্ত জমিতে আখের চাষ হইয়া থাকে। জল সেচনের ব্যবস্থা নাই। অবশ্য ঐ সকল স্থানে প্রচুর বর্ষা হইয়া থাকে। প্রতি একারে দশ হইতে পনের হাজার চারা লাগান হইয়া থাকে।

সাধারণ চাষ।

সাধারণ লাঙ্গল দিয়া জমীটি ভাল করিয়া লাঙ্গল দেওয়া হয় যাহাতে ঘাস আগাছা নষ্ট হইয়া যায়। প্রতি একারে দেড়শত মণ গোবর সার দেওয়া হইয়া থাকে। যে সব অঞ্চলে টান লাল বা সাদা মাটী সে সব স্থানে গোবর সারের পূর্ব্বে প্রতি একারে দশমণ করিয়া চূণের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে ভাল লাঙ্গল দিয়া চাষ করিলে আরো ভাল ক্ষেত প্রস্তুত হইতে পারে। এক ফুট চওড়া ও নয় ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত চার ফুট অন্তর কোদালী দিয়া করা হইয়া থাকে। গর্ত্ত গুলিতে নিম্নলিখিত হারে একার প্রতি সার দিয়া নাড়া চাড়া করা হয়।

গোবর	১০০ মণ
খোল	৫ ,,
হাড়ের গুঁড়া	১½ ,,

ইহার পর উক্ত গর্ত্ত গুলিতে চারা সাজাইয়া বসান হইয়া থাকে। চারা দিবার পর প্রচুর জল সেচন হইয়া থাকে। ঐ সকল চারা যখন জমি হইতে তিন ফিট উচ্চ হয় তখন ঐ সকল গর্ত্তে ৫ মণ খোল ও দেড় মণ হাড়ের গুঁড়া দেওয়া হয় তাহার পরে ক্রমশঃ আরো মাটী চাপান হইয়া থাকে। ইহার পর হইতে আখ ক্ষেত হইতে না তোলা পর্য্যন্ত গাছের সেবা ও যত্ন চলিতে থাকে।

পুরাতন পাতা বাছাই করা, সূর্য্যালোকে ও বাতাসে গাছ গুলিকে ঠিক ভাবে রাখা, পোকা নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য চলিতে থাকে। অনেক জিলাতে বন্য জন্তুর অত্যাচার হইতে গাছকে বাঁচাইতে গাছের চারিধারে পাতা লতা দিয়া আচ্ছাদন দিতে হয়।

ইক্ষুগাছ কর্ত্তন।

আখের গাছের ফুল ধরিলেই বুঝিতে হইবে আখ কাটিবার সময় আসিয়াছে। যে সব আখে ফুল ধরে না সে সব আখ গাছের অগ্রভাগ শুখাইতে আরম্ভ হইলেই বুঝিতে হইবে কাটিবার সময় উপস্থিত। শিকড়ের কাছ অবধি ইক্ষু দণ্ড কাটা হইয়া থাকে, ও এক জায়গায় বাণ্ডিল করিয়া চিনির কারখানায় পাঠান হয়। বঙ্গের কৃষকগণ গুড় প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম ভাড়া করিয়া লইয়া থাকে। বড় বড় চাষের মাল ছোট ছোট মিল সংস্থাপন করিয়া রস নিষ্কাসন প্রশস্ত। (Hadi) হাড়ী সাহেবের মিল বা কল বেশ কার্য্যক্ষম; অল্প আখের পক্ষে Mc. Glashan সাহেবের চুল্লী বেশ প্রশস্ত। কারণ ইহাতে খরচা কম হয় ও ভাল করিয়া ফুটান কার্য্য দেশীয় চুল্লী হইতে ভালই হইয়া থাকে।

আখের লক্ষ্মীরী বর্ণনা।

সরকারী কৃষি বিভাগ অনেক বৎসর ধরিয়া এবিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। সমগ্র পৃথিবীর ভাল আখ লইয়া তাঁহারা গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অনেক ভাল ভাল আখ এদেশে আসিয়া বাংলার জল বায়ু সহ্য করিতে পারিতেছে না ইহা উহাঁদের হাতে কলমে পরীক্ষার ফল। বিদেশজাত আমদানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইতেছে yellow Tanna নামক জাতের আখ। ইহা উৎপন্ন বেশী হয় ও বাংলার পক্ষে সর্ব্বাংশে উপযোগী। ইহার প্রসার বাঙ্গলার সর্ব্বত্র হইয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই সরকারী কোইম্বাটুর ফার্ম্মের আখ ইহাকে ছাপাইয়া তুলিবে। কারণ পূর্ব্বোক্ত আখ ইহাতে মরিসাসের আমদানি yellow Tenna হইতে চিনি বেশী পাওয়া যায়। সেজন্য গুড় তৈয়ারীতে ইহার বেশ আদর হইতেছে। কোইমবাটুর সরকারী ফার্ম্ম চেষ্টা করিতেছেন কি প্রণালী অবলম্বন করিলে বাংলার ভিজে মাটীতে আখের চাষ ভাল হয় কিন্তু বঙ্গে চাষ না করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধান্তে আসা এক প্রকার অসম্ভব।

ছাগল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার)

ছাগল শাবককে অল্প বয়সে মুষ্ক ছেদন করিয়া "খাশী" করিবার রীতি আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। গোশাবককে "বলদ" করিবার ব্যবস্থা গোপাল বান্ধবে যেরূপ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয় উল্লেখ করিয়াছি, ছাগকেও "খাশী" সেইরূপ পদ্ধতিতে করিবে। ছাগচর্ম্ম জুতা, ব্যাগ, দস্তানা ইত্যাদি বহু প্রকারের আবশ্যকীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষ হইতে বহু সহস্র সংখ্যক ছাগ ও চর্ম্ম প্রতিবৎসর বিলাত আমেরিকা ও জাপান দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

গোদুগ্ধে এবং ছাগীদুগ্ধে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আছে তাহা বিলাতি বই হইতে সংগৃহীত করিয়াছি।

	গোদুগ্ধ	ছাগীদুগ্ধ
জল	৮৭·৪০	৮২·০২
ননী (Butter)	৩·৪৩	৭·০২
ছানা (কেসীন	৩·১২	৪·৬৭
দুগ্ধ চিনি (গ্লুকোস্)	৫·১২	৫·২৮
ছাই (Ash)	০·৯৩	১·০১
	১০০,০	১০,০

ছাগদুগ্ধ একটু বোট্‌কা গন্ধযুক্ত হয় বলিয়া অনেকেই তাহা পছন্দ করেন না, কিন্তু কচি ছেলেদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত হিতকারী এবং সহজ পাচ্য। গোপাল বান্ধবের "দুগ্ধ" পর্য্যায় যত্নে পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ হইবে।

গাভী ও মেষকে যেরূপ শিঙ্ বিহীন (polled or hornless) করিবার কথা গোপাল বান্ধবে বলিয়াছি, সেইরূপ, ছাগ শিশু জন্মিবার দুই হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে শিঙ উদ্গমের স্থানটির লোম কাটিয়া সেই স্থানে কষ্টিক্ পটাশের ছড়ি কাগজ বা ঝোলা দ্বারা ধরিয়া দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিয়া জলপটি বসাইয়া দিবে। এমন মৃদু ২ প্রয়োগ করিবে যাহাতে ক্ষত না হয়। অসংরক্ষিত খালি হাতে কষ্টিকের কাঠি ধরিলে প্রয়োগ কর্ত্তারই হাত পুড়িয়া ক্ষত ও ফোসকা পড়িয়া যাইবে সেইজন্য খুব সাবধানতার সহিত কাজ করিবে।

গোপালন, ছাগ এবং মেষ পালন এবং পাখী চাষ ব্যবসায়ে পালককে প্রথম ২ সকল কাজই নিজকে দেখিতে হইবে এবং শিক্ষা করিতে হইবে; নিজকে হিসাবপত্র সব লিখিতে হইবে, খাদ্য মিশ্রন ও বণ্টন, পাল পর্য্যবেক্ষণ, গণন, চিকিৎসা ইত্যাদি সবই দেখিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিলেই চুরী হইবে এবং শেষে লোকসানগ্রস্ত হইতে হইবে।

ছাগ ও পাখি গৃহ প্রত্যহই মার্জ্জনা করিয়া "নাদী" স্থানান্তরিত করিতে হইবে, পরিচ্ছন্নতা এবং পরিশ্রমই এই ব্যবসায়ের সফলতার মূল মন্ত্র। পরিবর্দ্ধিত মাত্রায় এই ব্যবসায় করিতে হইলে, আবশ্যক মত একটি বা দুইটি ভৃত্য রাখা দরকার হইবে। তাহারা পালাপালি ছাগ ও মেষগুলির যত্ন, পালন, প্রসাধন, খাদ্য আহরণ, এবং চরাইবারও কাজ করিবে। পাশ্চাত্য নুবীয় বা সিরীয় মৃগের সহিত ভারতীয় ছাগীর সংযোগে সংজনন করিলে দুগ্ধদায়িকা শক্তি প্রভূত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে দেশী ছোট জাতীয় এবং বড় দোদুল্যমান কর্ণ বিশিষ্ট রামছাগল এই দুই জাতীয়ই প্রায় বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত আমাশায়, ঠুনকো, মাথা ঘোরা, পক্ষাঘাত, পেটের অসুখ (ছেরাণী) ইত্যাদি গবাদি পশুর ন্যায় ইহাদের রোগ হয়, চিকিৎসাও তদনুরূপ করিতে হয়।

ছাগীদুগ্ধ :—

"ট" P. C. S. শার্ঙ্গধর বলেন :—

ছাগং কষায় মধুরং শীতংগ্রাহি তথালঘু।
রক্ত পিত্তাতি সারঘ্নং ক্ষয়কাস জ্বরাপহম্॥
অজাগামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদি সেবনাৎ।
স্তোকাম্বু পাসাৎ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং বিদুঃ॥

অর্থাৎ ছাগীদুগ্ধ কষায়, মধুর রস, শীতবীর্য্য, মল সংগ্রাহক, অর্থাৎ ধারক এবং লঘু। ইহা রক্ত-পিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, যক্ষ্মা, কাস ও জ্বর নাশক। ছাগীগণের অল্পকায়ত্ব (ছোট) হেতু এবং তাহারা কটুতিক্ত প্রভৃতি রসযুক্ত ঘাস পাতাদি ভোজন করে বলিয়া এবং অল্প জল পান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগ নাশক।

ছাগী দুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা বলকারক অথচ ধারক গুণ বিশিষ্ট এবং নিরাপদ। ইহার মধ্যে জীবাণু উদ্ভিদাণু বা ব্যাক্টিরিয়া ব্যাসিলি নাই থাকায় ইহা রোগীর পক্ষে নিরাপদ পথ্য, বিশেষতঃ যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে ইহা ঔষধের ন্যায় কাজ করে। আর্য্য ঋষি চক্র দত্ত ভেড়কে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন :—

"ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগ মধ্যেতু যক্ষ্মনুৎ॥"

অর্থাৎ ছাগ মাংস, ছাগী দুগ্ধ এবং শর্করাযুক্ত ছাগী দুগ্ধলব্ধ ঘৃত, সেবন, ছাগ সেবা এবং ছাগ মধ্যে নিশিদিন যাপন যক্ষ্মারোগীর জন্য ব্যবস্থা করিবে। উদরাময় বিশেষতঃ আমাশায় রোগে ছাগদুগ্ধ সুপথ্য।

এখন মধ্যবিত্ত ও গরিব বাঙ্গলার অধিবাসির বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তাহার কারণ চাকুরীর জন্য ব্যগ্র ও লালায়িত হওয়া এবং বিলাসিতা। দেশের লোক গরু বা ছাগল পোষেণা,পোষে ঘোড়া ও কুক্কুর !!! চাকুরীও এখন সীমাবদ্ধ। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী কৃষি বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি শ্রমসাধ্য স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না; পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় দেশে যৌথ কারবারের বিশেষ উন্নতি ব্যবস্থা নাই, বিশেষতঃ "বেঙ্গল ন্যাশানেল ব্যাঙ্ক" ও "বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ব্যাপারে" বাঙ্গালী চরিত পৃথিবীর চক্ষে বিশেষ হীন প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সুযশ ফেরাণ বহু কষ্ট সাধ্য। বাঙ্গালীর চাকুরী-প্রিয়তা দুর না হইলে দেশের উন্নতি ও কল্যান সুদূর পরাহত। দেশে বেশী সংখ্যায় যৌথ-কারবার প্রচলন না হইলে দেশের মঙ্গল ও উন্নতির আশা কম। অল্প মূলধনে "ছাগলের" ব্যবসা আরম্ভ করিলে, অল্পকাল মধ্যে ব্যবসায়ী প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয়। এখন ছাগল গড়পড়তায় ৩৲ টাকা মূল্যে প্রত্যেকটি বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছাগী ছয় মাস অন্তর ২টা করিয়া বৎসরে ৪টি ছানা প্রসব করে। কখনও কখনও একেবারে তিনটি ছানাও বিয়াইয়া থাকে। উচ্চ অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য উষর ভূমিতে মেষ ও ছাগল ব্যবসা করা খুবই লাভ জনক বলিয়া আমার মনে হয়। এ সম্বন্ধে মল্লিখিত "গোপাল বান্ধব পুস্তক" ১ম ভাগে আমি সকল কথাই বিস্তারিত বিবৃত করিয়াছি। শিক্ষানবীস ছাগল পালক এসম্বন্ধে আমায় সকল লেখা ও গোপাল বান্ধব তথা ১৩৩১ সালের "কৃষকে" প্রকাশিত রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে।

গো, ছাগল ও মেষাদি পশুর রোগ প্রায়ই একরূপ। তাহার চিকিৎসা করা কিছু কঠিন ও অধ্যবসায় সাধ্য। তাহা সব আমার গোপাল বান্ধবে বিবৃত আছে। এই পুস্তক ভেড়, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ, হনুমন্ত, রাবণ, মতঙ্গ, আদিরঋষি গ্রন্থ ও ৫০ বৎসর এদেশে ও পাশ্চাত্য দেশে এই বিষয় অনুশীলন করিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালী কুম্ভকর্ণী নিদ্রাভিভূত অধিবাসী, ও রাজা মহারাজাদের কাছে নিবেদন যে তাঁহারা একজন না হোক ২।১০ জনে সমবেত চেষ্টা করিয়া এই অমূল্য পুস্তকটি সত্বর প্রকাশিত করিয়া কৃষক কেন্দ্রে ২ বিতরণ করুন। দেশের কল্যাণ দপ্তরে ও কাউন্সিল গৃহে সাধিত হইবে না। তাহা হইবে লাঙ্গলের মুঠে ও গোরক্ষা ও গোজাতির উন্নতিতে !!!

গৃহপালিত মেষ, ছাগল, গাভীদের ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া একস্থানে রাখিলে সংক্রামক রোগ হইয়া বহু পশু নষ্ট হইয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেকারণ তাহাদের "কলোনি" করিয়া দলে ২ বিতক্ত করিয়া পৃথক ২ রাখিবে। ২৫ খণ্ড কৃষকের ২৭৮ পৃষ্ঠাও যত্নে দেখ। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে ছাগ সমিতি করা বিশেষ দরকার।

আমার চাষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী]

এটেল মাটিতে ভাল ফল পাইতে হইলে যাহাতে মাটির দৃঢ়তা নষ্ট হয় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মাটি শিথিল (Lose) না হইলে কোন সারই কার্য্যকারী হইবে না। এই জন্য আমি আমার বাঁকুড়ার জমিতে নানা স্থানে ২ × ৪ × ১॥০ হাত গভীর খাত খনন করিয়া, ঘাস জঙ্গল ও মাটির দ্বারায় সমুদয় মাদা পূর্ণ করিয়া উহাতে যে সমুদয় লতানীয়া গাছের চাষ করিয়াছিলাম তাহার ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। বর্ষারম্ভেই ঐ রূপ মাদা প্রস্তুত করিলে সর্ব্বদাই অত্যন্ত জল সিক্ত থাকে বলিয়া উই সমূহ উহা নষ্ট করিতে পারে না এবং একবার করিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া গেলে পরবর্ত্তি অবর্ষায়ও (Drought) উই সমূহ উহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। বিক্রমপুরের এক স্থানে কচুরীপানা পচাইয়া মাটির সহিত মিশাইয়া লাউ গাছ করিয়া এমনই অভাবনীয় ফল পাইয়াছিলাম যে যাহা চিরজীবন মনে থাকিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা স্বচক্ষে দেখিয়াও কেহ অনুকরণ করেন না।

মানুষ যে কাজ প্রেমের সহিত সম্পন্ন করে তাহার সহিতই পরবর্ত্তি সময়েও একটা সম্বন্ধ থাকে। এই সমুহের নাম আনন্দ অথবা সখ। এই সখে যাহাকে ধরিয়া বসিয়াছে যে নিজের বাড়ীতে কাজ না থাকিলে পরের বাড়ীতে খাটিয়াও মনঃ কণ্ডুয়ন নষ্ট করে। ইহাই কর্ম্ম ও কর্ম্মির ধর্ম্ম।

ঢাকা একরামপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তি মহাশয় তাহার বাড়ীর ছাতের কোণে মাটি ফেলিয়া বারমাসই কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এবার আষাঢ় মাসে তাঁহার ছাতে জন্মান ঝিঙ্গা খাইয়া বড়ই আনন্দ হইল। কেরোসিনের টিনে জন্মান ডালিম বেশ সুন্দর হইয়াছে। উপযুক্ত সার পাইয়া কোন গাছই মন্দ হয় নাই। বৃক্ষ মূল গভীর মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া তেমন ঝাড়াল হয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র বৃক্ষের ক্ষুদ্রতম ফলে যে তৃপ্তি দান করিতেছে, বাজার হইতে আনিত সুশ্রী সুপুষ্ট ও সস্তার ফল মূলে তাহা পাওয়া সম্ভব কি? ডাক্তার বাবুর বয়স এখন ৬২।৬৩ বৎসর। এ বয়সেও তাহার ঐ রূপ উদাম উৎসাহের প্রসংশা না করিয়া থাকা যায় না।

সহরের বাড়ীতে সর্ব্বত্রই স্থানাভাব বশতঃ কেহই কিছু করিতে পারেন না। আর যাহার বাড়ীতে স্থান আছে, জমির মূল্যের হিসাবে তিনি বড় মানুষ, সুতরাং তাহার কিছুই করিতে নাই। আর যদি কিছু করিতে হয়, তবে হয়ত তিনি একটী Tenis Ground করিতে

JOTINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
39, Dhanda Bos'as Ghat St. Calcutta.

পারেন। কিন্তু যাহারা পল্লীবাসী এবং বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে পর্য্যাপ্ত ভূমি বৃথাই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ইচ্ছ করিলেই কিছু করিতে পারেন। কিন্তু দারুণ আলস্য, অবহেলা এবং প্রবৃত্তির অভাব হেতু অতি কষ্টে জঘন্য আহার করিতে ও প্রস্তুত তথাপি কিছু করিবে না। এ কথায় একটা গল্প মনে হইল। "একটি খুকী আসিয়া তাহার মা'র কাছে বলিতেছে মা! সেই ব্রাহ্মণ ত এসেছে? কোন ব্রাহ্মণ রে? সেই যে সে বারে আমাদের বাইরের ঘরে পড়ে তিন দিন উপোস করে চলে গেল! হাঁ মা উপোসের লোভ কি কেউ ছাড়তে পারে!" বাস্তবিক আমাদের অবস্থা তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরাও আমাদের যেন চির অভ্যস্ত উপোসের লোভেই ভুলিয়া রহিয়াছি। দাসত্ব ও শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াও যেন আবার তাহাতেই পাদপ্রবেশ করাইবার জন্য সমুদয় মনোবৃত্তিকে বুকে করিয়া পথের সন্ধান করিতেছি। অভ্যাস বলে দুঃখের কিঞ্চিৎ অল্পতাকেই পরমসুখ মনে করিয়া হর্ষোচ্ছ্বাসে উহাদের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছি।

৫/৬ বৎসর পূর্ব্বে মানভুম জেলায় জমি দেখিতে পাইয়া এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ব্রাহ্মণ বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বৎসরে প্রায় ৪০০ মণ ধান গোলায় তোলেন। গোয়ালে যথেষ্ট গরু মহিষও আছে এবং প্রত্যহ ৮।১০ কেঁড়ে দুধ বারমাসই পাইয়া থাকেন। বৎসরে যে গোবর স্তূপীকৃত হয় তাহার চৌদ্দ আনাই ধান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং বাকী দুই আনাই খুটির জন্য ব্যবহার করেন। বাড়ীর নিকটে কাশীপুর বাজার শালবন রহিয়াছে, কৌশল পূর্ব্বক সংগৃহিত হয় বলিয়া রন্ধনের খরচও ত বেশী নাই।

যাহা হউক, আহারে বসিয়া দেখিলাম যে বড় একবাটি বিউলী ডাল ও কুষ্মাণ্ড খণ্ড ব্যতীত আর যে কিছু খাদ্য ব্যবস্থা হইয়াছে যেন মনে হইল না। রন্ধন কুশলতা ও আয়োজন প্রাচুর্য্যে অধঃক্ষরণ ব্যাপারে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না হাত তুলিয়া বসিতেই ব্রাহ্মণ বলিলেন—উঠিবেন না দুধ আছে। দুধ আসিল প্রায় আধসের। আর আহারে দুঃখ কি? তখন ভোজনটা ক্ষীতোদরেই সমাপ্ত হইল। বেলা পড়িতেই ব্রাহ্মণের সহিত আহার বাড়ীর সীমা পর্য্যটন করিয়া বুঝিলাম উহা ৬০।৭০ বিঘার কম হইবে না। কিন্তু তাহার বাড়ীর কোথাও এমন একটি চিহ্নও দেখিতে পাইলাম না যাহাতে মনে হইতে পারে যে কস্মিনকালেও তাহার বাড়ীতে এক আধ কাঠায় শাক সব্জীর চাষ হইয়াছে। পর দিবস প্রাতে ব্রাহ্মণের সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া বুঝিলাম যে, তাহাদের আহার্য্য চাউল দুধ ব্যতিত আর সকলই গ্রাম্য চাষাদের বাড়ী হইতে ভিক্ষালব্ধ।

ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া, আমি নিজ হাতে কোদালী লইয়া তাহার বাড়ীতে সব্জী চাষে লাগিয়া গেলাম। যাহা হউক ভগবান আমার মুখ রাখিলেন। পরবর্ত্তি বৎসরে যাইয়া শুনিলাম যে, লাউ কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতি ফসল ভালই হইয়াছিল। এবং ঐ অবধি গ্রামে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও সব্জী ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চাষে ব্রতী হইয়াছেন। মানভুম জেলার অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাড়ীতেও শুধু নুন ও ফেন

ভাত খাইতে দেখিয়াছি। ইহজগতে যাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, যাহার জন্ম ভিঠা তাহাকে পুত্রবৎ বক্ষে বলিয়া রাখিতে পারে নাই, যাহার দৈনন্দিন খুদ্দিবৃত্তি পরদ্বার পরিভ্রমণের উপরেই নির্ভর করে এমন একজন অন্নক্লীষ্ট ভিখারী হয়ত পর্ব্বৎ প্রমাণ ফেন ভাত উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পারে; কিন্তু যাহার দিগন্ত বিস্তৃত পতিত জমিতে শত শত গো মহিষের উদরপূরণের অভাব হয় না, তাহার মত ভুস্বামীর ফেন ভাত খাইতে হইবে, ইহা প্রকৃতই পরিতাপের বিষয়! ফেন ভাত পুষ্টিকর হইতে পারে, কিন্তু আহার্য্য হিসাবে উহা কদর্য্য নহে কি? আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশে এমন একটী লোকও কি পাওয়া যাইবে না যিনি ঐরূপ খাদ্য আগ্রহের সহিত গ্রহন করিবে। আহার্য্য রসনা তৃপ্তিকর না হইলে উহাকে আমি অখাদ্যই বলিব।

কৃষি প্রাণ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সরকার

ওগো! মিষ্ট ভাষী, বাঙ্গালার চাষী ধন্য তোদের প্রাণ;
মাঠের মাটী কর্ষি খাঁটী, গাইলি কত গান।
বরষা সরসে, মনের হরষে; আনি জলদ ধ্বনি—
তুলিলে ঘেরিয়া, পল্লী জুড়িয়া শস্য শ্যামল খনি,
(তোদের) ধন্য শকতি, ধন্য ভকতি, ধন্য দেশের টান,
জাগো! দেশবাসি, হওগো চাষী বঙ্গদেশের প্রাণ।

রাখাল তারা, বাঁধন হারা মুক্ত স্বাধীন প্রাণ
মাঠের বুকে, গাইল সুখে, কৃষ্ণ রাধার গান।
উঠিলে আঙ্গিয়া, গোধূলি রাঙ্গিয়া চরায়ে ধেনুগণ
মিমেষে ভাঙ্গিয়া যায়গো চলিয়া প্রেমের কুঞ্জবন।
(তোদের) ধন্য বীজন, ধন্য বাঁধন, ধন্য গেহের টান
জাগো! দেশবাসি, হওগো চাষী বঙ্গদেশের প্রাণ।

কৃষক তা'রা কর্ম্মী তা'রা শক্ত তা'দের হাত—
তবুগো ঘরে জঠর ভ'রে পায়না খেতে ভাত।
চাষের ধনে, বাঁচায় জনে; এত উদার মন
নিয় বলিয়া, লজ্জা দিলেও সহেগো অনুক্ষণ।

(তোদের) নিজের লজ্জা, সমাজ লজ্জা ঘুচিয়ে রাখে মান ;
জাগো ! দেশবাসি, হওগো চাষী, বঙ্গদেশের প্রাণ।

আজ সমাজে, চাষার কাজে ক'র্ব্বে সমাদর ;
মোটা সুতোর মোটা কাপড় উঠ্‌বে মাথা'পর ;
আর ভেবনা , ভয় ক'রোনা, আর যাবেনা জাতি ;
বুঝেছে আজ, দৈন্যের সাজ, খেয়ে পরের লাথি।
(তাই) স্বাধীন প্রাণে, লাঙ্গল টান ঘুচ'তে অপমান।
জাগো, দেশবাসি হওগো চাষী বঙ্গদেশের প্রাণ।

চাষীর কাজে, নাইক লাজ, উদর যদি ভরে ;
কাঙ্গাল খানা, দিচ্ছে হানা আজকে ঘরে ঘরে।
নাইক প্রীতি, মরম গীতি চেষ্টা শুধু অন্নের ;
নিজের দোষে, পড়েছি রোষে দৈন্যদশা ছন্নের ;
(তাই) ধরে লাঙ্গল, কর শ্যামল, মাঠের মাটী খান।
জাগো দেশবাসি, হওগো চাষী, বঙ্গদেশের প্রাণ।

ঠাকুর দাদা ছিলেন হাঁদা, করাত' যদি চাষ ;
মনে মত, নাতিরা যত খাট্‌তো বার মাস।
গোলা ভ'রে, আন্‌ত' ঘরে স্নেহের কনা ধান,
কণ্ঠে সবার জাগ্‌ত' আবার স্বাধীনতার গান।
(তাই) নূতন ক'রে, সাজাও ঘরে লক্ষ্মীদেবীর স্থান।
জাগো দেশবাসি, হওগো চাষী, বঙ্গদেশের প্রাণ।

পড়ার পড়া, করব মোরা, হব জ্ঞানী গুণী ,
হব এমন কৃষি রতন দেশের হব মণি।
কৃষক হ'য়ে, আলোক পেয়ে, ভুলি যদি (কৃষি) কাজ ;
চাহিনা জ্ঞান, চাহিনা প্রাণ, চাহিয়া কলঙ্ক সাজ।
(তাই) চাষীর কাজে, আজ সমাজে, আসুক ডেকে বাণ।
জাগো দেশবাসি, হওগো চাষী, বঙ্গদেশের প্রাণ।

* * *

এস নব বেশে, নবীন হরষে ওগো প্রাচীন চাষী !
খুলেছে দুয়ার, আজিকে তোমার ওগো নবীন বঙ্গবাসী।
তা'দের সঙ্গে কাতর বঙ্গে—জাগাও কৃষি-বাণী,
জননী দেবে, গাগ্‌রি থেকে ঢালিবে সুত পাণি ;—
(তাই) লহ পাতি শির, হে বঙ্গের বীর, উঠুক জেগে মান ;—
জাগো দেশবাসি, হওগো চাষী, বঙ্গদেশের প্রাণ।

কৃষক ও জমীদার।

(শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস)

বাঙ্গালাদেশের কৃষকদের কথা সচরাচর জমিদারের উপর দোষারোপ করা হয়। কিন্তু কৃষকের দুরবস্থার জন্য জমিদারের দায়িত্ব কতটুকু তাহা ওজন করিয়া কেহ দেখেন না। প্রজা যতক্ষণ রাজস্ব নিয়মিত সরবরাহ করে, ততক্ষণ জমিদারের পীড়ন বিদ্যমান বলিয়া প্রায় কোন অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় না। যখনই প্রজা নিয়মিত কিস্তিতে খাজনা দিতে অসমর্থ, তখনই জমিদারের অত্যাচার কাহিনী নানাভাবে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রজা রাজস্ব সময়মত হিসাব করিয়া দিলেই ত' পারে !

কিন্তু ঐখানেই যত বিপত্তি। বাঙ্গালার কৃষকের আজ এমনি অবস্থা যে তার দুধের বালকের একপোওয়া দুধ জোটে না। রাজস্ব সে দেয় কোথা থেকে ? তথাপি জমিদারের দোষ কোথায় ? জমিদার জমির মালিক হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে জমির অধিকারী বলা চলে না। জমিদারকেও সরকারে খাজানা দিতে হয়। তাঁহাকে সরকারের রাজস্ব সংগ্রাহক এজেন্ট বলিলে বোধ হয় কিছু অন্যায় বলা হয় না। কারণ সময়মত ও নিয়মমত রাজ সরকারে রাজস্ব পৌছাইয়া না দিলে তাঁহার এজেন্টগিরি ঘুচিয়া যায়। প্রজার নিকট সময়মত না পাইলে তিনিই বা রাজস্ব জোগাইবেন কেমন করিয়া। বাঙ্গালায় আজ বার মাসে তের বিপত্তি। সুতরাং সকল সময় প্রজার দুঃখ কষ্টের কথা শুনিতে গেলে তাঁহার জমিদারি চলে না।

তথাপি জমিদারের একেবারেই কোন প্রকার উৎপীড়ন নাই, যদি বলি, তাহা হইলেও ঠিক বলা হয় না। রাজস্ব ভিন্ন অনেক অর্থ জমিদার প্রজার নিকট হইতে নানা অজুহাতে আদায় করিয়া থাকেন। জমিদার নায়েব, গোমস্তা পাইক, দরোয়ান রাখেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রজা তাঁহাদের সপরিবারে ভরণ পোষণ ও বিলাস ব্যসনের খরচা যোগায়। এই সব খরচের সহিত তাহাদের রাজস্বের কোন সংশ্রব নাই। অধিকন্তু অনেক সময় জমিদারে খাজনা বাকী থাকে কিন্তু ঐ উপসর্গ গুলি বাকি থাকে না। তাহার উপর কারণে অকারণে প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন করা, আটক রাখা নানা প্রকারে অপমান করিবার অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যখন তখন তাহাদিগকে ধরিয়া জরিমানা করা, খাজানার টাকা বাকি রাখিয়া দরোয়ানের রোজ আদায় করা হইয়া থাকে। নীরিহ প্রজা পরিত্রাহি ডাকে। এ সমস্ত প্রজাপালনের পরিচয় নয়, প্রজাপীড়নের কলঙ্ক। আরও প্রজাস্বত্ব খরিদ বিক্রয় হইলে আদায় অজুহাতের সীমা থাকে না। স্বচ্ছল প্রজা যদি

নিজের কুটির খানি একটু শক্ত ও মজবুত করিবার জন্য দুইখানি ইট পোড়াইবার চেষ্টা করে বা নিজেদের মধ্যে জল কষ্ট নিবারণের চেষ্ট করে, তবে জমিদারের বাধা শতগুণে বাড়িয়া যায়। ঝড় অনাবৃষ্টি, জল প্লাবনে প্রতিবৎসর প্রজার দুঃখে কষ্টের অধিক নাই তাহার প্রতিকার করা দূরে থাকুক বরং প্রজা প্রতিকারের চেষ্টা করিলেও জমিদার তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

প্রজার দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য জমিদার নিশ্চয়ই অনেকটা দায়ী। তবে আজকাল সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও জমিদারের মধ্যে অনেকটা সখ্যতা ও বাধ্যবাধকতার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। জমিদার উৎসবে ব্যসনে প্রজাই যে তাঁহার একান্ত আপনার সে কথা মনে না করিয়া যথা সম্ভব নিজের শাসন গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া নিজ অট্টালিকায় অবস্থান করেন, প্রজাও সুখে দুঃখে জমিদারের সহানুভূতি পায় না বলিয়া সে দিকে বড় বেশী প্রত্যাশী হয় না।

বাঙ্গালার সাধারণ প্রজার পরনির্ভরতা একপ্রকার সহজাত দোষ, সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থাতে অপরের নিকট উৎসাহ, আশা ভরসা, ও সহানুভূতির সে চিরকাঙ্গাল। জমিদারের নিকট এইটুকু হারাইয়া সে আরো কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে। জমিদারও কৃষকের মধ্যে এই লুপ্ত সৌহার্দ্দ্য পুনঃস্থাপিত না হইলে প্রজার এই কাঙ্গালত্ব ঘুচিবে না! কিন্তু জমিদার যদি প্রজার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে উৎসুক না থাকেন, তাহা হইলে প্রজার কোন পথ অবলম্বন আবশ্যক।

কৃষককে আজ সকলেই বয়কট করিয়াছে। শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে কৃষকের স্থান নাই। কৃষকের যা জীবিকা, সে যে সমাজে বাস করে, তাহার সংসারে যাহা যাহা আবশ্যক। দেশের শিক্ষা তাহার কোন রাস্তাই দেখাইয়া দেয় না। সুতরাং স্কুল কলেজ থাকা সত্ত্বেও তাহাতে কৃষকের কোন উপকার নাই। দেশের ভদ্রসমাজ দিন দিন কৃষককে অপৃশ্যতর করিয়া তুলিতেছে। কৃষকের সমাজকে উন্নত করিতে হইলে ভদ্রসমাজের অনুকরণে বাহ্য বেশভূষা, শারীরিক পরিশ্রমের পরিহার ইত্যাদি আদর্শ তাহার সম্মুখে স্থাপন করা হয়। কাজেই ভদ্র হইতে গিয়া, তাহার অন্তর বলিদান দিয়া বাহ্যের পারিপাটবিধান করিতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও বিদায় গ্রহণ করেন।

তারপর বাঙ্গালা দেবমাতৃক দেশ। বাঙ্গালার চাল দেবতার অনুগ্রহের উপর স্থাপিত। দিন বুঝিয়া দেবতারা যখন তখন কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন। অজন্মা, অকলা জলাভাব বা জলপ্লাবন এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ব্যধি, মড়ক সঙ্গের সাথি। কৃষক যায় কোথায়? তার আত্মরক্ষার উপায় কি?

দান্ খয়রাত, অল্পসুদে ঋণদান, ধর্ম্মগোলা ইত্যাদির জল্পনাকল্পনা ও স্থানে স্থানে কিছু কিছু ব্যবস্থাও হইতেছে। গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ভিক্ষা করিয়া ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ কৃষকের সাহায্য হইতেছে। জমিদারদিগকেও এই আন্দোলনে যোগ দিয়া ধর্ম্মগোলাদি স্থাপন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে বা ইহাতে তাঁহাদের সহানুভূতির অভাব দেখিলে

নানাবিধ অভিযোগের কথা উঠিতেছে। দেশের কৃষি ও কৃষককে বাঁচাইবার ইহা মহা সাধু সংকল্প সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের দুঃখ কষ্টের প্রবাহ অবরুদ্ধ হয় নাই। বরং দুঃখ সমুদ্র নানাস্থানে নূতন আকারে, গর্জ্জিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। ইহার স্থায়ী প্রতিকার কি? কৃষককে স্বাবলম্বী করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিলেই সমূহ উপকার হয় না,—তাহার সমূহ উপকার হইবে তখন, যখন সে নিজেই অন্ন উপার্জ্জনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিবে। পরের দান গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃ নিজের একটা দৈন্য আসে। তাহার সম্মুখে সাহায্যের উপর সাহায্য সম্ভব ধরিয়া রাখিলে দুঃস্থ দানগ্রহণের নীচতা ভুলিয়া যাইবে। অন্নহীন গৃহহীন, আশ্রয়হীনের জীবন রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃস্থ যেন অন্নসাহায্য পাইয়াই স্বয়ং গৃহসমস্যার সমাধান করিতে পারে। একটু আশ্রয়, একটু সাহায্য পাইয়াই যেন নিজের জীবন সংগ্রামে যোগ দিতে পারে—এইটুকু যেন কাহারও দৃষ্টিপথের বাহিরে না যায়। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কৃষকের দুর্দ্দশা প্রধানতঃ দুইপ্রকার, (১) নিবার্য্য ও (২) অনিবার্য্য। উভয় প্রকার দুর্দ্দশার মধ্যে কতকগুলি মনুষ্যঘটিত আর কতকগুলি দৈবঘটিত। মনুষ্যঘটিত যথা (১) বাজার দরের অনিশ্চয়তা (২) মামলা মোকর্দ্দমা, (৩) অতিরিক্ত ব্যয় (৪) প্রলোভন; (৫) পরনির্ভরতা বা পরমুখাপেক্ষিতা এবং (৬) আধিব্যাধি।

(১) একখানা চেয়ার খরিদ করিতে গেলে, দোকানদার কাঠের দাম, মজুরি ও নিজের লভ্যাংশ হিসাব করিয়া তাহার দর দেয়, এবং যতক্ষণ তাহার না পোষায়, ততক্ষণ সেটী বিক্রয় করে না। কৃষকের কিন্তু সে ক্ষমতা নাই। সে নিজের খাজানা নিজের পারিশ্রমিক ইত্যাদি হিসাব করিয়া কখনই জিনিষ বেচিতে পারে না। বাজারে যে দর তাহারই গলায় মাল্য দিতে হইবে—কারণ তাহাতে লাভই হউক আর লোকসানই হউক।

(২) কৃষকদের মামলা মোকর্দ্দমার—তাহার প্রতিবেসিরাই ভাল জানেন। কিন্তু তাহারা পাড়ার পাঁচজনের নিকট গিয়া অপোষ নিষ্পত্তি করে না। জেলার কাছারিতে কাছারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সর্ব্বস্বান্ত হয়।

(৩) আয়ব্যায়ের হিসাব তাহার আদৌ নাই। হয়ত জমিদার মহাজন টাকার জন্য তাগাদা করিতেছে, কিন্তু সে দুইটাকার বেগুণ বেচিয়া ১টাকার ইলিশ মাছ কিনিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। সাংসারিক এই প্রকার নানা বিষয়ে তাহার অর্থনীতিজ্ঞানের বড়ই অভাব।

(৪) ফ্যাসানের দোহাই দিয়া কত জিনিষ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিদেশী ফিরিওয়ালা জামা, কাপড়, সিন্দুর, আলতা, খাবার লইয়া তাহার কুটির খানির চারিদিকে সর্ব্বদা টহল দিতেছে। শীত না আসিতে কাবুলীওয়ালা সুতীর কাপড়ে রং লাগাইয়া তাহাকে ধারে বিক্রয় করিতেছে। সাবান, এসেন্স, গন্ধতৈল ইত্যাদি সভ্যতার উপকরণ গুলি প্রায় রাস্তায় ঘাটে সে দেখিতে পায়। তাহার সংযমের ক্ষীণ শক্তিটুকু আর কতক্ষণ মাথা তুলিয়া থাকিবে?

(৬) স্বাবলম্বনের অভাব। সংসারে সে স্বাবলম্বন শিক্ষা পায় না, এমন কি নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের একটী ভারও লয় না। যতক্ষণ সংসারে কেহ কর্ত্তা থাকে ততক্ষণ অন্য সকলে নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটায়। সহসা ঐ কর্ত্তার মৃত্যু হইলে উহারা দিশাহারা হইয়া পড়ে। একটী কৃষক পরিবারের পক্ষে যে নিয়ম সমগ্র কৃষক সমাজের পক্ষেও সেইরূপ। তাহাদের কতক মহাজন, কতক জমিদার, কতক বা অপরের অনুগ্রহ, সহানুভূতি বা উপদেশ উৎসাহের আশায় বসিয়া থাকে, আর এইটুকুর অভাব হইলে নিজের সমুদয় শক্তি সামর্থ সত্ত্বেও নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া সংসারে দাঁড়াইতে পারে না।

(৭) আধি-ব্যাধির উৎপত্তি অনেকটা নিজের অজ্ঞতার দোষে। সে জানেই না যে অধিকাংশ প্রতিকার তাহার নিজের হাতে। খাদ্যদ্রব্যে পুষ্টির অভাব, অনেক রোগের উৎপত্তির কারণ—অথচ কৃষকই অধিকাংশ পুষ্টিকর খাদ্যশস্যের উৎপাদক। গোয়ালভরা গরু, গোলা ভরা ধানের যুগ চলিয়া গিয়াছে। দুগ্ধ ঘৃতের অভাবের জন্য জমিদারকে দায়ী করা হয়। কারণ জমিদার তাঁহার এলাকামধ্যে গোচারণ ভূমি রাখেন না, গরুর ভাগাড় এমন কি শ্মশান ভূমি পর্য্যন্ত খাজনায় বিলি করিয়াছেন। সেজন্য দেশে গোপালন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইল জমিদারই দায়ী বা দোষী। তাঁহার প্রজার উপর মায়া মমতা নাই, দেশাত্মবোধ নাই। যদি এইরূপই দেশের অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষক কি কেবল অদৃষ্টের দোষ দিতে দিতে স্রোতে গা ঢালিয়া দিবে। তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহার চলিবার বর্ত্তমান রাস্তা কোনটী তাহাই তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে। দেশে যদি গোচারণ জমির অভাব হইয়া থাকে তাহা হইলে মনে করা উচিত নয় যে গোপালন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যের জন্য যেমন খাদ্য-শস্যের চাষ আবাদ হয় পশুদিগকে বাঁচাইবার জন্যও প্রয়োজনীয় ঘাসের চাষ করা কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় জমিদার গোচারণাদি পতিত জমি প্রজাবিলি করিয়া গোজাতির যত না অনিষ্ট করিয়াছেন, পাট চাষের বাহুল্যতা তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিয়াছে। কৃষক পাট বেচিয়া ধান কিনিবে মনে করে, কিন্তু গোখাদ্যের কোন কথা ভাবে না। কলিকাতা বা উপকণ্ঠে বিচালি এত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয় যে গৃহস্থের গোপালন করা চলে না। পাট চাষ কমাইয়া এবং অন্য চাষের সহিত সামান্য সামান্য ঘাসের আবাদ করিলে এই সমস্যার মীমাংসা হইবে। একটা গরুর জন্য যতটা গোচারণ জমি থাকা আবশ্যক ততটা জমিতে ঘাসের চাষ করিলে ২০ টা গরু প্রতিপালিত হইতে পারে। চারণ ভূমির অনেক ঘাস গরুর ক্ষুরের চাপে, নাদে ও নানা প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পরিবর্ত্তে নিয়মিত জলসেচনাদি দ্বারা ঘাস বর্দ্ধিত করাইয়া পরে কাটিয়া গরুকে খাইতে দিলেই মঙ্গল।

এতদ্ভিন্ন তাহার নিজের পুষ্টির জন্য অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টির উপর তাহার লক্ষ্য নাই। শাকসব্জী ও তৈলাদি সেই উৎপাদক করে কিন্তু ভেজাল ভিন্ন কোন দ্রব্য সে নির্ম্মল অবস্থায় পায় না। নিজের আবাদের ধানও সে ৭ দিন ভিজাইয়া ও তিনবার সিদ্ধ করিয়া চাউল বাহির করে না। । অর্থাৎ যে পুষ্টিটুকু তাহার নিজের হাতে রহিয়াছে অজ্ঞতাবশে সেটুকুও নষ্ট করিয়া ফেলে।

দৈবঘটিত দুর্দ্দশাগুলির মধ্যে, ঝড়, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, অকালমৃত্যু, মহামারী, চিররুগ্নতা ইত্যাদি প্রধান। স্থানবিশেষে প্রায়ই এই সকল দুঃখ কষ্টের তীব্রজ্বালা অনুভূত হইতেছে এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য নানা আয়োজন হইতেছে। কিন্তু তাহাদের স্থায়ী উপকারের ব্যবস্থা হইতেছে না। বিপদের সময় দুঃস্থের আহার্য্য ও পরিধেয় যোগাইয়া তাহাদের দ্বারা যেখানে প্লাবনের আশঙ্কা, সেখানে অপেক্ষাকৃত জমি উচ্চ করিয়া তাহার উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা, বা যেখানে অনাবৃষ্টির আশঙ্কা সেখানে তাহাদের দ্বারাই পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করাইবার ব্যবস্থা হইতেছে না। বিপদের সময়েই অনেককে সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়। সে চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। এই বিপদগুলি দৈবঘটিত বলিয়া আমরা হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া অদৃষ্টের দোষ দিতে থাকি। কিন্তু ইহার কতটা প্রতিকার যে আমাদেরই হাতে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি না।

অনাবৃষ্টি, অকালমৃত্যু এবং মহামারীর অনেকটা নিবার্য্য। কেবল সে বিষয়ে সঙ্ঘঠন, শিক্ষা এবং উৎসাহের অভাব। কৃষককে বাঁচাইতে হইলে তাহার নিরক্ষরত্ব দূর করিতে হইবে। কৃষক শিক্ষিত হইলে জমিদার তাহার উপর অযথা অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে না। তাহাকে দলবদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকে স্বাবলম্বী করিতে হইবে। ভূমিকর্ষণ বা শস্য উৎপাদন করিলেই তাহার ছুটী নাই। জীবন সংগ্রামে জয়লাভের জন্য শিল্প শিক্ষা আবশ্যক। নানা প্রকারে শস্য হানি হইতে পারে। এমন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে যাহা সমস্ত শিক্ষা, দীক্ষা, বুদ্ধি, বিদ্যা দ্বারা প্রতিকার করা যায় না। তখন উপায় কি? সপরিবারের ভরণ পোষণ জমিদারের খাজনা ইত্যাদি সব বিষয়ের ভাবনা ভাবিতে হইবে। সেজন্য মাত্র চাষের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধি ও হাতের উপর অনেক আস্থা রাখিতে হইবে। যখন দুর্ভিক্ষ অদূর বলিয়া নিশ্চিত মনে হইবে, তখন হতাশে মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া না পড়িয়া দেশের অর্দ্ধেক লোক নিজেদের শিল্প শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া দূরদেশে চলিয়া যাইতে পারে। বস্ত্রাদি না কিনিয়া ঘরে সুতা কাটিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে। এইরূপ বিভিন্নমুখী শিক্ষাই আজ কালফাল্গু কৃষক সমাজের অত্যাবশ্যক। তাহাকে কাঁচা মাল হইতে পাকা মাল উৎপাদন করিতে হইবে তাহার মধ্য হইতে নিজের পরিশ্রমের মূল্য আদায় করিয়া দ্বিগুণ লাভ দেখাইতে হইবে। দেশে ইহা সম্ভব হইলে, সে আর দুর্ভিক্ষ, বা শস্য হানির সময় জমিদার বা মহাজনের চোকরাঙ্গানির তোয়াক্কা রাখিবে না। জগতে দুর্ব্বলের উপরই অত্যাচার হইয়া থাকে বেশী। শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে অত্যাচারের মাত্রা এবং অনুভূতির তীব্রতা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে।

সুতরাং দান খয়রাত, ধর্ম্মগোলার জন্য আন্দোলনের মাত্রা কমাইয়া কৃষকের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্নসমস্যামূলক স্বাবলম্বন শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। এদিকে যিনি যত শীঘ্র পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইবেন তিনি কৃষক তথা দেশের তত বেশী মঙ্গল সাধন করিবেন। জমিদারকে একমাত্র ভাগ্যবিধাতা স্থির করিয়া তাঁহারই স্কন্ধে যত অভিযোগের আরোপ করিলে চলিবে না।

JOGINDRO NATH DUTTA
JANMABHUMI OFFICE
69, Machua Bazar St. Calcutta.

কৃষাণ।

(গল্প)

(শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)

নিজে প্রাণপণ খেটে—আর লোক খাটিয়ে, দেবীশঙ্কর দু' মাসের মধ্যেই "অনাথ-আশ্রম" ও "দাতব্য-চিকিৎসাল" স্থাপন করলো। দেবীশঙ্করের এক সতীর্থ সম্প্রতি ডাক্তার হ'য়েছে ;—দেবীশঙ্কর তাকে এনে ডাক্তারনাথায় বসালো !

তার এই ডাক্তার বন্ধুটী নিজের রোগী দেখা সেরে সকাল বিকেলে একবার করে এসে এই দাতব্য-চিকিৎসালয়ে বস্‌তে লাগ্‌লো এবং বেশ যত্ন নিয়ে রোগী দেখে ওষুধ দিতে লাগলো।

দেবীশঙ্করের আনন্দ হ'ল যে,—জীবনটায় তবু একটা সৎ কাজ হল—নেহাৎ বিফলে গেল না। এতদিন সে ভুলের পথে চলেছিলো—কেষ্টা আজ তাকে সুপথ দেখিয়ে দিয়েছে !

সে প্রতিদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতো—কত দীন 'এক মুষ্টি' অন্ন পেয়ে তার নাম করে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছে,—কত সহায়বিহীন মরণোন্মুখ রোগী ওষুধ পেয়ে আবার—বাঁচার আশায় আশান্বিত হ'য়ে ঘরে ফিরে চলেছে !—দেবীশঙ্কর তাদের দেখতো। আর ভাবতো—হায়, এম্‌নি কত অনাথ দিন দিন মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়,—কেউ তার সন্ধান রাখে না ! ক্ষমতা থাকতেও তারা পরের দুঃখ দূর কর্ব্বার কথা ভাবে না,—আমার মত নিজের অমূল্য জীবন নষ্ট করতে বসে ;—সংসারের মোহ-নিদ্রায় অবাধে গা ঢেলে দিয়ে—জাগার আনন্দ হারিয়ে ফেলে শেষে এক এলোমেলো জীবন নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হয় !

সে মনে মনে বলতো—ভগবান ! জীবনে আর যেন ভুল না করি ! এখানে আসার উদ্দেশ্য যেন মনে থাকে—তোমায় যেন মনে থাকে !

সে প্রতিজ্ঞা করেছে—আর এমন করে ঘুমুবে না, নিজেকে নিয়ত জাগিয়ে রাখবে,—পরিণামে যেন ভস্ম হয় !

মানুষের জীবনে একবার যদি জাগরণ আসে—সে মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয়কে নাড়া দিয়ে দেয়, আর অলস—অবশ প্রকৃতি সহসা চোখ মেলে চেয়ে দেখে। অনুতপ্ত জীবন তখন বিধাতার কাছে জানুপেতে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তারপর নব-জন্ম লাভ করে' আপনার গন্তব্য-পথে চল্‌তে আরম্ভ করে।

আজ দেবীশঙ্করের ঘুমিয়ে-পড়া-মন ভগবানের সঞ্জীবনী স্পর্শে জেগে উঠেছে, তাই সে প্রাণের কর্ম্ম-ক্ষুধার তাড়নায় ছুটে বেরিয়ে পড়েছে। একটা সত্যকার মুক্তি আজ তাকে

এক নব-প্রেরণার আহ্বান করেছে। আজ সে সত্য পথের সন্ধান পেয়েছে—তাই আঁধারের বুকে আলোর অনুপম লীলা ফুটে উঠেছে।

জীবনে উদ্দীপনা না এলে কি কর্ত্তব্য পূর্ণ হয় ! অলসতার অবসাদ এলে মানুষের কর্ত্তব্য অপূর্ণ রয়ে যায়। কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে নিয়ত জাগিয়ে রাখ্‌তে হয়,—বিশ্রামকে কাছে এগুতে দিতে নেই ; একবার যদি সে মানুষকে আয়ত্ত কর্‌তে পারে—অমনি সে তার সমগ্র উত্থান-শক্তি ধ্বংস কর্‌তে বসে।

তাই প্রতিক্ষণে নিজেকে সজাগ রেখে, কর্ম্মের পথে এগিয়ে যেতে হয়। এম্‌নি ভাবে চল্‌তে পাল্লে, ভগবানকে মনে রেখে কাজ করতে পাল্লে—কোনোখানেই আর ভুল হয় না ;—জীবনের নবীন-বিকাশ তার স্নিগ্ধ বিরাট-মূর্ত্তি নিয়ে ধীরে ধীরে দেখা দেয়।

(১০)

পূজোর ছুটী এলো—কেষ্টাদের স্কুল বন্ধ হ'ল। এখন আর তাড়াতাড়ি খেয়ে ছোট্‌বার তাড়া নেই।

দেবীদের বাড়ী প্রতি বছর পূজো হয় ;—ঠাকুর গড়া হচ্ছে। মা আনন্দময়ীর আগমনে সমস্ত পল্লীখানি আনন্দে মেতে উঠেছে।

সেদিন সকালে কেষ্টা আস্‌তেই দেবীশঙ্কর বল্লে—"ত্যাখ্ কেষ্টা, আমি মনে কর্‌ছি—ষষ্ঠীর দিন কাপড় বিলুবো,—তুই কি বলিস ?"

কেষ্টা বল্লে—"সে ত ভাল কথাই দেবী দা !—আহা, কত দরিদ্র তাদের ছেলে-মেয়ের প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে না পেরে আকুল হয়ে উঠেছে ; তাদের সেই বেদনা-ভরা মুখে হাসি ফুট্‌বে,—এর চেয়ে আর আনন্দ আছে কি !"

ষষ্ঠীর দিন সকালে জমিদার-বাটীর প্রাঙ্গণ অনাথ ছেলে-মেয়েদের কোলাহলে ভ'রে গেল ! কেষ্টা আর দেবীশঙ্কর দুজনে মিলে দু'হাতে কাপড় বিলোতে লাগ্‌লো !—দীনের 'জয়ধ্বনি' পল্লী মুখরিত করে, তুল্লে।

গোড়া থেকেই দেবীশঙ্করের প্রাণটা তার পিতার মত দয়াপ্রবণ ছিল ; পিতার কথা মত সে আশ্রিত কেষ্টাকে লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করেছিলো ! তারপর কেষ্টার অধ্যবসায় দেখে নিজেকেও সে পরের মঙ্গলে লাগিয়ে দিল।

দয়াবান জমিদার, পুত্রের কোন কাজেই বাধা দেন নি। আজ তাই পুত্রের এই মমতাপূর্ণ কার্য্যকলাপ দেখে তিনি আনন্দিত হ'য়ে অর্থ ব্যয় কর্‌ছিলেন আর দরিদ্র প্রজার আশা পূর্ণ হওয়ার আনন্দে, নিজেকে ধন্য জ্ঞান কর্‌ছিলেন।

পূজার ক'দিন বেশ আমোদে কেটে গেল। অন্যবারের চেয়ে এবারে ঘটাটা বেশী করে' হ'ল—"কাঙালী-ভোজনের দিন" ! পিতার আদেশ নিয়ে দেবীশঙ্কর ঢাক পিটিয়ে কাঙালীদের 'নেমতন্ন' করিয়েছিলো। বিজয়ার দিন সকাল থেকে এই সমস্ত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা' আরম্ভ হ'ল ;—দেবীশঙ্কর আর কেষ্টা দু'জনে মিলে পরিবেশনের ভার নিলে। এই মহৎ সেবা আর কারো হাতে দিয়ে এরা নিশ্চিন্ত হ'ল না।

কী সে দিন!—দলে দলে কাঙালী আস্‌তে লাগ্‌ল পেটপুরে খেয়ে প্রাণভরে জমিদারের নাম ঘোষণা কর্‌তে কর্‌তে চলে গেল;—সারা আকাশে একটা বিপুল আনন্দ-কলরব ছড়িয়ে পড়্‌লো।

পুত্র-গৌরবে জমিদার হরিশঙ্কর আনন্দাশ্রু বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লেন। মনে মনে বল্লেন—'ভগবান! দীনের অশ্রু মোছানোর চেয়ে আর ত আনন্দ নেই। বিষয়-সম্পত্তি ও প্রভুত্ব এ সব ক'দিনের জন্য?—নশ্বর জগতে সবই ফুরিয়ে যায়, থাকে শুধু—কীর্ত্তি! আশীর্ব্বাদ কর দেব, যেন এম্‌নিভাবে পরের সেবায় এ জন্মের খেলা শেষ কর্‌তে পারি।'

দয়ার মত গুণ যদি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে থাক্‌তো, তাহ'লে সংসারে এত অভাবের সৃষ্টি হ'ত না,—দীনের কান্নায় পৃথিবী ব্যথিতা হতেন না।

ঈশ্বর যাকে সক্ষমতা দেন—তার উচিত অক্ষমের দুঃখ দূর করা। এবং সেইটে করবার জন্যই তিনি একজনকে ধনী—আর একজনকে দরিদ্র ক'রে জগতে প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থবান্, সচরাচর দীনের অভাব মোচন করবার কথা না ভেবে নানাপ্রকার বিলাসিতায় অর্থব্যয় করে' নিজের যাত্রাপথটী মলিন হ'তে মলিনতর করে ফেলেন।

সমপ্রাণতা নেই বলেই আজ বাংলায় এত হাহাকার! দরিদ্রের চোখের জলে আগে মানুষের প্রাণ গ'লে যেত, আর এখন—সেই দরিদ্র অন্নাভাবে শুকিয়ে ম'ল্লেও কেউ সংবাদ নেয় না বা নেওয়া মনে করে না।

আজ যেদিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই এই প্রাণহীনতার ভাব জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

(ক্রমশঃ)

শস্যের ছাতারোগ নিবারণের সাধারণ ঔষধাবলী।

(শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র কর, সরকারী উদ্ভিজ্জানুতত্ত্ববিদ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেগুণ গাছের ডাঁটার শুখা রোগ।

এই রোগে বেগুণের ছোট চারা মাটীর ঠিক উপরে একটী বিশেষ ছাতা আক্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়ে। বড় গাছও এই রোগে ফুল ধরিবার সময়ে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত স্থানে প্রথমতঃ ফোস্‌কার মত দেখায়। তারপর সেইস্থল কুঁচকিয়া তাজা অংশ অপেক্ষা নীচু হইয়া পড়ে। আক্রান্ত গাছ প্রায় মরিয়া যায় এবং এই ছাতার বীজ মরা যায়গায় ফুটিয়া বাহির হয়।

প্রতিকারোপায়।—আক্রান্ত গাছে শতকরা ১ ভাগ বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চার-বিশিষ্ট জল ছিটাইলে উপকার পাওয়া যায়।

মরিচ গাছের মড়ক।

ভারতবর্ষের মরিচ গাছের এই রোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন গাছে ফল ধরে তখন এই রোগ আবির্ভূত হয়। আক্রান্ত গাছের একটীর পর একটী ফুল নুইয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। অনেক সময় ফুলগুলি অপনা আপনি ঝড়িয়া পড়ে। রোগ যখন প্রবল হয় তখন ফুলের বোঁটা হইতে রোগ ডাঁটায় প্রবেশ করে এবং দ্রুতবেগে গাছের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তখন গাছের ছাল প্রথমতঃ বাদামী রংএর হইয়া পরে সাদা সাদা ডোরা কাটা দেখায়। গাছের ডালগুলিতেও এই রোগ প্রবেশ করে এবং শুকাইয়া দেয়। রোগ নীচের দিকে নামিবার কালে যখন দোফেকুড়িতে হাজির হয় তখন সুস্থ শাখার উপর দিকে এবং ডাঁটার নীচের দিকে এই উভয় দিকেই বাড়িয়া চলে। এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত গাছটী আক্রান্ত হয় এবং শুকাইয়া যায়। এই রোগ ফলকেও আক্রমণ করে।

প্রতীকারের উপায়।—বোর্দ্দা কিংবা বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চার ছিটাইলে রোগের উপশম হয়।

মরিচ গাছের ডগার পচা রোগ।

এই রোগের প্রথম অবস্থায় ইহাকে মরিচ গাছের মড়ক বলিয়া ভুল হইতে পারে। মড়কের মত ইহাতেও ডগাগুলি নুইয়া পড়ে এবং শুকাইতে থাকে। কিন্তু আক্রান্ত ডগাগুলি শীঘ্র পচিতে থাকে এবং তাহার উপর একটী চকচকে ছাতা জন্মায়। মড়কে যেমন শুক্‌না সাদা ডোরা ফুটিয়া উঠে ইহাতে তাহা হয় না। ফুল ফুটিবার সময় এই রোগ আবির্ভূত হয় এবং ফুলগুলি কাল হইয়া পচিয়া যায়।

প্রতীকারের উপায়।—বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চার ছিটাইলে উপকার পাওয়া যায়।

ভুটার ফুলের ঝুল রোগ।

ঝুল রোগ হইতে এই রোগ সহজেই চেনা যায় কারণ ইহাতে আক্রান্ত গাছে আব দেখা দেয় না, বড় জোর উপরের দুএকটী পাতার উপর ছোট ফোস্কা জন্মায়। আক্রান্ত গাছের মাথার ফুলগুলি শক্ত ফলগুটির আকার ধারণ করে এবং ফুলের মত না দেখাইয়া পাতার মত দেখায়।

প্রতিষেধক উপায়।—দেখিতে পাইলেই আক্রান্ত গাছগুলি গোড়াইয়া ফেলিবে ক্ষেতে ভুট্টা না লাগাইয়া অন্য ফসল লাগাইবে। কারণ রোগের বীজ মাটীতে পরবর্ত্তী ফসলের অপেক্ষায় থাকে।

ভুটার ঝুল রোগ।

এই রোগ গাছের যে কোন স্থানে বড়, নরম আবের আকারে দেখা যায়। এই আবগুলি

দেখিতে সাদা ফোস্কার মত এবং ইহার ভিতরে রোগের বীজ উৎপন্ন হয়। সময় সময় এই আবগুলি হাতের মুঠার মত বড় হয়। গাছের ফিকে সবুজ ছালের ভিতর দিয়া ফোস্কার মধ্যে রোগের বীজগুলি গাঢ় সবুজ রংএর দেখায়। পূর্ণাবস্থায় গাছের ছাল ফাটিয়া যায় এবং রোগের বীজ কাল ধুলার মত বাহির হইয়া পড়ে।

প্রতিষেধক উপায়।—দেখিতে পাইলে আক্রান্ত গাছগুলি পোড়াইয়া ফেলিবে। সেই ক্ষেতে অন্য ফসল লাগাইবে। কারণ রোগের বীজ মাটীতে পরবর্ত্তী ফসলের অপেক্ষায় থাকিয়া যায়।

বোর্দ্দো মিকশ্চার।

১। এই মিকশ্চার ছাতা ধরা রোগের ঔষধগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। গাছের বাড়িবার শক্তি যখন বন্ধ থাকে তখন ছাতা রোগ নিবারণ করিবার জন্য এই মিকশ্চার "স্প্রেয়ার" দ্বারা ছিটান হয়। আলু, পাট প্রভৃতি চারা গাছের উপরিভাগে যখন এই রোগ দেখা দেয় এবং বায়ু ও অন্য কোন প্রকারে যখন ইহার বীজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তখনও ঐ নিয়মে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ঔষধ প্রস্তুতের নিয়ম।

তুঁতে	...	...	৬ ছটাক ২ তোলা।
পাথুরে চুণ	...	...	৬ ,, ২ ,,
জল	...	...	১ মণ।

২। প্রথমতঃ তুঁতে একটী ছালাতে বেঁধে মাটী কিংবা কাঠের গামলাতে অর্দ্ধেক জল দিয়ে তাহাতে খানিকটা ডুবিয়ে রাখিতে হয় এবং অন্য একটী পাত্রে চুণ রাখিয়া অল্প অল্প জল দিয়া আস্তে আস্তে ফুটাইতে হয়। সমস্ত চুণ ফুটিয়া গেলে বাকি জল ঢালিয়া চুণ গুলিতে হয়। পরে দুইটী একত্রে মিশাইয়া ছিটাইতে হয়।

৩। উহাতে একটী লোহার চাকু ডুবাইলে যদি লোহার উপর তামা জমে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আরও চুণের দরকার। ঔষধ হইতে চুণ কম থাকার দরুণ লোহার উপর এইরূপ তামা ধরে, তাহা গাছে ছিটাইলে গাছ জ্বলিয়া মরিয়া যায়।

বার্গাণ্ডি মিকশ্চার।

তুঁতে	...	...	১২ ছটাক ৪ তোলা।
কাপড়কাচা সোডা	...	...	১ সের।
জল	...	...	১ মণ।

প্রস্তুত বিধি ঠিক বোর্দ্দো মিকশ্চারের মত কেবল মাত্র চুণের পরিবর্ত্তে সোডা ব্যবহৃত হয়।

রজন মিশ্রিত বোর্দ্দো বা বার্গাণ্ডি মিকশ্চার।

কাপড় কাচা সোডা	...	...	২ ছটাক ৩ তোলা।
রজন	...	...	৩ ছটাক।
জল	...	...	১৷৷০ সের।

প্রথম জল ফুটাইয়া তাহাতে সোডা মিশাও; সোডা গলিয়া গেলে রজন যোগ কর এবং আধ ঘণ্টা ফুটাও। এই সময় অনবরত নাড়িতে থাকিবে। ঠাণ্ডা হইলে ইহা একমণ বোর্দ্দো বা বার্গাণ্ডি মিক্‌শ্চারে মিশ্রিত করিবে।

বর্ষাকালে এই ঔষধ গাছে ছিটাইবার জন্য খুবই উপযোগী।

চুণ মিশ্রিত গন্ধক।

পাথুরে চুণ	...	...	১০ ছটাক।
গন্ধক	...	...	১০ ,, ।
জল	...	...	১ মণ।

চুণ একটা পিপার মধ্যে রাখ এবং ইহাকে ডুবাইবার মত জলে যোগ কর। চুণ ফুটিতে আরম্ভ করিলে গন্ধক যোগ কর এবং নাড়িতে থাক। এই সময়ে জল দিয়া ইহাকে কাদার মত রাখিবে যেন তলায় জমিতে না পারে। ফোটা শেষ হইবার সময় আরও জল দিয়া ইহা ঠাণ্ডা কর। কারণ অনেকক্ষণ ফুটিলে ইহার গুণ নষ্ট হয়। তারপর অবশিষ্ট জল যোগ করিয়া ছাঁকিয়া লও।

যে সকল গাছের পাতা বোর্দ্দো বা বার্গাণ্ডি মিকশ্চারের তুঁতের দরুণ দাগী হইয়া যায় সেই গাছে এই ঔষধ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। পোকা মারিবার পক্ষেও ইহা উত্তম ঔষধ।

ফর্ম্মালিন।

ইহা একটী চমৎকার জীবাণুনাশক; এবং গম, জই, যব, জোয়ার প্রভৃতি বীজ শোধন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ বীজের উপর ফর্ম্মালিন ছিটাইয়া বীজগুলি নাড়িয়া উত্তমরূপে মাখাইতে হয়। এবং তৎপরে ফর্ম্মালিনের জলে ডুবান ভিজা বস্তা দিয়া দুই ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। পরে শুকাইবার জন্য বীজগুলি মেলিয়া দিতে হয়।

প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

ফর্ম্মালিন	...	...	অর্দ্ধ ছটাক।
জল	...	...	১০ সের (২ গেলন)।

শতকরা দুই ভাগ তুঁতের জল।

গাছের বাড়িবার শক্তি যখন বন্ধ থাকে তখন ঐ জল ব্যবহৃত হয়। যদি কোন কলমে কোন রোগের বীজ থাকে তাহা নষ্ট করিবার জন্য বুনিবার পূর্ব্বে এই জলে উক্ত কলম ডুবাইয়া লওয়া হয়। ফর্ম্মালিনের মত বীজগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া উত্তমরূপে মাখাইতে হয় এবং পরে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়।

প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

তুঁতে	...	...	১ তোলা।
জল	...	...	কেরোসিন বোতলের এক বোতল।

এই জল কোন ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে রাখিবেন না।

গন্ধক।

গোলাপ তুঁত, গুজবেরি প্রভৃতির উপর যে এক রকম সাদা রঙ্গের ছাতা রোগ জন্মে তাহা নিবারণ করিতে গুঁড়া গন্ধক উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা এইরূপ ভাবে আক্রান্ত গাছের উপর ছড়াইয়া দিতে হয় যেন গাছটি হল্‌দে গুঁড়ার দ্বারা ঢাকিয়া যায়। *

সংগ্রহ।

ম্যাজিষ্ট্রেটের জঙ্গল পরিষ্কার।

হাওড়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস মহাশয় শিবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার কালে স্কুল প্রাঙ্গনের মধ্যে একটী পুকুরের ধারে অনেক জঙ্গল হইয়াছে দেখিয়া টুপি ও কোট খুলিয়া নিজ হস্তে কুঠার লইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেখাদেখি ছাত্র, শিক্ষক, সাব ডিভিসনাল অফিসার এবং উপস্থিত সকল কর্ম্মচারীই কুঠার ও কোদাল লইয়া জঙ্গল সাফ করিতে লাগিয়া যান। তিনি ঐ স্থানে সব্জী বাগান করিবার জন্য পরামর্শ দেন, এবং আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এককালে ৫০৲ টাকা দান করেন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট আবহাওয়া।

পৃথিবীর মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের আবহাওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সেখানে গড়ে পুরুষের আয়ু ৬২৩ এবং স্ত্রীলোকের ৬৫ বৎসর। ইংলণ্ডের পুরুষের আয়ু গড়ে ৫৬·৫৮ এবং স্ত্রীলোকের ৬০·৪৭ বৎসর।

মাছের মোমবাতী।

উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দিকস্থ নদীর মোহনাতে ক্যাণ্ডেল ফিস্ (Candle fish) নামে বাইন জাতীয় যে মাছ পাওয়া যায়, উহা এত তৈলাক্ত যে খাইলে পেটের অসুখ করে। আদিম অধিবাসিরা ইহার পেটের ভিতর পলিতা পুরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয় এবং পরে মোমবাতির মত ব্যবহার করে। ইহার আলো খুব উজ্জ্বল ও সুশ্রী দেখায়।

---

* বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগীয় ১৯২৬ সালের ৩ নং বুলেটীন অনুযায়ী লিখিত

রক্ত বন্ধের ঔষধ।

যে কোনও ব্যায়রামের জন্য রক্ত বাহির হইতে থাকিলে, ২ তোলা থুনকুড়ির রস বা কুকুর শোকার রস ২ তোলা চিনির সহিত খাইলে রক্ত বাহির হওয়া বন্ধ হয়।

উইয়ের বংশ।

উইয়েরা দিবারাত্রেই ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। তাহারা প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে একটী করিয়া ডিম পাড়ে। এই কারণেই উইয়ের বংশ ধ্বংশ করা একেবারে অসম্ভব।

বিলাতে হিন্দু মন্দির।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত বিরলা লণ্ডনে যে হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহার আয়োজন প্রায় শেষ হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে উক্ত সহরের হেমষ্টেড পল্লীতে একটী বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছে এবং উহাতে প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় ভাস্করদের দ্বারা নির্ম্মিত শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানের মর্ম্মর মূর্ত্তিও প্রস্তুত হইয়াছে। মন্দির সংলগ্ন একটী হোটেলও থাকিবে। উহাতে লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণ ভারতীয় কায়দায় বাস করিতে পারিবেন।

সমালোচনা।

গ্রামের কাজের কথা—গ্রন্থকার—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস। হাওড়া জেলা কৃষি ও হিতকারী সমিতি হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৵১০ দুই পয়সা মাত্র।

ইহা একখানি ছড়ার পুস্তিকা। ছড়াগুলি সমস্তই বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে। "কৃষক" এর পাঠকবর্গকে উহা শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

মর্ম্মবাণী—গ্রন্থকার—শ্রীরসময় দাস মূল্য—।০ চারি আনা মাত্র।

ইহা একখানি ছোট কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি মোটের উপর মন্দ হয় নাই। আমরা এই উদীয়মান কবির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ—(প্রথমভাগ) গ্রন্থকার—স্বামী রামানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, (পোঃ নূরনগর, জেলা খুলনা) হইতে স্বামী কৃষ্ণানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ইহা একখানি ধর্ম্ম গ্রন্থ। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশাবলী ইহাতে বেশ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত করিয়া মোহান্ধ মানবের মনে দিব্যজ্ঞান জন্মাইবার জন্য গ্রন্থকার যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বাস্তবিকই বড় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহার দ্বিতীয় ভাগের জন্য উদ্বিগ্ন রহিলাম।

স্বাস্থ্য প্রকাশ সম্পাদক—শ্রীচণ্ডিচরণ গুপ্ত। ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য—সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

ইহা একমাত্র স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র। এই উপন্যাস-প্লাবিত দেশে এই ভাবের পত্রিকা যত অধিক প্রচলিত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ সিদ্ধেশ্বর রায়, ডাঃ এস্, সি সেন এম ডি, ডাঃ জে, এল, বিশ্বাস এল, এম, এফ্‌চ, ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, বি প্রভৃতি কৃতবিদ্য লেখকগণ ইহাতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। জনসাধারণ পত্রিকাখানির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে প্রভূত উপকার পাইবেন সন্দেহ নাই।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

(ফাল্গুন মাস।)

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি ক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, সরিষা, ধনে প্রভৃতি এতদিন ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র চষিয়া ভবিষ্যতে পাট ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—বেল জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের বাগান গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল দি ফুল ফুটিবে না ও পয়সাও হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদরও বাড়ে না।

টব বা পামজাত গাছ—এই সময়ে টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম ঝুলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপন করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতা এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে এবং নিম্ন বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে, এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

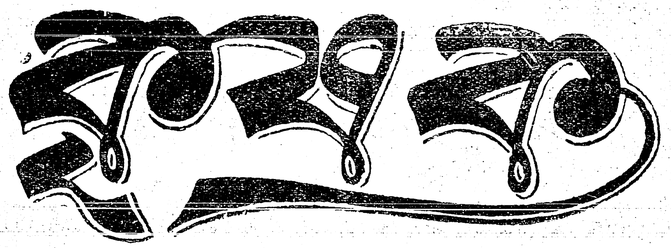

২৮শতি খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল | ১১শ সংখ্যা

নব্য-চাষী।

(শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল)

জেগেছে আজ তরুণের দল মোহনিদ্রা হ'তে
অধীনতার শিকল কেটে, চল্‌ছে লাঙল হাতে,
ভিক্ষেকরার অন্ন খেতে চোখে আসে জল
বিষম ভুলে হারিয়ে গেছে, যা-ছিল সম্বল!
এবার ওরা পণ করেছে থাক্‌বে মাঠে মাঠে—
বুক ফুলিয়ে চাষের কাজ কর্‌বে কোমর এঁ.ট,
'নীল আকাশের অসীম কোলে' থাকবে যখন শুয়ে
মুক্ত আলোয় মুক্ত হাওয়ায় সুখের গীতি গেয়ে
বেদনা তখন রবেনাকো মনের কোন কোণে
আসবে অনেক শান্তি ও সুখ "নব্য-চাষী"র প্রাণে।

বাঙ্গলাদেশে গোজাতির পালন ও উন্নতি সম্বন্ধে সহজ আলোচনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিঃ পি. জে. কার এম, আর, সি, ভি, এস, ও মিঃ কে, ম্যাকলীন বি, এস, সি।

গোখাদ্য শস্য।

গোচারণক্ষেত্র।—আরও অধিক গোচারণক্ষেত্রের জন্য মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইতে দেখা যায়। আজকাল যে সকল গোচারণক্ষেত্র বর্ত্তমান আছে দেখা যায় তাহাতে গরুগুলির ব্যায়াম হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু খাদ্যের সন্ধান দেখিলে সেগুলির কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যে সামান্য ঘাস গরু খাইতে পায় তাহাতে যে শক্তি লাভ হইবার কথা তাহা সেই ঘাস পরিপাক করিতেই ব্যয়িত হয়, শরীর গঠন বা দুগ্ধ উৎপাদন করিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তা'ছাড়া একটী ক্ষেত্রে যতগুলি প্রাণী চরিতে পারে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পশু তাহাতে চরিতে দেওয়া হয় কাজেই খাদ্যের অন্বেষণে প্রত্যেক গরুকে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাহাতে অনেক শক্তি ব্যয়িত হওয়ায় দুগ্ধ উৎপাদন শক্তির লাঘব হয়। এক একর (৩ বিঘা) চারণ ভূমিতে চারিটী বা ততোধিক গরু চরিয়া বেড়াইলে তাহাদের অনাহারে কাটাইতে হয়। এই পরিমাণ জমিতে চাষ করিয়া শস্য উৎপন্ন করিলে ৬টী কর্ম্মঠ বলদ বা ৬টী দুগ্ধবতী গাভীর জন্য পর্য্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ হইবে।

এক একর জমি হইতে ২৭০ মণ কাঁচা ভুট্টা বা জোয়ার গাছ, ১৫০ মণ কাঁচা বরবটী গাছ এবং ১৫০ মণ মটর কলাই গাছ অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৫৭০ মণ বা ২২,৮০০ সের কাঁচা সবুজ খাদ্য উৎপন্ন হয়। অতএব প্রত্যহ ১০ সের হিসাবে ৬টী গাভীর জন্য সারা বৎসরের খাদ্য সংস্থান হইতে পারে।

খাদ্যশস্যের খরচ।—এই কাঁচা সবুজ খাদ্য উৎপন্ন করিতে এবং খাওয়াইতে কিছু খরচ হইয়া থাকে। জমিতে একরপ্রতি ১৫০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু গাভী হইতে বৎসরে এই পরিমাণ সার পাওয়া যায় অতএব সারের জন্য ভাবিতে হয় না, জমিতে দিয়াও অনেক বেশী থাকে। চাষের অন্যান্য খরচ বাবদ ১৫০৲ টাকার অধিক পড়ে না। গরুর খাদ্যের জন্য খাদ্যশস্য চাষে লাভ হয় কি না? হাড়-সার ৪টী গাভী বৎসরে সর্ব্বসুদ্ধ ১,০০০ সের দুগ্ধ দিতে পারে। টাকায় আট সের হিসাবে এই দুধের দাম

১২৫৲ টাকা। সবুজ খাদ্যশস্য চাষ করিয়া খাওয়াইলে এবং তাহার সহিত প্রত্যহ ৵৩॥০ সাড়ে তিন সের কলাই দিলে ৬টী গাভী বৎসরে ৭৫০০ সের দুগ্ধ প্রদান করিবে। আট সের হিসাবে ঐ দুধের দাম ৯৩৭॥০ টাকা, খইল এবং কলাইএর দাম বৎসরে ৪৫০৲ টাকা, আর চাষের খরচ ১৫০৲ টাকা, মোট ৬০০৲ টাকা খরচ। অতএব দেখা যাইতেছে চারণভূমি রাখিলে যাহাতে ১২৫৲ টাকা পাওয়া যায় তাহা হইতে খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্বারা ৩৩৭॥০ টাকা পাওয়া যায়। এই টাকা ছাড়া প্রতিবৎসর ৬টী সবল ও সুস্থ বৎস উৎপন্ন হয় আর প্রথমোক্ত উপায়ে ৪টী রুগ্ন বাচ্ছা জন্মিয়া থাকে।

কোন্ কোন্ খাদ্যশস্য চাষ করা উচিত।—বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ নিম্নলিখিত খাদ্যশস্য চাষ করিতে উপদেশ দেয়:—

ভুট্টা
জোয়ার } বর্ষাকালের প্রথম ভাগের ফসল।

বরবটী।—ভুট্টা এবং জোয়ার এর পরে।

মটর।—রবি ফসল।

গিনিঘাস।—বার মাস জমিতে থাকে। শীতকালে জল সেচন আবশ্যক। এই সকল শস্যের মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটীর বীজ এবং শেষোক্ত ঘাসের গোড়া ঢাকা ফার্ম্মে পাওয়া যায়।

অধিক পরিমাণে গরুর খাদ্য উৎপাদন করিতে হইলে জলসেচন বিশেষ আবশ্যক। ভাল জমিতে জলসেচনের দ্বারা একরপ্রতি ৫০০ মণ জোয়ার বা ভুট্টা গাছ উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

সাইলেজ্

(কৃত্রিম উপায়ে শস্য কাঁচা অবস্থায় রাখা।)

যেখানে জলসেচনের সুবিধা নাই সেখানে জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত গরুর তাজা খাদ্য রক্ষা করিবার একটা বন্দোবস্ত আবশ্যক। এই বন্দোবস্ত এখন সাইলেজ। সম্পাদিত হইতেছে। ভুট্টা, জোয়ার, বা মটর গাছ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একটী গর্ত্তে বা ঘরে খুব চাপিয়া ভরা হয় এবং ৪ হইতে ৬ মাস রাখা হয়। এই গর্ত্ত বা ঘরের নাম "সাইলো"। এই ৪।৬ মাসে জীবাণুর দ্বারা এই সমস্ত তাজা জলপূর্ণ গাছগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া খুব পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত হয়। যেখানে জল জমিবার কোন সম্ভাবনা নাই এমন উঁচু জায়গায় চতুষ্কোণ বা গোলাকার ১০´×১০´ একটী গর্ত্ত কাটিলেই সাইলোর কাজ চলিতে পারে। যেখানে জল জমিবার ভয় আছে সেখানে পাকা গাঁথুনি দরকার।

কৃষিবিভাগের ডিরেক্টারের নিকট হইতে পাকা "সাইলোর" নক্সা পাওয়া যায়। জোয়ার বা ভুট্টা গাছ ১" বা ২" অন্তর করিয়া কাটিয়া "সাইলো" ভরিতে হয় এবং পায়ের দ্বারা অনবরত মাড়াইয়া চাপিয়া দিতে হয়।

"সাইলো" অল্প অল্প করিয়া কয়েকদিন ধরিয়া ভরা হয় এবং প্রত্যহ পা দিয়া মাড়াইয়া চাপিয়া দিতে হয়। মুখ পর্য্যন্ত ভরা হইলে উপরে খড় কিংবা ঘাস চাপা দিয়া তাহার উপর মাটির চাব্‌ড়া বা অন্য কোন ভারী জিনিষ দিতে হয়। খড়ের গাদা প্রস্তুত করিলে সাইলোর উপর বেশ চাপ পড়ে। যখন "থরা" পড়ে এবং তাজা ঘাস বা অন্য তাজা খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয় তখন সাইলো খোলা হয় এবং ভিতরের 'সাইলেজ" প্রত্যেক গরুকে দৈনিক ২০ সের হারে খাইতে দিতে হয়। ১০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ১০ ফুট গভীর একটী সাইলো হইতে ২৭০ মন সাইলেজ পাওয়া যায়। তাহাতে ৬টী গরুর ৬ মাসের খাদ্য সংস্থান হয়।

কলাই এবং খইল প্রভৃতি।

সবুজ ঘাস বা অন্য কোন খাদ্য ছাড়া একটী দুগ্ধবতী গাভীকে কতখানি পোষ্টাই খাদ্য দেওয়া আবশ্যক তাহার মোটামুটি হিসাব এই যে তাহার শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার্থ দৈনিক ৪ পাউণ্ড ছাড়া প্রতি ৩ পাউণ্ড দুধে ১ পাউণ্ড করিয়া পোষ্টাই খাদ্য আবশ্যক। এই হিসাবে যে গাভী এক বিয়ানে ২,৫০০ পাউণ্ড দুধ দেয় তাহাকে প্রতিদিন ৭ পাউণ্ড পোষ্টাই খাবার দেওয়া আবশ্যক। এই হিসাবে খুবই মোটামুটি এবং বিভিন্ন খাদ্য অনুসারে তারতম্য করা উচিত। কারণ খাদ্য হিসাবে সকল রকম কলাই এবং খইল এক রকম গুণবিশিষ্ট নহে।

বাংলাদেশে মাটীকলাই, চূণি-ভূষি চাউল এবং সরিষার খইল সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। নিম্নে এই সকল সহজপ্রাপ্য পদার্থের খাদ্যতালিকা প্রদত্ত হইল।

দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য নির্ণয় করিতে সেই সময়ে সেই গাভীটী যতটুকু দুধ দেয় তাহা জানা আবশ্যক, কারণ দুধ প্রথমতঃ বাড়িতে থাকে পরে আবার কমিতে আরম্ভ করে।

গাভীর খাদ্য।—

	শরীর রক্ষার্থ।		প্রতি ৩ পাউণ্ড দুধের জন্য।	
	সেঃ	ছঃ।	সেঃ	ছঃ।
চূণি-ভূষি ...	০	৪	০	১
সিদ্ধ চাউল ...	১	০	০	৪
মাটী কলাই ...	০	১	০	২
সরিষার খইল ...	০	৪	০	১
লবণ ...	০	২	০	০

বলদের খাদ্য।—একটী সুপুষ্ট বলদ যে দুই বা ততোধিক রুগ্ন বলদের কাজ করিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। বলদকে ভালরূপ খাওয়াইলে যে চাষীর মোটের উপর লাভ হয় তাহা বুঝান সহজ, কারণ রুগ্ন, অনাহারক্লিষ্ট দুই জোড়া বলদের স্থলে এক জোড়া বলবান সুপুষ্ট বলদ রাখিলে সেই কাজ চলিতে পারে। খড় বা সাইলেজ ব্যতীত প্রত্যেক বলদকে প্রত্যহ নিম্নলিখিত খাদ্য দেওয়া উচিত :—

	সেঃ	ছঃ।
চূণি-ভূষি ...	১	৮
মাটীকলাই ...	০	৮
সরিষার খইল ...	০	৮
লবণ ...	০	২

বলদের যখন কাজ থাকে না তখন খাদ্য কমাইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নহে। তবে যদি অনেক দিন ধ'রে বেকার থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। ধান জমি কাদা করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই বলদের খাদ্য পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া উচিত। তাহাতে বলদগুলি এই কঠিন কাজের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে।

বাছুরের খাদ্য।—"গাভী এবং বাছুরের যত্ন" নামক প্রবন্ধে বাছুরের খাদ্য সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। মোটামুটি ১ বৎসর বয়স্ক বাছুরের নিম্নলিখিত খাদ্য আবশ্যক :—

চূণি-ভূষি ...	...	২ ছটাক।
তিষির খইল ...	...	৪ " ।
মাটীকলাই ...	...	২ " ।

তা ছাড়া খড় ৫ সের আন্দাজ।

এই বয়স হইতে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত খাদ্য ক্রমশঃ বড়িতে থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক হইলে :—

সরিষার খইল	...	৮ ছটাক।
মাটীকলাই	...	৪ " ।
চাউল সিদ্ধ	...	৪ " ।

তা' ছাড়া খড় যতখানি খাইতে পারে।

বাছুরের খাদ্য কম করিয়া দেওয়া আর একটি মস্ত ভ্রম। যাহাতে বাছুরগুলি সুস্থ সবল বলদ বা গাভীতে পরিণত হয় তাহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাছুরগুলি হইতে কোনরূপ আয় না হয় বলিয়া অনেকেই পয়সার খাতিরে এই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন এবং বাছুরগুলিকে যেমন তেমন করিয়া নিজের খাদ্য নিজে যোগাড় করিয়া খাইতে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

মনে রাখা উচিত যে এই বয়সটাই বৃদ্ধির সময়। এই সময়ে হাড় শক্ত হয় এবং শরীরের পরিপুষ্টি হয়। ইহা হইতে না পাইলে বাছুর সুস্থ ও সবল গরুতে পরিণত হইতে পারে না অনাহার মনে বৃদ্ধির অভাব, জীবনীশক্তি দুর্ব্বলতা এবং ব্যায়রামের আক্রমণ।

লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিলে প্রত্যেক চাষাই দেখিতে পাইবে যে গরুকে পুষ্টিকর উত্তম খাদ্য খাওয়ান সর্ব্বপ্রকারে লাভজনক।

লবণ।—প্রত্যেক প্রাণীর আহারের সহিত লবণ আবশ্যক। গরুকে লবণ খাওয়ানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় এই—এমন স্থানে একখণ্ড লবণের চাঁই ঝুলাইয়া রাখ যে গরুগুলি যখন

ইচ্ছা সেটি চাটিতে পারে। ইহা সন্তাবপর না হইলে খাদ্যের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া চলে। বাছুরের জন্য ১৷৷০ ছটাক হইতে, বলদের জন্য ২ ছটাক পর্য্যন্ত লবণ দেওয়া আবশ্যক।

গাভী এবং বাছুরের যত্ন।

স্নান করান।—গরুকে পরিচ্ছন্ন রাখা প্রত্যেক চাষীরই কর্ত্তব্য। (স্নান করান এবং গা মাজিয়া দেওয়া রোজকার নিয়ম হওয়া উচিত।) যে সকল ছোট কীট গরুর রক্ত খইয়া বাঁচে তাহাদের মারিবার জন্য স্নানের জলে ঔষধ মিশাইয়া দিলে গরুর স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। বর্ষাকালে আঁটালী বড়ই উপদ্রব করে এই গুলি স্বাস্থ্যের হানিকর, তা'ছাড়া নানাপ্রকার রোগের বীজ বহন করে। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ক'রে আঁটালী নিবারক ঔষধের জলে গাত্র মার্জ্জন করিয়া দেওয়া উচিত। বাজারে আঁটালী নিবারক অনেকগুলি ঔষধ প্রচলিত আছে। এগুলি ব্যবহারে পূর্ব্বে বহু পরিমাণ জলের সহিত মিলাইয়া লইতে হয়, কাজেই খরচ খুব বেশী পড়ে না।

স্নানের আর একটা ফল মাছি কাছে আসে না। মাছিগুলি অনবরত ত্যাক্ত করায় গরুর স্বাস্থ্যের হানি হয় এবং গাত্রচর্ম্মও ক্ষত বিক্ষত হয়।

গরুর ঘর।—গোয়ালঘরের মেজে যদি অপরিষ্কার হয় তাহা হইলে গরুকে স্নান করাইয়া পরিষ্কৃত করিবার সার্থকতা থাকে না। গোয়ালঘরের মেজে সাধারণতঃ মাটীতে তৈয়ারী করা হয়। কয়েক দিন অন্তর অন্তর গোবর লেপ দিয়া দিলে মেজেতে গর্ত্ত না হয় তদ্বিষয়ে নজর রাখিলে মাটীর মেজেতে বেশ কাজ চলে। মেজেতে গর্ত্ত হইলেই তথায় মলমূত্র প্রভৃতি আবর্জ্জনা জমে এবং ছারপোকা, আঁটালী প্রভৃতি সেই সকল স্থানে বাস করে এবং নানাবিধ রোগ আনয়ন করে।

সার নিক্ষেপের স্থান।—গোবর গোয়ালঘরের মেজেতে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকা উচিত নহে। গোয়ালঘর হইতে কিছু দূরে একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে নিক্ষেপ করাই প্রশস্ত উপায়। এই গর্ত্তের উপর একটী চালা উঠান খুব ভাল। তাহাতে বর্ষাকালে সার পদার্থ জলে ধুইয়া যায় না এবং গ্রীষ্মকালে রৌদ্রেও শুকায় না। এই গর্ত্তে গোবর ব্যতীত গৃহের এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তি স্থানে সমস্ত জঙ্গল এবং আবর্জ্জনা ফেলা চলে। ইহাতে স্থানটী পরিষ্কার থাকে উপরন্তু সার পদার্থ পরিমাণে এবং গুণে বাড়ে।

বাংলাদেশে গোয়ালঘর বড় ছোট। তাহাতে স্থানানুসারে অনেক অধিক গরু রাখা হয়। প্রত্যেক গরু স্বচ্ছন্দে শুইতে পারে এমন স্থান থাকা আবশ্যক। আর ঘরটী চওড়াও হওয়া আবশ্যক, যেন গরু শুইলে জাবের ম্যাছলা থাকার জন্য ঘাড় না বাঁকাইতে হয়।

চারিদিকে ঘেরা গোয়াল ভাল নহে। সহজে উঠাইয়া দেওয়া যায় এমন ঝাঁপের ব্যবস্থা থাকা ভাল। বর্ষার বৃষ্টিতে এবং বৈশাখের ঝড়ের সময় সেগুলি ফেলিয়া দেওয়া উচিত, তাহাতে বায়ু ও রৌদ্র অবাধে গোয়ালঘরে প্রবেশ করিতে পারে।

যদি বন্য পশুর ভয় না থাকে এবং আকাশ পরিষ্কার তাহা হইলে রাত্রি দিন গরু বাহিরে রাখা খুবই ভাল। কেবল খাওয়ার সময় এবং দুধ দোহাইবার সময় গোয়ালঘরে আনা উচিত তবে দুপুর রৌদ্রে ঘন ছায়াবিশিষ্ট গাছের তলায় আশ্রয় লইতে পারে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

পানীয়।—মানুষের জন্য যেমন বিশুদ্ধ টাট্‌কা জল আবশ্যক গরুর জন্যও সেইরূপ। একটা গরু দিনে ৩০।৪০ সের জল পান করে। অতএব পরিষ্কার জলের পুষ্করিণী নিকটে না থাকিলে, একটি পাত্রে পরিষ্কার জল রাখা উচিত। গৃহস্থের খুসীমত গরুর জলপানের ব্যবস্থা না হইয়া গরুর খুসি মত যাহাতে পান করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাই ভাল।

বাছুর।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাংলার গরু যে দুধ দেয় তাহা বাছুরের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে। এখানে ইহা ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে ভাল দুধাল বংশের (ষাঁড় আনানর দরুণ এবং ভাল করে দেখা শুনা করায়) প্রত্যেক গাভীর এক বিয়ানে অন্ততঃ ২,৫০০ পাউণ্ড দুধ দিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে।

বাছুরের যত্ন।—জন্মিবার পর প্রথম সপ্তাহ বাছুরকে প্রত্যহ ৩ সের করিয়া দুধ দিবে। তাহার পর ১০ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ ৩ সের করিয়া খাঁটী দুধ দিবে। বাছুরকে প্রথম থেকেই দুধ ছাড়ানর অনেকগুলি সুবিধা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান সুবিধা এই যে বাছুর কতটুকু খাইতে পাইতেছে তাহা জানিতে পারা যায়। বাংলাদেশে কিন্তু এই প্রথা কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন। কাজেই বাছুরের খাদ্য নিয়মিত করিবার জন্য গাভীর দুইটী বাঁট দুহিয়া লইয়া মানুষের কাজে লাগান উচিত। বাকী দুইটী বাছুরের জন্য রাখিয়া দেওয়া উচিত। প্রথম মাসে বাছুরকে তিনবার দুধ খাওয়ান উচিত, তারপর হইতে দিনে দুবার খাওয়াইলেই চলে। দুধ ছাড়া বাছুরকে দিনে এক ছটাক করে তিসির খইল। খাওয়ান ভাল। জন্মিবার ১০ সপ্তাহ পর হইতে বাছুরের জন্য একটী বাঁট রাখিলে চলিবে, তবে বাকী দুধের পরিবর্ত্তে পুষ্টিকর খাদ্য বাড়াইতে হইবে। তখন একটী বাঁটের দুধ ছাড়া দুই ছটাক চূণি-ভূষি এবং দুই ছটাক তিসির খইল দিতে হইবে।

বাছুরের বয়স ৬ মাস হইলে দুধ ছাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তখন শুক্‌না পোষ্টাই খাদ্যে মাটী কলাই দুই ছটাক যোগ করিয়া দেওয়া উচিত। এ ছাড়া খড় যত ইচ্ছা খাইতে পারে। এইরূপে এক বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে।

বৎসের জন্ম।

বকনার ভয় ভাঙ্গান।—বাছুর জন্মিবার কিছু সময় পূর্ব্ব হইতেই গোমাতা যাহাতে মানুষকে কাছে যাইতে দেয় এবং গায়ে হাত দিতে দেয় তাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। গোয়ালে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাকে স্থিরভাবে দাঁড়াইতে শেখান উচিত এবং বুরুষ দিয়া

গা ঘসিয়া দিতে এবং তাহার স্তনে হাত দিতে কোনরূপ আপত্তি না করে তাহা দেখা উচিত। স্তনে হাত দেওয়া অনেক গো-মাতা প্রথম আপত্তি করে, কাজেই বাছুর না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ সন্তান জন্মিলে তখন স্তন স্পর্শ করিতে দিতে আপত্তি করা খুবই স্বাভাবিক, তাহাতে ঠুনকো জ্বর এবং আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা বেশী। দুধ দোহাইবার সময় অনেক স্থলে গো-মাতা পশ্চাতের পা দড়ি দিয়া বাঁধিতে দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলেই বৎস জন্মিবার পূর্ব্বে স্তনে হাত দেওয়ার অভ্যাস না থাকায় এই উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

সন্তান সম্ভাবনার সময় গাভীকে খুব যত্নে রাখা আবশ্যক। কারণ, এই সময়ে দুর্ব্ব্যবহার করিলে গাভীর নানা রকম বদ্‌চাল এবং বদখেয়াল জন্মিয়া থাকে আর একবার জন্মিলে সেগুলি বরাবর থাকিয়া যায়। প্রসবের সময় পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য। বৎস জন্মিলে তাহাকে শুকনা পরিষ্কার গোয়ালে রক্ষা করিবে, নতুবা গাভীর ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা।

(ক্রমশঃ)

লাহার চাষ।

(শ্রীহেরম্বনাথ ভাদুড়ী)

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দেশের মধ্যে বাংলায় অনেক প্রকারের চাষ হইতেছে, কেবলমাত্র লাহার চাষের অভাব আছে। বাংলার অধিকাংশ লোকেই এবং কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ইহার মর্ম্ম কেহই অবগত নহেন, কিম্বা অবগত থাকিলেও চাষের চেষ্টা কেহই করেন নাই। ইহা অত্যন্ত লাভবান এবং অতি অল্প খরচে অল্প দিনের মধ্যেই জন্মাইতে পারেন। প্রথম বৎসর চাষ আরম্ভ করিয়া চারি বৎসরের পরই প্রতি গাছে কিছু কিছু আয় হইতে থাকে এবং গাছগুলি ক্রমশঃ যত বড় হইবে এবং গাছের ডাল যত বেশী হইবে আয়ের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে। বাংলায় মুর্শিদাবাদে ও ২৪ পরগণার মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে লাহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

বাংলাদেশে যে সকল গাছে লাহা জন্মাইতে পারে নিম্নে তাহার নাম উল্লেখ করা গেল।

কুল, কুসুম গাছ, পলাশ দুই প্রকার, ডুমুর, বট, অসথ, বাবলা, অড়হর প্রভৃতি গাছে লাহা জন্মাইয়া থাকে।

কুল গাছের চাষের সম্বন্ধে পাঠক মহাশয়গণের বোধ গম্য করাইবার জন্য নিম্নে একটু আভাস দেওয়া হইতেছে। কুল চাষের জন্য জমি চাষ দিয়া লম্বে ও প্রস্থে সমান্তরাল ভাবে ১০ দশ হাত অর্থাৎ ১৫ পনের ফুট অন্তর এক একটি ১ হাত গর্ত্ত করিয়া মাটি ও গোবর সার

দিয়া ভর্ত্তি করিয়া তাহার মধ্যে তিনটি করিয়া কুলের বীজ পুঁতিয়া যাইবেন যদি সুবিধা থাকে তাহা হইলে গর্ত্তর প্রথমে ঐ সকল গর্ত্তর মধ্যে ইঁটের টুকরা দিয়া পরে মাটি দিয়া ভর্ত্তি করিয়া কুলের বীজ পুঁতিলে অল্পদিনের মধ্যে কুলগাছগুলি বেশী বাড়িয়া উঠে এবং তেজস্কর হয়। গর্ত্তগুলি চিনিতে ভুল না হয় এজন্য একহাত লম্বা একখানি কঞ্চি ঐ গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলে সহজেই গর্ত্তগুলি চিনিয়া লওয়া যাইবে। প্রথম বৎসরে গাছগুলি একটু বড় হইলে বৈশাখ মাসে বৃষ্টির পরে জমির সমান সমুদয় গাছের গোড়া কাটিয়া দিলে ঐ গোড়া হইতে বলবান গাছ বাহির হইবে; সেইগুলি অল্প দিনের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিলে এইরূপ সমুদয় গাছ সমানভাবে কাটিয়া দিলে যে বলবান তেউড় বাহির হইবে তাহাতে চারি বৎসর পরেই লাহার বীজ ছাড়া যাইতে পারিবে।

অড়হরের গাছে লাহার চাষ।

জমি ভাল রকম চাষ করিয়া ঐ সকল জমিতে গোবর সার দিয়া বৈশাখ মাসে যে সময় আশুধান্য অর্থাৎ প্রচলিত কথায় যাহাকে আউস ধান বলে সেই সময় ধানের সঙ্গে ধান ও অড়হর একত্রে ক্ষেত্রে ফেলিলেই চলিবে। ধান ও অড়হরের গাছ এক সঙ্গেই হইবে অথবা ধানের সঙ্গে একত্রে না বুনিয়া আলাহিদা অর্থাৎ পৃথক ভাবে বুনিলেও হইতে পারে। ধান ভাদ্র মাসে কাটিয়া লইবে কেবল অড়হর গাছ থাকিবে। সেই সময় লাহার চাষ চলিবে। অড়হরের চাষ করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, যে জমিতে অড়হরের চাষ হইবে সেই জমিতে বর্ষাকালে বৃষ্টির কিম্বা বন্যার জল না দাঁড়ায়। অড়হরের ক্ষেত্রের মধ্যে জল দাঁড়াইলে সমুদয় গাছ মরিয়া যাইবে এজন্য চাষের পূর্ব্বে উঁচু জমি বাছিয়া লইতে হইবে। জমিতে সার দিলে গাছগুলি তেজস্কর হইবে সুতরাং গাছ বড় এবং মোটা হইলে লাহার পরিমাণও বেশী হইবে।

লাহার চাষের জন্য কুলের চাষ করিতে হইলে ভাল কুল লাগাইলে ক্ষেত্র স্বামির আরও কিছু লাভ হইতে পারে কুলের বীজ লাগাইলে কুল বিক্রি হইবে তাহাতেও একটী আয় হইবে পরে ঐ সকল গাছে লাহা ছাড়া হইলে আর একটি আয় হইতে পারে।

লাহার বীজ ছাড়িবার নিয়ম।

লাহার বীজে এক রকম পোকা মাকড়সার ডিম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ঐ সকল পোকা কুলগাছের ডালে থাকে এবং যতপ্রকার গাছে লাহা জন্মাইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ সকল ডাল দেড় কিম্বা দুই হাত পরিমাণে লম্বা রাখিয়া কাটিতে হইবে এবং এক একটী গাছে যেখান হইতে দুই তিনটি ডাল বাহির হইয়া সরলভাবে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে সেই সকল স্থানে ঐ লাহার বীজ সংলগ্ন কাঠি সমুদয় ঐ সকল স্থানে ৩।৪ তিন চারিখানা একত্র করিয়া লম্বাভাবে দাঁড় করিয়া রাখিতে হইবে, ৮।১০ আট দশ দিনের মধ্যে ঐ সকল লাহার পোকা যে গাছে লাহার বীজ বসান হইবে সেই গাছের সব ২ নূতন ২ ডালে বসিয়া যাইবে। পনের ষোল দিন পরে দেখিতে পাইবেন গাছের ডালের চতুর্দ্দিকে নানা রং হইয়া গিয়াছে এখন বুঝিতে পারিবেন যে পোকা ডালে

বসিয়া গিয়াছে। যে সকল গাছে লাহার বীজ ছাড়া হইবে ডাল অল্প এবং গাছগুলি ছোট হইলে এক পয়সা হইতে আধলার পরিমাণে ছাড়িলেই হইবে। গাছ বড় হইলে সাত সের আট সের, দশ সের পর্য্যন্তও ছাড়িতে হইবে। কুল কুসুম এবং যে সমস্ত গাছে লাহা হয় সেই সকল গাছের বীজ সংলগ্ন কাঠি সমেত ওজন হইয়া সের হিসাবে বিক্রিত হইয়া থাকে। দিন দিন ঐ সকল ডালের ছালের রস খাইয়া ক্রমশঃ পোকাগুলি বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাদের বাসা নির্ম্মাণ করে ঐ বাসা পরে লাহায় পরিণত হইয়া থাকে। যে সকল গাছে লাহা জন্মাইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তৎসমুদয় গাছে এক সময়েই লাহার বীজ পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে বসাইতে হইবে কার্ত্তিক মাসের শেষে কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ সকল পোকা তাহাদের বাসা কাটিয়া বাহির হইয়াছে। সেই সময় গাছের ডাল কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত মতে ঐ নিয়মে নূতন গাছে বসাইতে হইবে। গাছের কুল শেষ হইয়া গেলে বৈশাখ মাসের শেষভাগে কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই যখন গাছে নূতন পাতা বাহির হইবে সেই সময় দেখিতে পাইবেন যে, লাহার রং লাল হইয়াছে, সেই সময় কুল এবং সমুদয় প্রকারের গাছের লাহা একই সময় কাটিতে হইবে।

কুলগাছ যত দিন পর্য্যন্ত ছোট থাকে তাহার মধ্যে অন্য ফসল চাষ করিতে পারা যায়; ইহাতে কুলগাছের পক্ষে ভাল হয়, কারণ চাষের সময় গাছের গোড়া আল্গা হয় এজন্য শীঘ্র ২ বাড়িয়া উঠে।

লাহার বীজ সমস্ত ডালে লাগিয়া যাওয়ার দুই মাস পরেই ঐ সকল ডালের গায়ে যেখানে ২ লাহার পোকা বসিয়া গিয়াছে সেই সকল স্থানে ডালের গায়ে তুলার মত হইয়া যায় এই তুলার মত দাগগুলি ৪।৫ চারি পাঁচবার হইয়া পড়িয়া যাইবে। পড়িয়া যাওয়ার পরে তখন লাহার প্রকৃত লাল রং বাহির হইবে। এই সময় বৃষ্টি হইলে লাহার কার্য্যে বিশেষ উপকার হয়। বেশী গরম পড়িলে লাহা গলিয়া পড়িয়া যায়।

লাহার বীজ রাখিবার নিয়ম—বহুগাছে লাহার বীজ ছাড়িলে পরবৎসরের জন্য ঐ সকল গাছে ঐ সময়ে লাহার বীজ ছাড়িতে হইবে। সেই জন্য গাছগুলি দেখিয়া যে সমস্ত গাছে লাহা ছাড়া হইয়াছে তাহার মধ্যে যে সকল গাছে সমুদয় ডালে লাহা ভাল লাগে নাই অথচ কিছু কিছু আছে সেই সমুদয় ডাল না কাটিয়া বীজের জন্য ঐ সকল ডাল রাখিয়া আষাঢ় মাসে ঐ রূপ দেড় হাত পরিমাণে কাটিয়া অন্য গাছে পূর্ব্ব প্রকারে লাগাইতে হইবে এবং কার্ত্তিক মাসের শেষ কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে নূতন ২ গাছে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে লাগাইয়া দিতে হইবে। এই লাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই হইবে। মাঘ মাসের মধ্যে এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসের মধ্যে বৃষ্টি হইলে লাহা ভাল হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টি এবং বেশী রৌদ্র হইলে লাহা ডাল হইতে গলিয়া পড়িয়া যায় তাহাতে কৃষকের ক্ষতির কারণ হয়।

কুসমি লাহা—কুসুম গাছে যে লাহা জন্মায় তাহাকে কুসমি লাহা বলে। কুসুম গাছের

এবং পলাস গাছের লাহার দর অন্য গাছের লাহা অপেক্ষা বেশী মূল্যে বিক্রি হইয়া থাকে, কারণ তাহার রং সকল লাহা অপেক্ষা ভাল এবং উজ্জ্বল। কুসুম গাছ বাংলার সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না কুসুমের বীজে গাছ জন্মাইয়া থাকে। ধংভূম, সিংভূম, বরাভূম প্রভৃতি দেশে অনেক কুসুম গাছ আছে সেই সকল দেশ হইতে কুসুম গাছের বীজ সংগ্রহ করিতে হয় কুসুমের গাছ বড় হইতে ৮।১০ আট দশ বৎসর সময় লাগে এতদিন অপেক্ষা করিতে হয়। গাছ বড় হইলে একটী গাছে ১০০।১৫০ একশত হইতে দেড়শত টাকার লাহা জন্মাইয়া থাকে ৪.৫ চারিহাত পাঁচহাত পরিমাণে মোটা হইয়া থাকে। কুসুমের বীজে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে সেই তৈল জ্বালান যাইতে পারে। সিংভূম, মানভূম, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের লোকেরা ইহার তৈল প্রস্তুত করিয়া প্রদীপে জ্বালায় এবং মাখিয়া থাকে। ভিন্ন ২ দেশীয় নাবিকগণ নানা দেশ বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া বীজ এবং গাছ আনিয়া আমাদের বাংলাদেশে চাষ করিয়াছে যেমন (ব্যাটেভিয়া) হইতে বাতাবি লেবু, মাটাবান হইতে মর্ত্তমান কলা এই প্রকার আরও কত প্রকারের গাছ নানা দ্বীপ হইতে। আনিয়া বাংলার লোকের কত উপকার করিয়াছে। সকল বিষয়ের যত্ন ও একাগ্রতা থকিলে সমস্তই হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

বেগুন চাষ।

এদেশে বেগুনের চাষ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ ও আরব দেশই ইহার আদি জন্মস্থান। অধুনা সমস্ত দেশেই ইহার চাষ হইতেছে। আমরা ইহার চাষ সম্বন্ধে বিবৃত করিতেছি। ইহা সোলানেসি (Solanaceæ) বর্গের অন্তর্গত। এতদ্দেশে বেগুণের দুইটী জাতি দৃষ্ট হয়। যথা—মুক্তকেশী, মাকড়া, ছাতারে, এলোকেশী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের আকার গোল।

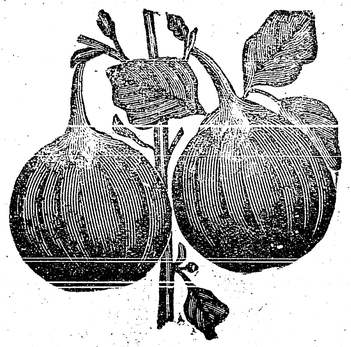

মাকড়া বেগুন।

২য় শ্রেণীর ফলের আকৃতি লম্বা—ইহাকেই কুলি বেগুন বলিয়া থাকে। ইহার ফল গোছা গোছা ভাবে ফলিয়া থাকে।

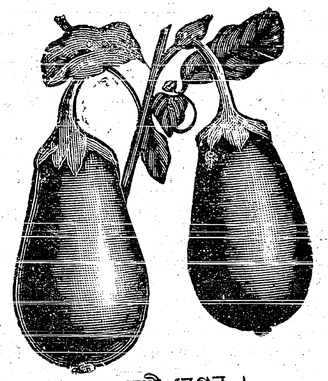

মুক্তকেশী বেগুন।



কুলি জাতীয় গোয়ালন্দের লম্বা বেগুন।

চৈত্র বা কুলি বেগুনকে কোন কোন উদ্ভিদ্‌বিৎ Solanum longum এবং গোল বেগুনকে Solanum Melongena বলিয়া থাকেন। ফলতঃ উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রকারগত (Specific) পার্থক্য না থাকিলেও উহা যে অপরিবর্ত্তনশীল ভেদগত (varietal) পার্থক্য, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

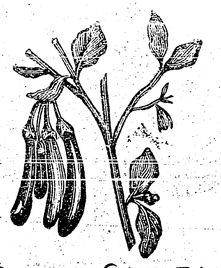

চৈতে বা কুলি বেগুন।

সংস্কৃতে বেগুনের নাম বার্ত্তাকু। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে অনেক স্থলে ইহাকে ভাঁটা বলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা ওয়াঙ্গম নামে পরিচিত। নিম্নবঙ্গের উষ্ণমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যন্ত শীতপ্রধান স্থানেও বেগুন উৎপাদিত হইতে দেখা যায়।

বেগুন বসন্ত ও শীত উভয় ঋতুতেই ফলে। একই গাছে পৌষ মাসের উৎপন্ন ফলে যত খোসা পাতলা এবং আস্বাদনে মধুর হইবে, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের সেই গাছের ফলে, তাহার ছাল দ্বিগুণ পুরু ও আস্বাদনে অনেক তফাৎ হইবে। এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত একই ক্ষেত্রে বৎসরান্তে বৈশাখ মাসে গাছের ডাল ছাঁটিয়া দিয়া ক্ষেত্রটিতে নূতন করিয়া চাষ, সার, এবং বর্ষাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল সেচন দ্বারা গাছকে জীবিত রাখিলে, অসময়ে ন্যূনাধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। অসময়ের বেগুনে লাভও যথেষ্ট হয়।

খুব তেজস্কর জমিতে বেগুনের গাছ বড় হয়, ফল কম হয়। সেই জন্য বেগুনের চাষের পক্ষে দোয়াঁশ আলোচ্চ মাঠান জমি, ঠিক করিয়া লইয়া, তৎপরে গোয়ালের সার, কাঠের ছাই, পুষ্করিণীর পাঁক, গৃহের গাত্রের লোণা, মাটি, যে দিন যে পরিমাণ সংগৃহীত হইবে, তাহাই প্রত্যহ ক্ষেতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রটি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিলে জমি খুব তেজস্কর হইয়া থাকে। যেমন প্রথম বৈশাখে নূতন বৃষ্টি হইবে অমনি পুনরায় ঐ ক্ষেতকে ৪।৫ বার দীর্ঘ প্রস্থে লাঙ্গল ও উত্তমরূপে মই দিয়া মাটি সমতল, ধূলিবৎ ও তৃণ শূন্য করিয়া রাখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বা মধ্যোমধ্যি জমিতে যো হইলেই বেগুনের চারা রোপণ করিতে হয়।

ফলনের সময় হিসাবে ইহা তিন প্রকার (১) আউসে (২) পৌষে এবং (৩) চৈতে। আউসে বেগুণের জ্যৈষ্ঠ মাসে চারা পুতিয়া ভাদ্রের মধ্যে ফল ধরে। পৌষে বেগুণের শ্রাবণ ভাদ্রে চারা বসাইয়া শীতকালে ফল হয় এবং চৈতে বেগুণের ফল চৈত্রেই হয়। মাঘ মাসের মধ্যেই ইহা রোপণ করা দরকার। ইহার গাছ খুব ঝাড়াল না হইলে প্রতি গাঁইটে থলো থলো বেগুন ফলে। বেগুনগুলি লম্বাকৃতি ও ইহাতে শাঁস অধিক থাকে না।

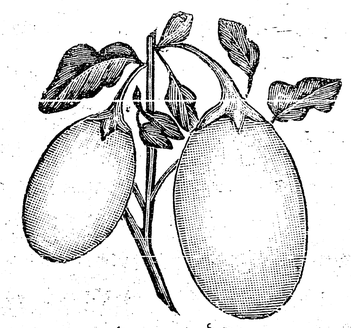

সাদা আউস ও পৌষীয় বেগুন।

শাদা বেগুন প্রায়ই মুক্তকেশীর আকারের। ফলন প্রায় মুক্তকেশীর মত। মুক্তকেশীর মত খোসা পাতলা, খাইতেও সুস্বাদু, ইহার আউস ও পৌষ দুইটি খন্দই পাওয়া যায়। ইহার বিশেষত্ব এই যে মুক্তকেশী অপেক্ষা ইহার গাছ ফলে কম ও কাঁটা হয়, কোন কোন গাছে আদৌ কাঁটা হয় না।

এদেশে প্রায়ই গৃহস্থের আঙ্গিনা বা উঠানের এক পার্শ্বে অথবা গোয়াল ঘরের ধারে, ৪ ৫ হাত চতুষ্কোণ বিশিষ্ট উচ্চ জমি কোপাইয়া হাপর প্রস্তুত করা হয়। ঐ হাপরে আন্দাজ মত সার এবং ঘুটের ছাই মিশাইতে হয়। ঐ হাপরে অন্য কোন প্রকার সার না দিলেও চলিতে পারে, কারণ যে স্থানে হাপর প্রস্তুত করিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইল, ঐ স্থান গুলি স্বভাবতঃই গৃহ এবং গোয়াল পরিত্যক্ত সারে, অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া থাকে। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, চারা যত মধ্যমাকার খাট খাট, ঝাড়াল ও শক্ত হইবে, সেই চারাই বেশী দিন স্থায়ী হইয়া সুফল প্রদান করিবে। ধাপাল চারার গাছ অধিক দিন বাঁচে না। বীজতলা বা হাপর ছায়াতে হইলে চারাগুলি লম্বা হইয়া উঠে কিন্তু ভাল তাত বাত সহিষ্ণু হয় না। চারাগুলি ক্ষেতে বসাইবার পূর্ব্বে নিয়মিত রৌদ্র জল খাওয়াইয়া বেশ টেকসহি করিয়া লইতে হয়। চারাগুলি কোমল অবস্থায় প্রখর রৌদ্র বা অত্যধিক বর্ষণ সহ্য করিতে পারে না সেইজন্য তাহাদের রক্ষা করিতে নারিকেল পাতা প্রভৃতির আচ্ছাদন আবশ্যক। আচ্ছাদন, সকাল সন্ধ্যা বা আবশ্যক মত খুলিয়া দিতে হয়। ৪ হাত ৪ হাত পরিমিত স্থানে ২॥ তোলা বেগুন বীজ বপন করা চলে। ইহাতে যে চারা উৎপন্ন হইবে তাহাতে ১ বিঘা জমির চাষ হইবে।

বেগুণ বীজ মাদা দিবার দিন হইতে একমাস মধ্যে রোপণযোগ্য হয়। অল্প জল ছিটাইয়া বেগুণের বীজ হাপরে বুনিয়া তাহার উপর আধ ইঞ্চি আন্দাজ ধূলিবৎ মাটি দিয়া আস্তে চাপিয়া দিতে হয়। বীজতলির উপর বিচালী (খড়) দিয়া জল সিঞ্চন করিলে অঙ্কুর ফুটিবার সহায়তা হয়, কারণ ইহাতে প্রথমতঃ বীজ অঙ্কুরিত হইবার উপযুক্ত উত্তাপ সংরক্ষিত হয়, দ্বিতীয়তঃ খোলা মাটীর উপর জল পড়িলে মৃত্তিকা মধ্যস্থিত বায়ু চলাচলের ছিদ্র পথগুলি বুজিয়া যায় এবং উপরের মাটী কঠিন হইয়া অনেক বীজ ফুটিয়া উপরে উঠিতে পারে না। বৃষ্টি না হইলে প্রতি অপরাহ্নে তলায় সামান্য জল ছিটান দরকার।

রোপণ প্রণালী—হাপরে চারাগুলি ১০।১২ আঙ্গুল বড় হইয়া উঠিলে, তখন উহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুতীকৃত ক্ষেত্রে নাড়িয়া পুতিতে হয়। অধিক লম্বা চারা পোতা ভাল নয়। ক্ষেতে চারা নাড়িয়া পুতিবার সময়, একগাছি লম্বা রসি লইয়া ঐ ক্ষেতের উপর লাইন বন্দী করতঃ ২ বা ১৸০ হাত অন্তর ঠিক সমান দূরত্ব রাখিয়া এক একটি চারা গর্ত্ত মধ্যে পুতিতে হইবে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে উহাদের মূল শিকড়ের অগ্রভাগ সহিত অন্যান্য সরু সরু শিকড় গুলিও ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাকে (Root pruning) 'খাশি' করা বলে। খাশি করা গাছের তেজ অধিক ও ফল বড় হয়। কিন্তু অত্যাধিক শিকড় ছাঁটিলে চারা মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। চারা রোপণের সময় কোন একটি পাত্রে কতকটা

ঘুঁটের ছাই নিজের কাছে রাখিতে হয়। কোন কোন চাষীর বিশ্বাস যে, প্রত্যেক চারাটি পুতিবার পূর্ব্বে ঐ চারার মূলে ছাই মাখাইয়া রোপণ করিতে পারিলে, গাছে বড় একটা পোকা ধরে না। ইহাতে গাছ খুব ভাল হয়। চারা যদি এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার অভ্যবহীত পরেই পোতা যায় তবে সে চারা প্রায়ই মরে না। জুলি কাটিয়া আল বাঁধিয়া, আলের মধ্যে নাবী বেগুণের চারা রোপিত হয়। জলদি বেগুণ সমতল ক্ষেত্রেই বসান যাইতে পারে। পরে আল বাঁধিয়া দিলে চলে। চারা বসাইবার ১০।১২ দিন কোদাল দিয়া মাটি চৌরস করিয়া দিতে হয়। এই সময়েই যেখানে চারা মরিয়া গিয়াছে সেখানে নূতন চারা বসাইতে পারা যায়। আবার ১ পক্ষ পরে কোদাল দিয়া আইল ঠিক করিয়া দিতে হয়। সময় মত বৃষ্টি না হইলে কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত জল সেচন করিবার আবশ্যক হয় না। তাহার পর মাসে প্রায় একবার জল সেচন করিবার দরকার হয়। ফল ধরিতে আরম্ভ হইলেই গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। তাহা হইলে গাছ বেশ সতেজ হয়।

তরকারির মধ্যে বেগুন একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য-প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম, বাঙলা, উড়িষ্যা সকল স্থানে বিভিন্ন জল হাওয়ায় জন্মায়। বারাণসীর পর পারে রামনগরে অতি সুস্বাদু এবং সুবৃহৎ বেগুন জন্মে। পূর্ব্ববঙ্গের রঙপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে কোন কোন প্রকারের বেগুন একটা কুমড়ার মত বড় হয়। এমেরিকান ছয় সেরি একপ্রকার বেগুন সম্প্রতি আমেরিকা হইতে আসিয়াছে।

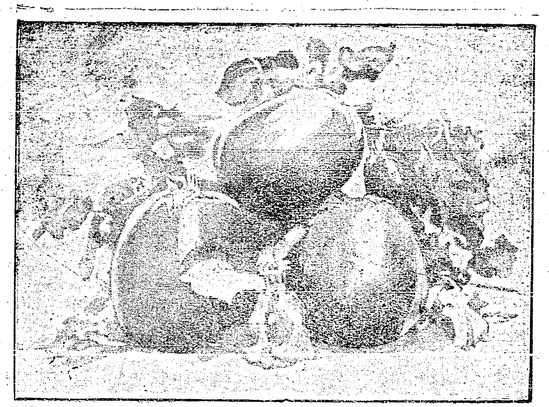

এমেরিকান ছয় সেরি বেগুন।

ইহার মত বড় বেগুন এদেশে কোথাও ফলে না। এদেশের বিশেষতঃ বাঙলার বেগুন বড় ফাঁপা সুতরাং বড় হইলেও ওজনে কম হয়। এমেরিকার এই বেগুন নিরেট এবং ভারি। একটা বেগুন ওজনে ছয় সের পর্য্যন্ত হয়। খাইতে সুস্বাদু, বেণারসের বেগুন ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট। এই এমেরিকান বেগুনের একটা প্রধান গুণ এই যে ইহার

গাছের ডালে, পাতায় ও ফলের বোঁটায় আদৌ কাঁটা হয় না। ইহার গাছ খুব ঝাড়াল হয়, বড় উঁচু হয় না। গাছে কিন্তু ৪ কিম্বা ৫ টার অধিক ফল হয় না এবং অধিক দিন ধরিয়া ফলে না। বিশেষ যত্ন না করিলে সব বেগুন সমান বড় হইবে না। দেশী বেগুনের ফল ছোট হইলেও ফলে অনেক বেশী। ব্যবসায়ের হিসাবে এদেশে দেশী বেগুনের চাষই আয়কর। এমেরিকান বেগুনের গাছ শীত ফুরাইলে মরিয়া যায়, কিন্তু দেশী বেগুন বারমাস রাখিলেও থাকে ও ফল দেয়।

গোল্লালন্দের লম্বা বেগুন। এই বেগুন চৈতে বা কুলি বেগুনের মত হইলেও ইহা অপেক্ষা লম্বায় অনেক বড়, কুলি বেগুনের অপেক্ষা মোটা, ইহা ভূতকেশী প্রভৃতির ন্যায় পৌষ মাসেই ফলে। কুলী বেগুনের সহিত অনেক পার্থক্য থাকিলেও গাছ এবং ফলে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। চৈতে বেগুন হিসাবে ইহার চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চৈত্র মাসে ফলিলে ইহার ফল ছোট হয়। ইহা কুলি বেগুনের মত থলো থলো ফলে না।

বেগুন ক্ষেত তৈয়ারী করিবার সময় তাহাতে মাটি, গোবর ও ছাই প্রভৃতি মিশ্র সার দিবার কথা বলা হইয়াছে। বেগুন ক্ষেতে সরিষার খৈল দিলে ফলন খুব বাড়ে। ক্ষেতে চারা বসাইবার পর চারা দেড় বা দুই ফুট বড় হইলে ক্ষেত কোপাইয়া বা ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া গাছের গোড়ায় সরিষার খৈল দিতে হয়। সরিষার খৈল পচাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষেতে ইতিপূর্ব্বে অন্য সার দেওয়া থাকিলে এক্ষণে ১ মণ খৈল সারই যথেষ্ট। বেগুনের চারা বসাইয়া তিন চারিটি পাতা বাহির হইলেই গোড়ায় মাটি দিয়া ভাঁটি টানিয়া দিতে হয়। সার দিয়া দুনরায় আর একবার এবং আবশ্যকমত মধ্যে একবার গোড়ায় মাটি দিতে হয়। প্রত্যেক গাছে এক ছটাক হিসাবে পচা খৈল সার দিলে উপযুক্ত পরিমাণ ফল হয়। খৈল সার মাটির সহিত মিশাইয়া একেবারে না দিয়া দুই তিন বারে প্রয়োগ করা ভাল। গাছের গোড়ায় জল বসিলে বা গোড়া বাতাসে নড়িতে থাকিলে বেগুন গাছ ফলে না। বেগুন ক্ষেতে জলনিকাশি পয়োনাল ঠিক থাকা চাই।

প্রতি মরসুমে একটা সতেজ বেগুন গাছ হইতে ১০০ শত বড় ফল নিশ্চই আশা করা যায়। প্রত্যেক বিঘায় ১৬০০ শত বেগুন চারা বসিতে পারে। সব গাছ সমান ফলে না, দুই দশটি গাছ মরিয়া যায়, সকল গাছের ফল বেশ বড় হয় না। কতকগুলা ফল শুকাইয়া ও পচিয়া নষ্ট হয়, যাহা হউক হাজা, পচা ও পোকা খাওয়া কানা বেগুন বাদ দিলেও এক বিঘা বেগুন চাষ করিয়া ৬০।৭০ মণ বেগুন উৎপন্ন হইতে পারে। কলিকাতা বা কলিকাতার নিকটে ১ মণ বেগুনের পাইকারী দর কখন ১৲ টাকার কম হয় না। বরং দর আরও বাড়িয়াছে। খরচ বাদে ফলনের তারতম্য অনুসারে এক বিঘা বেগুন চাষ হইতে ৪৫৲ হইতে ৫০৲ টাকা মুনফা হইতে পারে।

বেগুনের ব্যাধির মধ্যে কাণ্ডে, শাখায় ও ফলে পোকা লাগা অন্যতম। কাণ্ডের কীড়া শ্বেতবর্ণ, প্রজাপতি ধূসর বর্ণ। কাণ্ডের নিম্ন অংশেই ইহা দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারাই ফসলের

সমধিক অপকার হয়। শাখার পোকা সাধারণতঃ উপরের কোমল শাখা সমূহে দৃষ্ট হয়। ইহার কীড়া শ্বেতবর্ণ; প্রজাপতি শ্বেতবর্ণ সবুজ দাগ বিশিষ্ট পক্ষযুক্ত। বেগুনের ফলের পোকার কীড়া ঈষৎ পিঙ্গলাভা বিশিষ্ট; প্রজাপতি শ্বেতবর্ণ ও ধূসর কাল রঙের ফোঁটাযুক্ত পক্ষ বিশিষ্ট। এই সমুদায়ের প্রতিকার—আক্রান্ত গাছ সকল তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা। ক্ষেত্রের নিকটে বন বেগুন, কন্টিকারী প্রভৃতির গাছ থাকিলেও সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। কারণ অনেক সময়ে ঐ সমুদয় গাছ হইতে পোকা আসিয়া বেগুন গাছ আক্রমণ করিয়া থাকে।

ছত্রক রোগের মধ্যে 'ঝলসানো' ও 'ডুমনী মারা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ জমিতে জল বসিয়াই এই সকল রোগের জীবাণুর পরিপুষ্টির সহায়তা করে। সাধারণ কৃষকের বিশ্বাস যে, বেগুনের মূল শিকড় না কাটিয়া দিলে এই সকল রোগের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ইহা অমূলক। অবশ্য জমি কোপাইবার সময় শিকড় কাটিয়া গেলে জীবাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের সুবিধা হয়। তৎপরে তন্তু মধ্যে প্রবেশ করিলে জীবাণুকে নিরাকরণ করা একপ্রকার অসম্ভব। যে স্থলে এই ফসল ধ্বংসী রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে সে স্থানে ২।১ বৎসর বেগুন চাষ না করাই ভাল। আর সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে তিন বৎসর বাদে একই জমিতে বেগুন চাষ করিলে ফসল ভাল হয় ও পোকার ভয় থাকে না। এক প্রকার পোকা আছে তাহা বেগুন লাউ, কুমড়া করলা, ঝিঙ্গা, প্রভৃতিরও অনিষ্ট করে। পোকার কীড়া প্রথমাবস্থায় সবুজ রঙের, গায়ে কাঁটা থাকে, তাই ইহার নাম কাঁটালে পোকা, ইহারা পাতা কুরিয়া খাইয়া ঝাঁজরা করিয়া দেয়। পোকাক্রান্ত পাতা ভাল করিয়া পুড়ান বা কেরোসিন তৈল জলে ফেলিয়া পোকা মারা ছাড়া উপায়ন্তর নাই। পোকাকে অবাধে বড়িতে দিলে অতি সত্বরে ক্ষেতটি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। *



* দেশী বিলাতী যাবতীয় বেগুনের বীজের জন্য কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ "ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের নিকট পত্র লিখুন।

সার।

(শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভৌমিক)

আমাদের এই স্বর্ণপ্রসু ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে কৃষি কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। প্রাণী জগতে যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, উদ্ভিজ্জগতেও ঠিক সেরূপ আবশ্যক আছে। যদিও ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গভূমির মাটী স্বাভাবিক উর্ব্বরা তথাপি বৎসরের পর বৎসর এরূপ বিনা সারে চাষ হওয়ায় ক্রমশঃ উদ্ভিজ্জীবনের পুষ্টিবর্দ্ধক মাল্‌মসলা কমিয়া আসিতেছে, এ বিষয়ে এখনও দৃষ্টি ভাল করিয়া পড়ে নাই পূর্ব্বে যে সার মোটেই ব্যবহৃত হইত না তাহা মনে করা ভ্রম। আগে গোবর সার খুবই প্রচলিত ছিল। অধুনা গোবরের বেশী ভাগ পোড়াইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন রবিশস্য গম, চাউল পাট তামাক প্রভৃতি রপ্তানি ব্যবসার জন্য বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতেও ক্রমশঃ মাটীর সঞ্চিত উদ্ভিদের খাদ্য কমিয়া আসিতেছে। শত শত বৎসর ধরিয়া চাষ করিয়া ক্রমশঃ যখন উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতেছে সার প্রয়োগ করিলে যখন সেই দোষ নিবারণ হয়, তখন তাহা প্রয়োগে লাভ ভিন্ন বোধ হয় ক্ষতি নাই। সরকারী কৃষি ফার্ম্মে সব্জী সার, (Green-manure) খোল, হাড়ের গুঁড়া, মাছের কাঁটা, নাইট্রেট অব্ সোডা, সালফেট অব এমোনিয়া, ফসফেট (Phosphates) প্রভৃতি সার প্রয়োগের পরীক্ষা এবং গবেষণা হইয়াছে। প্রত্যেক চাষীকে বোঝাইবার চেষ্টা হইতেছে যে গোবর যেন তাহারা বৃথা নষ্ট না করে। ইহার সার জমীর বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য সার এবং গোবর যাহাতে কৃষকেরা ব্যবহার করে তাহার প্রচলনের জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বিভাগীয় কৃষিকর্ম্মচারীগণ এই বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দান করিতে ও সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

যাহাতে শস্য পরিমাণে অধিক উৎপন্ন হয় সে বিষয়েও চেষ্টা চলিতেছে। গভীর চাষ যাহাতে বিস্তৃত হয় তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু বেশী গভীর চাষ হইলেই ক্রমশঃ মাটীর উদ্ভিদের উপযোগী খাদ্য ফুরাইয়া আসে। সুতরাং সেই অভাব মোচনের জন্য সার দিতেই হইবে। সার দিলে যে বেশী উৎপন্ন হয় তাহার প্রমাণ দিতেছি। কোইম্‌বাটুর গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সার প্রয়োগে আক অনেক বেশী উৎপন্ন হয়। শতকরা পঞ্চাশ হইতে একশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা পরীক্ষিত সত্য। সারা ভারতের অনেক স্থলের মাটীতেই নাইট্রোজেন নামক উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের অভাব উপলক্ষিত হইতেছে। ফসফেটের অভাব কমই জমিতে আছে। অল্প জমীর ক্ষেতে চূণেরও অভাব

আছে। দেশের সর্ব্বত্রই জৈব সার ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে সব্জীসার (Green manure) গোবর, খোল বিশেষ উপযোগী।

ইহাদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে নাইট্রোজেন সার আছে। কি দুঃখের বিষয় কেবল যে অযথা পোড়াইয়া গোবর নষ্ট হইতেছে তাহা নহে, তৈল উৎপাদক শস্য যথা সরিষা, বাদাম, তিল প্রভৃতি বহুল পরিমাণে চাষ হইলেও বিদেশে চালান হওয়ায় এদেশেও সকলের খোসা বা খোল সে হিসাবে খুব কম হইতেছে। কেবল তাহাই নহে যতটুকু খোল দেশে প্রস্তুত হয় তাহার বেশীর ভাগ রপ্তানি হইয়া যায়। এ বিষয় রাজশক্তির সাহায্য না হইলে চলিতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে ইউরোপে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিনা শুল্কে অবাধে অপরাপর দেশ হইতে খোল, ও অপরাপর তৈলবীজের খোলা আমদানী চলিতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যাহাতে পড়ে সেজন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের এখন আন্দোলন করা দরকার। আমাদের বিবেচনায় এ বিষয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা উদ্যোগী হইয়া অবাধে খোল ও তৈল বীজের খোলা যাহাতে চালান নিবারিত হয় তাহার জন্য আইন প্রণয়ণ করিতে পারিলে দেশের এক মহোপকার সাধিত হয়। আশা করি শীঘ্রই এ বিষয় দৃষ্টি পড়িবে। ট্রেক্স নির্দ্ধারণ কমিটি ও (Tauation committe) এ বিষয়ে বলেন যে তৈলবীজের খোসা এবং খোলের বিদেশ চালানের উপর শুল্ক ধার্য্য হউক এবং সেই শুল্কের একাংশ কৃষক কুলের হিতের নিমিত্ত যাহাতে তাহারা কৃত্তিম সার প্রয়োগ করিতে শিখে সে বিষয়ে খরচ করা হউক। ভারতের প্রধান ফসফেট পূর্ণ সার হইতেছে অস্থিচূর্ণ, মাছের কাঁটা, স্বভাবজ ভারতের খণিজ সম্পদ (যথা চূণের চীনা মাটীর, পাহাড়) ভারতের বাহিরে বিদেশের বাজারে হাড়ের ও শুটকী মাছের ও কাঁটার (demand) যা চাহিদা হওয়ায় ও দর থাকাতে বহুল পরিমাণে এই সকল কৃষিজসম্পদ বাহির হইয়া যাইতেছে, হায় কয়জন এ বিষয়ের খবরই বা রাখেন। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য, যদি দেশে এই সকল দ্রব্যের প্রয়োজনিতা সম্বন্ধে কৃষকের জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে এদেশেই উহা বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইত। কিন্তু দুই কারণে তাহা হইতেছে না। প্রথম কৃষকদিগের এ বিষয় বুঝিবার জ্ঞানের অভাব। দ্বিতীয়তঃ কিনিবার ও সামর্থের অভাব। যাঁহারা বড় বড় ক্ষেত বা জমীর মালিক তাঁহারাও এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন। আমাদের বিবেচনায় গভর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগীয় ফার্ম্মে পরীক্ষা দ্বারা সারের প্রয়োজনিতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হউক ও সস্তায় যাহাতে কৃষক মাল পায় তাহারও সুবিধা করিয়া দিবার জন্য (credit Society) ঋণ দান সমিতির প্রতিষ্ঠা হউক।

(ক্রমশঃ)

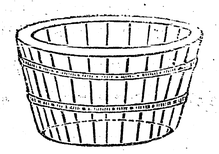

ভুলের পথে।

(উপন্যাস)

শ্রীজহরলাল বিশ্বাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(২)

"নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে, যে বিপদ থেকে আপনি আমায় উদ্ধার ক'রেছেন, তা'র জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো, কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে যে, সে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে বড় ভাল কাজ করেন নি।"

"কেন ?"

"সে কথা পরে ব'লবো, এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, কি রকম ক'রে, কোন উপায় অবলম্বনে, কোন সাহায্যে নির্ভর ক'রে, এই অপমানিতা দূষিতা, লাঞ্ছিতা জীবন খানাকে জগতের পরপারে টেনে নিয়ে যাব।"

"এর জন্য কোন চিন্তা, কোন ভয় হৃদয়ে স্থান দেবেন না, আমি যখন বিপদের মুখ থেকে আপনাকে উদ্ধার ক'রেছি, তখন আপনাকে রক্ষা কর্ব্বার ভার আমিই গ্রহণ ক'র্ব্বো।"

"সে কি! না—না, ওকথা ব'লবেন না। এখন আমার সঙ্গে কথা না বলা বা আমার কাছে না আসা আপনার পক্ষে খুবই মঙ্গল।"

"কারণ ?"

"আপনার বিপদ হ'তে পারে। সুতরাং আপনি আর আমার কাছে আসবেন না, বা আমার সঙ্গে কথাও ব'লবেন না। আমি আপনার গলগ্রহ না হ'য়ে, যে কোন প্রকারেই হৌক নিজের পথ নিজেই দেখে নোব। তা'র জন্য আপনি কোন চিন্তা ক'র্ব্বেন না।"

"পথ দেখে নেবেন——নিজে। বেশ।"

"হঠাৎ এত গম্ভীর হ'য়ে গেলেন কেন ?"

"জানিনা,—আচ্ছা তবে চল্লেম। ভগবান আপনার সহায় হৌন।"

সুরেশ বাবুর বাটীর অনতিদূরে একটী পতিত কুঁড়ে ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রাত্রি প্রায় ৭ ঘটীকার সময় একটী যুবক ও যুবতী এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। যুবক আপনাদের পরিচিত অমিয় বাবু।

অমিয় বাবু যখন চলিয়া গেলেন, তখন তিনি সেইস্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অমিয় বাবু দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই, তিনি সেইস্থানে বসিয়া পড়িলেন এবং হতাশাকরুন-নেত্রে নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন, "না এ লাঞ্ছনাময় দুর্ভাগ্যমণ্ডিত জীবনখানাকে আর জগতের বুকের মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখতে পার্ব্বনা, যে কোন প্রকারেই হৌক জগতের বুক থেকে স'রে যাবার চেষ্টা ক'র্ত্তেই হবে; তা'তে যদি আত্মহত্যা ক'র্ত্তে হয়, তা'র জন্যও আমি পশ্চাৎপদ হবো না। তবে আর একবার চেষ্টা ক'র্ব্বো দেখি তিনি আমায় স্থান দেন কি না। আজই যাব, না—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আজ আর যাব না; কালই যাওয়া যাবে। এখন একটু শুইগে।" এই বলিয়া তিনি কুটিরাভ্যন্তরে গমন করিতেছেন, এমন সময় নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটী ভিখারী গান গাহিতে গাহিতে সেই দিকে আসিতেছিল। ইহা শুনিয়া তিনি সেইস্থানে বসিয়া উৎকর্ণ ভাবে সেই সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ও মন বলনা আমায়।
কেন তব আঁখি-বারি বক্ষ ভেসে যায়॥
জীবন প্রভাতে তব
মনে কি গো নাই,
শুধু হাতে ব'সে তুমি
ভাবিতে সদাই,—
সে ভাবনা ঘুচাইলে, জীবন-মধ্যাহ্নকালে,
পুনঃ কি ভাবনা এল জীবন-সন্ধ্যায়॥
ভেবোনা ভেবোনা আর
মিছে অনুক্ষণ,
ভাবিলে কি হবে তব
নিয়তি খণ্ডন,—
যে দিনের যা হবে, পুরাবারে সেই সবে,
নিয়তির দূত তব পাছু পাছু ধায়,—
তবু কি ভাবিবে ও মন বলনা আমায়॥

গান গাহিতে গাহিতে ভিখারী চলিয়া গেল এবং তিনি কিয়ৎক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

উদ্ভোলন।

মাটীর প্রাণ।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণহীন জড় যদি কিছু থাকে তো সে মাটী, ইহাই আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। মাটী যে জড় বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে যত অসংখ্য জীবাণু আছে তাহার হিসাব ধরিলে ইহার জড়ত্বকে আর জড়ত্ব বলিতে ইচ্ছা হয় না।

এক কণা মৃত্তিকার মধ্যে বহু লক্ষ ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় জীবাণু বিদ্যমান আছে। ইহারা এতক্ষুদ্র যে স্থূল চক্ষে তো দেখা যায়-ই না উপরন্তু সাধারণ শক্তি বিশিষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ইহারা ধরা পড়েনা। অতিশয় শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেই ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারা যায়।

এই সকল জীবাণুর আকার ও রকম ভেদ আছে। সাধারণতঃ তাহাদের চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—Bacteria, Fungi, Algeae, Proto 300.

ব্যাকটিরীয়া—অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর জীবাণু গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ১ ইঞ্চিকে ৫০ সহস্র অংশে বিভক্ত করিলে একটি অংশ যত ক্ষুদ্র হয় এক একটি ব্যাকটিরীয়া তাহার তুল্য আকার হইয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণীর জীবাণুগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহারা প্রায় ১ ইঞ্চির এক পঞ্চবিংশ সহস্র দীর্ঘ।

একটী ছোট চামচের এক চামচ মাটীর মধ্যে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ কেবল ব্যাকটিরীয়াই থাকে। ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত জীবাণুও পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কেবল মাত্র মিশরের একটি কবরের মাটীর পরীক্ষার ফল ভিন্নরূপ হইয়াছে। এই কবরটি ৩০০ বৎসর যাবত একবারও খোলা হয় নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র নথে মজুমদার বি, এ

(সম্মিলনী—২০শ সংখ্যা ১৩৩৪)

সরিষার তৈল।

বঙ্গদেশের মত উষ্ণদেশে সরিষার তৈল ব্যবহার করা, নানা কারণে উপকার জনক। স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে সরিষার তৈল মর্দ্দন করেনা, এরূপ লোক এদেশে অতি বিরল; তবে নব্য যুবক যুবতীদিগের কথা সতন্ত্র। তাঁহারা জামা ইত্যাদি অপরিষ্কার হইবার ভয়ে; সরিষার তৈল পছন্দ করেন না; অধিকন্তু অত্যাধিক মূল্যে বিদেশাগত সাবান, পমেটম ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া, নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ যাঁহারা এখনও সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকে, এইজন্য তাহাদের গাত্র-চর্ম্ম আমাদের অপেক্ষা কোমল, স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল। সরিষার তৈলে যে সমস্ত উপকার সাধন করিয়া থাকে তাহা সমুদয় সংগ্রহ করিলে, একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, সেইজন্য অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি উপকারের কথা বিবৃত করিতেছি।

১। স্নানের পূর্ব্বে উত্তমরূপে ঘসিয়া ঘসিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিলে, গাত্রচর্ম্ম কোমল ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে, এবং রক্তেরও গতি (Circulation of Blood) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু স্নান করিবার সময় গামোছা দিয়া বেশ করিয়া মর্দ্দিত তৈল তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য, নতুবা গাত্রে ময়লা জমিয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি অপরিষ্কার হইয়া যায়।

২। ম্যালেরিয়া বহুল স্থানে রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিলে, মশার উপদ্রব অল্প হয়, নিদ্রা গাঢ় হয় এবং সেঁতো বায়ু (Damp air) ইত্যাদি লাগিয়া শরীরের বড় একটা অপকার করিতে পারে না।

৩। সরিষার তৈলে গন্ধকের অংশ থাকায় খোস চুলকানি (Itches etc) ইত্যাদি চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সরিষার তৈলে নিমপাতা বেশ খর করিয়া ভাজিয়া খোস ইত্যাদি চর্ম্মরোগে (skin diseases) প্রয়োগ করিয়া আমি অনেকগুলি রোগী আরাম করিয়াছি।

৪। শরীরের কোন স্থানে ব্যথা (Pain) হইলে, সরিষার তৈলের সহিত সামান্য কর্পূর মিশ্রিত করিয়া এবং রৌদ্রপক্ক * করিয়া আক্রান্ত স্থানে মালিস করিলে ব্যথার উপশম হয়। ইহার দ্বারা বাতও আরোগ্য হয়।

৫। কর্ণের থইল শুকাইয়া কিংবা অন্য কোন কারণে যন্ত্রনা হইলে, সরিষার তৈল গরম করিয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলে যন্ত্রনার লাঘব হইয়া থাকে।

৬। স্নান করিবার সময় চক্ষুতে সামান্য সরিষার তৈল প্রয়োগ করিলে, চক্ষু শীতল থাকে এবং চক্ষুর তেজঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

৭। সর্দ্দির সময় নাশিকায় সরিষার তৈলের নাশ লইলে সর্দ্দি আরাম হয়। ইউরোপীয়েরা এই প্রথা অতিশয় পছন্দ করেন।

---

* একটী শিশিতে তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া ২।৩ দিন রৌদ্রে রাখিয়া দিলেই রৌদ্রপক্ক হয়।

৮। কাশি ইত্যাদিতে সরিষার তৈলের সহিত কতকগুলি মাষকলাই ভাজিয়া লইয়া সেই তৈল বক্ষে এবং কণ্ঠদেশে মালিস করিলে, কাশির উপশম হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলেদের ঘুংড়ি কাশিতে (Whooping cough) ইহা বিশেষ উপযোগী।

৯। সামান্য কারণে পেট ব্যথা হইলে সরিষার তৈল পেটের উপর সামান্য জলের সহিত মালিস করিলে পেট ব্যথা আরাম হইয়া থাকে। এই প্রথা জোলাপেরও কাজ করে।

১০। কেশের অকালপক্কতা নিবারণ করিতেও সরিষার তৈল বিশেষ উপযোগী।

১১। সরিষার তৈল দিয়া দন্ত ধাবন করিলে দন্তের উৎকর্ষ সাধন হয় এবং দুর্গন্ধও নিবারণ হয়।

১২। আমাশয় রোগে কাঁচা চিড়ার সহিত কিংবা গরম ভাতের সহিত অল্প পরিমানে সরিষার তৈল মাখিয়া সকালে ও বৈকালে ২।১ দিন খাইলে আমাশয় অরোগ্য হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয় গুলি আমি রোগীদের দিয়া পরিক্ষা করিয়াছি, এবং সুফল প্রাপ্তও হইয়াছি। এক্ষণে আপনারাও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সরিষার তৈলের ন্যায় আরও অনেক দ্রব্য এদেশে রহিয়াছে যাহা আমাদের অজ্ঞতা ও বিলাসিতা বশতঃ আমরা কাজে লাগাইতে পারি না।

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাস এল এম এইচ (স্বাস্থ্য প্রকাশ—আশ্বিন ১৩৩৪)

সংগ্রহ।

নিজাম রাজ্যের কৃষি পরামর্শদাতা

বোম্বাই প্রদেশের কৃষি-ডিরেক্টর ডাক্তার হেরল্ড ম্যান মাসিক ২ হাজার টাকা বেতনে তিন মাসের জন্য নিজাম রাজ্যের কৃষি ও সেচ বিভাগের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন।

টীকায় সংক্রামক ব্যাধি।

বিলাতের বিখ্যাত দার্শনিক মিঃ হারবার্ট স্পেন্সার এক পুস্তক লিখিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, টীকা দেওয়া বড়ই দোষের, টীকার বীজে শরীরে সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার করে; যাহা

প্রকৃতির কার্য্য, যাহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম, টীকায় তাহার বৈপরিত্য সাধন করে; শরীর তাহাতে ক্রমশঃ মাটী হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধ কার্য্য বড়ই হানিকর। এই বলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে সংক্রামকরোগ যেরূপ ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক প্রবল।

বিসূচিকার প্রতিষেধক।

বহুদিন পূর্ব্বে বিলাতের একখানি সংবাদপত্রে বিসূচিকা বা কলেরা রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে লেখা হইয়াছিল যে পূর্ব্বে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে, মধ্যে মধ্যে সংক্রামক কলেরা রোগে সংস্র সহস্র ব্যক্তির মৃত্যু হইত, কিন্তু যে সকল স্থানে তাম্রের খনি আছে, সেখানে কখনও ঐ রোগ দেখা যাইত না। ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাম্রস্পৃষ্ট জলে জীবাণু থাকিতে পারে না। কোন রোগের, বিশেষতঃ কলেরা রোগের জীবাণু তাম্রস্পৃষ্ট জলে পতিত হইবামাত্র মরিয়া যায়। ইহা দেখিয়া ফরাসী চিকিৎসকগণ তাম্রপাত্রস্থিত জলকে কলেরার একটি বিশেষ প্রতিষেধক বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহারা প্রচার করেন যে, যে সময়ে কোন স্থানে কলেরা সংক্রামকরূপে দেখা দেয় সে সময় স্থানীয় অধিবাসীরা যদি প্রত্যহ প্রাতে একটু করিয়া তাম্রপাত্রে জল পান করে তবে ঐ মারাত্মক ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। ঐ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে আধ ঘণ্টা বা একঘণ্টা অন্তর ঐ জল পান করাইলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সুমার্জ্জিত তাম্রপাত্রে অন্যূন চব্বিশঘণ্টা কাল জল রাখিয়া দিলে, সেই জলের জীবাণুনাশের ক্ষমতা জন্মে। আজকাল বঙ্গের সর্ব্বত্র কলেরা ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, সুতরাং তাম্রপাত্রের জলে কোন উপকার হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বীজাণুর দীর্ঘ জীবন।

বিলাতের ট্রপিকাল ডিজিস হাসপাতালের ডিরেক্টর স্যার উইলিয়াম সিম্পসন সম্প্রতি রোগবীজাণুর বয়স সম্বন্ধে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখনও তাঁহার পরীক্ষা শেষ হয় নাই; কিন্তু ইতি মধ্যেই একটী ঘটনায় তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাই সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে বিস্ময় উৎপাদন পক্ষে যথেষ্ট। একটি রোগীর শরীর হইতে রোগ-বীজাণু লইয়া স্যার উইলিয়াম সিম্পসন শিশির ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছিলেন; ছাব্বিশ বৎসর পরে সেই শিশি খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বীজাণু এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহার শক্তিও নষ্ট হয় নাই। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি এই বীজাণু একটী গিনিপিগের দেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে গিনিপিগের শরীরে সেই রোগের

লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং শীঘ্রই গিনিপিগটি প্রাণত্যাগ করে। স্যার উইলিয়াম সিম্পসন এখনও এসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন। রোগ-বীজাণু যে এতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে এ পর্য্যন্ত তাহা কাহারও ধারণা ছিল না।

গন্ধবহ প্রজাপতি।

দক্ষিণ আফ্রিকা, জ্যামাইকা, সিংহল ও আসাম প্রদেশে একশ্রেণীর প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা ফুলের মত সুগন্ধ ছড়াইয়া থাকে। প্রজাপতি সম্বন্ধে জনৈক অভিজ্ঞ মার্জ্জোরী ম্যাকডিল মহাশয় বলেন, এই জাতীয় প্রজাপতি সকলগুলিই জাতিতে পুরুষ। ইহারা এত অধিক পরিমাণ গন্ধ সংগ্রহ করে যে, যেস্থানে উড়িয়া বেড়ায় সেই স্থানেই অপূর্ব্ব সৌরভে আমোদিত থাকে।

কৃষিকার্য্যে কাচের শস্যাগার।

বিলাতের এক চাষের ক্ষেত্রে ছোট ছোট গাছগুলিকে কাচের ঢাকনা দিয়া ঢাকা দেওয়া হয়। বরফের হাত হইতে চারা গাছ বাঁচাইবার জন্য এমন ভাল উপায় আর নাই। ইহাতে খরচ কম এবং লাভ বেশী হয়। ফসলও পরিমাণে বেশী এবং গুণে ভাল হয়। ঢাকনাগুলি তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও অতি সহজ এবং উহা বসাইবার জন্য কোন পাকা ছাউনির দরকার নাই।

শস্যের সহজ পরিমাপ।

দুই ঘন ফুট বাছাই করা শুকনা ভুট্টার ওজন এক বুসেল। ভুট্টার গোলার ঘন ফুট মাপিয়া লইলে তাহাতে কত ভুট্টা-দানা আছে তাহা জানিতে বিলম্ব হয় না। কোন একটী গোলা দীর্ঘে ৩০ ফিট, প্রস্থে ১২ ফিট এবং উর্দ্ধে ৮ ফিট হইলে—৩০ × ১২ × ৮ = ২,৮৮০ ঘন ফিট গোলার পরিমাণ হইল, উহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ১,৪৪০ বুসেল ভুট্টার ওজন পাওয়া যাইবে।

আলুর পরিমাণ বাহির করিতে হইলে গুদামের যত ঘনফিট পরিমাণ হইবে তাহাকে ৮ দ্বারা ভাগ করিলে যত ভাগ ফল থাকিবে, তত বুসেল আলু হইবে।

ঘাসের গাদার ঘন ফিটকে ৫১২ দ্বারা ভাগ করিলে যত ভাগফল হইবে, ঘাসও তত টন হইবে।

বিবিধ বৈচিত্র্য।

গাছের গীত-বাদ্য জ্ঞান।

গীত বাদ্যে মানুষ মুগ্ধ হয়, পশুপক্ষীও মুগ্ধ হয়; কিন্তু বৃক্ষলতা মুগ্ধ হয়—এ কথা কেহ শুনিয়াছেন কি? নিউইয়র্কের কোনও গীত-বাদ্য-বিশারদ পণ্ডিত বহুদিন হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোনও কোনও বৃক্ষলতা গীতবাদ্যে মুগ্ধ হয়। তিনি বলেন মানুষের যেমন ধমনী আছে, পশুপক্ষীর যেমন শিরা আছে, বৃক্ষাদিরও সেইরূপ শিরা ও ধমনী আছে। প্রাণীগণ যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে সঙ্কুচিত ও বিচলিত হয়, স্পর্শ শ্রবণ প্রভৃতি নানা কারণে বৃক্ষলতাদিরও সেইরূপ সঙ্কোচ সম্প্রসার ভাব দেখা যায়। গীতবাদ্য করিবার সময়, উদ্যানবাটিকার বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের তিনি ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন। বোষ্টনের জনৈক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বলেন, তিনি আরও দেখিয়াছেন, হারমোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্র বাজাইবার সময় অনেক বৃক্ষের মুদিত মুকুল, বাদ্য শুনিতে শুনিতে প্রস্ফুটিত হয়; আবার বাদ্য বন্ধ হইলেই তাহারা মুদিয়া যায়।

কাগজের নৌকায় সাগর পার।

ওজনে ৬০ পাউণ্ড অপেক্ষাও কম একখানি ছোট কাগজের নৌকায় চড়িয়া সমুদ্র মধ্যে প্রায় দুই হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন—এমন লোকও আছেন। এ কেবল ফরাসী ঔপন্যাসিক জুলেস ভার্ণের কল্পনা-কথা নহে। মিঃ ষ্টাথনিয়ান বিশপ নামক এক বৈজ্ঞানিক ১৮ ফিট পরিমিত একখানি ছোট নৌকায় করিয়া কিউবেক হইতে যাত্রা করেন। হাডসন নদে ট্রয়ের নিকটে, তিনি ঐ নৌকা বদল করিয়া ছোট একখানি কাগজের নৌকায় আশ্রয় লন। নৌকার কাগজের স্থূলত্ব ছিল,—এক ইঞ্চির ৮ ভাগের ১ ভাগ। সেণ্ট লরেন্স মেক্সিকো প্রভৃতি দিয়া তিনি প্রায় দুই হাজার মাইল ভ্রমন করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার এই সমুদ্রযাত্রা হইতে অনেক অভিনব তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন।

বাদ্যের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপন।

বাদ্যের যেমন একটা ধ্বনির তরঙ্গ আছে তেমনি অগ্নিরও একটা তরঙ্গ আছে। বিদ্যুতের

তরঙ্গের সাহায্যে আমরা বিনা তারে টেলিফোন শুনিতে পারি ও করিতে পারি। অগ্নির তরঙ্গ এমন ভাবে আয়ত্তাধীন করা যায় যে তাহা হইতে ধ্বনি হইতে থাকে, যদি সেই ধ্বনির মত অন্য এক ধ্বনি করা যায় তবে তখনই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে মিঃ কেলগ অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া বেহালা বাদন করিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালেও শব্দ করিয়া যে অগ্নি নির্ব্বাপণ করা যায় তাহা তৎকালীন লোকে জানিত। যে অগ্নি জ্বলিয়াছে তাহার তরঙ্গের গতি ও দৈর্ঘ্য জানিতে পারিলেই সেই তরঙ্গের ধ্বনি উত্থাপন করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করা যায়।

ষষ্ঠীর কৃপা।

সাক্ষাৎ ষষ্ঠী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইটালীর এক জননীর ৬২টি সন্তান সন্ততি পরিচয় পাই। ১৯ বৎসর বিবাহ হয়; তাহার প্রথম ৯ বৎসরের মধ্যে ১১ বার সন্তান প্রসব; তিন বার ৪টি করিয়া, একবার ৪টি পুত্র একটী কন্যা। শেষ ১২ বার এক একটী। উনষাটটি ছেলে, তিনটি মেয়ে—মোট তাঁহার ৬২টি সন্তান-সন্ততি। তাঁহার নিবাস, নেপল্‌সের নিকট নোছেরা গ্রামে। তাঁহার বয়স যখন ৫৭ বৎসর, এতগুলি পুত্র-কন্যার ভরণ পোষণে অক্ষম বলিয়া, তিনি ইটালির গবর্ণমেণ্টের নিকট বাৎসরিক ৭২ পাউণ্ড (১০৮০ টাকা) 'পেন্‌সেন্' প্রার্থনা করিয়াছিলেন।



পত্রাদি।

(১)

শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্রের উত্তর।

১। কলাবাগান হইতে বানর তাড়াইবার উপায়ঃ—

(১) দুই পট্‌কার আওয়াজ করিতে করিতে বানরের পেছন পেছন তাড়া করিলে বানর ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়। উপরি উপরি ১০।১৫ দিন এইরূপ তাড়া দিলে বানর কলা বাগানে আর প্রবেশ করিবে না। ইহাতে দিন আন্দাজ চার পয়সা খরচ।

(২) আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত উপায়ে হনুমানের অত্যাচার হইতে কলার কাঁদি রক্ষা করিয়া থাকেন।

একটী কাঁচা শেঁকুল কাঁটা (প্রায় ছয় হাত লম্বা) লইয়া কাঁদির গোড়ায় ও আগায় বেঁকাইয়া বাঁধিয়া দিলে হনুমান ও বাদুড় কলার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। দু' পাঁচ কাঁদি এইরূপে রক্ষা করা চলিতে পারে, কিন্তু বড় বাগানে (৫ বা ১০ বিঘা কলাবাগানে) এপ্রথা প্রযুজ্য নহে।

(৩) পাতলা চটের বালিশের খোলের ন্যায় খোল প্রস্তুত কর। বালিশের ওয়াড়ে যেমন ফালি পরান থাকে, সেইরূপে চটের খোলের দুই মুখে দড়ী পরাইয়া রাখ। মোচা কাটিয়া ফেলিয়া খোলটি কাঁদিতে পরাইয়া দাও এবং দাঁড় টানিয়া খোলের দুই মুখ বাঁধিয়া দাও। ইহাতে কলার কাঁদি হনুমান, বানর বাদুড় ও অন্যান্য পাখীর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে। ৫ বিঘার কলা রক্ষার জন্য অন্ততঃ ১০০টি চটের খোল আবশ্যক। চটের থান কিনিয়া ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইলে এক একটি খোলের জন্য চার পয়সা খরচ পড়ে; জলে ভিজে রৌদ্রে ব্যবহৃত হইলেও একবৎসর টিকিবে। এইরূপ আবৃত থাকায় কাঁচকলার রঙ একটু সাদাটে ধরণের হয় এবং খরিদদারেরা বেশ পছন্দ করে। পাকা কলার বর্ণও বেশ পছন্দ সই ফিকে হলুদ বর্ণ হয়, কালচে হলুদ বর্ণ হয় না (সাধারণ কাঁঠালি কলার বর্ণ)। চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে হনুমানের উপদ্রব বড় বেশী; সেখানে এইরূপে উহাদের অত্যাচার হইতে কলা রক্ষা করা হয়।

২। শূকরের অত্যাচার হইতে কলা বাগান রক্ষা করিতে হইলে কাঁটামুদি ও মনসা কাঁটার বেড়াই প্রশস্ত। খাড়া ও (stiff) গভীর পগার কাটিয়া কাঁদির উপর বেড়া দিতে হয়। যদি শূকরের অত্যাচার না থাকে, গবাদির অত্যাচার হইতে কলা বাগান রক্ষা করিতে হইলে খাড়া ও গভীর পগার কাটাইবে কাঁদির উপর বেড়া দিতে হইবে। শ্বেত করবী, লাল করবী, জবা, অজিনা, কাঁটামুদি শুপরি প্রভৃতির বেড়া দিলে বেড়া বেশ মজবুত টেকসই হইবে এবং বেড়া হইতে ফুল ফল বাবত কিছু আয়ও হইবে। ইতি

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।

(২)

মাননীয় "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

নমস্কার,

আমি গাঙ্গা, কলা, গোল আলু ইত্যাদির চাষ করিব মনস্থ করিয়া ৫০।৬০ বিঘা পরিমিত একখণ্ড ভূমি সংগ্রহ করিতেছি; কিন্তু গাঙ্গা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কার্য্যকরী এবং

সন্তোষ জনক উপদেশ পাই নাই; সুতরাং গালার—বীজ, ক্ষেত্র ও বৃক্ষ, চাষের সময় ও ও বৃক্ষ হইতে গালা আহরণ, বিশুদ্ধি করণ, রপ্তানির বন্দোবস্ত এবং মোটামুটী আয়ব্যয়ের একটী হিসাব ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ আপনি স্বয়ং অথবা আপনার পরিচালিত বিখ্যাত "কৃষক" পত্রিকার দ্বারে কোনও সহৃদয় গ্রাহক অথবা পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিলে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। ইতি

নিবেদক
শ্রীরাধাকৃষ্ণ মজুমদার
বাণীভবন হোষ্টেল
৫৬।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাহক নং ১২৬৮

(৩)

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কৃষক" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কৃষক পত্রিকায় বোটানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার পেঁপে চাষে কিরূপে "আড়া গাছ নিবারণ করা যায়" এই সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছেন। আঁড়া গাছ নিবারণ সম্বন্ধে আমি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং অন্যান্য বিষয়ে নিজের যাহা অভিজ্ঞতা আছে তাহা ইতঃপূর্ব্বে "মাহিষ্য সমাজ" পত্রিকায় কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে এতৎসম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত অংশটুকু অধ্যাপক মহাশয় এবং "কৃষকের,' সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিরূপে সবগুলিই স্ত্রীবৃক্ষ উৎপাদন করা যায়, এই সমস্যাই পেঁপে চাষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরু। এসম্বন্ধে নানা কৃষকের নানা মত। বৈজ্ঞানিকদিগের মতামত জানা নাই, তবে কৃষকদিগের মতামত যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নরূপ :—

(১) বীজ রাখিবার সময় কতিপয় অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যথা—গাছের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও বৃহত্তম ফলটী পাকিলে তাহার বোঁটার মাঝখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত আধা-আধি ভাবে না কাটিয়া ফলটীর মধ্যদেশে বলিদানের ন্যায় দুইভাগ করিয়া বোঁটার দিকের অংশ পরিত্যাগ করিবে এবং পশ্চাদ্দিকের অংশে যতগুলি বীজ পাওয়া যাইবে তন্মধ্যে মাত্র কৃষ্ণবর্ণ কয়টী গ্রহণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। অবশিষ্ট বীজ ফেলিয়া দিবে।

(২) কেহ কেহ বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে বলে। তাহাদের মতে কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি, বিশেষতঃ অমাবস্যা বীজ ফেলিবার প্রকৃত সময়।

(৩) কেহ কেহ রোপণের (Transplantation) সময় বিশেষ নিয়ম পালন করিতে বলে। তাহাদের মতে হাপরে, তলায় বা খোলায় চারাটী যে অবস্থায় থাকে, রোপণ করিবার সময়েও যেন ঠিক সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বদিকের পাতাটি যেন পূর্ব্বদিকেই এবং দক্ষিণ দিকের পাতাটি ঠিক দক্ষিণ দিকেই থাকে।

(৪) কেহ কেহ বলে মাত্র অমাবস্যা বা পূর্ণিমার দিনই যেন চারাগুলি হাপর হইতে তুলিয়া জমিতে লাগান হয়।

(৫) অনেকে কিন্তু উপরোক্ত কোন নিয়মই মানিতে চাহে না। তাহারা বলে পেঁপে চাষ করিতে গেলে পুংবৃক্ষ হইবেই। কোনরূপ ইহার প্রতিকার নাই। ঘন করিয়া বীজ বপন করিবে এবং ফুল হইলে আড়া গাছটী আগার দিকে কাটিয়া দিবে, অবশিষ্ট গাছ গজাইয়া যদি পুনরায় আড়া ফুল ফুটে তাহা হইলে গাছটীর মূলোৎপাটন করিয়া দূর করিয়া দিবে। (কেহ কেহ গাছটীর ডগা পর পর তিনবার কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলে) এই যুক্তি সম্পূর্ণ সমীচীন ও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ যথেষ্ট সার মাটী দিয়া, সুকর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলাম বা চারা রোপন করিলাম এবং ছয় মাস ধরিয়া নিয়মমত জল সেচনাদি যথেষ্ট যত্ন অর্থব্যয় করিবার পর যদি সবগুলিই পুংবৃক্ষ হয় তাহা হইলে আমাকে একে একে সবগুলির মূলোৎপাটন করিয়া জমি পরিষ্কার করিতে হইবে। তবে পুংবৃক্ষের অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া দিলে নবজাত বৃক্ষ কখন কখন স্ত্রী পুষ্প ধারণ করে; একথা অমি বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা করিতে করিতে এই বৎসর মাত্র একটী গাছে সফল হইয়াছি। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহার মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে। তবে পর পর তিনবার ডগা কাটিবার এবং তাহা হইতে কি পুষ্প নির্গত হয় তাহা দেখিবার ধৈর্য্য সকলের আছে কিনা জানি না এবং সে পর্য্যন্ত অর্থব্যয় করিয়াও জমির খাজানাদি দিয়া গাছটা বাঁচাইয়া রাখিবার সামর্থ্যও সকলের আছে কি না জানি না। ইতি

দক্ষিণ গোবিন্দপুর
২৪ পরগণা।

বিনীত
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস।

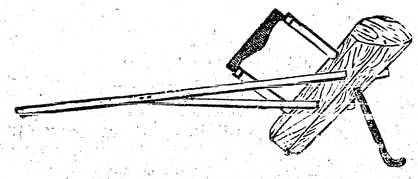

বাগানের মাসিক কার্য্য।

চৈত্র মাস।

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা শশা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স, স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের অনেক গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্রমাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদী ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বীজ বুনিতে থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এ মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলাগাছে, কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটি ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন চৈত্রে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয় চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এ মাসে ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়। চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবি ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালে বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল শীতেরও শেষ হইল এবং গোলাপেরও ফুল ক্রমে কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের বাগানে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট পপি, ষ্টাটারসম, ফ্লক্স প্রভৃতির ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলুও বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

পত্র লিখিবার সময় 'কৃষকে'র নামোল্লেখ করিবেন।

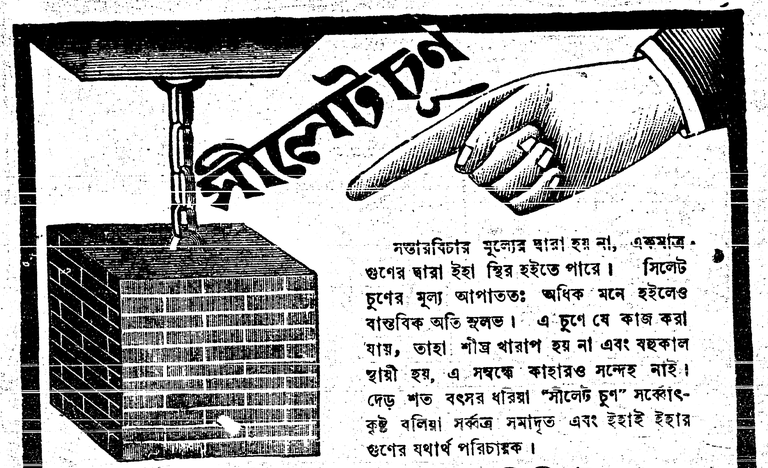

সস্তারবিচার মূল্যের দ্বারা হয় না, একমাত্র গুণের দ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে। সিলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

সীলেট লাইম কোং লিমিটেড।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং

২৫ নং সোম্নালো লেন, কলিকাতা।

টাটকা

বীজ! বীজ!! বীজ!!!

সকল রকম সব্জী ও ফুলের বীজ আমদানী হইয়াছে।

সত্বর হউন। সত্বর হউন!!

বিলম্বে হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসল

কলম চারা কলম।

বিলম্ব করিবেন না।

প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

আসুন! আসুন!! আসুন!!!

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কবিরাজ—নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।
২৮।১ ও ১৯ সীমার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

REGISTERED NO. C-192

২৯শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল। [১ম সংখ্যা

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

মাসিক পত্র

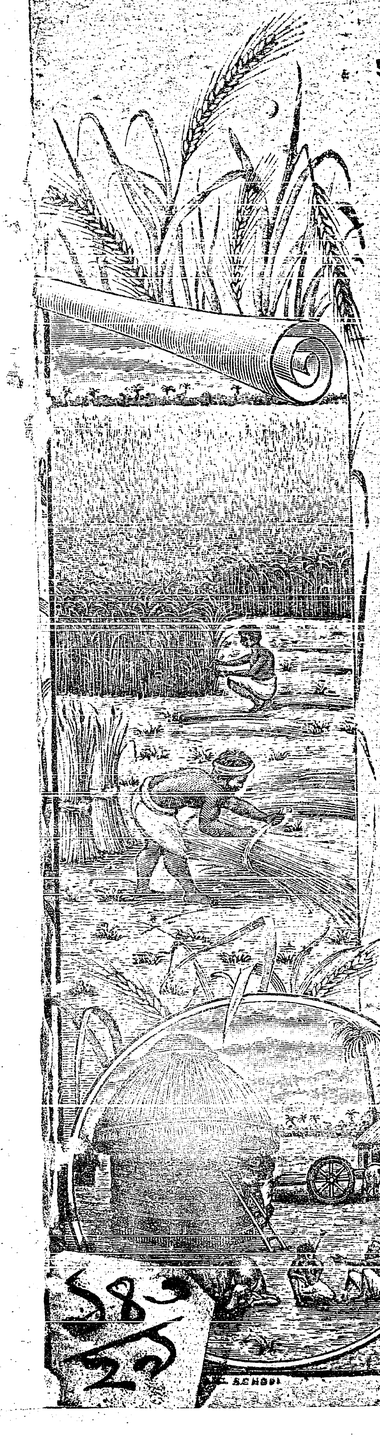

কৃষক

OR

THE AGRICULTURIST

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেডের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

মূল্য প্রতি সংখ্যা ।/০ বার্ষিক ৩৲০

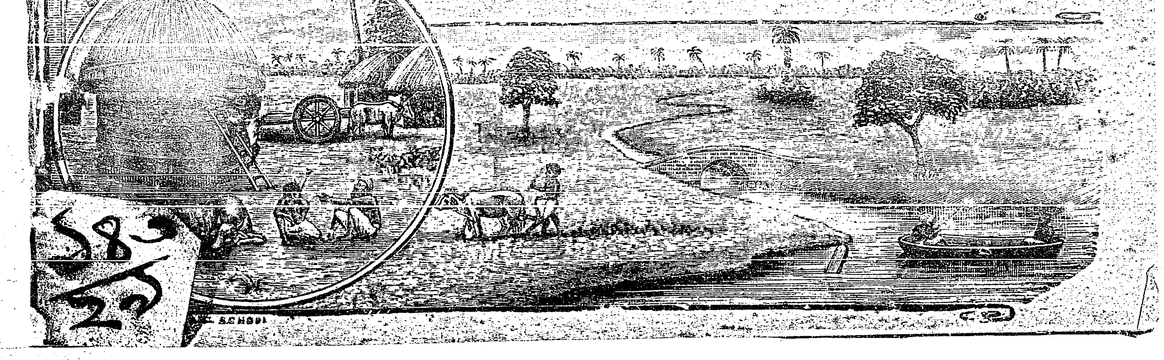

আখ মাড়াই কল।

(বলদ চালিত)

তিন রোলার যুক্ত।

আখ মাড়াই কল।

ইহাতে দুইটী সমান মাপের রোলার আছে। ৮ লম্বা × ৭ ব্যাস। আর একটী ছোট রোলার আছে ৬ × ৫, ইহার দ্বারা আখগুলি চিরিয়া ফেলা হয়; ফ্রেমটি শাল কাঠের, এবং উপরের ও নীচের বুসগুলি ঢালাই লৌহে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ ওজন প্রায় ৭॥০ মণ।

আলাদা রোলার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

'হাত' আখ মাড়াই কল

ইহাতে দুইটী ৮ × ৭ মাপেরও একটী ৬ × ৬ মাপের রোলার আছে। দাঁতগুলি মজবুত ও সম্পূর্ণ ঢাকা এবং ইচ্ছামত বদলান যায়। তৈলাধারগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে রসের সহিত তৈল মিশিয়া যায় না।

সকল অংশই সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

আজই পত্র লিখিয়া অনুসন্ধান করুন।

Sales Department HOWRAH. **BURN & Co. Ltd.** Howrah Iron Works HOWRAH.

প্রকাশিত হইয়াছে! প্রকাশিত হইয়াছে!

আপনাদের চিরপরিচিত **কৃষি সহায়** বা Cultivator's guide প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বিঘা কি রূপ চাষ, কত পরিমাণ সার ও বীজ দরকার বা কি পরিমাণ চারা প্রয়োজন তাহা সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মূল্য ৸০ আনা বাঁধাই—৸৵০ মাত্র।

পাট বীজ। পাট বীজ।

লালতে পাট, কাকিয়া বোম্বাই, মিঠে পাট, ধঞ্চে, শণ ইত্যাদি
সকল প্রকার চিনেবাদাম বীজ, আদা হলুদের উৎকৃষ্ট মূল

আশাতীত সুলভ মূল্য

সত্বর লিখুন! সত্বর লিখুন!!

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কৃষকের

পুরস্কার পুরস্কার পুরস্কার।

আশা করি পাঠ করিতে ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ভুলিবেন না।

Cover Printed at the Sree Ram Press, 162, Bowbazar Street, Calcutta.

বৈশাখ সূচীপত্র ১৩৩৫ সাল

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বর্ষারম্ভে (প্রবন্ধ) শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ...	১
২।	প্রকৃতির খেয়াল ও মানুষের চেষ্টা-শ্রীযুক্ত.....। ...	৪
৩।	কৃষিকথা (প্রবন্ধ) সম্পাদক ...	৭
৪।	লাহার চাষ (প্রবন্ধ) শ্রীহেরম্বনাথ ভাদুড়ী ...	৯
৫।	ভারতীর গুড়ের খবর (সংবাদ) ...	১১
৬।	ভারতের কৃষি (বক্তৃতা) সম্পাদক ...	১৫
৭।	মুলার চাষ—শ্রীরেবতীমোহন দাস ...	১৭
৮।	মান কচুর চাষ ও গো সেবা (প্রবন্ধ) শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য ...	১৯
৯।	গো জাতির উন্নতি ও গো দুগ্ধ (প্রবন্ধ) শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার...	২২
১০।	বাঙ্গলা দেশে গো জাতির পালন উন্নতি সম্বন্ধে সহজ আলোচনা-মিঃ পি, জে, কার ও কে, ম্যাকলীন	২৫
১১।	আমাদের কথা ...	৩১
১২।	নূতন বছর—শ্রীজহরলাল বিশ্বাস ...	৩৩
১৩।	উত্তোলন (কস্তুরীর কথা) ...	৩৪
১৪।	কৃষি সন্ধান ...	৩৮
১৫।	সংগ্রহ ...	৪০
১৬।	বাগানের মাসিক কার্য্য ...	৪০

বেঙ্গল পাবলিক হেল্‌থ ল্যাবরেটরির ডাইরেক্টর ও নানাস্থানীয় বহুদর্শী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত এবং ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডস্ট্রিজ বেঙ্গল কর্ত্তৃক বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেলওয়ে, চা বাগান প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য অবধারিত।

সি, কিউ, সি, মার্কা কলোনিয়্যাল কুইনাইন কোম্পানীর সি, কিউ, সি, মার্কা

কুইনাইন ট্যাবলেট

৩ গ্রেণ ২০ ট্যাবলেট। ১০ টিউব ৷৷৹ সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

পাইকারী দর স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, এবং এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, কলিকাতা।

WHO IS WHO

In war against malaria

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ পুস্তক। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসের প্রথম হইতে যে সকল মনস্বী এই বিষয়ের নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়া ইহার দমন করিবার উপায় বাহির করিয়াছেন তাঁহাদের ফটো এবং ম্যালেরিয়া বীজাণুর সুন্দর ত্রিবর্ণ ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইবে। মূল্য আট আনা।

প্রাপ্তি স্থান :—

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি।

১।২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ।

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৺শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটী বহু পুরাতন সিদ্ধপিঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল ভৈরব। ই, আই আর হুগলী কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেসনের অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে মন্দির।

সেবাইত

শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়।

সাং কালীগড়, পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলী।

যামিনীবাবুর কৃষি পুস্তকাবলী।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষকের সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী "কৃষক" আফিসে পাওয়া যায়।

তুলার চাষ ,,	৵০
ইক্ষু চাষ	।০
সরল কৃষি কথা	।০
পান চাষ	৵০
বেনেতি বাগ	৵০

"উৎসব"

হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মাসিক পত্রিকা মূল্য ৩৲

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ

সম্পাদক প্রণীত—ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী :—

১। শ্রীশ্রীগীতা—২য় সংস্করণ মূল সংস্কৃত ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ প্রতি শ্লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। ৩ খণ্ডে সমাপ্ত। তিন খণ্ডই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে প্রত্যেকখণ্ড বাঁধাই ৪৷৷০ তদালোচিত শ্রীগীতা সম্বন্ধে অনেক সুধীজন ভাল অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, সকলের অভিমত প্রকাশের স্থান নাই। পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামচরণ কবিরত্ন বলিতেছেন—"গ্রন্থকার গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ং বুঝিয়াছেন অপরকে বুঝাইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি উহাতে যে ভাষ্য বা টীকা দিয়াছেন, তাহাতে সকল টীকার ও ভাষ্যের সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহার অনুবাদও প্রাঞ্জল ও যথাযথ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নোত্তর স্থলে যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে যাঁহারা গীতার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে চাহেন, গীতার সারবত্তা বুঝিতে চাহেন, গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় দেখিতে চাহেন তাঁহাদের নিকট রামদয়াল বাবুর গীতাই আদর পাইবে, ইহাই তাঁহাদের স্বাধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের কণ্ঠহার হইবে, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

২। ভদ্রা—২য় সংস্করণ আদর্শনারীচরিত্র ও তপরায়ণ-ব্রত সাধন-তত্ত্ব উপন্যাস। মূল্য আবাঁধা ১।০ বাঁধাই ১৷৷০।

৩। কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ রামায়ণ হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। মূল্য ৷৷০

৪। ভারতসমর—বা গীতা পূর্ব্বাধ্যায় (১ম ও ২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ মহাভারতের চরিত্র উল্লেখ করিয়া লিখিত বাঁধাই ২৷৷০

৫। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব—

৬। গীতা-পরিচয়—২য় সংস্করণ শ্রীগীত বুঝিতে হইলে ইহাও আবশ্যক। মূল্য ১।০

৭। বিচার চন্দ্রোদয়—২য় সংস্করণ তত্ত্বান্বেষী সাধকের নিত্য সহচর এবং নিত্য সাধ্যায়োপযোগী একমাত্র গ্রন্থ ভগবৎধ্যান ও স্তোত্র মালা সমন্বিত।

মূল্য—কাগজে বাঁধাই ২৷৷০ ; কাপড়ে বাঁধাই ৩৲।

৯। মনোনিবৃত্তি। নিত্য সঙ্গী

বাঁধাই ১৷৷০। ১০। শ্রীশ্রীনামরামায়ণ আবাঁধা ।০

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, সাধক জীবনী, ভক্তজীবনী, পরলোক রহস্য প্রভৃতি প্রণেতা—

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামীর সম্পাদকতায় বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা ২য় খণ্ডে আপনাপন জীবনী অথবা বংশাবলীর ইতিহাস দিতে চান, তাঁহারা সত্বর পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করুন।

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

৭২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।

অম্লের, অম্লপিত্তের ও যাবতীয় শূল রোগের দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধ।

REG. "দৈববল" No. 1388

বহুকাল হইতে লক্ষ লক্ষ রোগীতে পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত গাছগাছড়ার প্রস্তুত এই মহাশক্তি সম্পন্ন দৈবপ্রাপ্ত মহৌষধে অম্ল, অম্লপিত্তের বেদনা দাস্ত ও বমি হওয়া পেটের মধ্যে চাকা হইয়া বেদনা ধরা অম্লশূল পিত্তশূল, কৃমিশূল প্রভৃতি বেদনা ও তৎ সংক্রান্ত উপসর্গ ৭ দিনে নিশ্চয় আরোগ্য ও ৩।৪ সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। সাধারণের উপকারের জন্য প্রচার করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রস্তুত ও প্রচারের ব্যয়ের জন্য এক সপ্তাহের মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবিনোদলাল বসু, প্রোপ্রাইটর।

দৈববল কার্য্যালয়, যশোহর, চৌরাস্তা।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মাসিকপত্র

গৃহস্থ-মঙ্গল।

সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অফিস—৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।

মূল্য বার্ষিক ৩৷৷০ প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা।

বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে, দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। গৃহস্থের উপযোগী করিয়া প্রতি মাসেই ইহা নিয়মিত বাহির হইতেছে। ইহাতে টোটকা চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি, এলোপাথি, কবিরাজী, কৃষি, বাণিজ্য বিষয়ক ইত্যাদি যাবতীয় প্রবন্ধাদি সুচিন্তিত লেখকগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইতেছে। ইহার প্রত্যেক পত্রই বহুমূল্য উপদেশে পূর্ণ থাকে। অদ্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন এবং উপকৃত হউন।

প্রবোধচন্দ্র দের কৃষি পুস্তকাবলী।

Potato Culture	৷৷০
কৃষিক্ষেত্র	১৷৷০
সব্জীবাগ	১৷৷০
ফলকর	১৲
মালঞ্চ	১৷৷০
আয়ুর্ব্বেদীয় চা	।০
মৃত্তিকা তত্ত্ব	১৷৷০
গোলাপ বাড়ী	১৲
কার্পাস কথা	৷৷০
ভূমি কর্ষণ	।৵০
উদ্ভিদ খাদ্য	৷৷০
উদ্ভিদ জীবন	৷৷০
সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি	।০
প্রাকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান	।০
ভারতীয় অর্থশাস্ত্র	।০

যাঁহারা গল্প ও উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন এতদিনে তাঁহাদের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ঔপন্যাসিক ও চিত্রশিল্পিগণের একত্র সমাবেশ করিয়া বিরাট আয়োজনে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া

মাসিক গল্পগুচ্ছ।

প্রকাশ করা হইল। কাগজের আকার—ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী বা প্রবাসীর ন্যায়। প্রতি সংখ্যা ।৵০, আনা, বার্ষিক ৩৷৷০ আনা। নমুনার জন্য ।৵০ ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

কার্য্যালয়, ৬৯, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

এক আনার ডাক টিকিট

সুরমার সৌভাগ্য !

নহিলে, এত তৈল থাকিতে শুধু সুরমারই এত নাম ডাক, এত আদর কেন? সকলের মুখেই শুনিতে পাই,—"সুরমা বড় সুন্দর টল টলে, ব্যবহারে কখনও চুল চটচটে হয় না, অথচ ইহা নারিকেল তৈলে বা "মিনাল" তৈলে প্রস্তুত নহে। বিশুদ্ধ কৃষ্ণ তিল তৈল ইহার মূল উপাদান। সুরমার সুবাস মধুর, স্নিগ্ধ এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। তাজা ফুলের মত এমন টাটকা সৌরভ আর কোন তৈলে নাই। সুরমার গুণও অনেক। ইহা চুলের উপকারী, মাথার উপকারী, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ হিতকর। সুরমা মাখিলে সত্য সত্যই চুলের শোভা বাড়ে। মাথার খুস্কি, মরামাস, টাক, চুলপড়া ও অসময়ে পাকা প্রভৃতি দোষ অতি শীঘ্র নিবারিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে সুরমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত ভাল তৈলের দামও আশ্চর্য্য সস্তা। ৸০ আনা দামের একটী শিশিতে অন্যান্য তৈলের দ্বিগুণ তৈল থাকে। ডাকে লইতে ।৶০ আনা মাশুল লাগে দশের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে ৵০ আনার টিকিট পাঠাইয়া সুরমার নমুনা পরীক্ষা করুন। সেই সঙ্গে একখানি নূতন পঞ্জিকাও বিনামূল্যে পাইবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	।৶০ নয় আনা।
একত্র তিন শিশির মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১।৶০ এক টাকা নয় আনা

পাঠাইয়া, "সুরমার" নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

বড় এক শিশির মূল্য	৸০ বার আনা মাত্র।
মাশুলাদি খরচ	।৶০ এগার আনা।
একত্র তিন শিশি মূল্য	২৲ দুই টাকা।
ডাকমাশুলাদি	১।৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

অশোকাসব।



অশোকগাছ স্ত্রীরোগ নিবারণের প্রধান ও প্রসিদ্ধ ঔষধ সেই অশোক ছাল, ওলটকম্বল প্রভৃতি কতিপয় বাছা বাছা স্ত্রীরোগ নাশক ঔষধ দ্বারা এই অশোকাসব প্রস্তুত হইয়াছে। ঋতুকালে অল্প বা অধিক রজঃস্রাব, তলপেটে ও কোমরে বেদনা, শিরঃপীড়া, সর্ব্বদা শ্বেত, পীত বা রক্তবর্ণের অল্প অল্প স্রাব এবং রজোরোধ ও মৃতবৎসা প্রভৃতি দারুণ স্ত্রীরোগ সমূহ এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র নিবারিত হয়। এই ঔষধের প্রধান সুবিধা এই যে, কোন অবস্থাতেই ইহা সেবনের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজে নিজেই পূর্ব্বোক্ত রোগ সমূহের জন্য এই ঔষধ নির্চ্চাচন করিয়া নির্ভয়ে সেবন করিতে পারেন। গর্ভাবস্থাতেও ইহা সেবন করিতে কোন ভয়ের কারণ নাই।

এক শিশি ঔষধের মূল্য	১৷৷০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুলাদি	।৶০ নয় আনা।

লোম সংহার।

আমাদের এই লোমসংহার চূর্ণ এমন কয়েকটী বিশেষ উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে যে ইহাতে কেশের অনিষ্টকর কোনপ্রকার পদার্থ নাই। লোমযুক্ত স্থানসমূহে ধীরে ধীরে লাগাইয়া দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেশমূল শিথিল হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়। গাল প্রভৃতি কোমল স্থানে ইহা নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাজারের বাজে চূর্ণাদি দ্বারা সময়ে সময়ে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আমাদের "লোমসংহার" চূর্ণ ব্যবহারে সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই।

প্রতি শিশি মূল্য	৷৹ আট আনা।
মাশুলাদি খরচ	৶০ তিন আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, বাসব অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভী এবং সকল প্রকার জাতির ধাতুদ্রব্য আমর অতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভ দরে বিক্রয় করিতেছি।

এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগীগণ স্ব স্ব রোগ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্ন সহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থাও পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন অর্দ্ধআনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন।

শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটী বাজার কলিকাতা।

বিলাতে বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

গিনি সোনায় তৈরী হাল ফাসানের অলঙ্কার

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। নিচে ইয়োলো-ব্রোজ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরে গিনি সোনা এবং নীচের ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। এককথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে।

ইহা চুড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক্‌জিবিশন-চূড়ী

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয়গাছার একসেট চুড়ী ৪৯৷৷০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বিশেষ বড় বা বিশেষ ছোট হাতের আবশ্যক হইলে শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া দিবেন। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃপিতে পাঠান হয়।

সত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃ মন্দির সম্পাদক

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস
৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

অন্যান্য অলঙ্কারের মূল্য তালিকা চাহিলেই পাইবেন।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ প্রতিষ্ঠিত

গ্রামের ডাক।

দ্বৈমাসিক পত্রিকা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম বি এস সম্পাদিত।

৺শ্রী বঙ্গপল্লীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের ডাক প্রকাশিত হইতেছে। বাজে কথায় গ্রামের ডাকের কলেবর পূর্ণ হয় না। গ্রামের উন্নতি বিষয়ক কাজের কথাই ইহাতে থাকে। ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালীকে জীবনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টাই গ্রামের ডাকের কঠোর ব্রত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲

প্রাপ্তিস্থান—হাওড়া জেলা কৃষিও হিতকরী সমিতি, হাওড়া।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং।

১৩ ওল্ডকোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জমিদার ও শিকারীগণের

সুপরিচিত।

বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, টোটা, বারুদ ছররা প্রভৃতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে একবার বিখ্যাত বন্দুক বিক্রেতা ম্যাণ্টন এণ্ড কোংর অফিসে অনুসন্ধান করুন।

ম্যাণ্টন এণ্ড কোং

১৩নং ওলড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পানের সার।

Betel-toue

আজ পাঁচ বৎসর হইল একরূপ সর্ব্বনাশী পোকা পান নির্ম্মূল করিয়া বারুজীবি বৈশ্য জাতির সর্ব্বনশ করিতেছে। তাহারা পান লতা মাটী ইত্যাদি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে পাঠাইয়া কোন ফল না পাইয়া, বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর কৃষি বিষেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুত যামিনী রঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের নিকট উপনীত হইলে তিনি উক্ত কীটের জীবাণু লতা, পান, মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার নিদান স্বরূপ এক অদ্ভুত ঔসধ বা সার আবিষ্কার করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিবেন। উক্ত সারের নামে Betel tone (বীট্‌ল টোন) ব্যবহার বিধি সারের সহিত দেওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে পান তয়ার করিতে ২০৲ মূল্যের সারের প্রয়োজন। ইহাতে পান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পোকা ধরে না, বড় দীর্ঘ স্থায়ী হয়। বাঙ্গলার বারুজীবি যুবকদের আর নিরর্থক বিঘা প্রতি ৪০ মণ সরিষার খইল ব্যবহার করিতে হইবে না।

পাইবার ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড

১৬২নং বহুবাজার কলিকাতা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

কলিকাতা প্রধান আপিস।

৩নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড

স্থানীয় শাখাসমূহ।

বড়বাজার শাখা—১৯৫ নং হ্যারিসন রোড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট শাখা—৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

পার্ক ষ্ট্রীট শাখা—৪৮ নং পার্ক ষ্ট্রীট।

সেভিংস ব্যাঙ্ক

ডিপজিট বা জমা।

১লা জানুয়ারা হইতে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে এক বৎসরে মোটের মাথায় ৫০০০৲ পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যাইতে পারে। দুই বা ততোধিক লোকের নামেও একাউণ্ট খোলা যায় এবং জমা টাকা একজন বা ততোধিক জনকে কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে জীবিত একজন বা ততোধিক জনকে দিবার ব্যস্থাও করা যায়।

টাকা তুলিয়া লওয়া।

যে কোন সময়ে টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়। তবে সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না।

যে সহরে একাউণ্ট থাকে সেই সহরে বাস না করিলে ডাকযোগে টাকা জমা দেওয়া অথবা টাকা তুলিয়া লওয়া যায়। বিনা খরচে ব্যাঙ্কের অন্য কোন আফিসে একাউণ্ট বহন করিয়া লওয়া যায়।

স্পেশাল ডিপজিট একাউণ্ট।

যখন জমা টাকা ১০০০০৲ দশ হাজারে গিয়া পৌছায় জমাকারী সেই সময়ে সমস্ত টাকা অথবা দুই হাজার, চারি হাজার, ছয় হাজার অথবা আট হাজার টাকা স্পেশ্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ডিপজিট একাউণ্টে রাখিতে পারেন তবে এই টাকা তুলিতে গেলে তিন মাস পূর্ব্বে জানাইতে হয়।

সুদ।

সাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে মাসিক জমা টাকার উপর, যাহা ১০ হাজারের অধিক হইবে না, বার্ষিক শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে দৈনিক জমা টাকার উপর বার্ষিক শতকরা চারি টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক স্কে রিলে নিয়মাবলী যায়।

ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাসের

ব্যথা শান্তি তৈল।

সামান্য ব্যথা হইতে বাত পর্য্যন্ত নিরাময় করিতে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। বহু পরীক্ষিত মূল্য ১ শি শি।০

ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।

২ নং শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট।

(নেবুতলা ঈশ্বর ভবন) কলিকাতা।

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্র

"স্বভাবের পথে"

৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত স্বভাব-চিকিৎসা অর্থাৎ মাটী, জল, উত্তাপ, হওয়া ও শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় রোগের চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধ, রোগীর বিবরণ, রোগী বিশেষের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর, লুইকুনে, ম্যাক্‌ফ্যাডেন, প্রভৃতি বিখ্যাত স্বভাব চিকিৎসকগণের লিখিত মূল্যবান পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ ইত্যাদি গত বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২।০, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

গ্রাহাক হইবার জন্য আজই পত্র লিখুন।

জলচিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়। ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "স্বভাবের পথে"

২০এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।

এই অগ্রহায়ণে দ্বিতীয় বর্ষে নব কলেবরে দেখা দিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ আর্য্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদের" সেই প্রসিদ্ধ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। গত ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মিত বাহির হইতেছে। এই পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল-এম-এস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ প্রভৃতি কবিরাজ এবং রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম-বি, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-ডি, প্রভৃতি ডাক্তারগণ নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। এরূপ শ্রেণীর পত্রিকা ইহা ভিন্ন আর নাই। বার্ষিক মূল্য—৩।৵০। নমুনা সংখ্যা ।০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

সোনার বাংলা

সম্পাদক { শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল
শ্রীগোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর।

ঠিকানা—১।২এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য—ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা।

প্রতি সংখ্যা ৶০ ভিঃ পিতে ।৶০।

কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি (Central Co-operative antimalaria Society) এবং বঙ্গীয় উদ্যান-কৃষক সমবায় সমিতি (Bengal Co-operative Home crofters Association এই দুই সমিতির মুখপত্র বঙ্গপল্লীর উন্নতি বিষক সকল প্রকার প্রবন্ধ ও বিবরণী ইহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়।

তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র কয়েক খণ্ড অবশিষ্ট আছে।

"বৌদ্ধবাণী"

(ব্রহ্মদেশে প্রকাশিত একমাত্র বাঙ্গলা মাসিক)

সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

কার্ত্তিক মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী, শস্য-শ্যামল ব্রহ্মদেশের প্রাকৃতিঅ সৌন্দর্য্য ও স্বর্ণপেগোডার অপূর্ব্ব শোভা **বৌদ্ধবাণীর** ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া সাম্যমৈত্রীর প্রদার করাই ইহার একমাত্র কাম্য। আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

ব্রহ্ম প্রবাসী প্রায় তিনলক্ষ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে আপন **পুণ্যদ্রব্যের বিবরণ** পাঠাইতে হইলে আজই চিঠি লিখিয়া বিজ্ঞাপনের হাত জ্ঞাত হউন।

ম্যানেজার—"বৌদ্ধবাণী"।
৮৪ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট,
পোষ্ট বক্সনং ৪০৬,
রেঙ্গুন।

বার্ষিক মূল্য—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা।০ চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

পল্লীবাসীর মুখপত্র। পল্লীসেবক সাপ্তাহিক।

"পল্লীমঙ্গল"

পল্লীবাসীগণের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ দেশবিদেশের বিবিধবার্ত্তা ও পল্লীকথা পাটের সংবাদ প্রভৃতি রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আচার্য্য স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "পল্লীমঙ্গল" শ্রমিকগণের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের সহায় হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক। এই পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আমি জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।"

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
বিজ্ঞাপনের হার চিঠিতে জ্ঞাতব্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"পল্লীমঙ্গল"।
পোঃ নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা।

এই দারুণ গ্রীষ্মে যদি আপনি

ডাঃ জে, এল, বিশ্বাসের

পপুলার কোকোনাট অয়েল

মাখিয়া স্নান করেন, তাহা হইলে আপনার মস্তিষ্ক বেশ শীতল থাকিবে, এবং ইহার মধুর গন্ধও আপনাকে আনন্দিত করিবে। **মাথার যাবতীয় রোগ দূর করিতে এই তৈল আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।** অদ্যই এক শিশি আনাইয়া পরীক্ষা করুন। মূল্য অতি সামান্য—১ শিশি ।০ ২ শিশি ।৵০। ১ শিশি প্রায় দুই সপ্তাহ চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডায়মণ্ড হোমিও সাধনাশ্রম।
২, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, (নেবুতলা—ঈশ্বরভবন)
কলিকাতা।



ভারতলক্ষ্মী।